শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দরের শুভ আবির্ভাব
শতবর্ষ পূর্ত্তি স্মরণে প্রকাশিত

উপনিষদ ভাবনা

দ্বিতীয় খণ্ড

বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য

ভূমিকা লেখক

অধ্যাপক **শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস** এম. এস. সি,
সারস্বতরত্ন, ভাগবতকথা-সাগর, ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক
প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং
কলেজ ও উপাধ্যক্ষ দমদম মতিঝিল কলেজ।

এবং

বর্দ্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক
ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
লিখিত মুখবন্ধ সম্বলিত।

প্রকাশিকা—

মহানাম সেবক-সংঘ পক্ষে

অধ্যাপিকা উজ্জ্বলা কুণ্ডু

কলিগ্রাম কলেজ,

মালদহ

প্রথম সংস্করণ—

সন ১৩৬৪ ভাদ্র, হরিপুরুষাব্দ ১০৮

মুদ্রাকর—

অবিনাশ রায় এম. এ

শান্তি প্রেস

১, নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড

কলিকাতা-১১

জয় জগদ্বন্ধু হরি

উৎসর্গ

নিখিল শাস্ত্রের প্রদীপ ন্যায়শাস্ত্র।
সেই প্রদীপটী—
যিনি সর্ব্বাগ্রে আমার নয়নাগ্রে উত্তোলনকারী,
যিনি আমার শাস্ত্র-সাম্রাজ্যে সরণি-সুগমকারী,
যাঁর পদধূলি
নিত্য পাঠারম্ভে করিতাম শিরের ভূষণ,
যাঁর নৈপুণ্য-পূর্ণ-প্রকাশভঙ্গিতে
দুরূহ শাস্ত্র হইয়া উঠিত প্রাঞ্জল, জলের মতন,
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রবীণ অধ্যাপক,
ভট্টপল্লী-বাস্তব্য, গোলোক-গত,
পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্কবাগীশ মহোদয়ের
স্নেহ-শীকর-সিক্ত-স্মৃতি-স্মরণে
"উপনিষদ ভাবনা" উৎসর্গ করিলাম।
আমি তাঁর
অশেষ, অনুগ্রহ-পুষ্ট অযোগ্য অকৃতজ্ঞ
অন্তেবাসী

মহানামব্রত

শ্রীমৎ অনির্বাণজীর

প্রশস্তি

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজের "উপনিষদ্ ভাবনা" উপনিষৎ সমূহের মর্মাবগাহী একখানি অপরূপ গ্রন্থ। বুদ্ধির সঙ্গে বোধির, পাণ্ডিত্যের সঙ্গে প্রজ্ঞার, সূক্ষ্ম বিচারের সঙ্গে অনুভবের সমন্বয়ে গ্রন্থখানি একটি সার্থক রচনা। তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা, ব্যাপ্তি এবং গভীরতা ব্রহ্মচারি-জীর ভাবনাকে এবং তাঁর ফলস্বরূপ তাঁর প্রাঞ্জল বাচন ভঙ্গীকে এমন একটি মহিমা দান করেছে, যা ব্রহ্মচারিজীকে বেদার্থবিদ্‌দের প্রথম সারিতে স্থাপন করবে।

ভূমিকা

দেশ বিদেশ বিখ্যাত ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবক্তা পরম জ্ঞানী ও ভক্ত-প্রবর শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী তাঁহার লিখিত "উপনিষদ্ ভাবনার" দ্বিতীয় খণ্ড আমার নিকট একটি ভূমিকা লিখিবার জন্য পাঠাইয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন। আমি বেদবিদ্যায় নিতান্ত অপারদর্শী, আর তাঁহার গ্রন্থ জ্ঞান-গম্ভীর সুতরাং আমার পক্ষে উক্ত কার্য্য সম্পাদন নিতান্তই ধৃষ্টতা। কিন্তু তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন, সাধুজনের আজ্ঞা শিরোধার্য্য ও অবশ্য পালনীয় ইহা মনে করিয়াই অগ্রবর্ত্তী হইতেছি।

ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রের অতি প্রাচীন শাস্ত্র এই বেদ, যেদিন পৃথিবীর অন্য সব দেশ অন্ধকারে আবৃত ছিল, তখন ভারতের ঋষিরা গুরুগম্ভীর স্বরে এই বেদ প্রচার করিয়াছিলেন এবং "শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্যপুত্রাঃ" বলিয়া পৃথিবীর মানুষকে সেই পরম তত্ত্ব জানিবার জন্য আহ্বান জানাইয়াছিলেন। সেই পরম গুহ্য ও একান্ত অপৌরুষেয় বেদের সারভাগ এই উপনিষৎ সমূহ। ইহাকেই বলে শ্রুতি প্রস্থান। বেদের যে জ্ঞান কাণ্ড, তাহা হইতে বহু-প্রকার উপনিষৎ গ্রন্থিত হইয়াছে এবং ইহার কারক মহর্ষি বেদ-ব্যাস। তিনি ঋষিদের শ্রুত এই জ্ঞানপূর্ণ তত্ত্বসমূহ সংগৃহীত করিয়া অক্ষয় কীর্তি ও জীবকল্যাণ করিয়াছেন। প্রায় শতাধিক উপনিষৎ প্রচলিত আছে। এই উপনিষৎ-মালার মধ্যে

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক দশখানি উপনিষৎ গ্রন্থের ভাষ্য করিয়াছেন, ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের অর্থের সহিত সমতা সাধন করিয়াই।

বেদ ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক—ইহাতে মুখ্যরূপে পরমব্রহ্মতত্ত্ব, জীব-তত্ত্ব ও জগৎতত্ত্ব প্রকাশিত। উহার ভাষা অত্যন্ত কঠিন ও ব্যাকরণও সাধারণ সংস্কৃতের ব্যাকরণ নহে। সুতরাং সাধারণের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। তাই বহুকাল হইতেই দেশে বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। বিশেষতঃ বাঙ্গলা ভাষায় তো কথাই নাই; সাধারণ বাঙ্গালীদের বেদ দুরধিগম্য ছিল। আমরা আমাদের বেদের গর্ব্ব করি বটে কিন্তু বেদ কি জানি না, পড়ি নাই, বুঝি নাই, সুতরাং ও বিষয়ে বিশেষ অনভিজ্ঞ।

আমাদের পরম সৌভাগ্য ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী বাংলা ভাষায় বড় কঠিন উপনিষদের মর্ম্মার্থ আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষা সরল, ভাব গম্ভীর এবং তিনি পূর্ব্বাচার্য্যদের অনুসৃত অর্থ গ্রহণ করিয়া কষ্টবোধ্য শব্দও প্রমাণাদি উল্লেখ করিয়াছেন। তর্ক শাস্ত্রে তিনটী প্রমাণ সর্ব্বজনস্বীকৃত, "প্রত্যক্ষানুমানাগমানি" কিন্তু বিদ্বৎ প্রতিভার যে বিশেষ স্থান আছে তাহার উল্লেখ অল্প স্থানেই দেখা যায়। ব্রহ্মচারিজী তাঁহার অর্থব্যঞ্জনার মধ্যে ইহা প্রকটন করিয়াছেন, ইহাতে গ্রন্থের চমৎকারিতা বহুগুণ বাড়িয়াছে।

উপনিষদের ভাষা, শব্দ ও ব্যাকরণ সাধারণ নহে; এমন কি শব্দার্থ পর্য্যন্ত বৈদিক অভিধান মত করা হইয়াছে;

সাধারণ অর্থ ঐ পর্য্যায়ে পড়ে না। ব্রহ্মচারিজী তাঁহার উপনিষৎ ভাবনায় তাহা অনেকাংশে সহজ ও সরল বাংলায় আনিয়া আমাদের বেদ উপনিষৎ বুঝিবার যথেষ্ট উপাদান যোগাইয়াছেন। শব্দের যে সকল অর্থ আমরা জানি তাহা উপনিষৎ বুঝিবার উপযোগী নহে, যে অর্থে তাহার সম্যক্ অনুভূতি হয় তাহাই তিনি গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। ব্রহ্মচারিজী তাঁহার উপনিষৎ ভাবনার প্রথম খণ্ডে ৯ খানি উপনিষদের ভাবনা করিয়াছেন ঈশ, কেন, কঠ, মণ্ডুক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতেরেয়, শ্বেতাশ্বতর ও প্রশ্নোপনিষৎ। দ্বিতীয় খণ্ডে ছুইখানি বৃহৎ উপনিষৎ স্থাপন করিয়াছেন তাহা হইল যজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষৎ ও সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

ছুইখানিই বিশাল গ্রন্থ ও নানা বিচার ও ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা দৃষ্টি ভঙ্গির নানা কথা। ইহার মধ্যে পরম উপাদেয় বৃহদারণ্যকের রাজর্ষি জনকসভায় মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রশ্নোত্তরের বিরাট বিচার। রাজর্ষি জনক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবিদ ব্রাহ্মণকে সহস্র ধেনু দান করিবেন। বহু ব্রাহ্মণ আসিলেন বিচার হইল কিন্তু কেহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদবিৎ বলিয়া ধেনু গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর যাজ্ঞবল্ক্য আপন শিষ্য দিয়া ধেনুগুলিকে নিজের আশ্রমে পাঠাইয়া, প্রচার করিলেন আমিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। তখন সকল ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ব্রহ্ম, জগত ও জীব তত্ত্ব লইয়া অনেক প্রশ্ন করিলেন। তাহার মধ্যে ঋষি অশ্বল, আর্তভাগ, ভুজ্যু, উষস্ত, কহোল, উদ্দালক, শাকল্য, এবং ইঁহাদের মধ্যে একজন মহীয়সী মহিলা

গার্গী। এই গার্গী ব্রহ্মবিদুষী, ইঁহার প্রসিদ্ধি বেদবিদ্যায় অনন্যসাধারণ। ইনি মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। এই সব প্রশ্নাবলীর মধ্যে যে অপূর্ব্ব দার্শনিকতা বিদ্যমান তাহা এমন সুন্দর ও প্রাঞ্জল ভাষায় মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী বাংলায় লিখিয়াছেন তাহা, এক কথায়, অনবদ্য। যাঁহারা সমাহিত হইয়া পড়িবেন তাঁহারাই ধন্য হইবেন।

শ্রুতির যে মন্ত্র বলিয়াছেন, "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ইহা কিন্তু বর্ত্তমান কালে উচ্চ গণিতের একটা স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞা। বেদের সময় কি এই উচ্চতর গণিত বিদ্যা প্রকাশিত ছিল এ প্রশ্ন করা যায়। মহানামজী উচ্চ গাণিতিক প্রশ্ন উত্থাপন না করিয়াই এমন বিচার করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব। সকলকে, বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিকদের এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রহ্মচারিজীর ব্যাখ্যা অনুসরণ করিতে বিশেষ অনুরোধ জানাই। ব্রহ্ম অনন্ত অখণ্ড সুতরাং তাহার কোনও প্রকার বিভাজন হইতে পারে না। তিনি সর্ব্বদাই পূর্ণ। সুতরাং পূর্ণের গ্রহণও নাই অবশিষ্টও নাই। ব্রহ্মচারিজী সর্ব্ববেদের মূলমন্ত্রের গায়ত্রীছন্দের সাবিত্রীমন্ত্র এমন ব্যাখ্যা দিয়াছেন যাহা অনবদ্য। যে মন্ত্রই ধরি না কেন তাঁহার ভাষায় অর্থ জীবন্ত হইয়া উঠে। ওঁকারের কতরকম ব্যাখ্যা তাহাও মহানামজী করিয়াছেন ছান্দোগ্য উপনিষদের পরিভাষায়। তাঁহার বৈদান্তিক ভাবনা শুধু অপূর্ব্ব নয়, অভিনব। বাংলা ভাষায় যে এইরূপ গ্রন্থ হইতে পারে তাহা, পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

এই সব উপনিষৎ-মন্ত্র ব্যাখ্যানের সময় ব্রহ্মচারিজী যখনই

সুবিধা পাইয়াছেন বেদ মন্ত্র দ্বারা ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠা শুধু নহে বৈষ্ণবধর্ম্মের বৈদিক সমর্থন বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে অবৈদিক নয়, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার বিষয় হইয়াছে। দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় বাদই বৈদিক। আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার কেবলাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠার সময় বেদের ঐ অদ্বয় জাতীয় মন্ত্রগুলিরই উপস্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু দ্বৈতবাদীয় মন্ত্রগুলি পরিহার করিয়াছেন। ব্রহ্মচারী মহানামজী উভয় মতকে একভূমিতে আনিয়া সর্ব্বসমন্বয় করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ সমর্থন করিয়াছেন। এই অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সিদ্ধান্তবাদ।

ব্রহ্মচারী মহারাজ ইতিপূর্ব্বে গীতাধ্যান নামে ৬ খণ্ডে গীতার আলোচনা করিয়াছেন, সকলেই ঐ গ্রন্থ পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। এই গীতা সমস্ত উপনিষদের সারমর্ম্ম। উপনিষদকে দোহন করিয়া ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন। কিন্তু ধেনু একবার দোহন করিলেই আর দুগ্ধ দিবে না ইহা নহে। ব্রহ্মচারিজী দোহনাস্তিক তত্ত্বসমূহ তাঁহার শ্রীমৎ ভাগবতের দশম স্কন্ধের ফেলালবভাষ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহ অক্ষয় অমর হইয়া সুধী সমাজকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা, তাঁহার এই কীর্তি সমস্ত সুধী সমাজকে ধন্য করুক তথা ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বেদ ও উপনিষদের বার্ত্তা বিশ্বের জনগণের কল্যাণকর হউক।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস

মুখবন্ধ

ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারিজী একাধারে পরম জ্ঞানী ও একান্ত ভক্ত। 'তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে'— ইঁহারই যেন প্রতিমূর্ত্তি তিনি। নানা শাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করিয়া তিনি তাহা ভক্তিরসে জারিত করিয়া জনসাধারণের কল্যাণে অক্লান্তভাবে বিতরণ করিয়া আসিতেছেন। তাঁর লেখা গীতা, চণ্ডী, ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেব সহিত যাঁহারই পরিচয় লাভের সুযোগ হইয়াছে, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন তাঁহাব অন্তর্ভেদী সরল, সরস ব্যাখ্যায়। কিন্তু এগুলি সবই 'স্মৃতি' সংজ্ঞক শাস্ত্রের কোঠায় পড়ে। ইহাদের যেটি উৎসস্থল, সেই 'শ্রুতি'ব ব্যাখ্যায় এখন ব্রহ্মচারিজী তৎপর হইয়াছেন। শ্রুতিগণশিখামণি যে উপনিষদ্ তা'র 'ভাবনা'য় তিনি নিবিষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁর সেই গভীর মননের ফলস্বরূপ 'উপনিষদ্-ভাবনা'র প্রথম খণ্ড ইতঃপূর্বেই প্রকাশিত হইয়াছে এবং সুধী ও সাধকসমাজে বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

এই সমাদরের কারণ তাঁর ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা ও সরসতা। উপনিষদের মর্ম উদ্ঘাটন করা সহজ নহে। প্রাচীন আচার্যদের ভাষ্যটীকা টিপ্পনী সাধারণ পাঠকের কাছে দুর্বোধ্য। আধুনিক অনেক মনীষীদের ব্যাখ্যাও দুরবগাহ। অথচ এমন এক অক্ষয়

জ্ঞানভাণ্ডার জনসাধারণের কাছে অনধিগম্য হইয়া থাকিবে। এই অমৃত আস্বাদনে সকলে বঞ্চিত হইয়া থাকিবে তাহাতে আমরা ঋষিগণের কাছে প্রত্যবায়ের ভাগী হইব। ব্রহ্মচারিজী সেই ঋষি-ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁর সাধনালব্ধ আর্ষ দৃষ্টিতে উপনিষদের মর্ম্মার্থ উদ্ঘাটনে অগ্রসর হইয়াছেন।

উপনিষদ্ কোথায়ও জটিল তত্ত্বের জাল বুনেন নাই। যিনি বিশ্বভুবনে আবিষ্ট, অগ্নিতে, জলে, ওষধিতে, বনস্পতিতে আমাদের নয়নগোচর হইয়া নিত্য বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকেই দুই চোখ মেলিয়া ঋষিরা দেখিয়াছেন এবং দুই কান ভরিয়া আমাদের শুনাইয়াছেন। তাঁহাদের কাছে যেটি সহজ চিন্ময় প্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাহা কল্পিত জড়জগতের অস্পষ্ট অনুভূতি। এই অস্পষ্ট কল্পনার জগৎ হইতে সুস্পষ্ট বাস্তব অনুভূতির জগতে জাগিয়া ওঠার সাধনও তাঁহারা দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই-গুলির প্রাচীন সংজ্ঞা হইল 'বিদ্যা'। ব্রহ্মচারিজী তাঁহার 'উপনিষদ্-ভাবনা'র দ্বিতীয় খণ্ডে যে দুইটি বিশিষ্ট প্রাচীন উপনিষদের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতিতে নানা বিদ্যার সমাবেশ। এগুলি যেমন রহস্যময় তেমনি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

ব্রহ্মচারিজী অধ্যায়গুলির প্রাঞ্জল বাংলায় তাৎপর্য যেমন দিয়াছেন, তেমনি অধ্যায় শেষে তাঁর 'ভাবনা' বা 'সারার্থ-চিন্তন' যোগ করিয়া দিয়াছেন, যাহার আলোকে অধ্যায়গুলির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই

প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার সাহায্যে অনেক জিজ্ঞাসু ও তত্ত্বান্বেষী পাঠক এই দুইটি অতি দুরূহ উপনিষদের মর্ম্ম উদ্ধারে অনায়াসে সক্ষম হইবেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ব্রহ্মচারিজী যে এইভাবে শ্রুতিকে সকলের অনায়াস-গোচর করিয়া দিয়া কত উপকার সাধন করিলেন, তাহা বলা যায় না। তাঁহার সারস্বত অবদান বঙ্গভাষাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করিল, তাহাতে এই অকিঞ্চন সন্ন্যাসীর অতুলনীয় সম্পদের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি এইভাবে আরও শাস্ত্র গ্রন্থের ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া সকলের উপকার সাধন করুন্ ও নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া শতায়ু হউন্—এই প্রার্থনা।

শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

উপনিষদ ভাবনা দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডে নয়খানি উপনিষদের ভাবনা, দ্বিতীয় খণ্ডে তুইখানি উপনিষদের ভাবনা। বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য। কঠিনতায়, গভীরতায়, ব্যাপকতায় ও দার্শনিকতায় এই তুইখানি গ্রন্থ উপনিষদ-রাজ্যে রাজা।

প্রথম খণ্ডের শেষের দিকে শ্রুতির মূল মন্ত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে দেওয়া হইল না। ইহা একটি ত্রুটী রহিল। গ্রন্থ আয়তনে বড় হইয়া অত্যধিক মূল্য হইবে—ইহা এক বিবেচনা। আর দ্বিতীয় বিবেচনা, এই শ্রুতিদ্বয়ের সুকঠিন মূলমন্ত্র যাঁহারা আবৃত্তি করিবেন বা করিয়া অর্থোপলব্ধি করিবেন—তাঁহারা নিশ্চয়ই পণ্ডিত। আমার এই ভাবনা তাঁহারা পাঠ করিবেন বলিয়া মনে করি না।

প্রাথমিক ছাত্রের মত আমি শ্রুতি আলোচনা করিয়াছি। কোথাও গভীরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। যাঁহারা আমার মত ছাত্র তাঁহারা ইহাতে কিছু পাইতে পারেন। বস্তুতঃ, এই গ্রন্থ কাহারও জন্য লিখি নাই। নিজ মনে যে ভাবনা জাগ্রত হইয়াছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। যদি ইহা দ্বারা মাদৃশ কোন ছাত্রের শ্রুতিগহনে প্রবেশের কিঞ্চিন্মাত্র সহায়তা হয়, এই ক্ষীণ আশা লইয়া মুদ্রণালয় পাঠাইলাম। এই গ্রন্থে শ্রুতিমন্ত্রের

মূলও নাই অন্বয় অনুবাদও নাই। কেবল ভাবনাই। মূল যে নাই, তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ গম্ভীরার্থদ্যোতক কতিপয় মন্ত্র পৃথক সংগ্রহ করা হইয়াছে। ব্রহ্মসূত্রের সঙ্গে শ্রুতিমন্ত্রের নিবিড় সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ কতিপয় বিশিষ্ট মন্ত্র ও সূত্র পাশাপাশি রাখা হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে সমগ্র গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলন করা হইয়াছে।

গ্রন্থ প্রণয়নে বেদ মীমাংসার ঋষি শ্রীঅনির্ব্বাণের নিকট আমি অনেক ঋণী। অনেক বলিয়াই, পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় তাঁর নামোল্লেখ করি নাই। শ্রুতিশিখরে আরোহনেচ্ছু প্রবর্ত্তকের সম্মুখে অতুলনীয় পথিকৃৎ শ্রীঅনির্ব্বাণকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই। প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় একটি ভূমিকা লিখিয়া দিয়া কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পরম সুহৃদ প্রবীণ দার্শনিক ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় মুখবন্ধ লিখিয়া দিয়া স্নেহপাশে বদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহাদের কল্যাণ কামনা করি।

প্রবন্ধগুলি উজ্জীবন নামক মাসিক পত্রিকায় নানা সময় প্রকাশিত হইয়াছিল। যেমনটি লেখা ছিল তেমনটিই মুদ্রিত হইল। ফলে, পুনরাবৃত্তি বহু রহিয়া গেল। একই কথা, একবার সার সঞ্চয়নে, আর একবার ভাবনায়, আর একবার তুলনামূলক আলোচনায় কোন কোন কথা বারবার বলা হইয়াছে। যাঁহারা শাঙ্কর ভাষ্য আনন্দগিরির অনুভাষ্যের মর্ম্মবেত্তা, তাঁহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে পারে। যাহারা আমার মত শ্রুতিরাজ্যে নবীন ছাত্র তাহাদের লাভই হইবে। এককথা পুনঃ পুনঃ বলাকে শাস্ত্রীয়

ভাষায় বলে অভ্যাস। গীতায় অভ্যাসের প্রশংসা আছে।
"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।"

মানবজাতির আধ্যাত্মিক মহাসম্পদ শ্রুতিতে অন্তর্গূঢ়। আমাদের দেশের নরনারীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে ভারতের তথা বিশ্বের মহাকল্যাণ হইবে।

শ্রুতি প্রতিপাদ্য পরম দেবতা শ্রীহরিপুরুষকে ধ্যান করি। শ্রুতিমূর্ত্তি শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি। সত্যদ্রষ্টা ঋষিবর্গের চরণে শির অবনত করিয়া প্রার্থনা করি, ভারতে সেই মহাকল্যাণের যুগ আবার প্রতিষ্ঠিত হউক। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

বিনয়াবনত—

দাস—মহানামব্রত

সূচীপত্র

"অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়"

বৃহদারণ্যক ১।৩।২৮

"অসত্যে জড়িয়ে আছি। তোমার সঙ্গে মিলনে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে। জ্ঞানে মিলন হবে, মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃতলোকে মিলন হবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

"তদ্বেদগুহ্যং
উপনিষৎসু গূঢ়ম্‌"

শ্বেতা-৫।৬

বৃহদারণ্যক শ্রুতি

সারসঞ্চয়ন

মধুকাণ্ড

(প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়)

প্রথমাধ্যায়

(৬টি ব্রাহ্মণ)

প্রথম ব্রাহ্মণে—অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বোপাসনার কথা। অশ্বকে বিশ্বরূপ ভাবনা।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—রহস্যপূর্ণ ভাষায় অশ্বমেধ যজ্ঞের তত্ত্ব কথন। আদিতে ছিলেন মৃত্যু। তিনি আত্মবান্ হইতে ইচ্ছা করিলেন। তার ফলে এই সৃষ্টি। বিরাট সৃষ্টি, কাল সৃষ্টি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—দেবতারা যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরদের পরাস্ত করিতে চাহিলেন। পর পর বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মনকে তাঁরা উদ্গাতা করিলেন। তাঁদের ভোগাকাঙ্ক্ষা ছিল তাই অসুরেরা তাঁদের পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। শেষে মুখ্য প্রাণ উদ্গাতা হইলে অসুরেরা তাঁদের কাছে পরাস্ত হইল। মুখ্যপ্রাণের মধ্যে কোন স্বার্থপরতা ছিল না।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—আত্মবিদ্যার কথা। আদিতে সবই ছিল আত্মা, পুরুষের মত হইয়া। আত্মা অণুবীক্ষণ করিয়া নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। বলিয়া উঠিলেন "সোঽহমস্মি"। তিনি হইলেন অহং নাম। পুরোবর্ত্তী সকল পাপকে তিনি দগ্ধ করিয়াছেন, তাই তিনি পুরুষ। তিনি ভীত হইলেন একাকী বলিয়া। যখন বুঝিলেন তিনি ছাড়া আর কেহ নাই তখন ভয় গেল। তিনি দ্বিতীয় ইচ্ছা করিলেন। অমনি এমন হইয়া গেলেন যেন স্ত্রী পুরুষ বিজড়িত। সকল অব্যাকৃত। নাম রূপ ব্যাকৃত হইল। আত্মা অনুস্যূত হইলেন। আত্মা পুত্র বিত্ত হইতে প্রিয়তম। আত্মা সর্ব্বময়।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সপ্তান্ন বিদ্যা। সাত প্রকারের অন্ন। (১) অন্ন, যাহা সকলের খাদ্য। দেবতার অন্ন—(২) বহির্যাগ (৩) অন্তর্যাগ। (৪) পয়ঃ, পশুদের ও শিশুদের অন্ন। আত্মার অন্ন—(৫) মন (৬) বাক্ ও (৭) প্রাণ।

সকল ইন্দ্রিয়ই মৃত্যুস্পৃষ্ট। তাই তারা শ্রান্ত হয়। প্রাণই অশ্রান্ত, অজড় ও অমৃত। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে যাহা প্রাণ, অধিদৈব দৃষ্টিতে তাহাই বায়ু।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—আত্মবিদ্যার কথা। আত্মা অমৃত ও প্রাণস্বরূপ। তাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে সত্তারূপী নাম আর রূপ। "পরাক্ দৃষ্টিতে এই সবকিছুই হল নাম, রূপ ও কর্ম্ম। প্রত্যক্ দৃষ্টিতে এরাই আবার বাক্, চক্ষু ও আত্মা" (শ্রীঅনির্ব্বাণ) [পরাক্ Objective, প্রত্যক্ Subjective]।

মন্ত্রচয়ন

(প্রথম অধ্যায়ের কয়েকটি মহামূল্যবান মন্ত্র)

(১) অসতো মা সদ্গময়। ১।৩।২৮

অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যাও।

(২) ইদমব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়ত। ৪।৭

আদিতে সমস্ত অব্যাকৃত ছিল। পরে নাম ও রূপে ব্যক্ত হইল।

(৩) স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ

স্রষ্টা সৃষ্টির মধ্যে প্রবিষ্ট।

(৪) আত্মা ইত্যেব উপাসীত।

আত্মা স্বরূপেই তাকে উপাসনা করিবে।

(৫) এতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য। ৪।৭

আত্মা সকলেরই অন্বেষণীয়।

(৬) আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ৪।৮,

আত্মাকে পরম প্রিয় বলিয়া উপাসনা করিবে।

(৭) এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। ৪।৮

আত্মা পুত্রাদি সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম।

(৮) অবলীয়ান্ বলীয়াংসং আশংসতে ধর্ম্মেণ। ৪।১৪

দুর্ব্বলও বলবানকে শাসন করিতে পারে ধর্ম্ম দ্বারা।

(৯) যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ। ৪।১৪

ধর্ম্মই সত্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৬টি ব্রাহ্মণ)

প্রথম ব্রাহ্মণে—অজাতশত্রু ও বালাকি সংবাদ। বালাকি পুরুষের উপাসনা করিতেন—আদিত্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, বায়ুতে, অগ্নিতে, আদর্শে, শব্দে, দিকে, ছায়ায ও দেহে। অজাতশত্রু বুঝাইয়া দিলেন এসব জাগ্রত অবস্থার অনুভবের মধ্যে। সবই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চেতনার আরও দুইটি স্তর আছে, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রতের সব সত্য কিন্তু সুষুপ্তিতে হৃদাকাশে যে সন্ধান পাওয়া যায় তাহা সত্যের সত্য।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—প্রাণ উপাসনার কথা। প্রাণ দেহ মধ্যে একটি শিশু। দেহ প্রাণের আধার। প্রাণের স্থিতি মস্তকে। প্রাণ সপ্তর্ষি-পূজিত। দুই চক্ষু, দুই শ্রোত্র, দুই নাসারন্ধ্র, এক মুখবিবর—এই সপ্তর্ষি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মের পরিচয়। ব্রহ্মের দুই রূপ, অমূর্ত্ত আর মূর্ত্ত। অধিদৈবত দৃষ্টিতে বায়ু আর অন্তরীক্ষ অমূর্ত্ত, আর সব মূর্ত্ত। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে প্রাণ আর অন্তরাকাশ অমূর্ত্ত, আর সব মূর্ত্ত। অমূর্ত্তের সার আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ। তাঁকে জানা যায় নেতি নেতি বিচার দ্বারা। প্রাণ সত্য। পুরুষ সত্যেরও সত্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ। সন্ন্যাস লইবার পূর্ব্বে পতি পত্নীকে সকল বিত্ত সম্পদ দিতে চাহিলে পত্নী বলিলেন —যাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা দ্বারা কি করিব? পতি পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, পুত্রকে চাই বলিয়াই যে পুত্র

প্রিয় তাহা নহে। আত্মাকে চাই বলিয়াই পুত্র প্রিয়। বিত্তকে চাই বলিয়াই যে বিত্ত প্রিয় তাহা নহে, আত্মাকে চাই বলিয়াই বিত্ত প্রিয়। আত্মাকেই দেখিবে শুনিবে মনন করিবে। গভীর ধ্যানে আত্মাকে পাইতে হইবে।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—মধুবিদ্যা। মধু অমৃত চেতনা। এই চেতনা সব কিছুতে জারিত হইয়া আছে অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম এই উভয় বিশ্বে। অধিদৈবত বহির্জগৎ, অধ্যাত্ম অন্তর্জগৎ। বিশ্বে যে পুরুষ, ব্যক্তিতেও সেই পুরুষ। রথ নাভিতে ও রথ নেমিতে যেমন চক্রশলাকা গাথা, সেইরূপ তাহাতেই সব গাথা আছে। ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ তিনি তাঁর মধ্যে সকল প্রাণীর অনুভূতি অনুভব করেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের নাম বংশ ব্রাহ্মণ। ইহাতে ঋষির গুরু-পরম্পরা। প্রথম দুই অধ্যায়ে মধুকাণ্ড শেষ। ইহার সার কথা আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বাহিরে ভিতরে, ব্রহ্ম মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, নেতি নেতি বলিয়া অমৃতে অবগাহনের নির্দ্দেশ। ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থা সুষুপ্তির মত। বিজ্ঞানঘনতার অনুভব।

মন্ত্রচয়ন

(১) দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপং মূর্ত্তং চৈবামূর্ত্তম্ । ৩৷১

ব্রহ্মের দুইটি রূপ, মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত।

(২) নেত্যেন্যৎ পরমস্তি। ৩৷৬

ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।

(৩) আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। ৪৷৫

আত্মার জন্যই যাহা কিছু প্রিয়।

(৪) আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ। আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিশেষভাবে ধ্যান করা কর্ত্তব্য। ৪।৫

(৫) রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। তিনি প্রতিরূপে অনুরূপ হইলেন স্বরূপ প্রকাশ করিবার জন্য। ৫।১৯

(৬) ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। ৫।১৯
আত্মা ব্রহ্ম। আত্মা সর্ব্বাত্মক।

(৭) যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং। ৪।৫।৫
যাহাদ্বারা অমৃতা না হইব তাহা দ্বারা আমি কি করিব?

যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ড

(তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায)

তৃতীয় অধ্যায়

(৯টি ব্রাহ্মণ)

প্রথম ব্রাহ্মণে—জনক সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে কুরুপাঞ্চালের পণ্ডিতদের শাস্ত্রালোচনা। জনক পুরোহিত অশ্বলের প্রশ্ন—জগতে সবই মৃত্যুর অধীন? যজমান কোন্ উপায়ে মৃত্যুর অধীনতা অতিক্রম করিয়া মুক্ত হন? যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর—অধিযজ্ঞ দৃষ্টিকে অধিদৈব ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিয়া। অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে হোতা অধ্বর্য্যু ও উদ্গাতা। অধিদৈব দৃষ্টিতে অগ্নি, আদিত্য ও বায়ু। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে বাক্, চক্ষু ও প্রাণ। এই বিজ্ঞান ফলে মুক্তি।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকর্ত্তা আর্ত্তভাগ। প্রশ্ন—মৃত্যুর কি মৃত্যু আছে? উত্তর—আছে। ব্রহ্মজ্ঞানে মৃত্যুর মৃত্যু। পুনঃ ব্রহ্মজ্ঞানীর উৎক্রান্তি আছে? উত্তর—না, এই খানেই সব মিশিয়া যায়। গ্রহ-অতিগ্রহ-ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের বিলয় মুক্তি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকারী ভুজ্যু। অশ্বমেধযাজীরা কোথায় যান? উত্তর—যজ্ঞাগ্নি যজ্ঞকারীদের বহন করিয়া দেন বায়ুকে। বায়ু নিয়ে যায় যথাস্থানে। বায়ুই ব্যষ্টি বায়ুই সমষ্টি। কর্ম্ম-ফল সংসারাতীত নহে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—উষস্তের প্রশ্ন। যে অপরোক্ষ ব্রহ্ম সর্ব্বান্তর আত্মা তার স্বরূপ কি? উত্তর—যিনি প্রাণাদির প্রবর্ত্তক, যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননেব মন্তা, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতা বলিয়া বিশিষ্ট বোধের অতীত তিনি সর্ব্বান্তর আত্মা।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকর্ত্তা কহোল। প্রশ্ন—সর্ব্বান্তর আত্মার স্বরূপ কি? উত্তর—আত্মা ক্ষুধা পিপাসা শোক মোহ জরা মৃত্যু অতিক্রম করিয়া সকলের অন্তরে বিরাজমান। আত্মলাভ হইলে পুত্রকামনা বিত্তকামনা স্বর্গকামনা কিছু থাকে না।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকারিণী গার্গী। প্রশ্ন—লোক-সমূহের কার্য্যকারণ ও পরম্পরা সম্বন্ধে। শেষ্র পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া গার্গী জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মলোক কিসে ওতপ্রোত? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, ইহা অতি প্রশ্ন।

সপ্তম ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকারী উদ্দালক আরুণি। প্রশ্ন—সর্ব্বভূত গাথা আছে এক সূত্রে ও অন্তর্য্যামীতে, তার সম্বন্ধে কি জান?

উত্তর—বায়ুরূপ সূত্রে সব গাথা। অন্তর্য্যামী অমৃত সমান। যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে অথচ সর্ব্বভূত তাঁকে জানে না ; সর্ব্ব-ভূতই যাঁর শরীর, যিনি সর্ব্বভূতকে নিয়ন্ত্রিত কবেন সর্ব্বভূতের অন্তরে তিনি আত্মান্তর্য্যামী। আত্মা ভিন্ন দ্রষ্টা নাই শ্রোতা নাই চিন্তাকারী নাই বিজ্ঞাতা নাই, ইনি অন্তর্য্যামী অমৃত।

অষ্টম ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকারিণী আবার গার্গী। প্রশ্ন—যাহা দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে পৃথিবীর নিম্নে, যাহা দ্যুলোক ভূলোকের মধ্যে, যাহা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ তাহা কিসে ওতপ্রোত ? উত্তর—আকাশে। পুনঃ জিজ্ঞাসা—আকাশ কিসে ? উত্তর—অক্ষরে। অক্ষর পুরুষের বিধানে নিখিল বিশ্ব পরিচালিত। তাঁকে না জানিলে যাগযজ্ঞ তপস্যা সব নিষ্ফল। তাঁকে না জানিয়া যে চলিয়া যায় সে কৃপাপাত্র। তাঁকে যিনি জানেন তিনি ব্রাহ্মণ।

নবম ব্রাহ্মণে—প্রশ্নকর্ত্তা শাকল্য। প্রশ্ন—দেবতা ক'জন ? উত্তর—তিনশ তিন ও তিন হাজার তিন। ক্রমে কমাইয়া বলিলেন, একজন, তিনি প্রণব। দ্বিতীয় প্রশ্ন—কি রকম ব্রহ্মকে জান ? উত্তর—দেবতা ও প্রতিষ্ঠা সহ দিকের তত্ত্ব জানি। যাজ্ঞবল্ক্য শাকল্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি ঔপনিষদ পুরুষকে জান ? শাকল্যের মাথা হেট হইল। যাজ্ঞবল্ক্য তখন সাতটি শ্লোকে সাতটি প্রশ্ন করিলেন, কেহই তার উত্তর দিতে পারিল না। যাজ্ঞবল্ক্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মিষ্ঠ ইহা স্বীকৃত হইল।

মন্ত্রচয়ন

তৃতীয় অধ্যায়

(১) পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি। পুণ্যকার্য্যে পুণ্যবান হয়। পাপকার্য্যে পাপী হয়। ৩।২।১৩

(২) আত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়শ্চ কুলায়ে ভিক্ষু স্যাম্। ৩।৫।১

আত্মাকে জানিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকামনা বিত্তকামনা, লোককামনা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাটন অবলম্বন করেন।

(৩) যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ তে আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ। ৩।৭।৪

যিনি পৃথিবীতে বিদ্যমান অথচ পৃথিবী যাঁহাকে জানে না তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি অমৃত, তিনি আত্মা।

(৪) সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। ৩।১৪।১

সকলই ব্রহ্ম। যাহা হইতে জাত যাহাতে স্থিত যাহাতে পরিণতি প্রাপ্ত তিনি ব্রহ্ম। তাহাকে শান্ত স্বরূপে উপাসনা করিবে।

(৫) অক্ষরে গার্গী আকাশ ওতপ্রোত। ৩।৮।৯

বিশ্বসংসার আকাশে ওতপ্রোত। আকাশ অক্ষরে ওতপ্রোত।

(৬) যো বা এতদক্ষরং অবিদিত্বা প্রৈতি সঃ কৃপণঃ। যো বিদিত্বা প্রৈতি স ব্রহ্মণঃ।

যে অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি কৃপাপাত্র। যিনি অক্ষর পুরুষকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন তিনি ব্রাহ্মণ। ৩।৮।১০

(৭) কতম একো দেব ইতি প্রাণ ইতি স ব্রহ্ম। ৩৮।৯
নিখিল বিশ্বে যে একজন দেবতা আছেন তিনি কে? তিনি প্রাণ, তিনি ব্রহ্ম।

চতুর্থ অধ্যায়

(ছয়টি ব্রাহ্মণ)

প্রথম ব্রাহ্মণেব নাম—ষড়াচার্য্য ব্রাহ্মণ। জনক ছয় জন আচার্য্যেব কথা উল্লেখ কবিয়া কহিলেন, তাঁহাবা জানাইয়াছেন—বাক্ প্রাণ শ্রোত্র চক্ষু মন ও হৃদয় ব্রহ্ম। যাজ্ঞবল্ক্য বুঝাইলেন ইহা ব্রহ্মের একপাদ মন্ত্র। উহাদের ভিতব দিয়া ব্রহ্মেব ছয়টি স্বরূপ প্রকাশিত—প্রজ্ঞা প্রিয়তা সত্য অনন্ততা আনন্দ ও স্থিতি।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—জনক যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদ। যাজ্ঞবল্ক্য জিজ্ঞাসা করিলেন দেহ হইতে বিমুক্ত হইয়া কোথায় যাইবেন জানেন কি? জনক বলিলেন, জানি না, বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ তিনি ইন্দ্র। বাম চক্ষুতে বিবাট। হৃদয়াকাশে দু'য়েব মিলন। এই স্থান হইতে হিতানাড়ীবা উপব দিকে গিয়াছেন। তারমধ্যে আত্মার আহাব। উর্দ্ধ পথে প্রাণের ব্যাপ্তি হয়। তখন নেতি নেতি বিচার। তখন থাকে শুধু আত্মা। অগৃহ্য, অক্ষয়, অসঙ্গ, অসিত অভয়।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—জনকের প্রশ্ন, কোন্ জ্যোতি পুরুষের সহায়ক। যাজ্ঞবল্ক্যের উত্তর—আদিত্যের জ্যোতি। আদিত্য না থাকিলে? চাঁদের। চাঁদ না থাকিলে? অগ্নির। অগ্নি না

থাকিলে ? বাকের। তাও না থাকিলে ? আত্মজ্যোতি পুরুষের সহায়ক। আত্মা কে ? হৃদয়ে অন্তর্জ্যোতিস্বরূপ যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, তিনি আত্মা।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—দেহ হইতে উৎক্রমণের কথা। আত্মা যখন জীবন হইতে মরণে যায় তখন পাকা ফল যেমন গাছ হইতে খসিয়া পড়ে তদ্রূপ সমস্ত অঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া আত্মা চলেন উৎস ভূমির দিকে। যখন মর্ত্ত্যশরীর মরিয়া যায় তখন কল্যাণকর রূপ হয়। তাহার বিদ্যা কর্ম্ম প্রজ্ঞা অনুবর্ত্তী হয়। আত্মাই ব্রহ্ম এই অনুভব হইলে পাপপুণ্যের দ্বন্দ্ব থাকে না।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদের পুনরাবৃত্তি।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—বংশ পরম্পরা।

মন্ত্রচয়ন

চতুর্থ অধ্যায়

(১) প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত—প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত—সত্যমিত্যেনদুপাসীত অনন্তেত্যেনদুপাসীত আনন্দ ইত্যেনদুপাসীত— স্থিতি ইত্যেনদুপাসীত। ৪।১।২—৬

আত্মাকে প্রজ্ঞা প্রেম সত্য অনন্ত আনন্দ ও নিত্যস্থিতি—এই ভাবে উপাসনা করিবে।

(২) **অস্যৈতদতিচ্ছন্দা অপহতপাপ্‌মা অভয়ং রূপং। ৪।৩।২১**

আত্মা সর্ব্বাত্মময়, ছন্দাতীত, পাপাতীত ও ভয়াতীত।

(৩) **এষাঽস্য পরমাগতিঃ এষাঽস্য পরমাসম্পদ এষোঽস্য পরমঃ লোকঃ এষোঽস্য পরমানন্দঃ ৪।৩।৩২**

(৪) এতস্যৈবানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।
এই আনন্দের অংশমাত্র অবলম্বনে অপর জীবগণ জীবন ধারণ করে। ৪।৩।৩২

(৫) অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ সর্ব্বময়ঃ। ৪।৪।৫
তিনি আত্মা তিনিই ব্রহ্ম তিনি বিজ্ঞানময় সর্ব্বময়।

(৬) ন চেদবেদির্মহতী বিনষ্টিঃ। ৪।৪।১৪
ব্রহ্মবস্তুকে না জানিলে মহতী বিনষ্টি।

(৭) নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ৪।৪
ব্রহ্মবস্তুতে নানাত্ব (বহুত্ব) নাই।

(৮) নানুধ্যায়াদ্ বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ। ৪।৪।২১
বৃথা বাক্য ব্যয় কবিবে না। উহা বাগিন্দ্রিয়েব গ্লানিকর।

খিলকাণ্ড বা পরিশিষ্ট

(পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়)

(পঞ্চদশটি ব্রাহ্মণ)

প্রথম ব্রাহ্মণে—পূর্ণতাব উপনিষদ। সবই পূর্ণ এই সত্য।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—সৃষ্টি কর্ত্তার আদেশ, দেবতার প্রতি—দান্ত হও। মানুষের প্রতি—দান কর। অসুরের প্রতি—দয়া কর।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—হৃদয়ই ব্রহ্ম, সত্যই ব্রহ্ম এই নির্দ্দেশ।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—সত্যই ব্রহ্ম, তিনি প্রথমজ।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—সত্য ব্রহ্ম—অধিদৈবত দৃষ্টিতে আদিত্য। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অক্ষি পুরুষ। উভয় পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। আদিত্যে যা রশ্মি অক্ষিপুরুষে তাই প্রাণ।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে—পুরুষ মনোময়, ভার সত্য, তিনি হৃদয়ে আছেন সকলের অধিপতি হইয়া।

সপ্তম ব্রাহ্মণে—বিদ্যুৎ ব্রহ্ম।

অষ্টম ব্রাহ্মণে—বাক্—ধেনু, চারিটি তার স্তন—স্বাহা, বষট্, হন্ত, স্বধা। স্বাহা ও বষট্ দেবগণের, হন্ত মানুষগণের, স্বধা পিতৃগণের।

নবম ব্রাহ্মণে—অগ্নির উপদেশ—তিনি মানুষের মধ্যে আছেন বৈশ্বানর রূপে।

দশম ব্রাহ্মণে—উৎক্রান্তির বর্ণনা। বিদ্বান্ পুরুষ দেহ-ত্যাগান্তে বায়ুকে প্রাপ্ত হন, বায়ু হইতে আদিত্যে—তথা হইতে চন্দ্রে, তথা হইতে অশোক অহিম লোক পাইয়া অনন্তকাল বাস করেন।

একাদশ ব্রাহ্মণে—ব্যাধি মৃত্যু অন্ত্যেষ্টি সমস্তই বিদ্বানের পক্ষে তপস্যা।

দ্বাদশ ব্রাহ্মণে—অন্ন ও প্রাণ পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া ব্রহ্ম স্বরূপ।

ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণে—প্রাণই ত্রয়ী প্রাণই ক্ষত্রিয়।

চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণে—গায়ত্রী বিদ্যা। তিনটি পদ যথাক্রমে ত্রিলোক ত্রিবিদ্যা ত্রিপ্রাণ। চতুর্থ পদ আদিত্য। তিনি লোকোত্তর।

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণে—চারিটি মন্ত্র ঈশোপনিষৎ হইতে উদ্ধৃত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(পাঁচটি ব্রাহ্মণ)

প্রথম ব্রাহ্মণে—প্রাণ উপাসনার কথা। মুখ্য প্রাণের পাঁচটি বৃত্তি—বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও রেতঃ

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে—পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। এই বিষয় ছান্দোগ্য উপনিষদের পঞ্চম অধ্যায়ে ৩-১০ খণ্ডে দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে—মন্থ কর্ম্ম। এটিও ছান্দোগ্যোপনিষদে আছে পঞ্চম অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডে ৪-৮ মন্ত্রে।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে—দাম্পত্যধর্ম্ম পালন ও সুপ্রজনন বিদ্যার প্রসঙ্গ। দিব্য ভাবে ঐ ধর্ম্ম পালনীয়। কামাচ্ছন্ন হইয়া নহে।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে—বংশ পরম্পরা।

———

উপোদ্ঘাত

যজুর্বেদ দুইভাগে বিভক্ত। (১) কৃষ্ণ যজুর্বেদ ও তৈত্তিরীয় সংহিতা (২) শুক্ল যজুর্বেদ ও বাজসনেয় সংহিতা। প্রথমখানির সংকলয়িতা মহর্ষি বৈশম্পায়ন। দ্বিতীয়খানির ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। শুক্ল যজুর্বেদের পঞ্চদশ শাখার মধ্যে কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই দুইটি শাখা বর্ত্তমান। দুই শাখার সহিতই শতপথব্রাহ্মণ নামে দুইটি ব্রাহ্মণ সংযুক্ত। কাণ্বশাখীয় শতপথব্রাহ্মণের চরমাংশ বৃহদারণ্যকোপনিষৎ। বাজসনেয় সংহিতার শেষ আঠারোটি মন্ত্র ঈশোপনিষৎ। ঈশোপনিষৎ সংহিতোপনিষৎ। বৃহদারণ্যক আরণ্যকোপনিষৎ।

ঈশোপনিষৎ অতি সংক্ষিপ্ত। বৃহদারণ্যক অতি বিস্তৃত। ইহা আয়তনেও বৃহৎ, তত্ত্বপ্রকাশেও মহৎ। অতি প্রাচীনও বটে। ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক অধ্যায় বিভিন্ন ব্রাহ্মণে বিভক্ত। প্রথম দুই অধ্যায় মধুকাণ্ড। তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড। শেষের দুই অধ্যায় খিল কাণ্ড। খিল শব্দের অর্থ পরিশিষ্ট।

বেদান্ত দর্শনের যাহা মূল তত্ত্ব তাহা এই গ্রন্থে অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট। একবার উল্লেখ আর একবার স্থাপন। পূর্বপক্ষ খণ্ডন করিয়া যুক্তিবিচারের পারিপাট্যে তত্ত্বগুলিকে সুসিদ্ধান্তে পরিণত করা হইয়াছে। নানাবিধ আখ্যায়িকা ও দৃষ্টান্ত দ্বারা উহাদের উপাদেয় করা হইয়াছে। নীরস বিষয় রসাল হইয়াছে।

যে সকল বৈদান্তিক সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছে তাহার কয়েকটি বলা যাইতেছে।

১। আত্মাই অমৃত, আত্মাই ব্রহ্ম, আত্মাই সব।

যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্বম্। ২।৫।১

২। আত্মাই সব, আত্মাই উপাস্য।

আত্মেত্যেবোপাসীত ১।৪।৭। সর্বং আত্মৈবাভূৎ। ২।৪।১৪

৩। আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে।

আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। ১।৪।৮

৪। আত্মা ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তে অন্যঃ অসৌ অন্যঃ অহমস্মীতি ন স বেদ। ১।৪।১০

৫। আত্মা ভিন্ন পৃথক কিছু নাই।

নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। ৪।৪।১৯ আত্মা সর্বান্তরোঽন্যদার্ত্তম্। অন্য সব বিনাশী। ৩।৪।২

৬। দ্বৈতভ্রম গেলে ব্রহ্মদর্শন হয়।

যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি ইতরঃ ইতরং বিজানাতি। সর্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ। ২।৪।১৪

৭। আত্মদর্শনের উপায় (ক) শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন। আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ। ২।৪।৫,

(খ) নেতি নেতি বিচার। ২।৩।৬,

স এষ নেতি নেতি ইত্যাত্মাঽগৃহ্যঃ। ৩।৯।২৬, ৪।২।৪, ৪।৫।১৫

৮। স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ। আনখাগ্রেভ্যো যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽ-

বহিতস্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে তং ন পশ্যন্তি। ১।৪।৭

তিনি এই সৃষ্টিতে প্রবৃষ্ট রহিয়াছেন নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত যেমন ক্ষুরের খাপে ক্ষুর থাকে, যেমন স্বীয় উৎপত্তি স্থানে অগ্নি থাকে, কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না।

৯। রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। ২।৫।১৯ তিনি প্রতি বস্তুর রূপ ধারণ করিয়াছেন। এই আত্মাই ব্রহ্ম। তিনি সর্ব্বগত।

১০। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য যদয়মাত্মা। ১।৪।৭ আমাদের অন্তরস্থ আত্মাই সকলের অন্বেষণীয়।

১১। তদ যথা প্রিয়য়া স্ত্রিয়া সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব মেবায়ং পুরুষ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং কিঞ্চন বেদ নান্তরম্। অত্র চাণ্ডালোঽচাণ্ডালঃ। ৪।৩।২১-২২

প্রিয়া স্ত্রী দ্বারা আলিঙ্গিত হইলে যেমন বাহ্যাভ্যন্তর জ্ঞান থাকে না, সেইরূপ প্রাজ্ঞ আত্মাদ্বারা আলিঙ্গিত হইলে কোন ভিতর বাহিরের জ্ঞান থাকে না। তখন চণ্ডাল অচণ্ডাল এক হইয়া যায়।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র স্বাপ্যয়াৎ (সূত্র ১।১।১০) প্রতিষ্ঠিত।

১২। যো বৈ স ধর্ম্মঃ সত্যং বৈ তৎ।

তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্ম্মং বদতীতি ধর্ম্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি। ১।৪।১৪

এই যে ধর্ম্ম ইনিই সত্য। সেইজন্য সত্যবাদীকে ধর্ম্মবাদী বলে। ধর্ম্মবাদীকে সত্যবাদী বলে। ধর্ম্ম ও সত্য উভয়ই এক।

১৩। যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মিঁল্লোকে জুহোতি

যজতে তপস্তপ্যতে বহূনি বর্ষসহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণোঽথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাঽস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ। ৩।৮।১০

অক্ষর পুরুষকে না জানিয়া যে মানুষ কেবল তপ জপ করিয়াই কাটায় তাহার সে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাহাকে না জানি-য়াই যে ব্যক্তি ইহলোক হইতে অপসৃত হয় সে কৃপাপাত্র। যিনি এই অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক ত্যাগ করেন তিনিই ব্রাহ্মণ।

১৪। এষাঽস্য পবমা গতিরেষাঽস্য পরমা সম্পদেষোঽস্য পবমো লোক এষোঽস্য পবম আনন্দঃ। ৪।৩।৩২

তিনি আমাদেব পরমা গতি। আমাদেব সমস্ত সম্পদ, সমস্ত আশ্রয়; সমস্ত আনন্দেব মধ্যেই তিনি বহিয়াছেন।

১৫। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ৪।৪।৬

ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। "নদী কেবলি বলছে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্দ্ধা নয়—সে যে সত্য কথা। সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রেব সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমশঃই সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে।—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।"

রবীন্দ্রনাথ

এই গ্রন্থে প্রধান ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁহার প্রত্যেকটি কথাই তত্ত্বগর্ভ ও মধুময়। তাঁহার সঙ্গে মৈত্রেয়ীদেবীর আলোচনা এই গ্রন্থে দুইবার আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ও চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে। একই বিষয় দুইবার কেন আছে তাহা বুঝিতে পারি না।

সেইকালের যজ্ঞাদির বিষয় অনেক কথাই এইকালে আমাদের বোধগম্য হয় না। কিন্তু বহু দুরধিগম্য কথার মধ্যে যে দার্শনিক তত্ত্ব ছড়ান আছে তাহা বিশ্বের দর্শন-সাহিত্যের উজ্জ্বল আলোকস্বরূপ। গ্রন্থ আলোচনায় আমরা যে সকল কথা ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নে ঋষি বাদরায়ণি ব্যবহার করিয়াছেন তাহার উপর বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিব। ইহাতে উপনিষদ ভাবনা করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসূত্রের একটা ধারণা জন্মিয়া যাইবে।

ব্রহ্মসূত্রের ভিত্তিই উপনিষদ। ইহা সকলে জানিলেও অনেকেই উপনিষদের ব্যাখ্যায় ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করেন না। বাদরায়ণি ব্রহ্মসূত্র প্রণয়নে সম্ভবতঃ নয়খানি উপনিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন—ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক তৈত্তিরীয় মুণ্ডক কঠ কৌষী-তকী শ্বেতাশ্বতর প্রশ্ন ও ঐতরেয়। সম্ভবতঃ বলিলাম এইজন্য যে অনেক সময় সূত্রের লক্ষ্যভূত মন্ত্র বুঝা যায় না।

আচার্য্য শঙ্কর তাঁহার শারীরক ভাষ্যে ছান্দোগ্য শ্রুতি হইতে আটশতের অধিক ও বৃহদারণ্যক হইতে সাড়ে পাঁচশতের অধিক উদ্ধৃতি দিয়াছেন। সূত্রের ভিত্তিমূলে এই দুই শ্রুতির দান সর্বাধিক।

ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপনে, বিরুদ্ধ মত খণ্ডনে ও সাধন উপাসনার উপদেশ নির্দেশ প্রদানে বাদরায়ণি শ্রুতির যে সকল মন্ত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন আমরা সূত্রের আলোকে সেই মন্ত্রগুলির দিকেই বিশেষ দৃষ্টি করিব। ছান্দোগ্য শ্রুতি আলো-চনাতেও আমরা এই পথের অনুসরণ করিয়াছি।

ছান্দোগ্য শ্রুতির অনেক কথা এই গ্রন্থে পুনরাবৃত্তি আছে। যেমন—বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন; ষষ্ঠ অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে প্রবাহনের সঙ্গে শ্বেতকেতুর ও তাহার পিতার সঙ্গে পাঁচটি প্রশ্নের আলোচনা—পঞ্চাগ্নি বিদ্যা—এই সকল ছান্দোগ্য শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়।

———

উপনিষদ ভাবনা

বৃহদারণ্যক শ্রুতি

প্রথম অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

পরব্রহ্মের তত্ত্ব প্রতিপাদনই শ্রুতির উদ্দেশ্য। কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদির কথা বিস্তারে বলা হইয়াছে। এখন ব্রহ্মের কথা বলিতে হইবে।

কর্ম্মের ভূমিকা হইতে হঠাৎ সর্বোচ্চ পরমাত্মার তত্ত্ব নির্ণয়ের স্তরে উঠা কঠিন কার্য্য। সেইজন্য মধ্যস্থলে যজ্ঞাদির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতেছেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা বলিয়াছেন। এখন মানস অশ্বমেধের কথা বলিবেন। যজ্ঞের প্রতি ইহা এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গি। অধিযজ্ঞ-দৃষ্টিকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে রূপান্তর। তৃতীয় অধ্যায়ে অশ্বল প্রশ্ন করিয়াছিলেন যজ্ঞের রহস্য সম্বন্ধে। জগতে সব কিছুই মৃত্যুর বশে, কালিক পর্য্যায়ের বশে। যজমান কি করিয়া ইহাদের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন, অধিযজ্ঞ-দৃষ্টিকে অধিদৈব ও অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিয়া।

বৃহদারণ্যকের প্রথম অধ্যায় মূলতঃ আরণ্যকের দৃষ্টিতে তৃতীয় অধ্যায়। পূর্ববর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে প্রাকট্যকর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের প্রসঙ্গ হইয়াছে। বলা হইয়াছে যজ্ঞের হোতা

স্বয়ং প্রজাপতি। এখন বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, যজ্ঞের যে অশ্ব তিনিও প্রজাপতি

প্রজাপতি হইলেন হিরণ্যগর্ভ, বিরাট। একটি অশ্ব কেমন করিয়া প্রজাপতি হইতে পারে? পারে, ধ্যানের শক্তিতে। ঋষি অশ্বকে বিরাটরূপে ধ্যান করিতে শিক্ষা দিতেছেন। এইজন্য এই প্রথম ব্রাহ্মণের নাম অশ্বব্রাহ্মণ। জগতের নানা অংশকে অশ্বের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি এবং অন্যান্য যজ্ঞাঙ্গরূপে চিন্তা করিতে উপদেশ দিতেছেন।

অশ্বের মস্তক উষা। সূর্য্য ইহার চক্ষু, বায়ু প্রাণ। অগ্নি-বৈশ্বানর অশ্বের বিবৃত বদন। সংবৎসর অশ্বের দেহ। দ্যৌ পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর। পৃথিবী অশ্বের খুর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এই সকল দিক অশ্বের পার্শ্বদ্বয়। অগ্নি নৈঋত বায়ু ঈশান এই অবান্তর দিকগুলি পার্শ্বাস্থি। ঋতুসমূহ অশ্বের অঙ্গ। মাস ও পক্ষ সন্ধিস্থল। দিন ও রাত্রি পাদ। নক্ষত্রসকল অশ্বের অস্থি, মেঘ মাংস, বালুকারাশি অশ্বের উদরস্থ অর্দ্ধজীর্ণ খাদ্য। নদীগুলি বৃহৎ অন্ত্র, যকৃৎ ও প্লীহা পর্বতসমূহ। আর অশ্বের গায়ের লোম হইতেছে ওষধি ও বনস্পতিসমূহ।

উদীয়মান সূর্য্য অশ্বের পূর্বার্দ্ধ। অস্তগামী সূর্য্য উত্তরার্দ্ধ। অশ্ব যে জৃম্ভন করে তাহা বিদ্যুৎচমক, অশ্ব যে গাত্র কম্পিত করে তাহা মেঘগর্জ্জন। বারিবর্ষণ হইল অশ্বের মূত্রত্যাগ, আর শব্দ হইল হ্রেষারব। ১।১।১

অশ্বমেধ যজ্ঞে দুইটি পাত্র লাগে—একটি সুবর্ণনির্মিত আর

একটি রজতনির্মিত। একটিকে অশ্বের পুরোভাগে, অপরটিকে পশ্চাদ্ভাগে রাখা হয়। এই পাত্রদ্বয়কে মহিমা বলে। দিবস সম্মুখস্থ সুবর্ণপাত্র, আর রাত্রি পশ্চাৎস্থিত রজতপাত্র। পাত্রদ্বয় অশ্বকে লক্ষ্য করিয়াই উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ স্থাপিত হইয়াছে। দিবার উৎপত্তিস্থল পূর্ব সমুদ্র, রাত্রির উৎপত্তিস্থল পশ্চিম সমুদ্র।

এই যজ্ঞাশ্ব "হয়" নাম ধরিয়া দেবগণকে বহন করে। "বাজী" নাম ধারণ করিয়া গন্ধর্বদিগকে বহন করে। "অর্বা" নাম ধরিয়া অসুরদিগকে বহন করে। "অশ্ব" নাম ধারণ করিয়া মনুষ্যদিগকে বহন করে। সমুদ্র ইহার বন্ধু। সমুদ্র ইহার যোনি।

'ক্লোম' অর্থে কেহ বলিয়াছেন, প্লীহা। কেহ বলিয়াছেন, গলনালী। শঙ্কর বলিয়াছেন, হৃদয়ের অধোভাগে দক্ষিণে যকৃৎ, বামে ক্লোম। 'গুদাঃ' শব্দে মলদ্বার বুঝায়। কিন্তু নদীর সঙ্গে তুলনা হইয়াছে বলিয়া মলনালী বা বৃহৎ অন্ত্র ধরিলে ভাল হয়।

'পাজস্য' শব্দের নানাবিধ অর্থ করা হইয়াছে। দ্যৌ যখন পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর, তখন পৃথিবীকে পাদাসন বলাই উত্তম। অশ্বের পাদাসন খুর। ১।১২

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নাম অগ্নিব্রাহ্মণ। ইহাতে জগতের উৎপত্তি ও অশ্বমেধের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন অপূর্ব কবি দার্শনিকের ভাষায়।

'নৈবেহ কিঞ্চন অগ্রে আসীৎ'। সৃষ্টির পূর্বে কিছুই ছিল না। নামরূপবিশিষ্ট কিছুই ছিল না। কিছুই কি ছিল না? ছিল। ছিল যাহা সব অব্যাকৃত—তাহা আবৃত ছিল মৃত্যু দ্বারা। কিরূপ মৃত্যু? 'অশনায়া' রূপ মৃত্যু। অশনায়া অর্থ ভোজনেচ্ছা। ভোগেচ্ছাই মৃত্যু।

মৃত্যু সংকল্প করিল আমি আত্মন্বী হইব। আমি দেহবান হইব। তিনি অর্চনা করিতে করিতে বিচরণ করিলেন। অর্চনা করিবেন কাকে—নিজেকেই নিজে। সুতরাং অর্চনা অর্থ আত্মানুশীলন। এই অর্চনাকালে জল সৃষ্টি হইল।

ছান্দোগ্য শ্রুতিতে আছে 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়'। ঐতরেয় শ্রুতিতে আছে 'স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি'। বৃহদারণ্যক বলিতেছেন, আদিতে মৃত্যু ছিল। মৃত্যুদ্বারা সব আবৃত ছিল। মৃত্যু হইল অশনায়া ভোজনেচ্ছা। ছান্দোগ্য ও ঐতরেয় শ্রুতির 'ঈক্ষণ' ও 'অশনায়া' একই জনের বলিয়া গ্রহণ করিতে মন চায় না। মনে হয় ঈক্ষণ ব্রহ্মপুরুষের ও ভোজনেচ্ছা জীবাত্মার

যখন এক কল্প শেষ হইয়া প্রলয় হয় তখন যে-সকল অমুক্ত জীব থাকে তাহারা তাহাদের অভুক্ত কর্মের বীজ লইয়াই কোন প্রকারে ব্রহ্মেতে মিশিয়া থাকে। নূতন কল্পে আবার তাহাদের ভোগেচ্ছা তৃপ্তির জন্য অব্যাকৃত সৃষ্টির পরিণাম আরম্ভ হয়। যাহাদের কর্মবীজ নাই তাহারা ব্রহ্মসঙ্গে একাকার হইয়া অমৃতস্বরূপ হইয়াছেন। যাহারা একাকার হন নাই তাহারাই মৃত্যুর-

সঙ্গে যুক্ত আছেন। মৃত্যু বা ভোজনেচ্ছা বা অতৃপ্ত ভোগেচ্ছাই তাহাদিগকে অমৃতময় হইতে বাধা দিয়াছে। কল্পারম্ভে ঐ মৃত্যু-ঘেরা জীবাত্মাদের বাসনা তৃপ্তির জন্য আত্মন্বী অর্থাৎ দেহবান হইবার জন্য ইচ্ছা জাগ্রত হইল। 'আত্মন্বী স্যাম'। বৈদিক সাহিত্যে দেহ অর্থে আত্মার প্রয়োগ আছে।

আত্মবান্ হইতে গেলেই একটী 'ইদং' লাগে। দ্বিতীয় ভোগ্য বস্তু না থাকিলে আত্মবান্ হওয়া যায় না। 'ইদং' বস্তু আবৃত ছিল—মৃত্যুনা এব ইদং আবৃতম্। আত্মবান্ হইতে ইচ্ছা জাগিবার সঙ্গে সঙ্গে অব্যাকৃত 'ইদং' নামরূপে ব্যাকৃত হইতে লাগিল। অভিব্যক্তি আরম্ভ হইল।

ছান্দোগ্য বলিয়াছেন, প্রথমে তেজ হইল। তাহা হইতে জল। ঐতরেয় বলিয়াছেন, প্রথমে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল। বৃহদারণ্যক বলিলেন, প্রথমেই জল। এখানে আকাশ বায়ু অগ্নি আগেই হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

অর্ক শব্দের আর এক অর্থ যাহার অর্চনায় সুখ হয়। এই-স্থলে অর্ক পদে অগ্নি বা তেজও করা যায়। অর্ক শব্দের উত্তর করণ বাচ্যে ক্বিপ্ প্রত্যয় করিলে অর্ক হয়। ইহাতে ধাতু-প্রত্যয়-গত অর্থ দাঁড়ায় অর্চনের সাধন। এই অর্থে যে কোন বস্তুতেই প্রয়োগ করা চলে। শঙ্কর মতে অর্ক অর্থ অগ্নি। অবশ্য পর-বর্তী মন্ত্রে 'আপো বৈ অর্ক' জলই অর্ক একথা স্পষ্টই বলিয়াছেন।

জলের উপরে সর গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবী হইল। প্রজা-

পতির দেহ হইতে যে তেজোরস নির্গত হইল তাহা হইল অগ্নি। শঙ্কর বলেন জলেব অংশবিশেষই পৃথিবী হইয়াছে। মৃত্যু এই পৃথিবীর উপর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তার শরীর উত্তপ্ত হইয়াছিল। উত্তপ্ত দেহ হইতে অগ্নির উৎপত্তি। ১।২।১-২

'স ত্রেধা আত্মানং ব্যকুরুত'। তিনি আপনাকে ত্রেধা করিলেন। (এই 'তিনি' বলিতে মৃত্যুও বুঝাইতে পারে, অগ্নিও বুঝাইতে পারে।) আদিত্য তিনভাগের একভাগ বায়ু, একভাগ অগ্নি, একভাগ প্রাণ ; এইরূপে ত্রেধা হইলেন।

পূর্বদিক তাহার মস্তক, অগ্নি ঈশান তুই কোণ ঈর্মৌ অর্থাৎ বাহুদ্বয়। পশ্চিম দিক পুচ্ছ। নৈঋত বায়ুকোণ সক্‌থৌ— উরুদ্বয়। দক্ষিণ উত্তর দিক তুই পার্শ্ব। দ্যৌ পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর, পৃথিবী বক্ষ। সেই অর্করূপী মৃত্যু জলে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন তিনিও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

তিনি কামনা করিলেন (অকাময়ত) আমার দ্বিতীয় দেহ উৎপন্ন হউক। তখন সেই অশনায়ারূপী মৃত্যু মনদ্বারা বাক্যের সহিত মিথুন হইলেন। তাহাতে যে বীজ তাহাই সম্বৎসর। ইহার পূর্ব্বে সম্বৎসর ছিল না। সম্বৎসর পরিমাণ কাল বাক্যের সেই বীজকে ধারণ করিয়াছিল (অবিভঃ) যখন সে উৎপন্ন হইল। মৃত্যু তাহাকে গ্রাস করিতে মুখ ব্যাদান করিল। সে তখন 'ভাণ্‌' শব্দ করিল। এইরূপে প্রথম বাক্‌ সৃষ্টি হইল। ১।২।৩-৪

মৃত্যু ভাবিলেন, ইহাকে ভক্ষণ করিলে অল্পই অন্ন সৃজন করিব। তখন তিনি সেই বাক্‌ ও সেই দেহ (তয়া বাচা তেন

আত্মনা) বাক্ ও সংবৎসররূপী দেহের সহযোগে ঋক্ যজু সাম ছন্দ যজ্ঞ মানুষ পশু ইত্যাদি যাহা কিছু সব সৃষ্টি করিলেন। যাহা সৃষ্টি করিলেন তাহাই ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অদন (ভক্ষণ) করেন এইজন্য অদিতির অদিতিত্ব (অদিতেরদিতিত্বম্)। এই তত্ত্ব যিনি জানেন সকল বস্তু তাঁহার অন্ন হয়।

মৃত্যু কামনা করিলেন, আমি পুনরায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিব। তিনি শ্রম করিলেন, তপ করিলেন। শ্রম এবং তপস্যাযুক্ত মৃত্যু হইতে যশঃ এবং বীর্য্য জন্মিল। (মৃত্যু অর্থ ভোগেচ্ছা ধরিলে এই সব অর্থ পরিষ্কার হয়।) প্রাণই এই যশঃ ও বীর্য্য। প্রাণ চলিয়া গেলে শরীর স্ফীত হইল মন শরীরে আসক্ত রহিল। ১।২।৫-৬

তিনি কামনা করিলেন, আমার দেহ মেধ্য হউক অর্থাৎ যজ্ঞ-যোগ্য হউক। তাহার দেহ অশ্বৎ হইয়াছিল। (শ্বি ধাতুর অর্থ স্ফীত হওয়া।) এই জন্য তিনি অশ্ব হইয়াছিলেন। তাহা মেধ্যও হইয়াছিল। ইহাই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব। যিনি ইহা জানেন তিনি অশ্বমেধের তত্ত্ব জানেন।

সেই পশুকে বন্ধন না করিয়াই তিনি চিন্তা করিলেন। তাকে সংবৎসর পরে আপনার জন্য উৎসর্গ করিলেন। অপর পশুগণকেও দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করিলেন। এইজন্য পশুকে দেবোদ্দেশ্যে প্রদান করা হয় এবং প্রাজাপত্যরূপে উৎসর্গ করা হয়। যিনি উত্তাপ দিতেছেন সেই আদিত্য অশ্বমেধ। সংবৎসর ইহার আত্মা। অগ্নিই অর্ক। পৃথিবী অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অর্ক ও অশ্বমেধ ইহারা একই দেবতা। সেই দেবতা মৃত্যুই। যিনি এই তত্ত্ব জানেন

তিনি পুনর্মৃত্যু জয় করেন, মৃত্যু তাহাকে পায় না। মৃত্যু তাহার আত্মাস্বরূপ হয়। তিনি দেবতার মধ্যে একজন হন। ১।২।৭

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

প্রজাপতির দুই সন্তান—অসুরগণ আর দেবগণ। অসুরেরা জ্যেষ্ঠ, দেবগণ কনিষ্ঠ। তাহারা পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়াছিল। দেবগণ বলিয়াছিলেন, যজ্ঞে উদ্গীথ দ্বারা অসুরগণকে পরাজিত করিব। দেবগণ বাগিন্দ্রিয়কে বলিলেন, তোমরা উদ্গীথ গান কর। বাক্ রাজী হইল।

বাক্ উদ্গীথ গান করিল। গানে সর্ত্ত থাকিল—বাক্যদ্বারা যে ভোগ লাভ হইবে তাহা সকল দেবতাই পাইবে, কিন্তু বাক্ যে কল্যাণ বাক্য বলে তাহার ফল তার নিজের। অসুরেরা এই সকল জানিয়া বাগিন্দ্রিয়কে পাপদ্বারা বিদ্ধ করিল। এখনও বাক্ যে অনুচিত বাক্য বলে তাহার হেতু সেই পাপ।

দেবগণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে বলিলেন, তোমরা আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর। ঘ্রাণেন্দ্রিয় রাজী হইল। গান করিল। কিন্তু ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যে ভোগ লাভ হয়, যে কল্যাণ বস্তু আঘ্রাণ সে করে, তাহার ফল তার নিজের হউক। অসুরগণ সব জানিতে পারিয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে আক্রমণ করিয়া তাকে পাপবিদ্ধ করিয়াছিল। আজও লোকে যে অপ্রিয় গন্ধ আঘ্রাণ করে তাহা সেই পাপ।

দেবগণ চক্ষুকে বলিলেন, তুমি উদ্গান কর। চক্ষু রাজী হইল। সর্ত্ত হইল—চক্ষুদ্বারা যে ভোগ লাভ হয় তাহা সর্বে-

ন্দ্রিয়ের হউক, কিন্তু চক্ষু যে সুন্দর দৃশ্য দর্শন করে তাহা তাহাব নিজের হউক। চক্ষু উদ্‌গান করিলেন। অসুরগণ সব জানিতে পারিয়া চক্ষুকে পাপবিদ্ধ করিলেন। চক্ষু যে কুরূপ দর্শন কবে তাহা সেই পাপ।

অনন্তব দেবগণ শ্রোত্রকে বলিলেন, তুমি উদ্‌গান কর। ঐ একই ভাবে শ্রোত্র উদ্‌গান করিলেন। অসুরগণ শ্রোত্রকে পাপবিদ্ধ করিলেন। লোকে যে অপ্রিয় বিষয় শ্রবণ করে তাহা সেই পাপ।

অনন্তব দেবগণ মনকে বলিলেন উদ্গীথ গান করিতে। একই-ভাবে মন তাহা করিল কিন্তু অসুবগণ মনকে পাপবিদ্ধ করিল। মন যে অশুভ সঙ্কল্প কবে তাহা সেই পাপ।

দেবগণ অনন্তর মুখে স্থিত (আসন্যং—আস্যে স্থিতং) প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গীথ গান কর। প্রাণের কোন সর্ত্ত নাই—নিজের জন্য কিছু নাই, সবই অপরের জন্য। অসুরগণ প্রাণকে পাপবিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিঃস্বার্থ সেবক প্রাণকে বিদ্ধ করিতে পারিল না। পাহাড়ের গায়ে ঢিল ছুড়িলে ঢিল যেমন নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ অসুরেরাই বিধ্বস্ত হইয়া গেল। এইভাবে দেবগণ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল। অসুরগণ পরাভূত হইল। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি আত্মশক্তিবলে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ইহার দ্বেষকারিগণ পরাভূত হন। ১।৩।১—৭

দেবগণ জানিতে চাহিলেন, যিনি আমাদের সহিত সংযুক্ত হইলেন তিনি কোথায় ছিলেন? তিনি আস্যের মধ্যে ছিলেন,

মুখের অভ্যন্তরে ছিলেন ; এইজন্য প্রাণের নাম অয়াস্য। প্রাণের আর এক নাম আঙ্গিরস, কারণ অঙ্গসমূহের তিনি রস অর্থাৎ সারভূত বস্তু।

সেই প্রাণদেবতার আর এক নাম 'দূঃ', কারণ মৃত্যু তাহা হইতে দূরে। যিনি প্রাণতত্ত্ব জানেন মৃত্যু তাহা হইতে দূরে থাকে।

প্রাণদেবতা অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের পাপরূপ মৃত্যু নাশ করিয়া দিকের অন্তে স্থাপন করিলেন। এইজন্য পাপাচারী লোকের সীমান্তেও যাইবে না, পাছে যেন বলিতে না হয় পাপরূপ মৃত্যুর অধীন হইলাম। প্রাণদেবতা অন্য সকলের পাপরূপ মৃত্যু অপহৃত করিয়া তাহাদিগকে মৃত্যুর অতীত স্থানে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন (অত্যবহৎ)।

প্রাণদেবতা প্রথমে বাক্‌কে মৃত্যুর পরপারে নিয়াছিলেন। মৃত্যুর অতীত হইয়া বাক্ হইল অগ্নি। মৃত্যুঞ্জয় অগ্নি আজও দীপ্তি পায়।

তারপর প্রাণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে মৃত্যুর পরপারে নিলেন। মৃত্যুর পার হইয়া ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইলেন বায়ু। মৃত্যু অতিক্রম করিয়া বায়ু প্রবাহিত হয়। তৎপর নিলেন চক্ষুকে মৃত্যুর পরপারে। মৃত্যু পার হইয়া চক্ষু হইলেন আদিত্য। মৃত্যু পার হইয়া আদিত্য তাপ প্রদান করিতেছে।

প্রাণদেবতা শ্রোত্রকে মৃত্যুর পরপারে লইয়া গিয়াছিলেন। মৃত্যুর পারে গিয়া শ্রোত্র হইলেন দিকসমূহ। তাহারা মৃত্যুকে

অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান আছে। তিনি মনকে মৃত্যুর পরপারে লইয়া গেলেন। মন তখন হইলেন চন্দ্রমা। মৃত্যু অতিক্রম করিয়া চন্দ্র প্রভাযুক্ত আছেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন প্রাণ-দেবতা তাঁহাকে মৃত্যুর পরপারে লইয়া যান। ১।৩।৮—১৬

মুখ্য প্রাণ গান করিয়া অন্নাদি পাইয়াছিলেন। যে যতটুকু অন্ন গ্রহণ করে তাহা প্রাণের সাহায্যেই করে। অন্নেই প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।

দেবগণ প্রাণকে বলিলেন, তুমি নিজের জন্য যে সব অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছ তুমি তাহাতে আমাদিগকে অংশীদার কর (আভ-জস্ব = আভাজয়স্ব)। প্রাণ বলিলেন, তোমরা আমাতে প্রবেশ কর (মা অভিসংবিশত)। তাহাই হউক বলিয়া তাহারা সকলে প্রাণে প্রবেশ করিলেন। এইজন্য প্রাণ যে অন্ন ভোজন করে তাহাদ্বারা সকল দেবগণ (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) তৃপ্ত হন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি আত্মীয় স্বজনের ভর্ত্তা ও নেতা হন। তাহার সঙ্গে যে দ্বন্দ্ব করে সে নিজ পোষ্যপালনে অসমর্থ হয়। যে তাহার অনুগত থাকে সে পোষ্যপালনে সমর্থ হয়

মুখ্য প্রাণের নাম অয়াস্য আঙ্গিরস। প্রাণ অঙ্গের রস। কোন অঙ্গ হইতে প্রাণ চলিয়া গেলে সেই অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়।

বাক্যকে বলে বৃহতী। এই বাক্যের তিনি পতি বলিয়া প্রাণের নাম বৃহস্পতি। বাক্য ব্রহ্ম। প্রাণ বাক্যের পতি বলিয়া প্রাণের অপর নাম ব্রহ্মণস্পতি। প্রাণই সাম। বাক্‌ই সা, প্রাণই অমঃ, উভয় অংশই প্রাণ। (বাগ্বৈ সামৈষ সা চামশ্চেতি—বাক্

বৈ সা অমঃ এষ, সা চ অমশ্চ ইতি।) সামের সামত্ব এই যে তাহা সর্বত্র সমান। প্রাণ প্লুষিতে সমান [প্লুষি—পুত্তিকা—পোকা ?] মশকের সমান, হস্তীর সমান, এই তিন লোকের সমান। এই তিন লোকের সমান এইজন্য ইহার নাম সাম। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি সামের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন। এই প্রাণ উদ্গীথ। প্রাণই উৎ, আর বাক্যই গীথা। উৎ শব্দের অর্থ উত্তম্ভিত—প্রাণদ্বারা জগৎ বিধৃত। ১।৩।১৭—২৩

চিকিতানের পুত্র ব্রহ্মদত্ত বলিয়াছিলেন, যজ্ঞে সোম ভক্ষণ করিবার সময় যে অয়াস্য আঙ্গিরস ইহা ছাড়া অন্য কোন গান তিনি করেন নাই। 'অয়াস্য আঙ্গিরস' এই উদ্গীথ তিনি প্রাণের সহিতই গাহিয়াছিলেন। যিনি সামের এই তত্ত্ব জানেন তাঁহার ধনলাভ হয়। সামের ধন হইল সুস্বর। ঋত্বিকেরা সুস্বর লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। সুস্বর ঋত্বিককেই সকলে পছন্দ করে। যিনি সামের ধন জানেন তাঁহার ধনলাভ হয়। যিনি সামের সুবর্ণ জানেন তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়। সু-বর্ণ স্বর্ণ, আর সুন্দর বর্ণ সুন্দর বর্ণোচ্চারণ অর্থাৎ সুস্বরে গান। সামের সুবর্ণ যিনি জানেন তাঁহার সুবর্ণ লাভ হয়। যিনি সামের প্রতিষ্ঠা জানেন তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাক্যই সামের প্রতিষ্ঠা। বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সামরূপে প্রাণ গীত হন। কেহ বলেন, অন্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সাম গীত হন।

এখন পবমান নামক মন্ত্র জপের কথা বলিবেন। অভ্যারোহ শব্দের অর্থ জপ। জপদ্বারা দেবত্বে আরোহণ করা যায়, এইজন্য

জপ অভ্যারোহ (শঙ্কর)।

যখন প্রস্তোতৃ নামক ঋত্বিক্ সামের প্রস্তাব নামক অংশ গান করেন তখন এই মন্ত্র জপ্ করিতেন, এটি সামবেদের পবমান মন্ত্র।

"অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"

অসত্য হইতে আমাকে সত্যে লইয়া যাও। অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও। ইহার অর্থ বুঝিবে—মৃত্যুই অসৎ, সৎই অমৃত। অন্ধকারই মৃত্যু, জ্যোতিই অমৃত। সুতরাং কথা একটাই—মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও।

"জড়তা হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও, মূঢ়তা হইতে আমাদিগকে জ্ঞানে লইয়া যাও, মৃত্যুর খণ্ডতা হইতে আমাদের অমৃতে নিয়া যাও, অবিরাম হোক সেই তোমায় নিয়ে যাওয়া, সেই আমাদের চিরজীবনের গতি।"—রবীন্দ্রনাথ

এই মন্ত্র উচ্চারণকালে উদ্গাতা নিজের জন্য বা যজমানের জন্য যে ফলকামনা করেন তাহাই লাভ করেন। জ্ঞান দ্বারাই লোকজিৎ হওয়া যায়। ১।৩।২৪---২৮

প্রথম অধ্যায়

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

এই জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আত্মা পুরুষরূপে ছিলেন। তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিজেকে ছাড়া আর কিছুই দেখিতে

পাইলেন না, কারণ তিনি ছাড়া তখন আর কিছু নাই। তিনি প্রথমে বলিলেন, আমি আছি (সোঽহমস্মি), 'আমি' তার প্রথম নাম। এখনও লোকে জিজ্ঞাসিত হইলে প্রথম পরিচয় দেয় 'আমি'। তাহার অপর নাম পুরুষ, কারণ পূর্বে তিনি সকল পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন। পূর্বঃ ঔষৎ (ঔষ ধাতু লঙ, ওষতি—দগ্ধ করে) —পূর্বের পূ, আর উষ লইয়া পুরুষ।

তিনি ভীত হইয়াছিলেন। সেইজন্য লোক একাকী ভীত হয়। তখন তিনি ভাবিলেন, আমা হইতে পৃথক যখন আর কেহ নাই, তখন আমি ভীত হইব কেন? এই ভাবনায় তার ভয় চলিয়া গেল। বস্তুতঃ দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয়। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি।

তিনি আনন্দ লাভ করিতেছিলেন না। কেহ একাকী আনন্দ লাভ করে না।

"অসীম যখন আপনি একা তখন তিনি অপূর্ণ। সীমার মধ্যেই পূর্ণের গৌরব। তাই তাঁর সৃষ্টি প্রয়োজন। আমাদের পূর্ণতা রূপেরূপে প্রতিফলিত হতে চায়। এই ইচ্ছা সফল হয় সৃষ্টি তপস্যায় বেদনায়।" —রবীন্দ্রনাথ

পুরুষ দ্বিতীয় ব্যক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করিলেন। স্ত্রী ও পুরুষ সমালিঙ্গিত যেরূপ, সেইরূপ তিনি ছিলেন। তিনি নিজেকে দুইভাগ করিলেন। এইভাবে পতিপত্নী হইলেন।

এইজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, প্রত্যেক মানুষ অর্দ্ধ বিদলের ন্যায়। (ডালের নাম দ্বিদল—এক অংশের নাম বিদল। যজ্ঞের বক্তার নাম যজ্ঞবল্ক্য। তাঁহার পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য।) স্ত্রী শূন্যস্থান

পূর্ণ করে। পুরুষ স্ত্রীতে যুক্ত হইলেন। তাহা হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইল।

স্ত্রী ভাবিলেন, আমাকে উৎপন্ন করিয়া কিভাবে যুক্ত হইলেন, আমি তিরোহিত হই। সে হইল গো, পুরুষ হইল বৃষ, সে অশ্বা অন্যজন অশ্ব, সে অজা অন্য অজ, এইরূপে পিপীলিকা পর্য্যন্ত যত মিথুন আছে সকলই তিনি সৃষ্টি করিলেন। তিনি চিন্তা করিলেন আমিই সৃষ্টি। সমুদয় আমি সৃষ্টি করিয়াছি। সুতরাং তিনি সৃষ্টিরূপে পরিণত হইলেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। ১।৪।১—৫

অনন্তর প্রজাপতি মন্থন করিয়া মুখ ও হস্ত হইতে অগ্নি সৃষ্টি করিলেন। অমুক দেবতার যজ্ঞ কর, অমুক দেবতার যজ্ঞ কর—মূলে কিন্তু সকল দেবতাই এক প্রজাপতির পরিণাম। প্রজাপতিই সমুদয় দেবতাস্বরূপ। যাহা কিছু আর্দ্র সবই তাঁহার রেতঃ হইতে সৃষ্টি। ইহাই সোম। সমুদয়ই অন্ন ও অন্নাদ, ভোগ্যবস্তু ও ভোক্তা, এই দুইভাগ। সোমই অন্ন, অগ্নি অন্নাদ। প্রকৃতি ও পুরুষ। ইহাই ব্রহ্মের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ও অতিসৃষ্টি। নিজ শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মর্ত্ত্য হইয়াও অমর সৃষ্টি। ইহা অতিসৃষ্টি।

এই সকল বস্তু তখন অব্যাকৃত বা অসৎ ছিল। পরে নাম এবং রূপ অভিব্যক্ত হইয়াছে। এখন বলা যায় ইহার এই নাম এই রূপ। স্রষ্টা ইহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "অসদ্ব্যপদেশান্নিতি চেৎ ন, ধর্ম্মান্তরেণ

বাক্য শেষাদ্‌যুক্তোঃ শব্দান্তরাচ্চ” এই ব্রহ্ম সূত্র (২।১।১৮) প্রতিষ্ঠিত।

যেমন ক্ষুর ক্ষুরধানে, বিশ্বম্ভর অগ্নি কাষ্ঠাদিতে প্রবিষ্ট, সেই-প্রকার আত্মাও দেহের নখাগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। লোকে বহিশ্চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। লোকে যাহা দেখিতে পায় তাহা অপূর্ণ (অকৃৎস্ন)।

আত্মার ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম হেতু ভিন্ন ভিন্ন নাম। যখন ইহা শ্বাস-প্রশ্বাস চালন করে তখন ইহার নাম প্রাণ, যখন কথা বলে তখন বাক্, যখন দেখে তখন নাম হয় চক্ষু, যখন শোনে তখন শ্রোত্র, যখন মনন করে তখন মন।

এইজন্য যে ব্যক্তি আত্মাকে পৃথক্ পৃথক্ জানিয়া উপাসনা করে, সে তত্ত্ব জানে না। যাহা পৃথক্ পৃথক্ তাহা অপূর্ণ। ইনি আত্মা এইভাবে উপাসনা করিবে, আত্মাতে সমুদয় একীভূত। আত্মা সকলেরই অনুসন্ধানের বস্তু অন্বেষ্টব্য (পদনীয়ঃ)। যেমন পদচিহ্ন দেখিয়া হারাণ পশু পাওয়া যায়, সেইরূপ আত্মাকে দেখিয়া সব জানা যায়। ইহা যিনি জানেন তিনিও কীর্ত্তি এবং যশ লাভ করেন।

আত্মা অন্তরতব। আত্মা পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, সকল বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়—যাহা কিছু তৎসমুদয় হইতে আত্মাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা হইতে অন্য কোন বস্তু প্রিয়তর আছে বলিয়া মনে করে, কোন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি যদি তাকে বলে তোমার প্রিয় বিনাশ হইবে—তবে তাহা করিবে। আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রিয়জন

বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। (প্রমায়ুক = মরণশীল) ১।৪।৬—৮)

মানুষ মনে করে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সকল জানিব। ব্রহ্ম যে কোন্ বিদ্যা দ্বারা সর্ব্বময় হইয়াছেন তাহা কে জানে? তাহা বলিতেছেন—অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্মরূপেই ছিল। তিনি নিজেকে নিজে জানিয়াছিলেন 'আমিই ব্রহ্ম', তাহাতেই তিনি সমুদয় হইয়াছেন। দেবগণের মধ্যে যিনি এই জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনি সর্ব্বময় হইয়াছেন। ঋষিগণ ও মানবগণের মধ্যে যাহারা এইরূপ জানিয়াছেন তাঁহারা সর্ব্বময় হইয়াছেন।

ঋষি বামদেব ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন—আমি মনু হইয়াছিলাম—আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম (অহং মনুঃ অভবং সূর্য্যশ্চেতি—ঋক্ ৪।২৬।১)। যিনি জানেন আমি ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বময় হন। দেবগণও তাহার সর্বময়ত্ব প্রাপ্তিতে বাধা দিতে পারে না। উপাস্য দেবতা অন্য—আমি অন্য, ইহা মনে করিয়া যাহারা উপাসনা করে সে দেবগণ মধ্যে পশু। মানুষ যে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করে ইহা দেবতাগণের আনন্দদায়ক নহে।

অগ্রে এই জগৎ এক ব্রহ্মরূপই ছিল। তিনি ছিলেন একাকী। একা বলিয়া সম্যক্ ব্যক্ত হইতেছিলেন না। তিনি শ্রেয়োরূপ ক্ষত্রিয় জাতি সৃষ্টি করিলেন। ইন্দ্র বরুণ সোম পর্জন্য রুদ্র যম মৃত্যু এবং ঈশান—ইহারা ক্ষত্রিয়। ক্ষত্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নীচে বসেন। ব্রাহ্মণেরা যশ স্থাপন করেন ক্ষত্রিয়জাতিতেই। ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তিস্থল ব্রাহ্মণই। ব্রাহ্মণকে হিংসা করিলে উৎপত্তিস্থলকেই নিন্দা করা

হয়। শ্রেষ্ঠদের হিংসা পাপ বাড়ায়। (১।৪।৯---১১)

ব্রহ্ম সম্যক্ ব্যক্ত হইলেন না। তিনি বৈশ্য সৃষ্টি করিলেন। বসু রুদ্র আদিত্য বিশ্বদেব মরুৎগণ—ইহারা বৈশ্য। ইহাতেও সম্যক্ ব্যক্ত হইলেন না। তখন পূষণ (পোষণকারী) শৌদ্রবর্ণ সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীই পূষা। ইহাতেও সম্যক্ ব্যকৃত হইলেন না ব্রহ্ম। তিনি শ্রেয়োরূপী ধর্ম সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম ক্ষত্রেরও ক্ষত্র। তার মত বলী কেহ নাই। ধর্মবলে বলহীনও বলবান্‌কে শাসন করে। ধর্ম ও সত্য একই। যে সত্য বলে, সে-ই ধর্ম বলে।

এইরূপে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র হইল। দেবমধ্যে অগ্নি ব্রাহ্মণ। তিনি মনুষ্যগণ মধ্যে ব্রাহ্মণ হইলেন। ক্ষত্রিয় রূপ ধরিয়া ক্ষত্রিয় হইলেন, বৈশ্য রূপ ধরিয়া বৈশ্য ও শূদ্র রূপ ধরিয়া শূদ্র হইলেন। মনুষ্যের মধ্যে অগ্নি ও ব্রাহ্মণরূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত। এইজন্য ইহাদের কাছে লোক কামনা করে।

যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া এই লোক হইতে চলিয়া যায়, আত্মা তাহাকে রক্ষা করে না। যেমন অপঠিত বেদ, অ-কৃত কর্ম্ম কোন ফল দেয় না, সেইরূপ। আত্মতত্ত্ব না জানিয়া অনেক পুণ্য কার্য্য করিলেও তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। সুতরাং আত্মা-রূপ লোককেই উপাসনা করিবে। যিনি আত্মাকে উপাসনা করেন তাঁহার কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। তিনি যে যে বস্তু কামনা করেন তাহা আত্মা হইতেই লাভ করেন।

এই আত্মা সকল ভূতেরই লোক। সে যে হোম ও যজ্ঞ করে তাহা দ্বারা সে হয় দেবগণের, সে যে বেদপাঠ করে তাহা দ্বারা

সে হয় ঋষিগণের, সে যে পিতৃ-তর্পণ করে তাহা দ্বারা সে হয় পিতৃগণের, সে যে মানুষকে বাসস্থান ও অন্নদান করে তদ্দ্বারা সে হয় মনুষ্যগণের, সে যে পশুদের পালন করে তাহাতে সে হয় পশু-গণের লোক। যেমন কেহ নিজের বিনাশ কামনা করে না, সেইরূপ, ঐরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি কেহ অমঙ্গল কামনা করে না। (১।৪।১২—১৬)

অগ্রে জগৎ এক আত্মারূপেই ছিল। তিনি জায়া কামনা করিলেন সন্তানের জন্য ; বিত্ত কামনা কবিলেন যজ্ঞাদি কর্ম্মের জন্য। এইজন্য মানুষ এখনও উক্ত কামনা করে, না পাওয়া পর্য্যন্ত নিজেকে অপূর্ণ মনে করে (অকৃৎস্ন)। পূর্ণতা আসে যখন জানে মনই আত্মা, বাক্যই জায়া, প্রাণই সন্তান, চক্ষুই মানবীয় সম্পৎ, কর্ণ ই দৈব সম্পৎ। শরীরই কর্ম্ম, কারণ শরীর দ্বারা মানুষ পঞ্চবিধ কর্ম্ম কবে। এইজন্য যজ্ঞ, পশু, পুরুষ সবই পঞ্চবিধ। যিনি ইহা জানেন তিনি সমুদয় হন।

প্রথম অধ্যায়

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

জগৎপিতা সৃষ্টিকর্ত্তা মেধা ও তপস্যা দ্বারা সপ্তবিধ অন্ন সৃষ্টি করিয়াছেন। একটি অন্ন সর্বসাধারণেব, যাহা মুখ দিয়া গ্রহণ করিয়া আমরা সকলে বাঁচিয়া থাকি। উহা যেটুকু যার পাওনা তা নিলে পাপ হয় না। বেশী নিলে পাপ হয়।

দেবতাদের জন্য দুইটি অন্ন—হুতং, প্রহুতং। যাহা অগ্নিতে

আহুতি দেওয়া হয় তাহা হুতং, যাহা বলি হয় তাহা প্রহুতং। অথবা অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দুইটি যাগ—দর্শ ও পৌর্ণমাস। এইজন্য কাম্যযাগের অনুষ্ঠানকারী হওয়া উচিত নয়।

আর একটি অন্ন শিশু ও পশুর জন্য – তাহা হইল দুগ্ধ। সম্বৎসর দুগ্ধ দ্বারা হোম করিলে পুনর্মৃত্যু অতিক্রম করা যায়। এইসব অন্ন ক্ষয় হয় না কেন? পুরুষ ক্ষয়রহিত। তিনি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া অন্ন সৃষ্টি করেন। এইরূপ না করিলে সমুদয় বিনাশপ্রাপ্ত হইত।

ত্রীণি আত্মনে অকুরুত—তিনটি অন্ন নিজের জন্য। তাহাদের নাম বাক্, মন ও প্রাণ। যে কোন প্রকার শব্দ—অর্থ থাকুক বা না থাকুক, তাহাই বাক্। কামনা সংকল্প বিচিকিৎসা শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতি অধৃতি হ্রী ধী ভয়—এই সমুদয় মন। প্রাণ অপান ব্যান উদান সমান—এই সমুদয়ই অন্, এই সমুদয়ই প্রাণ। আত্মা বাঙ্ময় মনোময় ও প্রাণময়।

বাক্—পৃথিবী, মন—অন্তরীক্ষ, প্রাণ স্বর্গলোক।

বাক্ - ঋগ্বেদ, মন—যজুর্বেদ, প্রাণ—সামবেদ।

বাক্—মাতা, মন—পিতা, প্রাণ—প্রজা।

বাক্—বিজ্ঞাত, মন—বিজিজ্ঞাস্য, প্রাণ—অবিজ্ঞাত।

(১।৫।১—১০)

বাক্-এর শরীর—পৃথিবী, জ্যোতিঃ—অগ্নি। মন-এর শরীর—দ্যৌ, জ্যোতিঃ—আদিত্য। প্রাণ-এর শরীর—অপ্, জ্যোতিঃ—চন্দ্র। ইহারা সকলেই অনন্ত। ইহাদিগকে যে

অনন্ত বলিয়া উপাসনা করে সে অনন্তলোক প্রাপ্ত হয়।

সম্বৎসর ষোড়শ কলাযুক্ত প্রজাপতি। পঞ্চদশ তিথি পঞ্চদশ কলা ধ্রুবরূপে যে কলা, তাহাই ষোড়শ কলা। চন্দ্ররূপী প্রজাপতি শুক্লপক্ষে পূর্ণ হন, কৃষ্ণপক্ষে ক্ষয়প্রাপ্ত হন। অমাবস্যা রজনীতে ষোড়শ কলার সহিত সকল প্রাণীতে প্রবেশ করেন, পরদিন প্রতিপদে আবার জন্মগ্রহণ করেন। অমাবস্যা রজনীতে কোন প্রাণীকে বধ করিতে নাই।

সম্বৎসররূপী প্রজাপতির পনের কলা সম্পত্তি। ষোড়শকলা ইহার আত্মা। আত্মানাভি, সম্পত্তি নেমি। মনুষ্যলোক জয় হয় পুত্র দ্বারা, পিতৃলোক জয় হয় কর্ম্ম দ্বারা, দেবলোক জয় হয় বিদ্যা দ্বারা। লোক মধ্যে দেবলোকই শ্রেষ্ঠ।

পিতা যখন ইহলোক ত্যাগ করেন তখন তিনি প্রাণসমূহের সহিত পুত্রেই প্রবেশ করেন। পুত্র দ্বারা পিতা ইহলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তৎপরে দৈব অমৃতময় প্রাণ তাহাতে প্রবেশ করে।

পৃথিবী ও অগ্নি হইতে দৈবী বাক্ ইহাতে প্রবেশ করে। দ্যুলোক ও আদিত্য হইতে দৈবী মন ইহাতে প্রবেশ করে। জল ও চন্দ্রমা হইতে দৈবী প্রাণ ইহাতে প্রবেশ করে। (১।৫।১১—২০)

অনন্তর ব্রতবিষয়ক মীমাংসা। প্রজাপতি কর্ম্মসকল সৃষ্টি করিলেন, সৃষ্টসকলে পরস্পর স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল। বাগিন্দ্রিয় বলিল, আমি কথা বলিব; চক্ষু বলিল, দর্শন করিব; শ্রোত্র বলিল, শুনিব। প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্ম্ম স্থির করিল। মৃত্যু তাহাদিগকে অধীন করিল। কার্য্যে বাধা দিল। এইজন্য বাক্য

চক্ষু কর্ণ সকলে পরিশ্রান্ত হয়। কিন্তু মৃত্যু প্রাণকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। তখন সকল ইন্দ্রিয়গণ প্রাণের রূপ ধারণ করিল, এইজন্য তাহারাও প্রাণ নামে পরিচিত।

অনন্তর অধিদৈবত বলিতেছেন---অগ্নি মনস্থির করিল আমি জ্বলিব ; আদিত্য স্থির করিল তাপ দিব ; চন্দ্র স্থির করিল প্রভা-যুক্ত হইব। সকল দেবতাগণ ব্রত ধারণ করিল। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন প্রাণ, দেবগণের মধ্যে তেমনি বায়ু। বায়ু কখনও ম্লান হন না, বায়ু অস্তহীন দেবতা। "সৈষা অনস্তমিতা দেবতা যদ্বায়ুঃ।"

প্রাণশক্তি হইতেই সূর্য্য উঠে, প্রাণশক্তি হইতেই অস্ত যায়। দেবগণ প্রাণকেই ধারণ করিয়াছেন ধর্মরূপে। প্রাণ আজও আছে কালও থাকিবে। প্রাচীনকালে দেবগণ যে ব্রত লইয়া-ছিলেন, আজও আছে।

এই ব্রত আচরণ করিবে—'নেন্মা পাপ্‌মা মৃত্যুরাপ্নুবৎ'—যেন পাপরূপ মৃত্যু দ্বারা অভিভুত না হই।

প্রথম অধ্যায়

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

নাম রূপ কর্ম—ত্রিবিধই। নামসমূহের উক্‌থ কারণ হইল বাক্‌। যাহা হইতে উত্থিত হয় তাহা উক্‌থ। নাম বাক্‌ হইতে উত্থিত। উক্‌থ একটি মন্ত্রেরও নাম। বাক্‌ নামসমূহের সাম। সাম অর্থ সামমন্ত্র, আর সাম অর্থ সমান। বাক্‌ নাম-

সমূহের ব্রহ্ম (ধারক)। এইভাবে রূপসমূহের উক্‌থ হইল চক্ষু। চক্ষুই রূপসমূহের সাম, আর চক্ষু সকল রূপের ধারক ব্রহ্ম। শরীর হইল সকল কর্মের উক্‌থ। শরীব রূপসমূহের সাম। শরীরই রূপসমূহের ব্রহ্ম বা ধারক। এইসব তিন হইয়াও এক, এক হইয়াও তিন। ইহা অমৃত এবং সত্য দ্বারা আবৃত। প্রাণ অমৃত, নাম রূপ সত্য। নাম রূপ দ্বারা প্রাণশক্তি আচ্ছন্ন। (১।৬।১-৩)

প্রথম অধ্যায়—ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

গর্গবংশীয় বলাকার পুত্র বালাকি। বালাকি অনূচান বাগ্মী (অনু + বচ + শানচ) কিন্তু বালাকি দৃপ্ত গর্বিত। তিনি কাশীরাজ অজাতশত্রুকে কহিলেন—'ব্রহ্ম তে ব্রবাণি', - আপনাকে ব্রহ্মো-পদেশ দিব। অজাতশত্রু কহিলেন—এই কথার জন্যই আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি।

গার্গ্যবালাকি—আদিত্যে যে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।

অজাতশত্রু—না, উহা বলিবেন না। ভালই জানি তিনি শ্রেষ্ঠ দীপ্তিমান জানিয়া আমি তাহাকে উপাসনা করি।

গার্গ্য—ঐ যে চন্দ্রে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।

অজাত—না, ও বিষয় উপদেশ দিবেন না—আমি তাহাকে মহান্, শ্বেতবাস সোমরাজা বলিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য—ঐ যে বিদ্যুতে পুরুষ আমি তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।

অজাত—না, ও বিষয় বলিবেন না। তেজস্বী জানিয়া তাহাকে উপাসনা করি।

গার্গ্য—ঐ যে আকাশে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্ম ভাবিয়া উপাসনা করি।

অজাত—ও বিষয় বলিবেন না। তাহাকে পূর্ণ অচল জানিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য—বায়ুতে যে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করি।

অজাত—না, তাহার কথা বলিবেন না—আমি তাহাকে ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ অপরাজিত সেনা—এইভাবে উপাসনা করি।

গার্গ্য—অগ্নিতে যে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।

অজাত—না, উপদেশ দিবেন না। তাহাকে বিষাসহি—বিজয়ী—জানিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য—জলে যে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করি।

অজাত—না, সে বিষয় উপদেশ দিবেন না। তাহাকে 'প্রতিরূপ' জানিয়া আমি উপাসনা করি।

গার্গ্য—দর্পণে যে পুরুষ তাহাকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করি।

অজাত—বলিবেন না, আমি তাহাকে রোচিষ্ণু দীপ্তিশীল জানিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য—গমনশীল ব্যক্তির পশ্চাতে যে শব্দ উত্থিত হয় তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করি।

অজাত—বলিবেন না, তাহাকে আমি 'অসু' বলিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য—দিকসমূহে যে পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।

অজাত—আমি তাহাকে অনপগ—চিরসঙ্গী জানিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য—ছায়াময় পুরুষকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা করি।

অজাত—তার কথা উপদেশ দিবেন না। আমি তাহাকে মৃত্যুরূপে ভাবি।

গার্গ্য—আত্মায় (দেহে) এই যে পুরুষ, তাহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি।

অজাত—বলিবেন না, আমি তাহাকে 'আত্মন্বী' জানিয়া উপাসনা করি।

গার্গ্য নীরব হইলে অজাতশত্রু বলিলেন এই পর্য্যন্তই কি? আচ্ছা, এখন আমি উপদেশ দিব। (২।১।১—১৪)

বালাকি পুরুষের উপাসনা করিতেন আদিত্যে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, আদর্শে, শব্দে, দিকে, ছায়ায় ও দেহে। অজাতশত্রু বুঝাইয়া দিলেন ইহার প্রত্যেকটি জাগ্রত অবস্থার অনুভবের মধ্যে। সুতরাং "বিষয়" objective। চেতনার আর দুইটি স্তর রহিয়াছে স্বপ্ন ও সুষুপ্তি। জাগ্রত চেতনা জ্ঞান। স্বপ্ন সুষুপ্তির জ্ঞান—বিজ্ঞান। বিজ্ঞানে জ্ঞান মিলাইয়া যায়। অতঃপর বিজ্ঞানের কথা বলিতেছেন।

অজাতশত্রু বালাকিকে লইয়া একজন ঘুমন্ত মানুষের নিকট গেলেন। তাহাকে ডাকিলেন—হে বৃহন্ পাণ্ডরবাসঃ সোমরাজন,

হে বৃহৎ! হে শ্বেতবাস! সে জাগিল না। তখন তিনি হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়া তাহাকে জাগাইলেন। সে উঠিয়া বসিল। অজাতশত্রু বালাকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই যে বিজ্ঞানময় পুরুষ, ইনি ইঁহার নিদ্রাকালে কোথায় ছিলেন? পরে কোথা হইতে আসিলেন? গার্গ্য বালাকি ইহার উত্তর জানিতেন না। অজাতশত্রু বলিতে লাগিলেন—যখন এই লোকটি ঘুমন্ত ছিল তখন বিজ্ঞানময় পুরুষ নিজ জ্ঞানদ্বারা প্রাণসমূহের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশে শয়নে ছিলেন। ঐ পুরুষ যখন সকল জ্ঞান গ্রহণ করেন তখন ঘুম হয়। ঘ্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন ইহাদের সকলের বিজ্ঞান—বিজ্ঞানময় পুরুষ কর্তৃক গৃহীত হয়।

যখন ঐ ব্যক্তি স্বপ্নে বিচরণ করে তখন সে যেন মহারাজ মহাব্রাহ্মণ হয়। রাজার মত যথেচ্ছ বিচরণ করে। ইন্দ্রিয়গণ স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষের অধীন থাকে। যখন সুষুপ্ত হয় তখন কিছুই জানে না। বাহাত্তর হাজার নাড়ী হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমস্ত দেহপুরীকে বেষ্টন করিয়া শয়ন করিয়া থাকে। অতিঘ্নী অবস্থায় থাকে। যে অবস্থায় সকল দুঃখের নাশ হয় সেই শ্রেষ্ঠাবস্থাই অতিঘ্নী অবস্থা।

যেমন মাকড়সা নিজের-দেহ হইতে নির্গত সূত্র ধরিয়া উপরে উঠে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গ যেমন চারিদিকে ছোটে—সেইপ্রকার এই আত্মা হইতে সকল ইন্দ্রিয়, সকল লোক, সকল দেবতা, সকল ভূত নির্গত হয়।

আত্মার গুহ্যতত্ত্ব—আত্মা সত্যস্য সত্যম্। প্রাণই সত্য—আত্মা প্রাণেরও প্রাণ।

এই মন্ত্রে প্রাণময় জগৎকে সত্য বলা হইল। গার্গ্য বালাকি চন্দ্রগত পুরুষের কথা যখন বলিয়াছেন তখন অজাতশত্রু তাহার বর্ণনায় বলিয়াছেন, 'বৃহন্ পাণ্ডরবাসাঃ সোমরাজন্নিতি'। যখন ঘুমন্ত পুরুষকে ডাকিয়াছেন তখনও ঐ চন্দ্রগত পুরুষের বিশেষণ-গুলি দিয়া ডাকিয়াছেন। কেন তাহা প্রকাশ করেন নাই।

বালাকি বারোজন পুরুষের কথা বলিয়াছেন। অজাতশত্রু এই সব অস্বীকার করেন নাই তবে চরম বস্তু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুষুপ্তি চৈতন্যকে পরম ও চরমসত্তা বলিয়াছেন। (২।১।১৫—২০)। বাহিরে যা আছে সবই সত্য কিন্তু সুষুপ্তির যে বিজ্ঞানময় পুরুষ আছেন তিনি সত্যেরও সত্য। তিনি ব্রহ্ম।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ)

মুখ্যপ্রাণ একটি গোবৎসবৎ। এই দেহ তাহার আধান, মস্তক প্রত্যাধান, প্রাণ স্থূনা (খুঁটি), অন্ন দাম (রজ্জু)। ইহা যিনি জানেন তিনি শিশুর সপ্ত শত্রুকে বিনাশ করিতে পারেন।

ক্ষয়রহিত সাতজন শিশুর সেবা করে—রুদ্র পর্জ্জন্য আদিত্য অগ্নি ইন্দ্র পৃথিবী দ্যৌ। চক্ষুতে যে লোহিত রেখা তাহা দ্বারা রুদ্র ইহার অনুগত (অন্বায়ত্তঃ)। চক্ষুর যে জল তাহা দ্বারা পর্জ্জন্য অনু-গত। চক্ষের যে তারকা তাহা দ্বারা আদিত্য অনুগত। চক্ষের

মধ্যে যে কৃষ্ণ বস্তু তাহা দ্বাবা অগ্নি অনুগত। চক্ষের যে শুভ্র বস্তু তাহা দ্বারা ইন্দ্র অনুগত। চক্ষেব নিম্ন পক্ষ্ম দ্বারা পৃথিবী অনুগত। ঊর্দ্ধ পক্ষ্ম দ্বাবা দ্যৌ অনুগত। ইহা যিনি জানেন তাব অন্ন ক্ষযপ্রাপ্ত হয় না।

'অর্বাগ্‌বিলঃ চমসঃ ঊর্দ্ধ্‌বুধ্নঃ', একটি চমস, তাহাব মুখ নিম্নে, তলা উপবে। 'তস্মিন্ যশঃ নিহিতং বিশ্বরূপম্', প্রাণই বিশ্বরূপ যশঃ, তাহা ঐ চমসে নিহিত আছে। 'তস্য আসতে ঋষয়ঃ সপ্ত'—প্রাণ-সমূহই ঋষি, আব 'বাক্ অষ্টমী ব্রহ্মণা সম্বিধানা'—অষ্টম স্থানীয় বাগিন্দ্রিয ব্রহ্ম ইহা লইয়া বিচাব কবে।

প্রাণস্বরূপ ঋষিগণ ইহাব সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বরূপে আছেন। দক্ষিণ কর্ণ গৌতম, বাম কর্ণ ভবদ্বাজ, দক্ষিণ চক্ষু বিশ্বামিত্র, বাম চক্ষু জমদগ্নি। দক্ষিণ নাসিকা বশিষ্ঠ, বাম নাসিকা কশ্যপ। বাগি-ন্দ্রিয় অত্রি (অত্তি ভোজন কবা হয়, অত্রি শব্দও অদ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন)। ইহা যিনি জানেন সমুদয় তাঁহাব অন্ন হয়। ২।২।১—৪ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

(তৃতীয় ব্রাহ্মণ)

মূর্ত্তামূর্ত্ত ব্রাহ্মণ

ব্রহ্মের দুই রূপ। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। মর্ত্ত্য ও অমৃত। সৎ ও ত্যৎ। সৎ—যাহার সত্তা আছে। ত্যৎ—যাহা অব্যক্ত।

বায়ু ও অন্তরীক্ষ ছাড়া আর সকলই মূর্ত্ত। ইহাই মর্ত্ত্য ইহা স্থির। ইহা সৎ। যিনি উত্তাপ দেন তিনি এই মর্ত্ত্যের স্থিতি-

শীলের সত্তাশীলের রস।

অধিদৈবত দৃষ্টিতে—বায়ু আর অন্তরীক্ষ অমূর্ত্তরূপ। ইহা অমৃত, ইহা গমনশীল, ইহা ত্যৎ, অব্যক্ত অব্যাকৃত স্বরূপ। সূর্য্যমণ্ডলে যে পুরুষ ইনি এই অমূর্ত্তের, এই অমৃতের গমনশীলের সার। 'ত্যৎ' সত্তার রস আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষ।

অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে প্রাণ ও দেহের মধ্যে যে অন্তরাকাশ অমূর্ত্ত, তাহা হইতে যাহা ভিন্ন—তাহা মর্ত্ত্য মূর্ত্ত স্থিতিশীল ও সৎ। চক্ষুই এই বস্তুর রস।

প্রাণ ও দেহের যে অন্তরাকাশ তাহা অমূর্ত্ত। তাহা অমৃত গতিশীল ও ত্যৎ। দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ তিনি এই অমূর্ত্তের রস।

এই পুরুষের রূপ হরিদ্রারঞ্জিত পরিচ্ছেদের মত পীতবর্ণ। মেষের লোমের মত পাণ্ডুরবর্ণ, ইন্দ্রগোপ কীটের মত রক্তবর্ণ। ইহা অগ্নিশিখার মত শ্বেতপদ্মের মত। একবার বহু বিদ্যুৎ প্রকাশের মত ইহার শ্রী। ইহার পর আর কোন ভাষা নাই নেতি নেতি ছাড়া। ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু নাই। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই। প্রাণ সত্য, তিনি তারও সত্য—সত্যেরও সত্য। ২।৩।১—৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

(চতুর্থ ব্রাহ্মণ)

মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ

যাজ্ঞবল্ক্য উচ্চতর আশ্রমে যাইবার জন্য (উদ্‌যাস্যন্) পত্নী

মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া বলিলেন, "মৈত্রেয়ি! আমি এই আশ্রম হইতে যাইব। বিত্তাদি কাত্যায়নীর সহিত তোমায় বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতে চাই।"

মৈত্রেয়ী কহিলেন, "ভগবন্! সমস্ত পৃথিবী যদি সম্পত্তি দ্বারা পূর্ণ হয় আমি কি তাহা দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন, "না তাহা পারিবে না। বিত্তশালী ব্যক্তিদের জীবন যেরূপ, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে। বিত্ত দ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই (অমৃতস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন) এই কথা শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যাহা দ্বারা আমি অমৃত হইতে না পারিব তাহা দ্বারা কি করিব? (যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্?)। ভগবন্! অমৃতত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে যাহা জানেন তাহা আমাকে বলুন।"

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "তুমি আমার প্রিয়া ছিলে, এখনও আছ। খুব উত্তম কথা বলিয়াছ। এস বস। অমৃতত্বের কথা তোমাকে বলিতেছি। মনোযোগপূর্বক শুন।"

পতি যে পত্নীর প্রিয় হয় তাহা পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ হয় না, আত্মপ্রীতির জন্য হয়। পত্নী যে পতির প্রিয় হয় তাহা পত্নীর প্রতি প্রীতিবশতঃ হয় না, আত্মপ্রীতির জন্য হয়।

পুত্রকন্যারা যে পিতামাতার প্রিয় হয় তাহা পুত্রকন্যার প্রতি প্রীতিবশতঃ হয় না, আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য হয়। ধনসম্পদ যে মানুষের প্রিয় হয় তাহা ধনসম্পদের প্রতি প্রীতিবশতঃ হয় না, নিজের আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য হয়।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় যে মানুষের প্রিয় হয় তাহা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি প্রীতির জন্য হয় না, আত্মার প্রতি প্রীতির জন্য হয়। মানবগণ, দেবগণ, প্রাণিগণ, স্বর্গাদি লোকসমূহ যে মানুষের প্রিয় হয় তাহা তাহাদের প্রতি প্রীতিবশতঃ হয় না, আত্মপ্রীতি বশতঃই হয়। আর বেশী কি বলিব। যত সব বস্তু আছে মানুষের প্রিয়, তাহারা প্রিয় হয় তাহাদের প্রতি প্রিয়ত্ববশতঃ নয়। মানুষের নিজের আত্মার প্রতি প্রীতির জন্যই হয়।

অয়ি মৈত্রেয়ি! এই আত্মাকেই দর্শন করিতে হইবে, শ্রবণ করিতে হইবে, মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে— নিশ্চিতরূপে ধ্যান করিতে হইবে। আত্মার দর্শন শ্রবণ মনন ও বিজ্ঞান হইলে বিশ্বের যাহা কিছু সবই জানা যায়।

যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ জাতিকে বা ক্ষত্রিয় জাতিকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে ব্যক্তি স্বর্গাদি লোককে, দেবগণকে, প্রাণিগণকে আত্মা হইতে পৃথক মনে করে তাহারা তাহাকে ত্যাগ করে। যে বিশ্বের সকল বস্তুকে আত্মা হইতে আলাদা বস্তু মনে করে সকল বস্তু তাহাকে ত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, দেবগণ, লোকগণ, ভূতগণ যাহা কিছু সমুদয় সকলই আত্মা। ২।৪।১—৬

যেমন তাড্যমান দুন্দুভি হইতে উত্থিত শব্দ গ্রহণ করা যায় না—দুন্দুভি বা দুন্দুভিবাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দ গৃহীত হয়। যেমন বাদ্যমান শঙ্খ হইতে উত্থিত শব্দ গ্রহণ করা যায় না, শঙ্খ বা বাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দ গৃহীত হয়। যেমন বাদ্যমান

বীণা হইতে নির্গত শব্দ গ্রহণ করা যায় না, বীণা বা বাদককে গ্রহণ করিলে ঐ শব্দ গৃহীত হয়, তেমনি আত্মা হইতে প্রকাশিত বিশ্বের সকল পদার্থকে পৃথক পৃথক ভাবে জানা যায় না। আত্মাকে জানিলেই সব জানা হয়।

তাড্যমান দুন্দুভি, বাদ্যমান শঙ্খ ও বাদ্যমান বীণার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণা এবং ইহাদের বাদক হইতে যেমন ইহাদের শব্দের স্বাধীন অস্তিত্ব নাই, সেইরূপ আত্মা হইতে বিশ্বের কোন বস্তুর কোন স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। দৃষ্টান্তে ইহাই বুঝাইয়াছেন। আর এক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন অগ্নি হইতে নির্গত ধূমের। যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নি জ্বালাইলে তাহা হইতে পৃথক্ পৃথক্ ধূম নির্গত হয়, সেইরূপ ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ্, শ্লোক, সূত্র, অনু-ব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান এই সকলই সেই মহৎ ভূতের নিঃশ্বাসতুল্য, তাহা হইতে বহির্গত হইয়াছে।

এই মন্ত্রের ভিত্তিতে বেদান্তদর্শনের 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' (১।১।৩) এই ব্রহ্মসূত্র সংস্থাপিত। ব্রহ্মের লক্ষণ বলিয়াছেন সকল শাস্ত্রের তিনি যোনি বা উৎপত্তিস্থল। আবার শাস্ত্রসকলও ব্রহ্মের যোনি, কারণ তাঁহাকে জানিতে প্রত্যক্ষ অনুমান উপমান সকল প্রমাণই ব্যর্থ। একমাত্র শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। শাস্ত্রের উৎপত্তিমূল ব্রহ্ম। ব্রহ্মের অবগতির মূল শাস্ত্র। আবার কতিপয় দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—

সমুদ্র যেমন জলের একায়ন, একমাত্র আশ্রয়; চক্ষুকর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন রূপগন্ধাদি বিষয়ের একায়ন; হস্তপদাদি কর্মে-

ন্দ্রিয় যেমন কর্ম ও গতির একায়ন, তেমনি আত্মা বিশ্বের সমুদয় বস্তুর একায়ন। একায়ন অর্থ একত্রিত হইবার স্থান, মিলনের স্থান। আচার্য্য শঙ্কর বলেন একায়ন অর্থ লীন হইবার স্থল। আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন—

যেমন সৈন্ধব খণ্ড জলে নিক্ষেপ করিলে তাহা জলে বিলীন হইয়া যায়, তাহাকে আর পৃথক্ গ্রহণ করা যায় না, কিন্তু যে কোন স্থান হইতে জল লইলে তাহাই যেমন লবণময় বোধ হয়, তেমনিই এই আত্মা অনন্ত অপার ও বিজ্ঞানঘন।

এই দৃষ্টান্তের আর একটি তাৎপর্য। আত্মা সর্ববস্তুব্যাপী, স্থূলদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখিলে দেখা যায়, বস্তুমাত্রের সঙ্গেই তিনি ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান। যেমন জলে মিশ্রিত সৈন্ধবকে আর পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করা যায় না কিন্তু যে কোন স্থল হইতে জল গ্রহণ করা যায় তাহাই লবণময় হয়।

আত্মা অনন্ত অপার ও বিজ্ঞানঘন। সকল ভূত তাঁহা হইতেই উত্থিত হইয়া আবার তাঁহাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা থাকে না। ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি॥ ২।৪।৭—১২

মৈত্রেয়ী বলিলেন—ভগবন্! আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন—ন প্রেত্য সংজ্ঞাস্তি—মৃত্যুর পর আর সংজ্ঞা থাকিবে না এই কথা বলিয়া। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, আমি মোহজনক কিছু বলি নাই—ন বা অরে অহং মোহং ব্রবীমি। বিজ্ঞান লাভের জন্য ইহাই যথেষ্ট। যাহা বলিয়াছেন তাহাই যে যথার্থ, মোহগ্রস্ত

হইবার যে কোন কারণ নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য আরও বলিলেন।

যখন মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু আছে তখনই একজন আর একজনের গন্ধ লইতে পারে, দর্শন করিতে পারে, কথা শ্রবণ করিতে পারে, মনন করিতে পারে। একে অপরকে জানিতে পারে। কিন্তু যখন সমুদয় আত্মা হইয়া যায় তখন কে কিরূপে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কাহাকে দর্শন করিবে, কাহাকে শ্রবণ করিবে, কাহাকে মনন করিবে, কাহাকে জানিবে? যাহাদ্বারা বিশ্বের যাহা কিছু সব জানা যায় সেই বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে?

দেখা শুনা জানা বুঝা সকলই দ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করে। দুই বস্তু থাকিলেই একে অপরকে জানিতে পারে। দুই বস্তু না থাকিলেও যদি ভ্রান্তিবশতঃ দ্বিতীয় বস্তু আছে বলিয়া মনে হয় তাহা হইলেও দেখা শুনা জানা ও কথা চলিতে পারে। যখন দুই না থাকে—দ্বিতীয় বস্তু সম্বন্ধে যে ভ্রান্তি তাহাও দূর হইয়া যায়—তখন দেখা শুনা জানা ইত্যাদি কোন ক্রিয়াই আর প্রযুক্ত হইতে পারে না। যিনি ব্রহ্মবিদ বিশ্বময়, এক আত্মার অনুভব যাহার হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে দেখা শুনা জানা ইত্যাদি ক্রিয়ার প্রয়োগ আর সম্ভব নয়।

সংজ্ঞার অর্থ যদি হয় বিষয়গত জ্ঞান (*objective knowledge*) তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানীর সংজ্ঞা থাকে না বলাই যুক্তিযুক্ত। যাজ্ঞবল্ক্যের "প্রেত্য" অর্থ মৃত্যুর পর না ধরিয়া মুক্তির পর

ধরিতে হইবে। যাহার পর আর মৃত্যু হইবে না সেই শেষ মৃত্যুর পর অর্থাৎ মুক্তির পর আর সংজ্ঞা থাকে না—ঋষির এই উক্তি যথার্থই হইল।

আর সংজ্ঞার অর্থ যদি বিশুদ্ধ জ্ঞান নির্ম্মল আত্মজ্ঞান (*Pure subjective knowledge*) হয় তাহা হইলে মুক্তিতে পূর্ণজ্ঞান থাকে এই কথাই বলিতে হইবে। যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি বিষয়নিষ্ঠ জ্ঞান থাকে না—অর্থাৎ আত্মনিষ্ঠ, বিষয়ীনিষ্ঠ পূর্ণজ্ঞান বিরাজিত থাকে।

সাধারণতঃ মানুষ জ্ঞান অর্থে বিষয়বিষয়ীযুক্ত জ্ঞানই বুঝিয়া থাকে। এইজন্য ঋষি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ। বিজ্ঞেয়-হীন যে শুদ্ধ একল বিজ্ঞাতা তাহাকে কিরূপে জানিবে? কোন্ উপায়ে জানিবে? জানিবার কোনই উপায় নাই। তিনি যে আছেন 'সৎ' ইহাও বলার উপায় নাই—সচ্চিদানন্দ তো দূরের কথা।

শুদ্ধাদ্বৈতবাদে 'নেতি নেতি' ছাড়া পরব্রহ্মের কথা বলিবার কিছু উপায় নাই। যাজ্ঞবল্ক্যের মহাতত্ত্বগর্ভ বাণী অদ্বৈতবাদকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছে।

কেবলমাত্র নেতি নেতি দ্বারাই যদি তাঁর কথা বলিতে হয় তবে তো বাদ বিচার করিবার কোন উপায় থাকে না, ব্রহ্মসূত্রের আলোচনাও ব্যর্থ হইয়া যায়।

ইহার উত্তর এই—বিজ্ঞাতাকে কেহ জানে না একথা ঠিক, *কিন্তু বিজ্ঞাতা পরব্রহ্ম নিজেকে নিজে জানেন। তিনি নিজের*

কথা দুই প্রকারে জানেন। (১) তাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ শাস্ত্রদ্বারা (শাস্ত্রযোনিত্বাৎ) আর (২) শ্রেষ্ঠ ভক্তকে অনুগ্রহ করিয়া তাহার হৃদয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়া। (যমেবৈষ বৃণুতে) দ্বিতীয়টিকে যদি বলি বিদ্বদনুভূতি তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্য ও বিদ্বদনুভূতিই তাহাকে জানিবার উপায়। এ সম্বন্ধে আরও কথা এই। অদ্বৈতবাদীর মতে ব্রহ্মের দুইটি স্বরূপ আছে। একটি পারমার্থিক স্বরূপ, আর একটি ব্যবহারিক স্বরূপ। পারমার্থিক স্বরূপের কথা বলিতে 'নেতি নেতি' ছাড়া আর কোন দ্বিতীয় পথ নাই। ব্যবহারিক স্বরূপটি মাত্র শাস্ত্রবাক্য ও বিদ্বদনুভূতি হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। তাহা লইয়া বাদবিচার সম্ভব হইতে পারে। পরব্রহ্মের পারমার্থিকস্বরূপ কেবলানুভবানন্দ মাত্র। তাহা ভাষাহীন মূকাস্বাদনবৎ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ এই শ্রুতিতে দুইবার আছে। ২।৪ এবং ৪।৫ ব্রাহ্মণে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে প্রথম বর্ণনায় ১৪টি মন্ত্র। আর চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণে দ্বিতীয়বার বর্ণনায় ১৫টি মন্ত্র। প্রথম প্রারম্ভে একটি মন্ত্র কম, ইহাতে মৈত্রেয়ী কাত্যায়নীর পরিচয় ছাড়া আর বিশেষ কিছু নাই। দ্বিতীয় বর্ণনায় পঞ্চদশ মন্ত্রে কিছু বেশী কথা আছে। বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ, প্রথম বর্ণনায় ইহা শেষ কথা। দ্বিতীয় বর্ণনায় ইহার পূর্ব্বে আছে—'স এষ নেতি নেতি আত্মাহ্- গৃহ্যো ন হি গৃহ্যতেঽশীর্যো ন হি শীর্যতেঽসঙ্গো ন হি সজ্যতেঽসিতো ন ব্যথতে ন রিষ্যতি'—এবং 'বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ' ইহার

পরে আছে—ইত্যুক্ত্বা অনুশাসনাঽসি মৈত্রেয়ী এতাবদরে খলু অমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার। ৪।৫।১৫ এই পার্থক্যটুকু থাকিলেও একথা বলা চলে যে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদ "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" এই প্রশ্নবোধক বাক্যে শেষ হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর যেন অপেক্ষায় আছে। বিজ্ঞাতাকে অন্য কেহ না জানিলেও তিনি নিজে তো নিজেকে জানেন? যদি জানেন তাহা হইলে তাঁহার করুণায় বা তাঁহার সহিত একাত্মতায় জানা সম্ভব কি না ইহা বিবেচনীয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(পঞ্চম ব্রাহ্মণ)

মধু ব্রাহ্মণ

এই পৃথিবী সমুদয়ভূতের মধু। সর্বভূত এই পৃথিবীর মধু। পৃথিবীতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই শরীরে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই দুই একই। উভয়েই আত্মা। ইহা অমৃতময়, ব্রহ্ম। ইহাই সকল তত্ত্ব।

এই জল সর্বভূতের মধু। সর্বভূত এই জলের মধু। এই জলে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই দেহে যে রৈতস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—উভয় একই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহাই সকল বস্তু।

এই অগ্নি সর্বভূতের মধু। সর্বভূত এই অগ্নির মধু। অগ্নিতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই দেহে যে বাঙ্ময় তেজোময়

অমৃতময় পুরুষ—এই দুই একই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহাই সকল বস্তু।

এই বায়ু সর্বভূতের মধু—সর্বভূত এই বায়ুর মধু। বায়ুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই দেহে যে প্রাণরূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই দুই একই। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সকল বস্তু।

এই আদিত্য সর্বভূতের মধু। সর্বভূত এই আদিত্যের মধু। আদিত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর দেহে যে চক্ষুস্থিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় একই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সকল বস্তু।

এই দিকসকল সর্বভূতের মধু। সর্বভূত এই দিকসকলের মধু। এই দিকসমূহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই দেহেতে শ্রোত্র-সম্বন্ধী প্রতিধ্বনিসম্বন্ধী (প্রতিশ্রুৎকঃ) তেজোময় অমৃতময় পুরুষ —এই দুই একই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সকল বস্তু।

এই চন্দ্র সকল ভূতের মধু। সকল ভূত চন্দ্রের মধু। এই চন্দ্রে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে মানস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—উভয় একই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সমুদয় বস্তু।

এই যে বিদ্যুৎ ইহা সকল ভূতের মধু। সকল ভূত বিদ্যুতের মধু। এই বিদ্যুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এই দেহে যে তৈজস তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—উভয় একই আত্মা। ইহাই

অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সমুদয় বস্তু।

এই মেঘগর্জন সকল ভূতের মধু। সকল ভূত এই মেঘ-গর্জনের মধু। এই মেঘগর্জনে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই দেহে যে শব্দসম্বন্ধী ও স্বরসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় একই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সকল বস্তু।

এই আকাশ সকল ভূতের মধু। সকল ভূত এই আকাশের মধু। এই আকাশে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই দেহে যে হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয়ই এক আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সমুদয় বস্তু।

এই ধর্ম সকল ভূতের মধু। সকল ভূত ধর্মের মধু। এই ধর্মে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই দেহে যে ধর্মসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় এক আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সকল বস্তু।

এই সত্য সকল ভূতগণের মধু। সমুদয় ভূতও এই সত্যের মধু। এই সত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর দেহে যে সত্যে প্রতিষ্ঠিত তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় একই আত্মা। ইহা অমৃতময়, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সমুদয় বস্তু।

এই মানব জাতি সর্বভূতের মধু। সর্বভূত এই মানবজাতির মধু। মানবজাতিতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই দেহে যে মানবসম্বন্ধী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় পুরুষ একই আত্মা। ইহা অমৃত, ইহা ব্রহ্ম, ইহা সমুদয় বস্তু।

এই দেহ সর্বভূতের মধু। সর্বভূত এই দেহের মধু। এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, আর এই যে জীবাত্মারূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—এই উভয় একই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই সমুদয় বস্তু।

এই আত্মা সমুদয় ভূতের অধিপতি। সকল ভূতের রাজা। রথনাভিতে ও রথনেমিতে যেরূপ অরগুলি নিহিত থাকে সেইরূপ এই আত্মাতে সমুদয় ভূত, সমুদয় লোক, সকল দেবতা, সকল প্রাণ, সকল আত্মা প্রতিষ্ঠিত আছে। ২।৫।১—১৫

এই মধুবিদ্যার গুরুপরম্পরা কহিতেছেন—অথর্ববেদপারগ দধ্যঙ্ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋষি ইহা অবগত হইয়া এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। হে অশ্বিদ্বয় হে দস্রদ্বয় (দস্র=অদ্ভুতকর্মা) তোমরা দধ্যঙ্ আথর্বণ ঋষিতে অশ্বশির যুক্ত করিয়াছিলে। তিনি ত্বষ্টার নিকট যে মধু-বিদ্যা পাইয়াছিলেন তাহা অতীব গোপনীয় (কক্ষ্যং) হইলেও সত্যের জন্য (ঋতায়) তোমাদিগকে বলিয়াছিলেন। (কক্ষ্যং—গোপন কক্ষে আলোচনীয়—গোপনীয়)। দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বি-দ্বয়কে এই মধুবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ঋষি ইহা অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন, যিনি দেহকে দুইপদ করিয়াছেন ও চারিপদ করিয়াছেন, পুরুষরূপে বিভিন্ন দেহে প্রবেশ করিয়াছেন, যিনি সর্বদহেই পুরুষ রূপে (পুরিশয়), জগতে এমন কিছু নাই যাহাতে তিনি অনুপ্রবিষ্ট হন নাই অথবা যাহাকে তিনি আবরণ করিয়া রাখেন নাই (নাসংবৃতং)। দধ্যঙ্ আথর্বণ অশ্বিদ্বয়কে এই মধুবিদ্যা

শিক্ষা দিয়াছিলেন ইহা অবগত হইয়া ঋষি বলিয়াছেন—যিনি রূপে —রূপে প্রতিরূপ হইয়াছেন। ইহার রূপ প্রকাশ করিবার জন্য (প্রতিচক্ষণায়) ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। রথে অশ্বের ন্যায় আত্মাকে বিষয়ের প্রতি আকর্ষণকারী দশ এমন কি শত শত ইন্দ্রিয় সংযোজিত রহিয়াছে। ইহা দশ বহু সহস্র বহু ও অনন্ত।

ইনি ব্রহ্ম, অপূর্ব অনপর অনন্তর অবাহ্য এই আত্মাই ব্রহ্ম। ইনি সর্বানুভূ সমুদয় বস্তুর অনুভবকারী। ৩।৫।১৬—১৯

মধু বলিতে অমৃত চেতনা। এই চেতনা সব কিছুতে জারিত হইয়া আছে। যেমন অধিদৈবত জগৎকে, তেমন অধ্যাত্ম জগৎকে। অধিদৈবত—বিশ্ব, অধ্যাত্ম—ব্যক্তি। বিশ্বে যে অমৃত চেতনা, ব্যক্তিতেও সেই অমৃত চেতনা। সেই চেতনা তেজোময়, তিনি আত্মা তিনি ব্রহ্ম সবকিছু। অধিদৈবতদৃষ্টিতে —পুরুষ, পৃথিবী, অপ, অগ্নি বায়ু, দিবা, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন। আবার তিনি ধর্ম সত্য মানুষ আত্মা। বিশ্বে বস্তু ও ভাব দুইই তিনি। তাহার প্রত্যেকটি দিব্য বিভূতির প্রতিরূপ পাওয়া যায় ব্যক্তিতে। ব্যক্তিতে—শরীর, রেতঃ, বাক, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন, তেজঃ, ধর্ম্ম, সত্য, মনুষ্যত্ব ও আত্মারূপে।

পরমাত্মারূপে তিনি সর্বভূতের অধিপতি, রাজা। রথের নাভিতে ও নেমিতে যেরূপ চক্রশলাকা গাথা, সেইরূপ সেই মধুময় অমৃত চেতনাতেই সব গাথা রহিয়াছে।

এই মধুবিদ্যার ঋষি দধ্যঙ্। মহাভারতে ইহার নাম দধীচি।

ইনি বৃত্র বধের জন্য নিজ অস্থি দান করিয়াছিলেন। যজুর্বেদে অস্থি দানের কথা নাই, মধুবিদ্যা দানের কথা আছে।

ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা দিয়া বলিয়াছিলেন এই বিদ্যা কাহাকেও দিলে তোমার শিরশ্ছেদ করিব। অশ্বিদ্বয় (অশ্বিনী-কুমার যুগল) দধীচির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাহার মাথা কাটিয়া লুকাইয়া রাখেন ও তৎস্থলে অশ্বশির লাগাইয়া দেন। অশ্ব মুখ-দ্বারা অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা দিলে ইন্দ্র তাহার সেই মস্তক ছেদন করেন। অশ্বিদ্বয় তখন দধীচির আসল মস্তক তাহাতে লাগাইয়া দিলেন।

ইন্দ্র মায়াদ্বারা (মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে) বহুরূপে প্রকাশিত হন। এখানে মায়া শব্দের অর্থ শক্তি। অদ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ যে সদসতোঽনির্বচনীয়া এক মায়া আবিষ্কার করিয়াছেন উপ-নিষদে তাহা দৃষ্ট হয় না। শ্রুতিতে এক অদ্বিতীয় আত্মতত্ত্বের কথা বহুস্থানেই সুদৃঢ়ভাবে আছে। কিন্তু জগৎ মিথ্যা একথা নাই। এই মধুবিদ্যাই তাহার এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

মধুবিদ্যায় পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আদিত্য, দিকসকল, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, মেঘগর্জন, আকাশ, ধর্ম, সত্য, মানুষ ও মানুষের দেহ—এই চৌদ্দটি স্থানে তেজোময় অমৃতময় মধুময় পুরুষ দর্শন করিয়াছেন—এবং তৎসঙ্গে প্রতিরূপভাবে মানব শরীরে শারীর, রৈতস, বাঙ্ময়, প্রাণময়, চাক্ষুষ, শ্রোত্র, মানস, তৈজস, শাব্দ, হৃদ্য, ধার্ম্ম, সাত্য, মানবীয়, আত্মিক এই চৌদ্দ প্রকার পুরুষ দর্শন করি-য়াছেন। বাহ্য জগতের সঙ্গে আন্তর জগতের একটা মধুময় সম্বন্ধ

দর্শন করিয়াছেন। জগতের সকল বস্তুতে মধুময় আত্মার বিকাশ দর্শন করিয়াছেন; ইহাতে জগতের মিথ্যাত্ব দূরের কথা সত্য মধুমত্ত্বই সুন্দরভাবে সংস্থাপিত হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকের ঋষি বিশ্বময় এক অদ্বিতীয় মধুময় আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। তিনি জীবাত্মা পবমাত্মাব ভেদ কিছু জানেন না। তিনি সতত এক মধুসমুদ্রে নিমগ্ন।

প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের সারার্থ চিন্তন

প্রথম দুই অধ্যায়ের নাম মধুকাণ্ড। প্রথমাধ্যায়ে পাঁচটি ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ছয়টি ব্রাহ্মণ। দ্বিতীয়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ গুরু-পরম্পরামাত্র। সুতবাং দুই অধ্যায়ের দশটি ব্রাহ্মণ আলোচনীয়।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে অর্থাৎ গ্রন্থারম্ভে একটি অপূর্ব ধ্যান। নিখিল বিশ্ব একটি যজ্ঞীয় অশ্ব। বিশ্বের নানা অংশকে অশ্বের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিস্বরূপ চিন্তা। বিশ্ব জগৎ—জগতের অসংখ্য বস্তু আলাদা আলাদা টুক্‌রা টুক্‌রা দ্রব্য নয়—সব মিলিয়া একটি জীবন্ত সত্তা। সেটি একটি জীব। জীবটি যজ্ঞে উৎসর্গীকৃত। অশ্বমেধ নামে একটি বিরাট আনুষ্ঠানিক যজ্ঞ আছে বটে, কিন্তু শ্রুতির এই যজ্ঞে কোন অনুষ্ঠান নাই। ইঁহা এক নিরুপম মানস যজ্ঞ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে অশ্বমেধের তত্ত্বটি বলিতেছেন। সৃষ্টির আদিতে ছিল 'অশনায়া' ভোগেচ্ছা। তিনি মন সৃষ্টি করিলেন

(তৎ মনঃ অকুরুত)। মনের ইচ্ছা হইল আত্মন্বী হইব। সেই চিন্তা হইতে জল হইল, পৃথিবী হইল, অগ্নি হইল।

অগ্নিই প্রাণ। প্রাণ জাগিল। অগ্নি, আদিত্য, বায়ু তিন ভাগ হইল। তাহা হইতে বিরাট—তার পূর্বদিকে শির, পশ্চিম দিকে পুচ্ছ। পৃষ্ঠে দ্যৌ, উদরে অন্তরীক্ষ, বক্ষে পৃথিবী, অগ্নি ও ঈশান কোণে দুই বাহু, নৈঋত ও বায়ু কোণে দুই উরু।

তিনি দ্বিতীয় দেহ কামনা করিলেন—(সোঽকাময়ত দ্বিতীয়ো ম আত্মা জায়ত)। মন ও বাক্যের মিলনে হইল সংবৎসরকাল। কালে হইল প্রথম উচ্চারিত বাক্য 'ভাণ্', যেন মধুলোভী ভ্রমরের গুঞ্জন, যেন বীণার তারের প্রথম স্পন্দন।

বাক্য ও কালের সহযোগে হইল ঋগ্বেদাদি শাস্ত্র। হইল মানুষ, পশু আর যজ্ঞ। তিনি অসীম, তাই সকল সসীম বস্তুকে খাইয়া ফেলিতে চান—আত্মসাৎ করিতে চান। অদন করেন বলিয়াই অদিতি। অদিতি অসীম। দিতি সসীম।

আবার কামনা করিলেন মহাযজ্ঞ দ্বারা যজন করিব। কামনা করিলেন বিরাট—আমার দেহ মেধ্য হউক। ইহাদ্বারা আত্মবান হই। তিনি বিশাল বিশ্বঅশ্বমেধে অশ্ব হইয়াছিলেন। ঋষি কহিলেন—"তৎ মেধ্যং অভূৎ। তদেব অশ্বমেধস্য অশ্বমেধত্বম্"। ইহাই অশ্বমেধের অশ্বমেধত্ব। বিশ্বের অশ্বমেধ যজ্ঞে বিরাট পুরুষের আপনাকে আহুতি প্রদান। আদিম ভোগেচ্ছায় পূর্ণ তৃপ্তি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণ দেবাসুরের কথা লইয়া আরম্ভ। বিশ্বের

অশ্বমেধে আপনাকে অশ্বরূপে আহুতি দিয়া বিরাট হইলেন প্রথম শরীরী। বিরাটের অন্তরের দিকটা প্রজাপতি। প্রজাপতিতে ভোগেচ্ছা অন্তর্নিহিত। অদিতি দিতি দুই সপত্নীর কথা হইয়াছে। দুই সন্তান দেব ও অসুর। প্রজাপতির ভোগেচ্ছা হইতেই সৃষ্টি। এইজন্য ভোগ লইয়া দেবাসুরের স্পর্দ্ধা। দৈবাসুর সম্পদ বিভাগ।

দেবগণ অসুরগণকে পরাভূত করিতে চাহিলেন—উদ্গীথ সামগান দ্বারা। বাক্ সামগান গাহিলেন। বাকের আত্মতৃপ্তি ছিল, স্বার্থবুদ্ধি ছিল। সেই সুযোগ লইয়া অসুরগণ বাক্‌কে পাপবিদ্ধ করিল, এইজন্য বাক্ আজও অশোভন বাক্য বলে।

ঘ্রাণেন্দ্রিয় সামগান করিলেন। তারও অন্তরে স্বার্থবুদ্ধি ছিল। স্বার্থপরতাই আসুরিকতা। অসুরেরা তাকে পাপবিদ্ধ করিয়া দিল। এই প্রকারে চক্ষু, কর্ণ, মন সকলেই সামগান করিল, কিন্তু স্বার্থপরতার জন্য অসুরগণ কর্ত্তৃক পাপবিদ্ধ হইল। এইজন্য আজও চক্ষু কুদৃশ্য দেখে, কর্ণ কুকথা শোনে, মন কুচিন্তা করে।

সর্বশেষে মুখ্যপ্রাণ সামগান করিলেন। সম্পূর্ণ স্বার্থহীন পরার্থপর প্রাণের কার্য্যে অসুরগণ পাপবিদ্ধ করিতে পারিল না। লোষ্ট্র যেমন প্রস্তরকে আঘাত করিতে যাইয়া নিজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তেমনি অসুরেরাও সেবাব্রতী মুখ্যপ্রাণকে বিনষ্ট করিতে যাইয়া নিজেরাই বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

মুখ্যপ্রাণ সকল ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবগণের পাপরূপ মৃত্যুকে অপহত করিয়া মৃত্যুর অতীত করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় হইয়া বাক্

হইলেন অগ্নিস্বরূপ। চক্ষু হইলেন আদিত্যস্বরূপ। শ্রোত্র হইলেন দিক্‌স্বরূপ। মন হইলেন চন্দ্রমাস্বরূপ।

প্রাণ দেবগণকে বলিলেন, আমাতে প্রবেশ কর। তাহাই করিলেন তাঁহারা। প্রাণই সাম। সামের সম্পদ হইল সুবর্ণ। সুষ্ঠু উচ্চারিত বর্ণ—সুন্দরভাবে উচ্চারিত বর্ণ—সুস্বর। সুস্বরে প্রস্তোতা গাহিলেন পবমান মন্ত্র—

"অসতো মা সদ্গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়॥"

চতুর্থ ব্রাহ্মণ মিথুনোৎপত্তির প্রসঙ্গ লইয়া আরম্ভ। সৃষ্টির পূর্বে পুরুষরূপী আত্মা—আপনা ব্যতীত আর কিছু না দেখিয়া বলিলেন, আমি আছি। একাকী থাকাতে আনন্দ নাই। নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন। পতি ও পত্নী হইলেন। মানব সৃষ্টি হইল।

পত্নী শতরূপা হইলেন গো অশ্বা গর্দ্দভী অজা মেষী পিপীলিকা পর্য্যন্ত। পতি অনুরূপভাবে বৃষ অশ্ব গর্দ্দভ অজ মেষ পিপীলিকা পর্য্যন্ত হইলেন। নানাবিধ প্রাণী সৃষ্টি হইল।

ভোগেচ্ছাকে দুই ভাগ করিলে হয় ভোক্তা আর ভোগ্য। অন্নাদ আর অন্ন। অগ্নি ও সোম। অগ্নি অন্নাদ অন্নভোক্তা, আর সোম অন্নভোগ্য। বেদের স্বধা আর রয়ি। দ্রষ্টা আর দৃশ্য। সাংখ্যের পুরুষ আর প্রকৃতি।

অব্যাকৃত জগৎ ব্যাকৃত হইল। নাম রূপ হইল। আত্মা

হইলেন সর্বময়। সর্ব দেহময়। নানা কার্য্যহেতু নানা নাম। শ্বাস করিলে নাম প্রাণ। দর্শন করিলে নাম চক্ষু। শ্রবণ করিলে নাম কর্ণ। মনন করিলে মন। একই আত্মা। যারা পৃথক ভাবে তারা অ-তত্ত্বজ্ঞ।

অন্তরতম আত্মা পুত্র বিত্ত সকল অপেক্ষা প্রিয়তম। সুতরাং আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে।

"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত" (বৃহঃ ১।৪।৮) ভাগবত ধর্মের বীজ উপ্ত হইল। মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের মূল কথা মিলিল।

একাকী কোন কার্য্য নিষ্পাদন সম্ভব নয়। তাই নিজ হইতেই ক্ষত্রিয় করিলেন ইন্দ্র বরুণাদিকে। বৈশ্য করিলেন রুদ্র আদিত্য প্রভৃতিকে। শূদ্র করিলেন পূষাকে। পূষা স্বয়ং পৃথিবী। সকল সহ্য করিয়া সেবাই তার কার্য্য।

তারপর করিলেন শ্রেয়োরূপী ধর্ম। ধর্ম বলিতে নিয়ম বিধি-ব্যবস্থা। দেবগণমধ্যে অগ্নি হইলেন ব্রাহ্মণ। এইভাবে মনুষ্য-মধ্যে চারি বর্ণ হইল। মানুষ জায়া, পুত্র, বিত্ত, কামনা করিল। না পাওয়া পর্য্যন্ত নিজেদের অপূর্ণ মনে করিতে লাগিল।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ সপ্তপ্রকার অন্নের কথা লইয়া আরম্ভ। এক-প্রকার অন্ন অন্নই, সর্বসাধারণের জন্য। দ্বিতীয় অন্ন অমাবস্যা পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত যজ্ঞ—দর্শ ও পৌর্ণমাস। এই দুই অন্ন পিতৃ-গণের জন্য। পশু ও শিশুদের জন্য করিলেন দুগ্ধরূপ অন্ন। আর নিজের জন্য করিলেন তিনপ্রকার অন্ন—বাক্, প্রাণ, মন। এই সপ্তান্ন। মন ও বাক্, আদিত্য ও অগ্নি মিথুনীভাব হওয়ায় প্রাণ

আসিল। প্রাণই ইন্দ্র। প্রাণই অদ্বিতীয়, প্রতিদ্বন্দ্বিরহিত। লোক হইল তিনটি—মনুষ্য, পিতৃ ও দেব। পুত্রদ্বারা মনুষ্যলোক, কার্য্যদ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যাদ্বারা দেবলোক জয় হয়।

প্রজাপতি ইন্দ্রিয়গণ সৃষ্টি করিলেন। সকলে শপথ করিল, ব্রত লইল—বাক্ বলিল—বাক্য বলিব। শ্রোত্র ব্রত লইল—শুনিব। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যার যার ব্রত লইল। মৃত্যু শ্রমরূপ ধরিয়া ইহাদিগকে অধীন করিল। কিন্তু মুখ্যপ্রাণকে মৃত্যু অধীন করিতে পারিল না।

অগ্নি ব্রত লইলেন—প্রজ্বলিত হইব। আদিত্য ব্রত নিলেন—তাপ দিব। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে যেরূপ প্রাণ, দেবগণমধ্যে সেইরূপ বায়ু। বায়ু অস্তহীন দেবতা। প্রাণ, হইতে সূর্য্যোদয়। প্রাণেই সূর্য্য অস্ত যায়। দেবগণ প্রাণকে ধর্মরূপে ধারণ করিলেন।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের আরম্ভ নাম, রূপ ও কর্মের কথা লইয়া। বাক্ হইতে নামসমূহ উত্থিত হইল। তাই বাকের নাম উক্‌থ। উক্‌থ কারণ। চক্ষু রূপসমূহের উক্‌থ। শরীর কর্মসমূহের উক্‌থ। এক ব্রহ্মই নাম রূপ কর্ম এই তিন। এক আত্মা। এক হইয়াও তিন-রূপে বিভক্ত। ইহাই অমৃত। সত্তাদ্বারা আচ্ছাদিত। সত্তা অর্থ পঞ্চভূত। প্রাণই অমৃত, নামরূপই সত্তা। নামরূপ দ্বারা প্রাণ আচ্ছাদিত।

প্রাণো বা অমৃতং। নামরূপে সত্ত্যং তাভ্যাং অয়ং প্রাণশ্ছন্নঃ।

এবার দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম ব্রাহ্মণে অল্পজ্ঞ আর বিজ্ঞের মধ্যে আলোচনা। অল্পজ্ঞ বলেন, আদিত্যে যে পুরুষ তিনি ব্রহ্ম।

বিজ্ঞ বলেন, উহা ব্রহ্মের অংশ, আরও আগে চল। অল্পজ্ঞ পর পর বলিতে লাগিলেন, চন্দ্রাধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম, বিদ্যুৎ অধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম, অগ্নি অধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম, প্রাণাধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম, দিক সমূহের অধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম, দেহের অধিষ্ঠাতা পুরুষ ব্রহ্ম।

উত্তরে বিজ্ঞ ব্যক্তি প্রত্যেকবারই বলিতে লাগিলেন, উহা তার এক অংশ, আরও অগ্রসর হও। শেষকালে অল্পজ্ঞ তার অল্পজ্ঞতা বুঝিয়া আত্মসমর্পণ করিল—বলিল বিজ্ঞকে, আপনি বলুন।

বিজ্ঞ বলিলেন, বিজ্ঞানময় পুরুষ—চৈতন্যময় পুরুষ ব্রহ্ম। একজন নিদ্রিত লোককে দেখাইয়া বলিলেন যে, চৈতন্যময় পুরুষ নিদ্রাকালে নিজের চেতনার দ্বারা প্রাণসমূহের চেতনাকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়াভ্যন্তরে যে আকাশ তাহাতে শয়ন করেন।

যে চৈতন্যময় সত্তা সুষুপ্তি অবস্থায় সর্বদুঃখনাশক (অতিঘ্নী) আনন্দে স্বরূপে স্থিত থাকেন, অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গের মত যে চৈতন্যঘন সত্তা হইতে সমস্ত প্রাণ সমস্ত লোক সমস্ত ভূত নানা-দিকে নির্গত হয় (ব্যুচ্চরন্তি), সেই চৈতন্যঘন পুরুষ ব্রহ্ম। সত্যস্য সত্যম্।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে শরীর মধ্যস্থ প্রাণশক্তিকে বলিয়াছেন শিশু। শিশুর সেবা করে ক্ষয়রহিত সপ্তজন। রুদ্র, পর্জন্য, আদিত্য, অগ্নি, ইন্দ্র, পৃথিবী, দ্যৌ। আর সপ্ত ঋষি আছেন তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে—দুইকর্ণে গৌতম ভরদ্বাজ, দুই চক্ষুতে বিশ্বামিত্র জমদগ্নি, দুই নাসিকায় বশিষ্ঠ কশ্যপ, বাক্যে অত্রি।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মের দুই রূপের কথা বলিয়াছেন অমূর্ত্ত আর মূর্ত্ত। বায়ু অন্তরীক্ষ অমূর্ত্ত, তাদের পরিচয় ত্যৎ। সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এই অমূর্ত্তের রস।

প্রাণ ও দেহের অন্তরাকাশ অমূর্ত্ত। ইহা ছাড়া আর সব মূর্ত্ত। মূর্ত্তই মর্ত্ত্য। মূর্ত্তবস্তু স্থিতিশীল সত্তাশীল, চক্ষু স্থিতিশীলের রস। অমূর্ত্ত অব্যক্ত সত্তা। মূর্ত্ত ব্যক্ত সত্তা।

ব্রহ্ম পুরুষের রূপ মহারজন পরিচ্ছদের মত পীতবর্ণ, মেষলোমের মত পাণ্ডুবর্ণ, ইন্দ্রগোপকীটের মত রক্তবর্ণ, অগ্নি-শিখার মত, পুণ্ডরীকের মত, সকৃৎ প্রকাশিত বিদ্যুতের মত।

তাহার বিষয় কিছু বলা চলে না। কেবল নেতি নেতি। প্রাণসমূহ সত্য, ইনি সকল প্রাণের সত্য। সত্যের সত্য।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে ঋষি-ঋষিপত্নী সংবাদ। ঋষি বলিতেছেন পত্নীকে। আত্মার জন্যই সকল প্রিয়; পতি পত্নী পুত্র বিত্ত সব আত্মার জন্য প্রিয়। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আত্মার জন্য প্রিয়। সংসারে যাহা কিছু আত্মা হইতে ভিন্ন কিছু নাই।

দুন্দুভিকে নিলেই তার বাদ্য নেওয়া হয়। শঙ্খ নিলেই তার ধ্বনি নেওয়া হয়; বীণা নিলেই তার শব্দ নেওয়া হয়; সেইমত ব্রহ্মকে নিলেই সব নেওয়া হয়।

অগ্নি হইতে ধূমের মত সকল শাস্ত্র আত্মা হইতে নির্গত। সমুদ্র যেমন সকল জলের মিলনস্থল (একায়ন), চক্ষু যেমন সকল রূপের মিলন স্থল, কর্ন যেমন শব্দের, মন যেমন সকল সঙ্কল্পের, হৃদয় যেমন সকল বিদ্যার, সকল গতির যেমন পদদ্বয়,

সকল কর্মের যেমন হস্তদ্বয় মিলনস্থল (একায়ন), সেইরূপ ব্রহ্ম সকলের একায়ন, পরমাশ্রয়।

লবণযুক্ত জল যেমন সর্বত্র লবণময়, ব্রহ্ম তেমনি জগন্ময়। যতক্ষণ দ্বিতীয় কিছু মনে করা যায় ততক্ষণ ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু বলা হয়। যখন সকল একত্বে লয় হয় তখন বিজ্ঞাতা ব্রহ্মের কথা বলিবে কে, জানিবে কে? লৌকিক জ্ঞানে সে তখন যেন নাই। তার কোন সংজ্ঞা নাই। তার অলৌকিক সংজ্ঞা, আছে আপনাতে আপনি।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে মধুব্রহ্মের বার্ত্তা। প্রথম মন্ত্রেই গভীর অথচ রসাল দার্শনিক তত্ত্ব। পৃথিবী সর্বভূতের মধু। সবভূত পৃথিবীর মধু। পৃথিবীতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ—দেহেও সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ। দুই এক, দুইই অমৃত জল অগ্নি বায়ু আদিত্য দিক্‌সমূহ। চন্দ্র বিদ্যুৎ মেঘধ্বনি আকাশ ধর্ম সত্য সব মধুময়। ঐ ঐ বস্তুতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই দেহেতেও সেই।

ব্যষ্টি ও সমষ্টির এই রূপ মধুময় সম্মেলন, নিরুপম সমন্বয় অপূর্ব। জীব জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে যে একটা মৌলিক মধুময় একত্ব—ইহা এই শ্রুতির প্রতি পংক্তিতে অনুভূতিময় হইয়া উঠে; প্রথম দুই অধ্যায়ের মধুকাণ্ড নাম এখানেই সার্থক;

মধুবিদ্যার আচার্য্য দধ্যঙ্‌ আথর্বণ। অধ্যায়ের শেষ মন্ত্রটি—'ব্রহ্ম অপূর্বং অনপরং অনন্তরং অবাহ্যং অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্বানুভূঃ'।

সমুদয় বস্তুকে তিনি অনুভব করেন। সমুদয় বস্তুতে তিনি

অনুস্যূত আছেন। সমুদয় জগতের মধ্য দিয়া তাঁর মধুময় অনুভব।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা পাইলাম কি? আত্মাই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বাহিরে ভিতরে; মূর্ত্ত আর অমূর্ত্ত দুইই তার রূপ। নেতি নেতি বলে আত্মাতে অবগাহন করিতে হয়। আত্মাতে নিমগ্ন ব্যক্তির অবস্থা সুষুপ্তির মত, অন্য বস্তুজ্ঞান থাকে না—থাকে শুধু বিজ্ঞান-ঘনভাব অনুভব, মধুময়তার অনুভব।

তৃতীয় অধ্যায়

যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড

প্রথম ব্রাহ্মণ অশ্বল ব্রাহ্মণ

জনক বিদেহ-রাজ্যের রাজা। এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সংঘ সমবেত। জনক ঘোষণা করিলেন, এক সহস্র দুগ্ধবতী গাভী দান করিব। আপনাদের মধ্যে যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তিনি অগ্রসর হইয়া দান গ্রহণ করুন।

কেহই অগ্রসর হইতেছেন না। যাজ্ঞবল্ক্য এক শিষ্যকে কহিলেন —সামশ্রব! গাভীগুলিকে আমার আশ্রমে লইয়া যাও। অন্যান্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বেশ একটু উত্তেজিত ভাবে বলিলেন—"যাজ্ঞ-বল্ক্য, তুমি যে ব্রহ্মজ্ঞ ইহা প্রমাণ করিয়া গাভী লইয়া যাও।"

জনক রাজার সভাপতিত্বে বিচারসভা বসিল; অশ্বল নামক হোতা প্রশ্ন করিলেন। অশ্বল—বল দেখি যাজ্ঞকর্ম তো সকাম। যজমান কিরূপে মৃত্যু অতিক্রম করিবে? যাজ্ঞবল্ক্য—হোতা এবং বাক্ (মন্ত্র) এই দুইয়েতে অগ্নিদৃষ্টি দ্বারা। আধিভৌতিক

যজ্ঞকে আধিদৈবিক দৃষ্টিতে দেখিলেই মুক্তি হইবে।

অশ্বল। যজ্ঞসাধন দিবারাত্র দ্বারা সীমিত। তাহাতে মৃত্যু অতিক্রম হইবে কিরূপে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। যজমান যদি অধিদৈবত দৃষ্টিতে ঋত্বিককে আদিত্যরূপে দেখিতে পারে তাহা হইলে অতিমৃত্যু হইবে।

অশ্বল। যজমান কিরূপে শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষের সীমা ছাড়াইবে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। মনের চন্দ্রভাব প্রাপ্তিতে কালের সীমা থাকিবে না।

অশ্বল। নিরালম্ব আকাশকে কোন্ অবলম্বন জ্ঞানে যজমান স্বর্গে যাইবে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। ব্রহ্ম ও মনোরূপী চন্দ্রের দ্বারা। চন্দ্র মনের অধিদেবতা।

অশ্বল। আজ হোতা কি কি ঋঙ্মন্ত্রে যজ্ঞ করিবেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য। তিনটি ঋঙ্মন্ত্রে। পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা।

অশ্বল। অধ্বর্যু কয়টি আহুতি দিবেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য। তিনটি আহুতি দ্বারা হোম করিবেন।

অশ্বল। হোতা ব্রহ্মা কোন্ দেবতার যজ্ঞ রক্ষা করিতেছেন ?

যাজ্ঞবল্ক্য। একটি দেবতা—মন।

অশ্বল। উদ্গাতা কি কি ঋক্ দ্বারা তপস্যা করিবে ?

যাজ্ঞবল্ক্য। পুরোনুবাক্যা, যাজ্যা ও শস্যা—এই তিন।

৩।১—১০

তৃতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ আর্ত্তভাগ ব্রাহ্মণ

অশ্বল নীরব হইলেন। আর্ত্তভাগ দাঁড়াইলেন। তিনি প্রশ্ন সুরু করিলেন। আর্ত্তভাগ—গ্রহ অতিগ্রহ কতগুলি এবং কি কি?

যাজ্ঞ। গ্রহ আটটি। অতিগ্রহ আটটি। প্রাণ, বাক্, জিহ্বা, চক্ষু, কর্ণ, মন, হস্ত, ত্বক্। আসক্তিসমূহ অতিগ্রহ, যথা —অপান, নাম, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, কামনা, কর্ম।

আর্ত্ত। কোন্ দেবতা মৃত্যুহীন?

যাজ্ঞ। মৃত্যুর মৃত্যু আছে—ইহা যিনি জানেন তাঁর মৃত্যু নাই। মৃত্যুর মৃত্যু ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মকে যে জানে তার মৃত্যু নাই।

আর্ত্ত। দেহত্যাগ হইলে প্রাণ কি উর্দ্ধ্বগামী হয়?

যাজ্ঞ। প্রাণ পরমাত্মাতে লীন হয়।

আর্ত্ত। মরিলে কে তাহাকে ত্যাগ করে না?

যাজ্ঞ। নাম তার অনুগমন করে, তাকে ত্যাগ করে না।

আর্ত্ত। মৃত্যু হইলে আত্মা কোথায় যায়?

যাজ্ঞ। এ কথার উত্তর গোপনে বলিব। গোপন আলোচনার মর্ম—কর্মানুসারে পাপ-পুণ্যের ফল পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় ব্রাহ্মণ—ভুজ্যু ব্রাহ্মণ

ভুজ্যু লাহ্যায়নি বলিলেন—মদ্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলাম। তথায় পতঞ্চল কাপ্যের কন্যা গন্ধর্বগৃহীতা হইয়াছিল। সে কে

জিজ্ঞাসায় জানিলাম সে সুধন্বা আঙ্গিরস। তাহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলাম তোমাকেও সেই প্রশ্ন করিতেছি। প্রশ্ন—পারিক্ষিতগণ কোথায় গিয়াছেন? (পারিক্ষিত—পরীক্ষিতের বংশধরেরা, ব্রহ্মহত্যা পাপের জন্য তাঁরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।) যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন—গন্ধর্ব নিশ্চয়ই বলিয়াছিল—অশ্বমেধযাজ্ঞীরা যেস্থলে গমন করিয়াছে পারিক্ষিতগণও সেই স্থলেই গমন করিয়াছে।

ভুজ্যু। অশ্বমেধযাজিগণ কোথায় গমন করে?

যাজ্ঞ। সূর্য্যরথের দৈনিক গতি যতদূর এই লোকের পরিমাণ তাহার ৩২ গুণ। ইন্দ্র পক্ষীরূপ ধারণ করিয়া পারিক্ষিতদিগকে বায়ুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। বায়ু তাহাদিগকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া সেইস্থানে গিয়াছিলেন যেস্থানে অশ্বমেধযাজিগণ গমন করে।

গন্ধর্ব বায়ুর প্রশংসা করিয়াছিল। বায়ু ব্যষ্টি, বায়ু সমষ্টি। ভুজ্যু লাহ্যায়নি বিরত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ ব্রাহ্মণ—উষস্ত ব্রাহ্মণ

তৎপর প্রশ্ন করিলেন উষস্ত চাক্রায়ণ (চক্রের পুত্র)। উষস্ত—অপরোক্ষ ব্রহ্ম ও সর্বান্তর আত্মার কথা বল।

যাজ্ঞ। তোমার আত্মাই সকলের অন্তরাত্মা?

উষস্ত। কোন্‌টি সর্বান্তর?

যাজ্ঞ। যিনি প্রাণ অপান ব্যান উদান দ্বারা যথোচিত কর্ম করেন তিনি তোমার আত্মা, সর্বান্তর।

উষস্ত। যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, আত্মা ও সর্বান্তর, তাহা আমাকে বল।

যাজ্ঞ। তোমার আত্মাই সর্বান্তর।

উষস্ত। সমুদয় মধ্যে কোন্‌টি সর্বান্তর?

যাজ্ঞ। দৃষ্টির দ্রষ্টাকে, শ্রবণের শ্রোতাকে কেহ দেখিতে শুনিতে পারে না। মননের মননকর্ত্তাকে কেহ মনন করিতে পারে না। বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে কেহ জানিতে পারে না। তোমার আত্মাই সর্বান্তর। তদ্ভিন্ন সকলই আর্ত্ত—দুঃখকর। উষস্ত চক্রায়ণ বিরত হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চম ব্রাহ্মণ—কহোল ব্রাহ্মণ

কৌষীতকের পুত্র কহোল এবার প্রশ্ন করিলেন।

কহোল। অপরোক্ষ ব্রহ্মের কথা বল।

যাজ্ঞ। তোমার আত্মাই সর্বান্তর।

কহোল। কোন্‌টি সর্বান্তর?

যাজ্ঞ। যাহা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মোহ, জরাবিহীন ও মৃত্যুর অতীত তাহা সর্বান্তর আত্মা। ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার উপায় বলিতেছেন যাজ্ঞবল্ক্য। পরমাত্মাকে অবগত হইবার জন্য তপস্যার প্রয়োজন। মানবের চিত্ত অশেষ কামনাময়। সকল ভোগাসক্তি

ত্যাগ করিতে হইবে। পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা, লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করিতে হইবে। পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিতে হইবে (বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ)। তারপর বাল্যভাব ও পাণ্ডিত্য ত্যাগ করিয়া মুনি হইবেন। তার-পর মুনিভাব ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবেন।

কহোল। কি প্রকারে ব্রাহ্মণ হইবেন?

যাজ্ঞ। যে প্রকারেই হউক, তিনি ব্রাহ্মণ হইবেন। ব্রাহ্মণ হইলে ব্রহ্মকে জানা যাইবে। ইহা ভিন্ন আর যত পথ সবই আর্ত্ত—দুঃখজনক। কহোল বিরত হইলেন।

(বাল্যভাব শব্দের অর্থ আচার্য্য শঙ্কর দুইস্থানে দুইপ্রকার করিয়াছেন। উপনিষদভাষ্যে লিখিয়ায়াছেন—বল=আত্মবল। বাল্য=আত্মজ্ঞানরূপ বলের ভাব। বেদান্তভাষ্যে (৩।৪।৫০) লিখিয়াছেন, বাল্য বালকের কর্ম বা ভাব। সারল্য অর্থে বাল্য)।

তৃতীয় অধ্যায়

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ—বাচক্নবী ব্রাহ্মণ

বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গী এবার প্রশ্ন করিলেন।

গার্গী। পৃথিবী জলে পরিব্যাপ্ত। জল কিসে পরিব্যাপ্ত?

যাজ্ঞ। জল বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত।

গার্গী। বায়ুমণ্ডল কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। আকাশমণ্ডলে।

গার্গী। আকাশমণ্ডল কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। গন্ধর্ব্বলোকে।

গার্গী। গন্ধর্ব্বলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। আদিত্যলোকে।

গার্গী। আদিত্যলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। চন্দ্রলোকে।

গার্গী। চন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। নক্ষত্রলোকে।

গার্গী। নক্ষত্রলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। দেবলোকে।

গার্গী। দেবলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। ইন্দ্রলোকে।

গার্গী। ইন্দ্রলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। প্রজাপতিলোকে।

গার্গী। প্রজাপতিলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। ব্রহ্মলোকে।

গার্গী। ব্রহ্মলোক কোথায় ওতপ্রোত?

যাজ্ঞ। যাহা প্রশ্নের অতীত তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তোমার শিরঃপাত হইবে। গার্গী নীরব হইলেন। ৩।৬।১

তৃতীয় অধ্যায়

সপ্তম ব্রাহ্মণ—অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ

অনন্তর উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন। মদ্র-দেশীয় পতঞ্চল কাপ্যের ভার্য্যা গন্ধর্ব্বাবিষ্টা হইয়া উদ্দালককে যে

প্রশ্ন করিয়াছিল সেই প্রশ্ন তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রশ্ন—তুমি কি সেই সূত্রের বিষয় জান যাহাদ্বারা ইহলোক পরলোক ও সর্ব্বভূত গ্রথিত রহিয়াছে? (সংদৃব্ধানি, দৃভ গ্রথনে) তুমি কি সেই অন্তর্য্যামীকে জান যিনি অন্তরে থাকিয়া সর্ব্বভূতকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন?

যাজ্ঞ। আমি সেই সূত্র ও অন্তর্য্যামীকে জানি।

উদ্দালক। জানি একথা যে কেহ কহিতে পারে। কি জান বল দেখি?

যাজ্ঞ। সেই সূত্র হইতেছে বায়ু। বায়ুদ্বারাই ইহলোক পরলোক সর্ব্বভূত গ্রথিত আছে।

উদ্দালক। ঠিকই বলিয়াছ। এখন অন্তর্য্যামীর কথা বল।

যাজ্ঞ। যিনি পৃথিবীতে স্থিত অথচ পৃথিবী হইতে আলাদা, পৃথিবী যাঁকে জানে না, পৃথিবী যাঁর শরীর, পৃথিবীর অন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি তোমার আত্মা। তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত।

যিনি জলে বিদ্যমান, জল হইতে পৃথক্, জল যাঁর খবর রাখে না, অথচ জল যাঁহার শরীর; জলমধ্যে থাকিয়া যিনি জলকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি তোমার আত্মা, অন্তর্য্যামী অমৃত। যিনি অগ্নিতে বিরাজমান অথচ অগ্নি হইতে ভিন্ন বস্তু, অগ্নি যাঁহার শরীর অথচ অগ্নি যাঁহাকে চেনে না; যিনি অগ্নির মধ্যে থাকিয়া অগ্নিকে পরিচালনা করেন, তিনি তোমার আত্মা। তিনি অন্তর্য্যামী তিনি অমৃত। এইভাবে যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবী জল অগ্নির কথা কহিয়া

পরপর ঠিক একই ভাষায় অন্তরীক্ষ, আদিত্য, বায়ু, দ্যুলোক, দিক্‌সকল, চন্দ্রতারকা, আকাশ, অন্ধকার, তেজ, সর্ব্বভূত, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, কর্ণ, মন, ত্বক, বিজ্ঞান, শুক্রবীজ (সর্ব্বমোট ২১টি বস্তুর নাম) উল্লেখ করিয়া অন্তর্য্যামীর অমৃতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলেন।

অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণের এই মন্ত্রসমূহের (৩।৭।৯—২২) উপর ব্রহ্মসূত্র "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" (১।১।২২) প্রতিষ্ঠিত।

জীব-ব্রহ্মের ভেদ এই সূত্রে উদ্দিষ্ট। আবার ব্রহ্মসূত্র (২।১।৯) 'ন তু-দৃষ্টান্ত ভাবাৎ' সূত্রের উদ্দিষ্ট ব্রহ্মের শরীর আছে এই সিদ্ধান্ত এই অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণের মন্ত্র দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে।

তারপর অন্তর্য্যামীর স্বরূপ বলিলেন। যিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের শ্রোতা, তাঁহাকে মনন করা যায় না কিন্তু তিনি সকলের মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা শ্রোতা, মননকর্ত্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। ইনি তোমার আত্মা। ইনি অন্তর্য্যামী অমৃত। ইনি ভিন্ন আর সকলেই আর্ত্ত, দুঃখগ্রস্ত। উদ্দালক উত্তর শুনিয়া নীরব হইলেন।

'পৃথিব্যাঃ অন্তর' এই পদের অর্থ শঙ্কর বলিয়াছেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরে। 'পৃথিব্যাঃ' শব্দ ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত ধরিলে ঐ অর্থই হয়। 'পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্' অর্থও পৃথিবীতে থাকিয়া। দুই অর্থে কোন পার্থক্য থাকে না। 'পৃথিব্যাঃ' শব্দকে পঞ্চম্যন্ত ধরিলে অর্থ হয় পৃথিবী হইতে অন্তর—ভিন্ন, আলাদা, পৃথক্। 'পৃথিব্যাঃ' পদকে পঞ্চম্যন্ত ধরাই উচিত, কারণ অন্তরীক্ষাৎ, আদিত্যাৎ, তারকাৎ, আকাশাৎ ইত্যাদি স্থলে পঞ্চম্যন্তই সুস্পষ্ট। এক পর্য্যায়

সর্ব্বত্র একই বিভক্ত্যন্ত ধরাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়।

'তে আত্মা' ইহার অর্থ তোমার আত্মা যেরূপ হয়, তোমাকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত আত্মা এরূপ অর্থও হয়। তুমি যে আত্মার কথা জানিতে চাহিয়াছ সেই আত্মা। এইরূপ অর্থও কেহ কেহ করিয়াছেন। ৩।৭।১—২৩

তৃতীয় অধ্যায়

(অষ্টম ব্রাহ্মণ—অক্ষর ব্রাহ্মণ)

বাচক্নবী গার্গী ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন, আমি যাজ্ঞবল্ক্যকে আবার দুইটি প্রশ্ন করিব। যদি তিনি উত্তর দিতে পারেন তাহা হইলে ব্রহ্মবিচারে তাঁহাকে আপনারা আর কেহ পরাস্ত করিতে পারিবেন না। (ব্রহ্মোদ্যং ব্রহ্মণ্‌ + বিদ্, ক্যপ্—ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ে)।

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, গার্গি, জিজ্ঞাসা করুন।

গার্গী। আমার প্রশ্ন দুইটি হইবে ধনুর্ব্বিদ্ ব্যক্তির হস্তস্থিত দুইটি তীক্ষ্ণ শত্রুঘাতন শরের মত।

যাজ্ঞ। আচ্ছা তাই হউক—প্রশ্ন কর।

গার্গী। যাহা দ্যুলোকের উপরে, যাহা পৃথিবীর নীচে, যাহা দ্যৌ আর পৃথিবীর মধ্যবর্ত্তী স্থানে, যাহা অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যতে একই রূপ, তাহা কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান?

যাজ্ঞ। ঐ সকল আকাশে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান।

গার্গী। যাজ্ঞবল্ক্য, তোমাকে নমস্কার। আর একটি প্রশ্ন করি—ঐ আকাশ কোন্ বস্তুতে ওতপ্রোত আছে?

যাজ্ঞ। আকাশ যাহাতে ওতপ্রোতভাবে আছে তাহাকে ব্রাহ্মণগণ বলেন অক্ষর। এই অক্ষর কিরূপ শুনিবে? শুন—

তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহবস্তু নহেন, ছায়াবস্তু নহেন, তমঃ নহেন, তিনি বায়ু বা আকাশ নহেন, তিনি অসঙ্গ, অরস, অচক্ষু, অশ্রোত্র, বাগিন্দ্রিয়-হীন, মনোহীন তেজোহীন, প্রাণহীন, মুখহীন, তিনি অন্তররহিত, বাহ্যরহিত, অপরিমেয়। তিনি কিছু আহার করেন না। কেহ তাঁহাকে আহার করে না। এই অক্ষরের প্রশাসনে চন্দ্র সূর্য্য স্থিত আছে (বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ), দ্যুলোক ভূলোক স্থির আছে। নিমেষ মুহূর্ত্ত দিবা রাত্রি পক্ষ মাস ঋতু ও সংবৎসর সমূহ বিশেষভাবে ধৃত আছে। এই অক্ষরের প্রশাসনে নদীসকল পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া যার যেদিকে গন্তব্য সে সেইদিকে যায়। এই অক্ষরের প্রশাসনে মানবগণ দানশীলের গুণ গায়, দেবতাগণ যজমানের অনুগত থাকে, পিতৃগণ হোমের অনুগত থাকে। (অন্বায়ত্তাঃ—অনু + আয়ত্তাঃ — অনুগত) (দর্বী — কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতা, যজ্ঞের হোমে প্রয়োজন হয়)।

এই অক্ষরকে না জানিয়া যে যজ্ঞে আহুতি দেয়, যে বহুদিন তপস্যা করে—সকলই ক্ষয় হইয়া যায়। এই অক্ষরকে না জানিয়া যে ব্যক্তি ইহলোক ত্যাগ করে সে কৃপার পাত্র। যে জানিয়া প্রস্থান করে সেই ব্রাহ্মণ।

এই অক্ষর তত্ত্ব ও জগৎ প্রশাসনের উপর ভিত্তি করিয়া তিনটি ব্রহ্মসূত্র—অক্ষরম্ অম্বরান্তধৃতেঃ (১-৩-১০), সা চ

প্রশাসনাৎ (১-৩-১১), অন্যভাব-ব্যবৃত্তেশ্চ (১-৩-১২)

এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি সকলকে দেখেন। তাঁহাকে শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলকে শ্রবণ করেন। তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁহাকে জানা যায় না কিন্তু তিনি সব জানেন। তিনি ভিন্ন আর কেহ দ্রষ্টা নাই, শ্রোতা নাই, মননকর্ত্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই। হে গার্গি, এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান আছে।

গার্গী পণ্ডিত ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেহ যাজ্ঞবল্ক্যকে পরাভূত করিতে পারিবেন না। নমস্কার করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করুন। বাচক্নবী গার্গী নীরব হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

নবম ব্রাহ্মণ—শাকল্য ব্রাহ্মণ

পণ্ডিত শাকল্য যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রশ্ন করিলেন—

শাকল্য। দেবতা কত জন?

যাজ্ঞ। নিবিদে আছে দেবতা ৩০৩ এবং ৩০০৩।

শাকল্য। হাঁ, কিন্তু ঠিক কতজন?

যাজ্ঞ। তেত্রিশ জন (ত্রয়স্ত্রিংশৎ)।

শাকল্য। হাঁ, কিন্তু ঠিক কতজন?

যাজ্ঞ। ছয় জন (ষট্)।

শাকল্য। হাঁ, কিন্তু ঠিক কতজন?

যাজ্ঞ। তিনজন (ত্রয়ঃ)।

শাকল্য। হাঁ, কিন্তু ঠিক কতজন?

যাজ্ঞ। দুইজন (দ্বৌ)।

শাকল্য। হাঁ, কিন্তু ঠিক কতজন?

যাজ্ঞ। দেড়জন (অধ্যর্দ্ধঃ—অধি+অর্দ্ধ এক অপেক্ষা অর্দ্ধ অধিক)।

শাকল্য। হাঁ, কিন্তু ঠিক কতজন?

যাজ্ঞ। একঃ।

শাকল্য। হাঁ, সেই ৩০৩ আর ৩০০৩ দেবতা কে কে?

যাজ্ঞ। তিনশ তিন ও তিনহাজার তিন—উহা তেত্রিশেরই মহিমা। বস্তুতঃ দেবতার সংখ্যা ৩৩ই।

শাকল্য। তেত্রিশ দেবতা কে কে?

যাজ্ঞ। অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, ইন্দ্র, প্রজাপতি।

শাকল্য। বসুগণ কে কে?

যাজ্ঞ। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা, নক্ষত্র।

শাকল্য। রুদ্র কে কে?

যাজ্ঞ। একাদশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা। উৎক্রমণকালে রোদন করায় রুদ্র।

শাকল্য। আদিত্যগণ কে কে?

যাজ্ঞ। দ্বাদশ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সর্ব্বমাদদানাঃ সমুদয়কে গ্রহণ করিয়া গমন করে এইজন্য আদিত্য।

শাকল্য। ইন্দ্র কে? প্রজাপতি কে?

যাজ্ঞ। অশনি ইন্দ্র, যজ্ঞই প্রজাপতি।

শাকল্য। যজ্ঞ কি?

যাজ্ঞ। পশুসমূহ (পশুদ্বারা যজ্ঞ সাধিত হয়)

শাকল্য। ছয়জন দেবতা কে কে?

যাজ্ঞ। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ।

শাকল্য। তিন দেবতা কে কে?

যাজ্ঞ। তিনলোক—পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ।

শাকল্য। দুই দেবতা কে কে?

যাজ্ঞ। অন্ন ও প্রাণ।

শাকল্য। দেড়জন কে?

যাজ্ঞ। যাহা প্রবাহিত হয়—বায়ু। অধি+অর্দ্ধোৎ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অধ্যর্দ্ধ ও অধ্যার্দ্ধোৎ উচ্চারণ সাদৃশ্যে দেড় জন।

শাকল্য। এক দেবতা কে?

যাজ্ঞ। প্রাণ—ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই ত্যৎ।

শাকল্য। পৃথিবী যাঁর আয়তন, অগ্নি যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, আত্মার পরম্ গতি। সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

যাজ্ঞ। তুমি যাঁহার কথা বলিতেছ সেই পুরুষকে আমি জানি, তিনি সমুদয় আত্মার পরায়ণ। এই যে শারীরপুরুষ ইনিই তিনি। তোমার আর যাহা বক্তব্য আছে বল।

শাকল্য। তাঁহার দেবতা কে?

যাজ্ঞ। অমৃত।

শাকল্য। কাম যাঁর আয়তন, হৃদয় যাঁর লোক, মনঃ যাহার জ্যোতি, সমুদয় আত্মার পরাগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা

যাজ্ঞ। সেই পুরুষকে আমি জানি। এই যে কামময় পুরুষ ইনিই তিনি। ইহার পর আর কিছু থাকিলে বল।

শাকল্য। ইঁহার দেবতা কে?

যাজ্ঞ। স্ত্রীলোক।

শাকল্য। রূপ যাঁর আয়তন, চক্ষু যাঁর লোক, মনই যাঁর জ্যোতি, সমুদয় আত্মার পরাগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

যাজ্ঞ। আমি জানি, এই যে আদিত্যস্থ পুরুষ ইনিই তিনি। আর কি বক্তব্য আছে বল।

শাকল্য। ইহার দেবতা কে?

যাজ্ঞ। সত্য।

শাকল্য। আকাশ যাঁর আয়তন, শ্রোত্র যাঁর লোক, মনঃ যাঁর জ্যোতি, আত্মার পরাগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

যাজ্ঞ। আমি জানি। শ্রোত্রাভিমানী দেবতাই তিনি।

শাকল্য। তাহার দেবতা কে?

যাজ্ঞ। দিকসমূহ। তোমার আর কিছু বক্তব্য থাকিলে বল।

শাকল্য। তমঃ যাঁর আয়তন, হৃদয় যাঁর লোক, মনঃ যাঁর

জ্যোতি, সেই পুরুষকে যে জানে সে বেদিতা।

যাজ্ঞ। আমি জানি তিনি ছায়াময় দেবতা।

শাকল্য। তাঁহার দেবতা কে?

যাজ্ঞ। মৃত্যু। ইহার পর আর কিছু বক্তব্য আছে?

শাকল্য। রূপ যাঁহার আয়তন, চক্ষু যাঁহার লোক, মনঃ যাঁহার জ্যোতিঃ, আত্মার পরাগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

যাজ্ঞ। আমি তাহাকে জানি। আদর্শে (দর্পণে) এই পুরুষ। তার দেবতা প্রাণ। তোমার আর কিছু বলিবার আছে?

শাকল্য। জল যাঁর আয়তন, হৃদয় যাঁর লোক, মনঃ যাঁর জ্যোতি, আত্মার পরাগতি সেই পুরুষকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

যাজ্ঞ। আমি জানি তিনি জলমধ্যে স্থিত পুরুষ। তাহার দেবতা বরুণ। আর কিছু বক্তব্য থাকে ত বল?

শাকল্য। জীববীজ যাঁহার আয়তন, হৃদয় যাঁহার লোক, মনঃ যাঁহার জ্যোতি, সমুদয় আত্মার পরাগতি, তাঁহাকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

যাজ্ঞ। আমি জানি তিনি পুত্রময় পুরুষ। তার দেবতা প্রজাপতি। আর কিছু আছে তোমার বলিবার?

যাজ্ঞ। শাকল্য, এই ব্রাহ্মণগণ কি তোমাকে অঙ্গারদাহক (অঙ্গরাবক্ষয়ণ) করিয়াছেন? (উহারা আমার সহিত বিচার করিতে সাহসী হয় না। তাই তোমাকে করিয়াছেন অঙ্গার

রাখিবার পাত্র। বিচারে তুমিই দগ্ধ হইতেছ)। অঙ্গরাবক্ষয়ণ শব্দের শঙ্কর অর্থ করিয়াছেন "চিমটা"

শাকল্য। যাজ্ঞবল্ক্য তুমি সমুদয় ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিতেছ। তুমি কি প্রকার ব্রহ্মকে জান বল দেখি?

যাজ্ঞ। আমি জানি দিক্‌সমূহ আর তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আর তাহাদের আশ্রয়।

শাকল্য। পূর্ব্বদিকে তোমার কোন্ দেবতা।

যাজ্ঞ। আদিত্য।

শাকল্য। আদিত্য কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞ। চক্ষুতে।

শাকল্য। চক্ষু কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞ। হৃদয়ে।

শাকল্য। রূপ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞ। রূপে।

শাকল্য। দক্ষিণ দিকে কোন্ দেবতা?

যাজ্ঞ। যম।

শাকল্য। যম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞ। যজ্ঞে।

শাকল্য। যজ্ঞ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞ। দক্ষিণাতে।

শাকল্য। দক্ষিণা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত?

যাজ্ঞ। শ্রদ্ধাতে।

শাকল্য। শ্রদ্ধা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। হৃদয়ে।

শাকল্য। পশ্চিম দিকের কোন্ দেবতা ?

যাজ্ঞ। বরুণ।

শাকল্য। বরুণ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। জলসমূহে।

শাকল্য। জলসমূহ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। জীববীজে।

শাকল্য। জীববীজ কিসে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। হৃদয়ে।

শাকল্য। উত্তর দিকে কোন্ দেবতা ?

যাজ্ঞ। সোম।

শাকল্য। সোম কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। দীক্ষাতে।

শাকল্য। দীক্ষা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। সত্যে।

শাকল্য। সত্য কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। হৃদয়ে।

শাকল্য। ধ্রুবদিকে (ঊর্দ্ধ দিকে) কোন্ দেবতা ?

যাজ্ঞ। অগ্নি।

শাকল্য। অগ্নি কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। বাক্যে।

শাকল্য। বাক্য কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। হৃদয়ে।

শাকল্য। হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। হে অহল্লিক (বাচাল) তুমি কি মনে কর এই হৃদয় দেহ ভিন্ন অন্য স্থানে অবস্থান করিতে পারে ? যদি পারিত কুক্কুর শৃগাল পক্ষিগণ ইহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ভক্ষণ করিত।

শাকল্য। তুমি ও তোমার আত্মা কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। প্রাণে।

শাকল্য। প্রাণ কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। অপানে।

শাকল্য। অপান কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। ব্যানে।

শাকল্য। ব্যান কোথায় প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। উদানে।

শাকল্য। উদান কোন্ বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত ?

যাজ্ঞ। সমানে।

যাজ্ঞবল্ক্য। আত্মা নেতি নেতি—ইহা নয়, ইহা নয় এই রূপেই বক্তব্য। আত্মা অগৃহ্য অশীর্য্য অসঙ্গ (অবন্ধন) ইহা অসিত ইনি ব্যথা পান না এবং বিনষ্ট হন না।

পৃথিব্যাদি অষ্ট আয়তন, অগ্ন্যাদি অষ্ট লোক, অমৃতাদি অষ্ট দেবতা, শারীর পুরুষাদি অষ্ট পুরুষ।

যিনি এই এই সমুদয় পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ করিয়া (নিরুহ্য)

প্রতিনিবৃত করিয়া আপনাতে একীভূত করিয়া (প্রত্যুহ্য) যিনি সমুদয়কে অতিক্রম করেন (অত্যাক্রামৎ) আমি সেই ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি—উপনিষদ প্রতিপাদ্য পুরুষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি। ঐ সকল পুরুষেরা যে ঔপনিষদ পুরুষ হইতে বাহির হইয়া আসেন এবং যাহাতে লয় হন অথচ যিনি সব ছাপাইয়া আছেন তার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। তুমি যদি তাঁহার বিষয় আমাকে বলিতে না পার তাহা হইলে তোমার মূর্দ্ধা পতিত হইবে।

শাকল্য ঐ বিষয় কিছু জানিতেন না। তাহার মাথা পড়িয়া গেল। অর্থাৎ মাথা হেট হইল।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—ভগবন্ ব্রাহ্মণগণ, আপনাদের মধ্যে যিনি ইচ্ছা করেন অথবা সকলে একত্র হইয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে পারেন। অথবা আপনাদিগের প্রত্যেককে বা সকলকে আমি প্রশ্ন করিতে পারি।

ব্রাহ্মণগণ নীরব রহিলেন। তখন যাজ্ঞবল্ক্য শ্লোক বলিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—

যথা বৃক্ষো বনস্পতি স্তথৈব পুরুষোঽমৃষা।
তস্য লোমানি পর্ণানি ত্বগস্যোৎপাটিকা বহিঃ।১।
ত্বচ এবাস্য রুধিরং প্রস্যন্দি ত্বচ উৎপটঃ।
তস্মাত্তদাতৃণ্ণাৎ প্রৈতি রসো বৃক্ষাদিবাহতাৎ ॥২॥
মাংসান্যস্য শকরাণি কিনাটং স্নাব তৎস্থিরম্।
অস্থীন্যন্তরতো দারূণি মজ্জা মজ্জোপমা কৃতা ॥৩॥

যদ্‌বৃক্ষো বৃক্ণো রোহতি মূলান্নবতরঃ পুনঃ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিদ্ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মাদ্‌মূলাৎ প্ররোহতি ॥৪॥
রেতস ইতি মা বোচত জীবতস্তৎ প্রজায়তে।
ধানারুহ ইব বৈ বৃক্ষোঽঞ্জসা প্রেত্য সংভব ॥৫॥
যৎ সমূলমাবৃহেয়ুর্বৃক্ষং ন পুনরাভবেৎ।
মর্ত্ত্যঃ স্বিন্ মৃত্যুনা বৃক্ণঃ কস্মান্ মূলাৎ প্ররোহতি ॥৬॥
জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ।
বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্।
তিষ্ঠমানস্য তদ্বিদ ইতি ॥৭॥

যেমন বনস্পতি বৃক্ষ ঠিক তেমনি পুরুষ। বৃক্ষের পত্র লোম মানুষের ত্বক্ বৃক্ষের বাহ্য উৎপাটিকা। পুরুষের ত্বক্ হইতে রুধির বাহির হয়, বৃক্ষের ত্বক্ হইতেও নির্যাস বাহির হয়। মানুষের আহত স্থান হইতে রক্ত পড়ে, বৃক্ষের আহত স্থান হইতে রস নির্গত হয়। মানুষের মাংস বৃক্ষের 'শকর' (বাহিরের ত্বকের নিম্নের অংশ), মানুষের স্নায়ু বৃক্ষের কিনাট অন্তরতম বল্কল। মানুষের অভ্যন্তরে অস্থি বৃক্ষের দারু (কঠিন অংশ), মানুষের মজ্জা বৃক্ষেরও মজ্জা। এইগুলি অনেকটা উপমাযোগ্য।

বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিলে মূল হইতে আবার নূতন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, কিন্তু মৃত্যু কর্তৃক মানুষ বিনষ্ট হইলে সে আবার কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? যদি বল জীব বীজ হইতে হয়—এ কথা বলিতে পার না, কারণ জীববীজ মৃত ব্যক্তি হইতে হয় না, জীবিত পুরুষ হইতেই হয়। বৃক্ষও বীজ হইতে উৎপন্ন, কিন্তু

বৃক্ষের মৃত্যুর পরেও তাহার উৎপত্তি হয়। যদি বৃক্ষকে সমূলে উৎপাটন করা যায় তাহা হইলে আর উৎপত্তি হয় না। মানুষ মৃত্যু কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে আবার কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন হয়?

যদি বল ইহা জাত, উৎপত্তির কোন প্রশ্ন হইতে পারে না। উত্তরে বলিব—না, ইহা উৎপন্ন হয়। সুতরাং প্রশ্ন—কে ইহাকে পুনঃ উৎপন্ন করে?

বিজ্ঞানও আনন্দময় ব্রহ্মই। ব্রহ্মই পরম গতি। যে ব্যক্তি যজ্ঞে আত্মদান করে, যে ব্যক্তি ব্রহ্মে অবস্থান করে, সে ব্যক্তি ব্রহ্মকে জানে—ব্রহ্ম সকলের পরম গতি। এই মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র (১।১।২১) অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্ব দিকের দেবতা আদিত্য—চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত চক্ষুরূপে, রূপ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

দক্ষিণ দিকে দেবতা যম—যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, যজ্ঞ দক্ষিণাতে, দক্ষিণা শ্রদ্ধাতে, শ্রদ্ধা হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

পশ্চিম দিকে দেবতা বরুণ—জীববীজে প্রতিষ্ঠিত, জীববীজ কোন্ বস্তুতে—হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

উত্তর দিকে দেবতা সোম- দীক্ষাতে প্রতিষ্ঠিত, দীক্ষা সত্যে —সত্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

ধ্রুব (ঊর্দ্ধ) দিকে দেবতা অগ্নি—বাক্যে প্রতিষ্ঠিত, বাক্য হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

বিচারে দেখা যায় সকল বস্তুই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত।

হৃদয় কোথায় প্রতিষ্ঠিত—এ প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য

বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছেন—হৃদয় দেহ ছাড়া আর কোথাও থাকিলে শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হইত। অর্থাৎ হৃদয় হৃদয়েই প্রতিষ্ঠিত। অন্তরে বাহিরে যত দেবভাব সকলেরই প্রতিষ্ঠা হৃদয়ে। হৃদয়ের পরিচয় হৃদয়ই—আর কিছু নয়। হৃদয়ের যে অনুভূতি তাহা সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ—ষড়াচার্য্য ব্রাহ্মণ

জনক ঋষি বসিয়া আছেন। যাজ্ঞবল্ক্য আসিলেন। জনক বলিলেন—যাজ্ঞবল্ক্য কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন? গাভী পাইবার জন্য, না সূক্ষ্ম প্রশ্ন (অণ্বন্তান্) আলোচনার জন্য? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—সম্রাট, উভয়েরই জন্য।

ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে আপনাকে অন্য কেহ যদি কিছু বলিয়া থাকেন তাহা আগে আমাকে বলুন।

জনক। জিত্বা শৈলিনী আমাকে বলিয়াছেন,—বাক্ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞ। পিতৃমান্ মাতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তির মতই উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বাক্যের আয়তন ও প্রতিষ্ঠা কী তাহা বলিয়াছেন?

জনক। না বলেন নাই। আপনি বলুন।

যাজ্ঞ। ইহা একপাদ ব্রহ্ম। বাক্যের আয়তন বাগিন্দ্রিয়, প্রতিষ্ঠা আকাশ। প্রজ্ঞেত্যেনদুপাসীত। ইহাকে প্রজ্ঞা বলিয়া উপাসনা করা উচিত। বাগিন্দ্রিয়ই প্রজ্ঞা, বাক্য দ্বারাই বন্ধুকে

জানা যায়। ঋগ্বেদ যজুর্ব্বেদ সামবেদ অথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাস পুরাণ বিদ্যা উপনিষদ শ্লোক সূত্র ব্যাখ্যান ইষ্ট হোম অশন পানীয় ইহলোক পরলোক সর্ব্বভূত, বাক্য দ্বারাই অবগত হওয়া যায়। বাক্ই পরমব্রহ্ম। যিনি ইহা জানিয়া বাকের উপাসনা করেন বাক্ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না। সমুদয় প্রাণী ইঁহার নিকট উপস্থিত হয়। তিনি দেবতা হইয়া দেবতার নিকট গমন করেন।

জনক। এই উপদেশের জন্য আপনাকে বৃষসহ সহস্র গাভী অর্পণ করিতেছি।

যাজ্ঞ। আমাব পিতা মনে করিতেন "নাননুশিষ্য হরেত।" সম্পূর্ণ শিক্ষা না দিয়া দান লইবে না।

যাজ্ঞ। আপনাকে অন্য কেহ ব্রহ্মবিষয় যাহা বলিয়াছেন, বলুন শুনি।

জনক। উদঙ্ক শৌল্বায়ন আমাকে বলিয়াছেন—প্রাণই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞ। উত্তম বলিয়াছেন। যার প্রাণ নাই তার কি আছে? ইহা ব্রহ্মের এক পাদ। প্রাণ ইহার আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা প্রিয় এইরূপভাবে উপাসনা করিতে হইবে—প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত।

জনক। প্রিয়ের সম্বল কি?

যাজ্ঞ। প্রাণই প্রিয়ের সম্বল। প্রাণের জন্যই লোকে অযাজ্য যাজন করে, অপ্রতিগৃহ্যের নিকট দান গ্রহণ করে। প্রাণের প্রীতিবশতঃই লোক মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত হয়। প্রাণই ব্রহ্ম। যিনি এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন প্রাণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

জনক। এই উপদেশের জন্য আপনাকে বৃষসহ সহস্র গাভী দান করিতেছি।

যাজ্ঞ। পিতা মনে করিতেন, সম্পূর্ণ শিক্ষা না দিয়া দান প্রতিগ্রহ করিবে না।

যাজ্ঞ। আপনাকে অন্য কেহ ব্রহ্মবিষয়ক কোন উপদেশ দিয়া থাকিলে বলুন।

জনক। বর্কু বার্ষ্ণ বলিয়াছেন,—চক্ষুই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞ। উত্তম বলিয়াছেন। যাহার দৃষ্টি নাই তার কি আছে? ইহা ব্রহ্মের একপাদ। চক্ষু ইহার আয়তন, আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা সত্য এইরূপে উপাসনা করিতে হয়। "সত্যমিত্যেনদুপাসীত।" চক্ষুই পরমব্রহ্ম। ইহা জানিয়া ইহার উপাসনা যিনি করেন সমুদয় ভূত উপহার লইয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়।

যাজ্ঞ। আপনাকে অন্য কেহ ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ দিয়া থাকিলে বলুন।

জনক। গর্দ্দভীবিপীত ভারদ্বাজ বলিয়াছেন—শ্রোত্রই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞ। আচার্য্যবান্ ব্যক্তির মত উপদেশ দিয়াছেন শ্রোত্রই ব্রহ্ম, বধিরের কি আছে? ইহা ব্রহ্মের একপাদ। শ্রোত্র ইহার আয়তন। আকাশ প্রতিষ্ঠা। "অনন্ত ইত্যেনদুপাসীত" ইহা অনন্ত, এইভাবে উপাসনা করিতে হইবে। দিক্‌সমূহ ইহার অনন্তত্ব— যে দিকেই যাও অন্ত পাইবে না। দিক্ অনন্ত, শ্রোত্র ব্রহ্ম। এইরূপ জানিয়া যিনি উপাসনা করেন শ্রোত্র তাহাকে পরিত্যাগ করে না। তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন।

জনক। এই উপদেশের জন্য বৃষসহিত সহস্র গাভী দিব আপনাকে।

যাজ্ঞ। পিতা মনে করিতেন সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান লইবে না।

যাজ্ঞ। অন্য কেহ আপনাকে ব্রহ্মবিষয়ক কিছু বলিয়া থাকিলে বলুন।

জনক। সত্যকাম জাবাল বলিয়াছেন—মনই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞ। পিতৃমান্ মাতৃমান্ আচার্য্যবানের মতই উপদেশ দিয়াছেন। যার মন নাই তার কি আছে? ইহা ব্রহ্মের একপাদ। মন ইহার আয়তন, আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা। ইহা আনন্দ, এইভাহে উপাসনা করিবে। "আনন্দ ইত্যেনদুপাসীত।"

জনক। আনন্দতা কি?

যাজ্ঞ। মনই আনন্দতা। মনই পরমব্রহ্ম। এই প্রকার জানিয়া যিনি উপাসনা করেন মন তাঁহাকে পরিত্যাগ করে না।

জনক। এই উপদেশের জন্য বৃষভসহ সহস্র গাভী দান করিব।

যাজ্ঞ। পিতার নির্দ্দেশ—সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান প্রতিগ্রহ করিবে না।

যাজ্ঞ। অন্য কেহ ব্রহ্মবিষয়ক কোন কিছু আপনাকে বলিয়াছেন? বলুন।

জনক। বিদগ্ধ শাকল্য বলিয়াছেন,—হৃদয়ই ব্রহ্ম।

যাজ্ঞ। মাতৃমান্ পিতৃমান্ আচার্য্যবান্ ব্যক্তির মত উত্তর

উপদেশ দিয়াছেন। হৃদয়ই ব্রহ্ম। যাহার হৃদয় নাই তাহার কি আছে ?

যাজ্ঞ। ইহা ব্রহ্মের একপাদ। হৃদয় ইহার আয়তন। আকাশ প্রতিষ্ঠা। ইহা স্থিতি, এইভাবে উপাসনা করিতে হইবে। "স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত।" হৃদয়ই স্থিততা।

হৃদয় সর্ব্বভূতের আয়তন। আকাশ ইহার প্রতিষ্ঠা। স্থিতি বলিয়া ইহার উপাসনা করিবে। "স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত।" হৃদয়ই সর্ব্বভূতের স্থিত্তা। হৃদয়েই সর্ব্ব ভূত প্রতিষ্ঠিত। হৃদয়ই পরমব্রহ্ম, যিনি এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন হৃদয় তাঁহাকে ত্যাগ করে না। সমুদয় ভূত তাঁহার নিকট গমন করে। তিনি দেবতা হইয়া দেবগণের নিকট গমন করেন।

জনক। এই উপদেশের জন্য আপনাকে বৃষসহ সহস্র গাভী দান করিব।

যাজ্ঞ। পিতা মনে করিতেন সম্যক্ উপদেশ না দিয়া দান প্রতিগ্রহ করিবে না। ৪।১।১—৭

ষড়াচার্য্যের শিক্ষা		যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষা
জিত্বা শৈলিনি—বাক্ ব্রহ্ম	॥	প্রজ্ঞেত্যেতদুপাসীত—প্রজ্ঞা, (ব্রহ্মের একপাদ)
উদঙ্ক শৌল্বায়ন—প্রাণ ব্রহ্ম	॥	প্রিয়মিত্যেনদুপাসীত—প্রিয়, (ব্রহ্মের একপাদ)
বর্কু বার্ষ্ণ—চক্ষু ব্রহ্ম	॥	সত্যমিত্যেনদুপাসীত – সত্য, (ব্রহ্মের একপাদ)

গর্দ্দভী ভারদ্বাজ—শ্রোত্র ব্রহ্ম ॥ অনন্ত ইত্যেনদুপাসীত—
অনন্ত, (ব্রহ্মের একপাদ)

সত্যকাম জাবাল—মন ব্রহ্ম ॥ আনন্দ ইত্যেনদুপাসীত—
আনন্দ, (ব্রহ্মের একপাদ)

বিদগ্ধশাকল্য—হৃদয় ব্রহ্ম ॥ স্থিতিরিত্যেনদুপাসীত—
স্থিততা, (ব্রহ্মের একপাদ)

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ—কূর্চ ব্রাহ্মণ

জনক সিংহাসন হইতে উত্থিত হইলেন। বলিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য আপনাকে নমস্কার। আপনি আমাকে উপদেশ প্রদান করুন (অনুশাধি)।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—সম্রাট, দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হইলে মানুষ রথ বা নৌকা সংগ্রহ করে। আপনি উপনিষদ দ্বারা সমাহিতাত্মা হইয়াছেন। আপনি পূজ্য (বৃন্দারকঃ), আপনি আঢ্য হইয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন (অধীতবেদ) এবং আপনার নিকট উপনিষদ্ কথিত হইয়াছে (উক্তোপনিষৎক)। মুক্তিলাভ করিয়া আপনি কোথায় গমন করিবেন ?

জনক বলিলেন—ভগবন্, আমি কোথায় গমন করিব তাহা জানি না। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—আমি আপনাকে বলিব আপনি কোথায় গমন করিবেন। জনক বলিলেন—ভগবন্ বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন।—দক্ষিণ চক্ষুতে যে পুরুষ

ইহার নাম ইন্ধ। লোকে ইহাকে ইন্দ্র বলে পরোক্ষভাবে। কারণ দেবগণ পরোক্ষপ্রিয় ও প্রত্যক্ষদ্বেষী।

বাম চক্ষুতে যে পুরুষ তিনি উহার পত্নী বিরাট। অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ সেই স্থান উহাদের মিলনের স্থান (সংস্তাব)। হৃদয় মধ্যে যে লোহিতপিণ্ড উহা তাহাদের অন্ন। হৃদয়াভ্যন্তরে যে জালের ন্যায় বস্তু উহা তাহাদের আবরণ। হৃদয়ে যে নাড়ীসকল ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে তাহা উহাদের সঞ্চরণের পথ (সঞ্চরণী সৃতিঃ) কেশকে সহস্র ভাগে বিভাগ করিলে যত সূক্ষ্ম হয়, ইহার হিতা নামক নাড়ীগুলি তত সূক্ষ্ম। এই নাড়ী হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত।

হিতা নাড়ীদ্বারা অন্ন প্রবাহিত হয়। এইজন্য এই আত্মা (তৈজস আত্মা) শরীরী আত্মা হইতে সূক্ষ্মতর অন্নভোজী (প্রবিবিক্তাহারতর—প্রবিবিক্ত বা সূক্ষ্মতর হইয়াছে আহার যার।)

ইহার পূর্ব্বদিকে পূর্ব্বপ্রাণ, দক্ষিণে দক্ষিণ প্রাণ, পশ্চিমে পশ্চিম প্রাণ ; উত্তর দিকে উত্তর প্রাণ, ঊর্দ্ধদিকে ঊর্দ্ধপ্রাণ, অধোদিকে অধোগামী প্রাণ। সর্ব্বদিকেই সমগ্র প্রাণ।

এই আত্মা ইহা নহে ইহা নহে (নেতি নেতি) এইরূপ। ইহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। বলিতে হইলে নেতি নেতির ভাষায়—অ-গ্রাহ্য, অ-শীর্য্য, অ-সক্ত, অ-বদ্ধ। হে জনক, আপনি অভয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

জনক বলিলেন—ভগবন্, আপনি আমাদিগকে অভয় পদ প্রাপ্ত করাইয়াছেন। আপনিও অভয় হউন। এই বিদেহবাসিগণ ও আমি আপনারই।

চতুর্থ অধ্যায়

তৃতীয় ব্রাহ্মণ—জ্যোতি ব্রাহ্মণ

একসময় যাজ্ঞবল্ক্য বৈদেহ জনক-ভবনে গমন করেন। মনে মনে স্থির করেন আজ আমি আর কথা বলিব না (ন বদিষ্যে ইতি); পূর্ব্বে একসময় যাজ্ঞবল্ক্য ও জনকের মধ্যে অগ্নিহোত্র বিষয়ক আলোচনা হইয়াছিল। তখন যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বর দিয়াছিলেন 'স্বেচ্ছামত প্রশ্ন করিতে পারিবেন' (কামপ্রশ্ন)।

সম্রাট জনক প্রশ্ন করিলেন—পুরুষের জ্যোতিঃ কি ?

যাজ্ঞ। হে সম্রাট, আদিত্যই ইহার জ্যোতিঃ। আদিত্যের জ্যোতি দ্বারা পুরুষ বসে, কর্ম্ম করে, গমন প্রত্যাগমন করে।

জনক। সূর্য্য অস্তমিত হইলে পুরুষের জ্যোতিঃ কি ?

যাজ্ঞ। তখন চন্দ্রমাই ইহার জ্যোতিঃ।

জনক। সূর্য্য অস্তমিত হইলে, চন্দ্র অস্তমিত হইলে পুরুষের জ্যোতিঃ কি ?

যাজ্ঞ। তখন অগ্নিই ইহার জ্যোতিঃ। অগ্নি দ্বারা মানুষ উপবেশন করে, কর্ম্ম করে, গমন প্রত্যাগমন করে।

জনক। আদিত্য, চন্দ্র, অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে পুরুষের জ্যোতিঃ কি ?

যাজ্ঞ। তখন বাক্য ইহার জ্যোতিঃ হয়। বাক্যরূপ জ্যোতিঃ দ্বারা মানুষ উঠে, বসে, কর্ম্ম করে।

জনক। আদিত্য ও চন্দ্র অস্ত গেলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে বাক্ নিরুদ্ধ হইলে তখন পুরুষের জ্যোতিঃ কি ?

যাজ্ঞ। "আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ", তখন আত্মাই পুরুষের জ্যোতিঃ। আত্মরূপ জ্যোতি দ্বারাই মানুষ উপবেশন করে গমন প্রত্যাগমন করে। ৪।৩।১—৬

জনক। ইহাদের মধ্যে আত্মা কে?

যাজ্ঞ। প্রাণসমূহের মধ্যে আত্মা বিজ্ঞানময়। ইনি হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ পুরুষ। ইনি এক থাকিয়া উভয় লোকে বিচরণ করেন—ধ্যানলোক ও ক্রীড়ালোক। (ধ্যায়তীব লেলায়তীব) স্বপ্নাবস্থায় তিনি ইহলোক ও মৃত্যুময় লোকসকল অতিক্রম করেন। এই পুরুষ জন্মিয়া শরীর ধারণ করিলে পাপের সঙ্গে যুক্ত হন। শরীর ত্যাগ করিলে পাপসমূহকে পরিত্যাগ করেন।

এই পুরুষের দুই স্থান—ইহলোক ও পরলোক। ইহাদের সন্ধি স্বপ্নস্থানই তৃতীয় স্থান। এই সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া পুরুষ ইহলোক পরলোক উভয়লোক দর্শন করেন।

"অথ যথাক্রমোঽয়ং পরলোকস্থানে ভবতি তমা আক্রমং আক্রম্যোভয়ান্ পাপান আনন্দাংশ্চ পশ্যতি স যত্র প্রস্বপিতি অস্য লোকস্য সর্ব্বাবতো মাত্রামপাদায় স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি।"

শ্রুতির তাৎপর্য্য দুরূহ। যথাক্রমঃ—যে প্রকার আশ্রয়যুক্ত (আক্রমঃ—আশ্রয় অবলম্বন) পুরুষ (অয়ং) পরলোকস্থানে ভবতি—পরলোকে গমন করেন, সেইরূপ অবলম্বন আশ্রয় করিয়া

পাপ ও আনন্দ এই উভয়কে দর্শন করেন। যখন প্রসুপ্ত হন তখন সর্ব্বভূতযুক্ত এই লোকের উপাদান (মাত্রা) স্বয়ং গ্রহণ করিয়া আবার স্বয়ং বিনাশ করিয়া স্বয়ং নির্ম্মাণ করিয়া নিজ দীপ্তি দ্বারা নিজ জ্যোতি দ্বারা স্বপ্ন দর্শন করেন। এই অবস্থায় পুরুষ স্বয়ংজ্যোতি হন। ৪।৩।৭—৯

সেখানে রথ নাই, অশ্বাদি নাই, পথও নাই, সেখানে আত্মা রথ বাহন ও পথ সৃষ্টি করেন। যেখানে আনন্দ মোদ প্রমোদ নাই সেখানে আত্মা আনন্দ মোদ ও প্রমোদের সৃষ্টি করেন। যে স্থলে বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা) নাই, পুষ্করিণী বা নদী নাই, সেখানে আত্মা সেই সকল সৃষ্টি করেন। আত্মা তখন কর্ত্তা। এই বিষয়ে শ্লোক যথা—

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানভিচাকশীতি।

শুক্রমাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ।

স্বপ্নদ্বাবা শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া (অভিপ্রহত্য—অভি + প্র + হত্য) সুপ্ত না হইয়া সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে দর্শন করেন (অভিচাক-শীতি – বার বার দর্শন করে)। সেই হিরণ্ময় পুরুষ শুদ্ধ জ্যোতিকে গ্রহণ করিয়া জাগরিত স্থানে আগমন করেন। হিরণ্ময় পুরুষ একটি হংসস্বরূপ। ১১।

সেই একহংস প্রাণদ্বারা নিকৃষ্ট কুলায় (নীড়ে) দেহকে রক্ষা করিযা বহির্ভাগের কুলায় হইতে অমৃত স্বরূপে যথা ইচ্ছা তথা গমন করেন স্বপ্নাবস্থায় সেই দেবতা উর্দ্ধে, অধোতে গমন করিয়া বহু রূপ সৃষ্টি করেন। কখনও স্ত্রীলোক সঙ্গে আমোদ

করেন, কখনও আহার করেন, কখনও ভয়ের কারণ দর্শন করেন। ১২-১৩।

মানুষ তাঁহার আবাস দর্শন করে কিন্তু তাঁহাকে দেখে না। লোকে বলে সুষুপ্ত ব্যক্তিকে হঠাৎ জাগ্রত করিবে না। কারণ ঐ সময় আত্মা দেহে প্রবেশ না করিয়া থাকিলে দেহ দুশ্চিকিৎস্য (দুর্ভিষজ্য) হইবে।

কেহ কেহ বলেন, স্বপ্ন জগৎ জাগরিত জগৎই। কারণ জাগ্রৎ কালে যাহা দেখেন স্বপ্নকালেও তাহাই দেখেন। প্রকৃত তথ্য তাহা নহে। পুরুষ তথায় স্বয়ংজ্যোতিরূপে বিরাজমান থাকেন। ১৪

জনক। এই উপদেশের জন্য আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। আমার মুক্তির জন্য আরও বলুন।

যাজ্ঞ। সেই পুরুষ সুষুপ্ত অবস্থায় প্রসাদিত হইয়া (সংপ্রসাদে) আরাম করিয়া (রত্বা) বিচরণ করিয়া (চরিত্বা) পাপপুণ্য দর্শন করিয়া প্রতিলোমক্রমে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসেন, সেখানে তিনি যাহা দর্শন করেন তাহাতে আসক্ত হয় না, কারণ তিনি অসঙ্গ।

জনক। এই উপদেশের জন্য আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। আমার মুক্তির জন্য আরও বলুন। (১।৩।১০—১৫)

সেই এই পুরুষ সুষুপ্তি হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে স্বপ্নে সুখও বিষয়গসকল উপভোগ করিয়া পুণ্য ও পাপের ফল দর্শনমাত্র করিয়া পুনরায় বিপরীতক্রমে জাগরিত অবস্থায় ফিরিয়া আসেন

স্বপ্নে যাহা দর্শন করেন তদ্দ্বারা অস্পৃবিদ্ধ হয় না, কারণ এই পুরুষ অসঙ্গ। ১৬

আত্মা জাগ্রত অবস্থায় সুখলাভ কবিয়া বিচরণ করিয়া পাপ-পুণ্য দর্শন করিয়া পুনরায় প্রতিলোমক্রমে সুষুপ্তিতে আগমন করেন। ১৭

মহামৎস্য যে প্রকার নদীর দুই পারেই বিচরণ করে, আত্মাও সেইরূপ স্বপ্নাবস্থা ও জাগরিত অবস্থা—এই উভয় অবস্থায় বিচরণ করেন। পক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করিয়া ক্লান্ত হইলে পাখা দুইটি সঙ্কুচিত করিয়া নিজ বাসার দিকে চলিয়া যায়, আত্মাও সেইরূপ সুষুপ্তিস্থানের দিকে ধাবিত হয়। এই সময় কোনও কামনা থাকে না, কোন স্বপ্নও থাকে না। ১৮-১৯

হিতা নামক নাড়ীসকল কেশাগ্রের সহস্র ভাগের মত অতি শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিৎ লোহিত নানা বর্ণযুক্ত। জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যে সকল ভয় দেখে অবিদ্যাবশতঃ স্বপ্নে সেগুলি সত্য বলিয়া মনে করে। মনে হয় যেন কেহ হত্যা করিতেছে, যেন গর্ত্তে পড়িতেছে, যেন হস্তী বিদীর্ণ করিতেছে। আবার কখনও মনে হয় আমি দেবতা, আমি রাজা, আমি সমুদয়। এই স্বাত্ম-ভাবই তাহার পরম লোক। ৪।৩।২০

আত্মার এই কামনারহিত (অতিচ্ছন্দা) পাপরহিত অভয় রূপ। যেমন, প্রিয়াপত্নীকর্ত্তৃক সম্যক্ আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য অন্তর কিছুই থাকে না, সেইপ্রকার প্রাপ্ত আত্মাকর্ত্তৃক সম্পরিষ্বক্ত পুরুষ অন্তর বাহির কিছুই জানিতে পারে না। ইহাই

আত্মার আপ্তকাম, আত্মকাম অকাম ও শোকাতীত রূপ। এই অবস্থাতে পিতা অপিতা, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেব অদেব, বেদ অবেদ হয়। এই অবস্থায় স্তেন অস্তেন, ভ্রুণহা অভ্রুণহা, তাপস অতাপস, চণ্ডাল অচণ্ডাল, পৌল্কস অপৌল্কস, শ্রমণ অশ্রমণ, তাপস অতাপস হন, পাপ পুণ্য তাহার অনুগমন করে না। সমুদয় শোক হইতে উত্তীর্ণ হন। এই অবস্থায় আত্মা দর্শন করেন না। কারণ তখন সবই আত্মময়, দর্শন করিবার জন্য কিছুই থাকে না। আত্মা কিন্তু নিত্যকালই দ্রষ্টা। এই দৃষ্টি কখনও লুপ্ত হয় না, সুতরাং এই অবস্থায় আত্মা দর্শন করিয়াও দর্শন করেন না। এই প্রকার আঘ্রাণ করিয়াও আঘ্রাণ করেন না, রসাস্বাদন করিয়াও করেন না, বলিয়াও বলেন না, শ্রবণ করিয়াও করেন না, মনন করিয়াও করেন না, স্পর্শ করিয়াও করেন না, জানিয়াও জানেন না। যখন মনে হয় দ্বিতীয় বস্তু আছে তখনই ঐ সকল ক্রিয়ার কার্য্য চলে। আত্মা তখন সমুদ্রের ন্যায় (সলিল) ভেদহীন। আত্মা তখন এক দ্রষ্টা, অদ্বৈত—ইহাই ব্রহ্মলোক, ইহাই আত্মার পরমা গতি পরমা সম্পৎ পরম লোক, ইহাই পরম আনন্দ। অন্য সমস্ত ভূত এই আনন্দের অংশ (মাত্রা) মাত্র ভোগ করে। ৪।৩।২১—৩২

বৃহদারণ্যকের এই সুষুপ্তি তত্ত্বের উপর দুইটি বেদান্তসূত্র প্রতিষ্ঠিত। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন (সূ ১।৩।৪৩), পত্যাদিশব্দেভ্যঃ। (১।৩।৪৪)

ইহার পর ৪।৪।৩৩ মন্ত্রে একটি আনন্দের মীমাংসা আছে,

ইহা তৈত্তিরীয় শ্রুতির ব্রহ্মবল্লীর অষ্টম অনুবাকের ১—৪ মন্ত্রেও আম্নাত আছে। দুই শ্রুতির বর্ণনায় সামান্যই পার্থক্য। এই শ্রুতির বর্ণনা—একটি মানুষ সৌভাগ্যবান সমৃদ্ধ সকলেব অধিপতি, সর্ব্ববিধ মানবীয় ভোগ্যবস্তুর অধিকারী। তাহার আনন্দ মানবীয় আনন্দের চরম। ইহার শতগুণ পিতৃলোকের আনন্দ তার শতগুণ গন্ধর্ব্বলোকের, তার শতগুণ কর্ম্মদেবগণের, তার শত-গুণ আজানদেবগণের, তার শতগুণ প্রজাপতিলোকের, তাব শতগুণ ব্রহ্মলোকের। ইহাই পরমানন্দ, ইহাই ব্রহ্মরূপ লোক।

জনক বলিলেন—এই উপদেশের জন্য আমি আপনাকে সহস্র গাভী দান করিতেছি। আমার বিমুক্তির জন্য আরও বলুন।

যাজ্ঞবল্ক্যের ভয় হইল। শেষ সিদ্ধান্ততত্ত্ব (অন্তেভ্যঃ) না বলা পর্য্যন্ত রাজা তাহাকে অবরুদ্ধ করিবেন বা করিয়াছেন (উৎ অরৌৎসীৎ, রুধ্ ধাতু লুঙ)।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—আত্মা স্বপ্নে আরাম করিয়া বিচরণ করিয়া, পাপপুণ্য দর্শন করিয়া পুনরায় তার জন্মস্থানে অর্থাৎ জাগ্রৎ ভূমিতে আসে, জাগিবার জন্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।৩।১৭ মন্ত্রে বলিয়াছেন—জাগরিত অবস্থায় আরাম করিয়া বিচরণ করিয়া পাপপুণ্য দর্শন করিয়া যথাযথ উৎপত্তিস্থানে স্বপ্নস্থানে স্বপ্ন দর্শন করিবার জন্য আসে। জাগরণ হইতে স্বপ্নে, স্বপ্ন হইতে জাগরণে যায়। সুসমাহিত রথ যেমন শব্দ করিতে করিতে চলে, সেইরূপ আত্মা যখন উর্দ্ধ্বশ্বাসী (উর্দ্ধোচ্ছ্বাসী) তখন প্রাজ্ঞ আত্মাযুক্ত হইয়া শব্দ করিতে করিতে গমন করে।

দেহে যখন জরাজীর্ণতা আসে বা রোগ হেতু ক্ষীণতা আসে, আত্মা তখন সমস্ত অঙ্গ হইতে বৃন্তচ্যুত হয়—আম ডুমুর অশ্বত্থ ফলের মত। সেইরূপ পুরুষ সমুদয় অঙ্গ হইতে মুক্ত হইয়া নূতন প্রাণ লাভ করিবার জন্য উৎপত্তিস্থানে গমন করে। এই জ্ঞানীর জন্য সর্ব্বভূত প্রতীক্ষায় থাকে। দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—যেমন, রাজা আসিতেছে জানিলে শান্তিরক্ষক (উগ্র) বিচারক স্যূত ও গ্রামের নেতৃবৃন্দ অন্নপানসহ তার প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ। রাজা যখন প্রত্যাবর্ত্তন করে তখনও উহারা চারিদিকে সমবেত হয়। আত্মা যখন অন্তকালে উর্দ্ধ্বশ্বাসী হন তখন প্রাণসকল চারিদিকে সমবেত হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ ব্রাহ্মণ—শারীরক ব্রাহ্মণ

যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন—আত্মা যখন দুর্ব্বলতা (অবল্যং) প্রাপ্ত হন, সংমোহের মত অবস্থা হয়, প্রাণসকল তখন তাহার অভিমুখে সমাগত হয় (অভিসমায়ন্তি)। আত্মা তখন তেজমাত্রা গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করেন। চাক্ষুষ পুরুষ তখন বিপরীত (পরাঙ্) গতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করে। তখন ইনি অরূপজ্ঞ হন। আত্মা তখন একীভূত হয়, এইজন্য দেখিতে পায় না। ঘ্রাণ লইতে পারে না, রসাস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না, শ্রবণ মনন স্পর্শন কিছুই করিতে পারে না। হৃদয়ের অগ্রভাগ দীপ্তিযুক্ত হয়। সেই দীপ্তি সহিত আত্মা বহির্গত হয়—চক্ষু দ্বারা বা মূর্দ্ধা দ্বারা বা অন্য কোন পথে তখন মুখ্য প্রাণ অনুগমন করে, অন্য প্রাণ-

সমূহও অনুগমন করে। আত্মা তখন বিজ্ঞানময় হন—প্রাণ তাহার অনুগমন করে, সঙ্গে বিদ্যা, কর্ম্ম, প্রজ্ঞা তাহারাও অনুগমন করে।

জলৌকা (জোঁক) এক তৃণ ছাড়িয়া আপনাকে অপর তৃণের কাছে লইয়া আসে, আত্মা সেইরূপ এক দেহকে ছাড়িয়া অবিদ্যা দূর করিয়া (নিহত্য অবিদ্যাং) অন্য আশ্রয়রূপ দেহকে অবলম্বন করিয়া আপনাকে তাহার দিকে লইয়া যান।

স্বর্ণকার (পেশস্কারী) যেমন একখানি অলংকারে (পেশসঃ) নবতর কল্যাণতর রূপ দান করে, আত্মাও সেইরূপ দেহ ত্যাগ করিয়া, অবিদ্যা দূর করিয়া, অন্য একটি নবতর ও কল্যাণকর রূপ ধারণ করেন।

এই আত্মাই ব্রহ্ম (অয়মাত্মা ব্রহ্ম) বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তোজোময়, অ-তেজোময়, কামময়, অ-কামময়, ক্রোধময়, অ-ক্রোধময়, ধর্ম্মময়, অ-ধর্ম্মময় এবং সর্ব্বময়।

তবে যে বলা হয়, আত্মা ইহা দ্বারা গঠিত, উহা দ্বারা গঠিত (ইদময়ঃ আদোময়ঃ), ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করে সে সেইরূপ হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। যে যেমন কামনা করে সে সেইরূপ ক্রতুযুক্ত (ক্রতু-অধ্যবসায়), যেমন ক্রতু তেমন কর্ম্ম, যেমন কর্ম্ম তেমনই ফলযুক্ত হয়। সকলেই কামনানুযায়ী ফলভাগী।

তদেব সক্তঃ সহ কর্ম্মণৈতি লিঙ্গং মনো যত্র নিষক্তমস্য।
প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণস্তস্য যৎ কিঞ্চেহ করোত্যয়ম্।

আত্মা সেই বিষয়ে আসক্ত হইয়া, নিজ কাম্যসহ গমন করে, যে বিষয়ে মন আসক্ত থাকে। এই জগতের নাম কর্ম্মলোক। যে যেমন কর্ম্ম করে সে তদনুযায়ী ফল ভোগ করিয়া আবার কর্ম্ম-লোকে আগমন করে। এই গেল কামনাময় পুরুষের কথা।

কামনাহীন পুরুষের কথা বলিতেছেন—যে পুরুষ অকাম নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকাম তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্ম হইয়া যান (ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি)।

যখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, আত্মা ব্রহ্মলাভ করে, তখন শরীরের এক অবস্থা, সর্পত্যক্ত নির্মোক (অহিনির্ব্বয়নী, খোলস) যেমন যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকে, তেমনি আত্মত্যক্ত শরীর পড়িয়া থাকে। অশরীর অমৃতময় প্রাণই ব্রহ্ম তেজোস্বরূপ।

জনক। আপনার এই উপদেশের জন্য সহস্র গাভী দান করিলাম।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, প্রাচীন শ্লোক শুনুন—

অণুঃ পন্থা বিততঃ পুরাণো
মাং স্পৃষ্টোঽনুবিত্তো ময়ৈব।
তেন ধীরা অপি যন্তি ব্রহ্মবিদঃ
স্বর্গং লোকমিত ঊর্দ্ধং বিমুক্তাঃ ॥

—অতি সূক্ষ্ম (অণুঃ) পুরাতন পথ আছে, আমি ইহা স্পর্শ করিয়াছি, প্রাপ্ত হইয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বিমুক্ত হইয়া এই পথে ঊর্দ্ধ্বলোক গমন করে।

পথে শুক্ল নীল পিঙ্গল হরিৎ লোহিত নানা বর্ণ আছে। ব্রহ্ম

এই পথে। ব্রহ্মবিদ্‌রাও এই পথে চলেন (৪।৪।১—৯)।

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে অর্থাৎ ভোগময় জগতের আরাধনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা বিদ্যায় রত তাহারা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। (ঈশ শ্রুতি ৯ম মন্ত্র)

যাহারা অবিদ্বান অ-বুধ, তাহারা গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন অনন্দালোকে গমন করে। "অয়মস্মি" এইভাবে যিনি আত্মাকে জানিয়াছেন তিনি কি জন্য, কোন্ কাম্য বস্তুর কামনায় শরীরে তাপ ভোগ করিবেন ?

এই গহন শরীরে (সংদেহ্যে) প্রবিষ্ট আত্মাকে যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি বিশ্বকৃৎ, সকলের কর্ত্তা, সবলোকই তাঁর, তিনিই সর্ব্বলোক।

এই পৃথিবীতে থাকাকালেই আমরা আত্মাকে অবগত হইতে পারি। যদি না জানি তবে আমাদের মহাবিনাশ। যাঁহারা আত্মাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন। অপরে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। (কেন শ্রুতি, ২।৫ দ্রষ্টব্য)

আত্মা ভূত-ভবিষ্যতের ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ, তাঁহাকে যিনি সাক্ষাৎভাবে দর্শন করিয়াছেন, তিনি কিছুতেই ভীত নহেন। (কঠ শ্রুতি ২।১।১২ তুলনীয়)। যাহার পশ্চাতে (অর্ব্বাক্) দিবারাত্র সংবৎসর আবর্ত্তন করিতেছে সেই জ্যোতির জ্যোতির আয়ুস্বরূপ অমৃতস্বরূপকে দেবগণ উপাসনা করিয়া থাকেন।

যাহাতে পঞ্চ মানবজাতি ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই

আত্মা বলিয়া মনে করি। তাহাকে জানিয়া অমৃতময় হইয়াছি। (পঞ্চজন—পঞ্চজনপদের মানব। ঋগ্বেদের যুগে আর্য্যেরা পাঁচটি বিশিষ্ট জনপদে বাস করিতেন। তখন পঞ্চজন বা পঞ্চজনপদের মানব বলিতে মানবজাতিকেই বুঝাইত। শঙ্করাচার্য্য অর্থ করিয়াছেন—গন্ধর্ব্বগণ পিতৃগণ দেবগণ অসুরগণ রাক্ষসগণ। এই অর্থ সুন্দর মনে হয় না। চলতি কথাতেও পাঁচজন বলিলে অধিকাংশের কথা, সকলের কথা বুঝায়।) বৃহদারণ্যের এই "পঞ্চ পঞ্চজনা"—মন্ত্র দ্বারা সাংখ্যের পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্থাপিত হয় কি না এই কথা ব্রহ্মসূত্র (১।৪।১১) "ন সাংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ" এই সূত্রে আলোচিত। সিদ্ধান্ত হইয়াছে, না, হয় না, সাংখ্যের প্রকৃতি বৈদিক নয়।

যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, কর্ণের কর্ণ ও মনেরও মন এইভাবে, তাঁহারা আদি কারণ (অগ্র্যং) পুরাতন ব্রহ্মবস্তুকে নিশ্চয়ই জানিয়াছেন। (কেনশ্রুতি ১।২ তুলনীয়)

ব্রহ্মকে মন দ্বারাই দর্শন করিতে হইবে। ব্রহ্মে নানাত্ব নাই। পরব্রহ্মে নানাত্ব নাই এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "তদনন্যত্বমারম্ভন শব্দাদিভ্যঃ" এই বেদান্ত সূত্র (২।১।১৫) সংস্থাপিত। যে ব্রহ্মে নানাত্ব দেখে সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয় (কঠশ্রুতি ২।১।১১ মন্ত্র তুলনীয়)। অপ্রমেয় ধ্রুব আত্মাকে একপ্রকারেই (একধা) দর্শন করিতে হইবে। আত্মা বিরজ (নির্ম্মল), আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ, অজ, মহান ও ধ্রুব। ধীর ব্রাহ্মণ ব্রহ্মকে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা সাধন করিবেন। বহু গ্রন্থ লইয়া আলোচনা করিবেন না, কারণ

উহা বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানিজনক (বিগ্লাপনম্)।

প্রাণসমূহের মধ্যে আত্মা বিজ্ঞানময়। হৃদাকাশে তিনি অবস্থিত। তিনি মহান, তিনি অজ, তিনি আত্মা। তিনি সকলের বশকাবী, শাসক ও অধিপতি। সাধু কর্ম্মে তিনি শ্রেষ্ঠ হন না, অসাধু কর্ম্মে তিনি হীন হন না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বভূতাধিপতি ভূতপালক। লোকসমূহ ছিন্নভিন্ন না হয় এই জন্য তিনি সেতু এবং বিধরণ, ধারণকর্ত্তা। (অসম্ভেদায়—ভিন্ন হইয়া না যায়)।

ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, যজ্ঞ ধ্যান তপস্যা ও অনশনব্রতর দ্বারা। তাঁহাকে জানিয়াই মানুষ মুনি হয়। এই ব্রহ্মলোক কামনা করিয়া সন্ন্যাসীবা প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। এই বস্তুব জন্যই প্রাচীনকালের বিদ্বানগণ সন্তান সন্ততি কামনা করেন নাই। তাঁহাবা পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুকেব ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেন, ব্রহ্মলাভ করিলে আমরা আর পুত্র বিত্ত দ্বারা কি করিব ?

এই আত্মা ঠিক কিরূপ বস্তু তাহা ভাববাচী কথা দ্বারা বলা যায় না। ইহা নয় ইহা নয় (নেতি নেতি) এই ভাবেই বলা যায়। তিনি অগ্রাহ্য অশীর্য অসঙ্গ অবদ্ধ—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নন, শীর্ণ হন না, আসক্ত হন না, কিছুতেই ব্যথাপ্রাপ্ত হন না। কেন পাপ করিলাম, কেন পুণ্য করিলাম—এই চিন্তা জ্ঞানীকে অভিভূত করে না। কৃত বা অকৃত কর্ম্ম ব্রহ্মজ্ঞানীকে সন্তপ্ত করে না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি নিষ্পাপ বিরজ ও সন্দেহাতীত (বিচিকিৎস) হইয়া সত্যিকার ব্রাহ্মণ হন।

জনক কহিলেন—ভগবান্ (আপনা) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট আমি আপনাকে বিদেহ দেশ দান করিতেছি। দাস্যকর্ম্মের জন্য নিজেকেও দাস করিলাম।

যাজ্ঞ। ব্রহ্ম মহান অজ আত্মা অন্নদাতা ধনদাতা—ইহা যিনি জানেন তিনি ধনলাভ করেন। ব্রহ্মই মহান অজ আত্মা অজর অমর অমৃত অভয়—যিনি ইহা জানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন।

চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ —উভয়ই এক। মৈত্রেয়ী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ বংশপরিচয় মাত্র, ইহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ের ভাবনা

বৃহদারণ্যকের তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়কে বলা হয় যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ড। তৃতীয় অধ্যায়ে নয়টি ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির পরীক্ষা। তিনি কত বড় ব্রহ্মজ্ঞ তাহা প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লইবার অত্যাগ্রহে পরপর সাতজন ঋষি তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন।

পরীক্ষাকারিদের মধ্যে অশ্বল, আর্ত্তভাগ ও ভুজ্যু ইহাদের প্রশ্ন কর্ম্মকাণ্ড অবলম্বনে। শাকল্যের জিজ্ঞাসা দেবতা-তত্ত্বাবলম্বনে। উষস্ত, কহোল, উদ্দালক ও গার্গীর প্রশ্ন আধ্যাত্মিক দর্শনতত্ত্ব অবলম্বনে।

প্রথম ব্রাহ্মণ (৩য় অঃ) অশ্বলের যজ্ঞাদি বিষয়ক প্রশ্ন লইয়া। প্রশ্নগুলির মূল কথা যজ্ঞাদিকর্ম্ম দেশকালাবচ্ছিন্ন। অতিমৃত্যু অমৃতত্ব এইসব দেশকালাতীত। সুতরাং যজ্ঞাদি দ্বারা অমৃতত্ব কিরূপে লাভ হইতে পারে? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সমাধান এই যে, যজ্ঞাদি দ্বারাও মুক্তিলাভ, অমৃতত্ব লাভ হয়, যদি যজ্ঞের প্রতি আধ্যাত্মিক দৃষ্টি জাগ্রত হয়। হোতাকে অগ্নিরূপে, ঋত্বিককে আদিত্যরূপে দর্শন করিতে পারিলে লৌকিক যজ্ঞ হইতেও অলৌকিক ফল লাভ হইতে পারে।

পুরোঽনুবাক্যা যাজ্যা শস্যা এই সকল ঋঙ্‌মন্ত্রের তাৎপর্য্য আমরা বুঝি না, কিন্তু যখন ইহাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন তখন কিঞ্চিৎ হৃদ্‌গত হয়। প্রাণই পুরোঽনুবাক্যা, অপানই যাজ্যা, ধ্যানই শস্যা ইত্যাদি।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে (৩য় অঃ) আর্ত্তভাগের গ্রহ অতিগ্রহাদি সম্পর্কিত প্রশ্ন এই কালে আমাদের বোধগ্রাহ্য নয়। কোন্ দেবতা মৃত্যুহীন? মৃত্যুরও মৃত্যু আছে। ইহা যিনি জানেন তাঁহার মৃত্যু নাই। মৃত্যুর মৃত্যু ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ তাঁর মৃত্যু নাই। ইহা চমৎকার কথা। মৃত্যুর পরের সংবাদগুলি সুন্দর। মৃত ব্যক্তির বাক্ অগ্নিতে, প্রাণ বায়ুতে, চক্ষু আদিত্যে, মন চন্দ্রমাতে, শ্রোত্র দিক্‌সমূহে, শরীর পৃথিবীতে, আত্মা আকাশে, লোম ওষধিতে, কেশ বনস্পতিতে প্রবেশ করে। পুরুষ কোথায় যায়? যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রশ্নের উত্তর না দিয়া আর্ত্ত-ভাগের করমর্দ্দন করিয়া কহিলেন—ইহা সজনে বিচার্য্য নহে,

নির্জ্জনে আলোচ্য।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে ভুজ্যুর প্রশ্ন আমাদের কাছে বিশেষ মূল্যবান কিছু নয়। পারীক্ষিতগণ কোথায় গিয়াছেন? উত্তর দিয়াছেন—অশ্বমেধযাজিগণ যেখানে যায়। অশ্বমেধযাজিগণ কোথায় গমন করেন, এই কথার উত্তর একটা অপূর্ব্ব সংবাদ—সূর্য্যলোকের দৈনিক গতি যতদূর, এই লোকের পরিমাণ তাহার ৩২ গুণ। পৃথিবী ইহার চতুর্দ্দিকে দ্বিগুণ পরিমাণ স্থান পরিবেষ্টন করে এবং সমুদ্র আবার পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ স্থান পরিবেষ্টন করে। ক্ষুরধারা বা মক্ষিকার পক্ষ যে পরিমাণ সেই পরিমাণ আকাশ ইহাদিগের মধ্যে। ইন্দ্র পক্ষীরূপ ধরিয়া পারীক্ষিতদের বায়ুর নিকট অর্পণ করিয়াছিলেন। বায়ু তাহাদিগকে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া সেই স্থানে গিয়াছিলেন, যেস্থানে অশ্বমেধযাজিগণ গমন করেন।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে ও পঞ্চম ব্রাহ্মণে উষস্ত ও কহোলের জিজ্ঞাসা আত্মবিষয়ক। উভয়েরই প্রশ্ন—"যৎ সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরস্তং মে ব্যাচক্ষ্ব।" যিনি সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বান্তর আত্মা, তাহার বিষয় আমাকে বলুন।

প্রশ্নকর্ত্তাদ্বয়ের গভীর জ্ঞান প্রশ্নের ভাষার মধ্যে নিহিত। ব্রহ্মের দুইটি বিশেষণ সাক্ষাৎ আর অপরোক্ষাৎ। আত্মার একটি বিশেষণ সর্ব্বান্তর। ব্রহ্ম অনুমানের বিষয় নয়, সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ বলিলে চক্ষুগ্রাহ্য বুঝায়, কিন্তু অপরোক্ষাৎ বলিয়া বাধা দিলেন। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যে যদি চক্ষুর ব্যবধান থাকে তাহা হইলে তাহা

পরোক্ষই (*Indirect*) হইল। সুতরাং সাক্ষাৎ অর্থ চক্ষুরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়। সাক্ষাৎ অর্থ ব্যবধানরাহিত্য—*direct*, *immediate*, সর্ব্বান্তর অর্থ সকলের অভ্যন্তরস্থ।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, উষস্ত ও কহোল প্রশ্ন করেন নাই। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে পরীক্ষা করিতে তাঁহাদের সাহস নাই। তাঁহারা বলিলেন, আত্মাবিষয়ক আমাদিগকে কিছু বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য সংক্ষেপ উত্তর দিয়াছেন। প্রথমে বলিয়াছেন, যিনি প্রাণ দ্বারা অপান দ্বারা ব্যান দ্বারা উদান দ্বারা তত্তদুচিত কার্য্য করেন তিনি আত্মা। তারপর বলিয়াছেন—স ত আত্মা সর্ব্বান্তর। ছান্দোগ্যের (৬ষ্ঠ প্রপাঠক) 'তত্ত্বমসি' বাক্যের মতই বলিলেন—তিনি তোমার আত্মা।

সর্ব্বান্তর কাহাকে বলে কহোল জানিতে চাহিলেন। মহর্ষি বলিলেন, যাহা ক্ষুধা-তৃষ্ণা-মোহ-জরা-মৃত্যুহীন তাহা সর্ব্বান্তর। ক্ষুধা তৃষ্ণা মোহ জরা মৃত্যু এইসব শরীরের ধর্ম্ম। পরিবর্ত্তনশীল বস্তুর ধর্ম্ম। আত্মা অপরিণামী অপরিবর্ত্তনীয়। আত্মোপলব্ধির উপায় কি—কহোল জিজ্ঞাসু হইলে যাজ্ঞবল্ক্য অপূর্ব্ব উত্তর দিলেন—পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা লোকৈষণা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। জীবিকার জন্য থাকিবে ভিক্ষাবৃত্তি। তারপর যাবে পাণ্ডিত্যের অভিমান, আসিবে বালকের ভাব—সারল্য আর ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্যাভাব। তারপর মৌনভাব অবলম্বনে মুনি। তারপর মৌনভাবও পরিত্যাগপূর্ব্বক, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ। এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ ছাড়া আর যাহা কিছু জগতে আছে সবই দুঃখময় অর্থাৎ আর্ত্তম্।

সংক্ষেপে সার কথা—বৈরাগ্যবান ব্যক্তির শুদ্ধ হৃদয়ে ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। ইহা ছাড়া আর যে কোন কার্য্য সবই বেদনাময়।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গীর সঙ্গে আলোচনা। অতি উপাদেয়। আলোচনা নয়, প্রশ্নোত্তর। সমুদয় বিশ্ব জলে ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান। জল কিসে ওতপ্রোত? বায়ুতে। বায়ু? অন্তরীক্ষে। অন্তরীক্ষ? গন্ধর্ব্বলোকে। গন্ধর্ব্বলোক? আদিত্যলোকে। আদিত্যলোক? চন্দ্রলোকে। চন্দ্রলোক? নক্ষত্রলোকে। নত্রক্ষলোক? দেবলোকে। দেবলোক? ইন্দ্রলোকে। ইন্দ্র-লোক? প্রজাপতিলোকে। প্রজাপতিলোক? ব্রহ্মলোকে। ব্রহ্মলোক? ব্রহ্মলোক কাহাতে ওতপ্রোত? প্রশ্ন শুনিয়া মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিও না। —সীমা অতিক্রম করিয়া প্রশ্ন করিও না। বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গী নিবৃত্ত হইলেন। 'ওতপ্রোত' কথাটার অর্থ—ওতং চ প্রোতং চ। ওতং =আ+উতং। উতং শব্দ বে ধাতু হইতে। বয়ন করা বস্ত্রের দীর্ঘদিকের সূতা—ওত=টানা। প্র+উতং প্রোতম্। বে ধাতু বয়ন করা। বয়ন করা বস্ত্রের প্রস্থের দিকের সুতা, প্রোত —পোড়েন।

সপ্তম ব্রাহ্মণে অন্তর্য্যামীর রহস্য আলোচনায়—দার্শনিকতার চূড়ান্ত। উদ্দালক আরুণি ছাত্রজীবনে গিয়াছিলেন মদ্রদেশে। সেখানে পতঞ্চল কাপ্যের গৃহিণী আবিষ্টা হইয়া যে প্রশ্ন করিয়া-ছিল তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন মহর্ষিকে পরীক্ষা করিবার জন্য। প্রশ্ন দুইটি—যিনি সর্ব্বভূতকে গ্রথিত করিয়াছেন—যেনায়ং

ভুতানি সংদৃব্ধানি (দৃভধাতু গ্রথনে) আর যিনি সর্ব্বভূতকে নিয়-মিত করেন—যময়তি। যিনি গ্রথিত করেন তার নাম সূত্র, যিনি নিয়মিত করেন তার নাম অন্তর্য্যামী। প্রশ্ন—(১) সূত্রের বিষয় জান? (২) অন্তর্য্যামীকে জান?

এই সূত্রকে আর অন্তর্য্যামীকে যে জানে সে ব্রহ্মবিৎ লোকবিৎ দেববিৎ বেদবিৎ ভূতবিৎ আত্মবিৎ সর্ব্ববিৎ হয়। মহর্ষি প্রথম প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন এক কথায়, দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে কথা বলিয়াছেন বহু।

প্রথম প্রশ্নের উত্তর—বায়ুর্বৈ গৌতম তৎসূত্রং। বায়ুনা হি সংদৃব্ধানি সর্ব্বাণি ভূতানি। বায়ুই সেই সূত্র। বায়ু দ্বারাই বিশ্বজগৎ গ্রথিত। এখানে বায়ু বলিতে প্রাণশক্তি। অন্তর্য্যামীর তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্যমুখে অতি উপাদেয় সম্পদ। যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক, পৃথিবী যাহাকে জানেনা কিন্তু পৃথিবী যাহার শরীর, পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা। ইনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত। পৃথিবীর কথা বলিয়া জল অগ্নি অন্তরীক্ষ বায়ু দ্যুলোক আদিত্য দিক্‌সমূহ চন্দ্র-তারকা আকাশ অন্ধকার তেজ সর্ব্বভূত প্রাণ বাক্য চক্ষু শ্রোত্র মন ত্বক্ বিজ্ঞান ও জীববীজ মোট একুশটি বস্তুর নাম করিয়া একই ভাষায় বলিয়াছেন—যিনি আছেন সকলবস্তুতে, অথচ বস্তুসকল হইতে যিনি পৃথক্, বস্তুসকল যাহাকে জানে না, বস্তু সকল যাহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া বস্তুসকলকে নিয়মিত করেন, তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি আত্মা—তোমার আমার

সকলের তিনি আত্মা। তিনি অমৃত।

প্রত্যেকটি কথা প্রণধানযোগ্য—বেদান্ত-দর্শনের সার কথা, বৈষ্ণব বেদান্তের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। মৈত্রেয়ী সঙ্গে আত্মতত্ত্ব আলোচনায় যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—আত্মা প্রিয়। আত্মার জন্যই জগৎ প্রিয়। কিন্তু সেই আত্মার সঙ্গে জগতের সম্বন্ধটি যে কিরূপ তাহা সেখানে স্পষ্ট হয় নাই। অন্তর্য্যামি-তত্ত্বালোচনায় তাহা সুস্পষ্ট হইয়াছে।

জগৎ মিথ্যা নহে। জগৎ সত্য। জগতের মধ্যে থাকিয়া যিনি জগৎকে পরিচালনা করেন তিনি মহাসত্য। তিনি জগৎ হইতে পৃথক ; জগৎ চালিত, তিনি চালক। জগৎ নিয়ন্ত্রিত, তিনি নিয়ন্তা। জগৎ পরিণামী, তিনি অপরিণামী। জগৎ মৃত্যু-ঘেরা, তিনি অমৃতস্বরূপ। সুতরাং জগৎ হইতে তিনি পৃথক্, অন্তর, আলাদা। অথচ জগৎ তাঁহার শরীর।

সারথি যেরূপ ঘোড়াকে চালায় বেত মারিয়া লাগাম টানিয়া, সেরূপে নয়। মটরচালক যে মটরগাড়ী চালায় মটর ঘুরাইয়া চাকা ঘুরাইয়া, সেরূপে নয়। আমি যেমন আমার দেহকে চালাই ইচ্ছা দ্বারা, সেইরূপ। আমি চলিতে ইচ্ছা করিলাম—পা চলিতে আরম্ভ করিবে।—বেত্রাঘাত নাই, চাকা ঘুরান নাই, আদেশ নির্দ্দেশও নাই, শুধু ইচ্ছা দ্বারা। অন্তর্য্যামী শুধু ইচ্ছা-শক্তিদ্বারা বিশ্বজগৎ চালাইতেছেন—এইজন্য বলিয়াছেন জগৎ যাঁহার শরীর। কিন্তু আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, এই নিয়ামক পুরুষকে জগৎ জানে না। নিয়ন্ত্রিত জীবজগৎ নিয়ন্তাকে চিনে না।

তাঁকে জানেনা বলিয়াই অহংকারী জীব নিজেই চালক বলিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানে মরে। সেইজন্য গায়ত্রীমন্ত্র জানাইয়া দিয়াছেন—ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। এক অদ্বিতীয় আত্মা। জীবাত্মা পরমাত্মা এই ভাষা যাজ্ঞবল্ক্যের মুখে নাই। তিনি জানেন এক দ্বিতীয়-রহিত আত্মা—তিনি অদৃষ্ট দ্রষ্টা, অশ্রুত শ্রোতা, অ-মনন-যোগ্য মননকর্ত্তা, অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাতা। তিনি আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী, তিনি অমৃত। কী গভীর অনুভূতিব উপবে যে বাণী-গুলি প্রতিষ্ঠিত পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি কবিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে। ইহারই নাম বিদ্বদনুভূতি, অপরোক্ষানুভূতি। ইহাবই নাম শ্রুতি।

অষ্টম ব্রাহ্মণে আবাব বচক্রু ঋষিব কন্যা বিদুষী গার্গী দুইটি প্রশ্ন তুলিলেন—তীক্ষ্ণ শরের মত। প্রথম—যাহা দ্যুলোকেব ঊর্দ্ধে, ভূলোকের অধোতে, যাহা দ্যৌ পৃথিবীব অন্তরস্থ, যাহা অতীত, যাহা বর্ত্তমান, যাহা ভবিষ্যৎ, তাহা কোন্ বস্তুতে ওত-প্রোতভাবে বর্ত্তমান? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—আকাশে। আবার দ্বিতীয় প্রশ্ন—কোন্ বস্তুতে এই আকাশ ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—'তদক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভি-বদন্তি', ব্রাহ্মণগণ বলেন—তিনি সেই অক্ষর। তিনি অপরিমেয় অন্তরহিত বাহ্যরহিত। তিনি ভোক্তাও নন ভোগ্যও নন। এই অক্ষরের প্রশাসনে নিখিল বিশ্ব বিধৃত। এই অক্ষরকে না জানিয়া যে ব্যক্তি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করে তার বহু বৎসরের যজ্ঞাদি কর্ম্ম, ব্যর্থতায় পর্য্যবসান হয়।

নবম ব্রাহ্মণে (তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ ব্রাহ্মণে) শাকল্য প্রশ্নকারী। শাকল্য জানিতে চাহেন, দেবতা কতজন। যাজ্ঞবল্ক্য তিন-হাজার-তিন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে 'একে' আসিয়া শেষ করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক সেই একের নাম দিলেন প্রাণ —ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর সেই দ্বিতীয়রহিত একের নাম দিয়াছেন 'রুদ্র'—ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ (৩।২)। আর সকলেই তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গস্বরূপ। তিনি সকল আত্মার পরাগতি। সমুদয় আত্মার পরমা গতি। তাঁকে যিনি জানেন তিনি বেদিতা।

শাকল্য আরও জানিতে চাহিলেন—কোন্ দিকে কোন্ দেবতা। সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া মহর্ষি জানাইয়া দিলেন যে, সকল দেবতার পরমাশ্রয় হৃদয়। হৃদয় দ্বারা তাঁহাকে পাইতে হইবে। মনে হয়, হৃদয়ের সম্পদ যে প্রীতি তাহা দ্বারাই রুদ্রকে পাইতে হইবে—ইহাই মহর্ষির অন্তরের কথা।

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে ছয় জন ঋষির মত উপস্থিত করা হইয়াছে। সকলেই ঠিক বলিয়াছেন। আংশিক সত্য সকলের অনুভূতির মধ্যেই আছে। বাক্ ব্রহ্ম, প্রাণ ব্রহ্ম, চক্ষু ব্রহ্ম, শ্রোত্র ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, হৃদয় ব্রহ্ম। বস্তুতঃ প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মস্বরূপ। অভিব্যক্তির তরতমতা।

বাকের প্রতিষ্ঠা আকাশে—প্রজ্ঞা ইত্যেনদুপাসীত।
প্রাণের প্রতিষ্ঠা আকাশে—প্রিয় ইত্যেনদুপাসীত।
চক্ষুর প্রতিষ্ঠা আকাশে—সত্যমিত্যেনদুপাসীত।
শ্রোত্রের প্রতিষ্ঠা আকাশে—অনন্ত ইত্যেনদুপাসীত।

মনের প্রতিষ্ঠা আকাশে—আনন্দ ইত্যেনতুপাসীত।

হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা আকাশে—স্থিতিরিত্যেনতুপাসীত।

ইহাদের সকলের প্রতিষ্ঠা আকাশে অর্থাৎ ব্যাপকতায়। প্রজ্ঞার ব্যাপকতাই ব্রহ্ম। প্রিয়তা সত্যতা অনন্তস্বরূপতা আনন্দস্বরূপতা স্থিততা—ইহাদের প্রত্যেকেরই ব্যাপকতায় প্রতিষ্ঠা হইলে ব্রহ্মরূপতা হয়। সুতরাং প্রত্যেকেই ব্রহ্মের একপাদ।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের নাম কূর্চ-ব্রাহ্মণ। কূর্চ অর্থ কুরসী—বসিবার আসন। জনক এতক্ষণে ঠিক বুঝিয়াছেন যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মজ্ঞ। সত্যসত্যই তিনি ব্রহ্মবিদ্। ইহা বুঝিবার পর জনকের পক্ষে আর আসনে বসিয়া থাকা সম্ভবপর নহে। তিনি কূর্চাৎ উপাবসর্পন্—আসন হইতে উত্থিত হইয়া মহর্ষিকে নমস্কার করিলেন। আগে বলিয়াছেন, নঃ ব্রূহি—আমাদিগকে বলুন; এখন বলিলেন, 'অনু-মা শাধি'—আমাকে উপদেশ দিন। জনকের এই পরিবর্ত্তনটি লক্ষ্য করাইবার জন্য ব্রাহ্মণের নাম কূর্চ-ব্রাহ্মণ।

এই ব্রাহ্মণে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন হৃদয়ের তত্ত্ব। চক্ষুর পুরুষ ইন্দ্র ও বিরাট, দু'য়ের মিলনভূমি হৃদয়। ইন্দ্রের রাজত্ব ইন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয়গুলি লোভী—সংকীর্ণ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তথা ইন্দ্রের সঙ্গে যদি বিরাটের মিলন হয় তখন লোভ, ক্ষুদ্রতা, সংকীর্ণতা চলিয়া যায়। বিশাল হৃদয়ে তার স্থান হয়। হৃদয় হইতেই সকল প্রাণশক্তি প্রবাহিত হয় (আস্রবতি)। বস্তুতঃ হৃদয় দিয়াও ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করা যায় না। ব্রহ্মের প্রকৃত

স্বরূপ 'নেতি নেতি' ছাড়া আর কোন উপায় নাই প্রকাশ করিবার। ব্রহ্ম অ-গ্রাহ্য অ-শীর্য অ-সঙ্গ অ-বদ্ধ অ-ভয়।

তৃতীয় ব্রাহ্মণের (৪র্থ অধ্যায়) আলোচ্য বিষয় —আত্মার স্বয়ংজ্যোতির কথা। জনকের প্রশ্ন—পুরুষের জ্যোতি কি? মহর্ষির উত্তর—সূর্য্য। সূর্য্য অস্ত গেলে? চন্দ্র। চন্দ্র অস্ত গেলে? অগ্নি। অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে? বাক্। বাক্ নিরস্ত হইলে? আত্মাই, নিজের জ্যোতি নিজে। আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ স্বয়ং-জ্যোতি, আত্মাই আত্মার জ্যোতি।

আত্মা স্রষ্টা। আত্মা হিরণ্ময় পুরুষ, একহংস অমৃতস্বরূপ।

স্বপ্নেন শারীরমভিপ্রহত্যাসুপ্তঃ সুপ্তানাভিচাকশীতি। "শুক্র-মাদায় পুনরৈতি স্থানং হিরণ্ময়ঃ পুরুষ একহংসঃ।" শরীরকে নিশ্চেষ্ট করিয়া সুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে দর্শন করে আত্মা। শরীরকে নিশ্চেষ্ট করে স্বপ্ন দ্বারা। স্বপ্ন শব্দের মৌলিক অর্থ নিদ্রা। নিদ্রার সময় ইচ্ছামত দর্শনের শক্তি থাকে না। এখানে নিদ্রা অর্থ ধ্যান। সাধারণ মানুষের নিদ্রাভূমি, আর আর সাধকের ধ্যানভূমি মূলতঃ একই। নিদ্রা আসে ক্লান্তিবশতঃ। ধ্যান আনে সাধক চেষ্টা দ্বারা। ঠিক সেইরূপ সাধারণ মানুষের সুষুপ্তিভূমি আর সাধকের সমাধিভূমি একই। শ্রুতির স্বপ্ন ও সুষুপ্তি শব্দ ধ্যানভূমি ও সমাধিভূমির পরিভাষা। উপরোক্ত শ্লোকের অর্থ হইল—

ধ্যানের দ্বারা শরীরসম্বন্ধীয় সকল বিষয়কে চেষ্টাহীন করিয়া (অভিপ্রহত্য) নিজে অলুপ্ত থাকিয়া অর্থাৎ জাগ্রত থাকিয়া হিরণ্ময় পুরুষ ইন্দ্রিয়াদি যাবদ্বস্তুকে সুপ্তাবস্থায় দর্শন করেন।

বার বার দর্শন করেন। ইহাতে সেই একহংস নিজেরই যে শুভ্র জ্যোতি তাহা লাভ করিয়া স্বস্থানে স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়। ইহা দ্বারা সাধনের একটী গভীর রহস্য প্রকাশ করা হইল। পরবর্ত্তী কতিপয় মন্ত্র এই আলোতে গ্রহণ করিতে হইবে।

আত্মাকে একহংস বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন, একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে (৬।১৫) এই ভুবন-মধ্যে এক অদ্বিতীয় হংস আছে। অবিদ্যা হননকারী বলিয়া হংস। অথবা অহং পদবাচ্য পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া 'সোঽহং' হংস। অথবা নীর হইতে ক্ষীরকে পৃথককরণে সামর্থ্যশালী—সারগ্রাহী বলিয়া হংস। এই হংসকে জানিলেই মৃত্যু অতিক্রম করা যায় (তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি)।

এই আত্মার তিনভূমিতে (জাগ্রৎ ধ্যান ও সমাধি) বিচরণের রহস্যময় ক্রীড়া বৃহদারণ্যক বর্ণনা করিতেছেন।

লোকে তাহার ক্রীড়াস্থল তিনটি—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি দর্শন করে কিন্তু যে ক্রীড়াকারী তাহাকে কেহ দেখিতে পায় না।

মৎস্য নদীর মধ্যে থাকে, আবার দুই কূলেও বিচরণ করে। আত্মা স্ব-স্বরূপে থাকে, আবার জাগ্রৎ স্বপ্ন দুই ভূমিতে চলে। সুষুপ্তি-ভূমিতে থাকাই স্ব-স্বরূপে থাকা।

পাখী যেমন আকাশে উড়ে, আবার ক্লান্ত হইলে পক্ষ সংকুচিত করিয়া নিজের বাসায় আসে, সাধকের আত্মা সেইরূপ জাগ্রত ও ধ্যানভূমিতে বিচরণ করিয়া সমাধিভূমিতে আসে। পাখীর বাসার জন্য শ্রুতি শব্দটি দিয়াছেন 'সংলয়', সম্+লি-অয়,

যাহাতে লীন হইয়া থাকে তাহা সংলয়।—যেখানে পেঁাছিলে স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়—তাহাই বাহ্যতঃ সুষুপ্তিভূমি—তত্ত্বতঃ সমাধি-ভূমি।

এই অবস্থায় আত্মা রসাস্বাদন করেন না, করেন, করিয়াও করেন না। নিত্য বর্ত্তমান আত্মা রসস্বরূপ রসয়িতা—এইজন্য সর্ব্বদাই রসাস্বাদন করেন। আবার, রসাস্বাদন করেন না, কারণ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। স্ব-স্বরূপে তার পরমানন্দ—এষোঽস্য পরমানন্দ এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপ-জীবন্তি। অন্য সমুদয় ভূত এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে।

বৃন্ত হইতে যেমন ফল চ্যুত হয়, সেই প্রকার আত্মা যখন সমুদয় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বস্থানে গমন করে তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া তৃতীয় ব্রাহ্মণ শেষ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী চতুর্থ ব্রাহ্মণ এই বিষয় অর্থাৎ আত্মার উৎক্রমণ পুনর্জন্ম ক্রমমুক্তি ও সদ্যমুক্তি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। পঞ্চম ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণের (২।৪) পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

বৃহদারণ্যকের প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায় মধুকাণ্ড, তৃতীয় চতুর্থ অধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যকাণ্ড এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় খিলকাণ্ড। খিল শব্দের অর্থ পরিশিষ্ট। এই দুই অধ্যায় পরে যুক্ত হইয়াছে এইরূপ মনে হয়। পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চদশটি ব্রাহ্মণ।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে ।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অদঃ=ঐ, ইদং=এই। ঐ পূর্ণ এই পূর্ণ। উদচ্যতে= নির্গত হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণ নির্গত হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণ অবশিষ্ট থাকে। ব্রহ্মের দুইটী স্বরূপ ভাবনা করা হইয়াছে। দেশকালের অতীত অপরিণামী নিত্য সত্তা—আর দেশকালে প্রকাশিত পরিণামী নিত্য সত্তা। মন্ত্রে বলা হইয়াছে —অপরিণামী নিত্য ব্রহ্মও পূর্ণ, পরিণামী নিত্য জীব-জগৎ রূপে প্রকাশিত ব্রহ্মও পূর্ণ। পারমার্থিক অপরিণামী ব্রহ্মস্বরূপ হইতেই ব্যবহারিক পরিণামী-স্বরূপ উৎপন্ন হইয়াছেন।

'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়' বাক্যের নানাপ্রকার অর্থ করা যায়। আদায়—গ্রহণ করিলে। গ্রহণ করা দুই প্রকার হইতে পারে। বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করিলে—তাহার অর্থ হয় "জানিলে।" আর বস্তু-স্বরূপে গ্রহণ করিলে, লইয়া চলিয়া গেলে বলিলে অর্থ হয় "বাদ দিলে, সরাইয়া লইলে।"

অপরিণামী নিত্য ব্রহ্মস্বরূপের (পূর্ণস্য) যে পরিণামী নিত্য-ব্যক্ত রূপ, তাহাকে যদি বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করি, ভাল করিয়া জানি তাহা হইলে দেখা যাইবে অপরিণামী নিত্য স্বরূপই (পূর্ণং) অবশিষ্ট থাকে।

অথবা—পরিণামী নিত্য ব্যবহারিক ব্রহ্মস্বরূপের (পূর্ণস্য) এই ব্যবহারিক ব্যক্ত ভাব যদি সরাইয়া ফেলি তাহা হইলে দেখা যাইবে অপরিণামী নিত্য পারমার্থিক ব্রহ্মস্বরূপই (পূর্ণং) অবশিষ্ট আছে।

অথবা—অপরিণামী নিত্য পারমার্থিক ব্রহ্মস্বরূপের (পূর্ণস্য) যেটি পরিণামী রূপ (পূর্ণং) সেটি যদি সরাইয়া ফেলি তাহা হইলে দেখা যাইবে অপরিণামী নিত্য পারমার্থিক সত্তাই অবশিষ্ট আছে।

অথবা—পরিণামী নিত্য ব্যক্ত ব্রহ্মের (পূর্ণস্য) কারণীভূত যে অপরিণামী নিত্য অব্যক্ত স্বরূপ (পূর্ণং) তাহাকে যদি সম্যকভাবে জানি তাহা হইলে দেখা যাইবে অপরিণামী নিত্য স্বরূপই বিরাজমান আছে, অবশিষ্ট আছে। সার কথা হইল এই যে, অপরিণামী নিত্যলীলা হইতেই পরিণামী প্রকাশমান বিশ্বজগৎ। মহাপ্রলয়ে, প্রকাশমান জগৎ বিলীন হইয়া গেলে, অপরিণামী নিত্যলীলা চলিতেই থাকিবে। তিনি প্রকাশিত হইলে বা না হইলে তাঁহার স্বরূপের কোন ক্ষুণ্ণতা হয় না।

এই সিদ্ধান্তের ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১১ "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়-লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি।"

এই সূত্রের রামানুজ অর্থ করিয়াছেন—জীব-জগতের সহিত সম্বন্ধবশতঃও পরব্রহ্মে কোনরূপ দোষ স্পর্শ করে না (ন স্থান-তোঽপি) কারণ বেদান্তের সর্ব্বত্রই পরব্রহ্মের উভয়লিঙ্গ সগুণ ভাব ও নির্গুণ ভাব দৃষ্ট হয়। অতএব বুঝিতে হইবে তিনি সগুণ হইলেও নিত্যনির্দ্দোষ গুণসম্পন্ন সুতরাং জীব বা জগতের কোন দোষ স্পর্শের আশঙ্কা থাকিতে পারে না ;

আচার্য্য শঙ্কর অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন—স্থানতঃ অপি (উপাধিযুক্ত অবস্থাতেও) পরস্য উভয়লিঙ্গঃ ন, পরব্রহ্ম সবিশেষ

নির্ব্বিশেষ এই উভয়রূপ নহেন। কারণ—সর্ব্বত্রহি সমস্ত শ্রুতিতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ আছে।

একই সূত্রের দুই প্রকার পদচ্ছেদ করিয়া দুই আচার্য্য দুই-প্রকার অর্থ করিয়াছেন। রামানুজ অর্থ করেন, ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ উভয়ই। শঙ্কর অর্থ করেন, ব্রহ্ম সবিশেষ নহেন শুধু নির্ব্বিশেষ; দু'জনারই অবলম্বন, শ্রুতিমন্ত্র। বক্তব্যও এক—জীব ও জগতের কোন দোষ পরব্রহ্মকে স্পর্শ করে না।

ওঁ খং ব্রহ্ম। ওঁ=নিত্য সত্য; খং=আকাশ। আকাশই ব্রহ্ম ইহা নিত্য সত্য। অথবা নিত্য সত্যের যে আকাশ-রূপ তাহাই ব্রহ্ম, অথবা আকাশের যে নিত্য সত্য রূপ অর্থাৎ মহাকাশ অখণ্ডাকাশ তাহাই ব্রহ্ম।

ঋষি কৌরব্যায়ণীপুত্র বলিয়াছেন যে, আকাশ পুরাণ ও (বায়ুরং) বায়ুর আধার। বায়ু বলিতে প্রাণশক্তি ধরিলে ব্রহ্মবস্তু চির পুরাতন অপরিণামী এবং প্রাণশক্তির আধার।

ইহাই বেদ—বেদোঽয়ং। যাহা কিছু জানিবার আছে ইহাতেই আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

প্রজাপতির তিন সন্তান—দেব, মনুষ্য ও অসুর। তিন সন্তানই প্রজাপতি সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়া-ছিল। দেবগণ প্রজাপতিকে বলিলেন, আপনি আমাদিগকে

উপদেশ দিন (ব্রবীতু নো ভবান্)। প্রজাপতি বলিলেন—দ।

তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বুঝিলে ? দেবতারা বলিলেন—বুঝিয়াছি। আপনি বলিলেন, দাম্যত—দান্ত হও। প্রজাপতি বলিলেন—ওম্, হাঁ বুঝিয়াছ।

মনুষ্যগণ বলিলেন, আমাদিগকে উপদেশ দিন। প্রজাপতি বলিলেন—'দ'। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বুঝিলে ? তাহারা বলিলেন, বুঝিয়াছি—আপনি বলিলেন—'দত্ত' দান কর। প্রজাপতি বলিলেন—ওম্, হাঁ বুঝিয়াছ।

অসুরগণ বলিলেন—আমাদিগকে উপদেশ করুন। প্রজাপতি বলিলেন—'দ'। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বুঝিলে ? অসুর গণ বলিলেন—বুঝিয়াছি, আপনি আমাদিগকে বলিলেন 'দয়ধ্বং, দয়া কর। প্রজাপতি বলিলেন—ওম্, হাঁ বুঝিয়াছ। সুতরাং ইহাই অনুশাসন—দ-দ-দ। মেঘগর্জ্জনে এই দৈবীবাক্য প্রতিধ্বনিত হয়—দ-দ-দ – দান্ত হও, দান কর, দয়া কর। সুতরাং এই তিনটি শিক্ষা দিবে। দম দান দয়া।

পঞ্চম অধ্যায়

তৃতীয় ব্রাহ্মণ

যাহা হৃদয়, তাহা প্রজাপতি, তাহাই ব্রহ্ম। ইহাই সমুদয়। হৃ-দ-য় তিনটি অক্ষর। 'হৃ' যিনি জানেন তার জন্য আত্মীয় ব্যক্তিগণ উপহার আনে। 'দ' যিনি জানেন আত্মীয়গণ তাহাকে অর্থ দান করেন। 'য়ম্' যিনি জানেন তিনি স্বর্গলোকে গমন করেন।

অভিহরন্তি হইতে হৃ ধাতুর হৃ, দদতি দা ধাতুর দ, আর এতি ই ধাতুর য়ম্।

চতুর্থ ব্রাহ্মণ

এই হৃদয়ই ব্রহ্ম। তাহাই ছিল সত্য। যিনি প্রথম জাত মহদ্ যক্ষকে "সত্যব্রহ্ম" বলিয়া জানেন, তিনি সমুদয় লোক জয় করেন। তাহার শত্রুও পরাভূত হয়। যিনি প্রথম জাত মহৎ যক্ষকে পূজ্যকে সত্য বলিয়া জানেন তিনি সমুদয় লোক জয় করেন। সত্যই ব্রহ্ম। সত্যং হি এব ব্রহ্ম।

সত্যই ব্রহ্ম। অথবা সত্য হইতেই ব্রহ্ম হইয়াছে, সত্যই ব্রহ্মকে সৃষ্টি করিয়াছে। পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণে তাহাই বলা হইয়াছে।

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

আপ এবেদমগ্র আসুঃ।

জল রূপে ছিল পূর্ব্বে এই জগৎ। জল সৃষ্টি করিয়াছিল সত্যকে। সত্য ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রহ্মা প্রজাপতিকে। প্রজাপতি দেবসমূহকে সৃষ্টি করিয়াছিল।

দেবগণ সত্যেরই উপাসনা করেন (দেবা সত্যমেবোপাসতে) সত্য তিনটি অক্ষরযুক্ত, স একটি, তি একটি ও যম্ একটি। (স-ত্-য) স আর য দুই-ই সত্যবাচী। মধ্যের ত্ অনৃতবাচী। অসত্য ত্ দুইদিকে সত্য দ্বারা বেষ্টিত। এইজন্য অসত্য হইলেও সত্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যিনি ইহা জানেন অসত্য তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

অসত্য—ত্ সত্য হইল, 'সত্যভূয়' হইল। দুইদিকে সত্য আছে সত্যের সাহচর্য্যে—সত্যভূয়=সত্যবাহুল্য (শঙ্কর), কেহ কেহ সত্যভূয়কে সত্যবাহুল্য না বলিয়া সত্যের ভাবপ্রাপ্ত এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। যেমন গীতায় 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ব্রহ্মভূয় অর্থ ব্রহ্মের ভাবপ্রাপ্ত।

যাহা সত্য তাহাই আদিত্য। আদিত্য-মণ্ডলের পুরুষ ও দক্ষিণ চক্ষুতে অবস্থিত পুরুষ দুইজন পরস্পরে প্রতিষ্ঠিত। আদিত্য পুরুষ রশ্মিদ্বারা চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণসমূহদ্বারা আদিত্য-পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। যখন পুরুষ মুমূর্ষু হয় তখন সে আদিত্যমণ্ডলকে শুভ্র দেখে। তখন ঐ সমুদয় রশ্মি এই পুরুষে প্রত্যাগমন (প্রত্যায়ন্তি) করে না।

সূর্য্যমণ্ডলে যে পুরুষ ভূঃ তাহার শির। শির থাকে একটিই—ভূঃ কথাটিতেও একটিই অক্ষর। ভুবঃ ঐ পুরুষের দুই বাহু। ভুবঃ পদে অক্ষরও দুইটি। স্বর পাদদ্বয় (প্রতিষ্ঠা) দুই পা, স্বর পদে দুই অক্ষর। 'অহঃ' এইটি ঐ পুরুষের গুপ্তনাম। অহং আর অহঃ উচ্চারণে সাদৃশ্য। অহংএর সঙ্গে আদিত্যমণ্ডলের সম্বন্ধ। হন্তি পাপ্মানং জহাতি চ—পাপকে বিনাশ করেন এবং ত্যাগ করেন। অহঃ দিন—অন্ধকার বিনাশ করে। আর 'অহং' এই জ্ঞান যদি সম্যক্ ভাবে হয়—পারমার্থিক অহং-কে মানুষ চিনিতে পারে তাহা হইলে তার সকল পাপান্ধকার দূরীভূত হইয়া যায়।

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণ

মনোময় পুরুষ জ্যোতিস্বরূপ সত্যস্বরূপ অন্তর্হৃদয়ে বর্ত্তমান। ব্রীহি বা যবের মত সূক্ষ্ম। তিনি সমুদয়ের ঈশান ও অধিপতি। যাহা কিছু আছে সমুদয়কে তিনি শাসন করেন (প্রশাস্তি)।

পঞ্চম অধ্যায়

সপ্তম ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতেরা বলেন, বিদ্যুৎ ব্রহ্ম। কেন? বলেন, 'বিদানাৎ' —(দো ধাতু অবখণ্ডনে) খণ্ড খণ্ড করে বলিয়া বিদ্যুৎ। বিদ্যুৎ ব্রহ্ম। ইহা যিনি জানেন বিদ্যুৎ তাঁহাকে পাপ হইতে খণ্ডন করে (বিদ্যতে এনং)। বিদ্যুৎই ব্রহ্ম।

বিদ্যুৎ ব্রহ্ম এইকথা শ্রুতিতে বহুবার আছে। ইহার কারণ বোধ হয় এই—পৃথিবীতে যত প্রকার আলোক আছে তন্মধ্যে বিদ্যুতের আলোই বেশী চোখ-ঝলসান উজ্জ্বল। সূর্য্যে চন্দ্রে অগ্নিতে যে মহাজ্যোতির প্রকাশ, তাহারই আরও তীক্ষ্ণতর প্রকাশ বিদ্যুতে। এইজন্য যে কারণে সূর্য্যকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে সেই কারণেই বিদ্যুৎকে ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তা ছাড়া বিদ্যুতের যেমন একটা চমকানো প্রকাশ, ব্রহ্মপ্রকাশও তদনুরূপ। কেন শ্রুতি বিদ্যুতের সহিত ব্রহ্মের সাদৃশ্যের কথা বলিয়াছেন—যদেত দ্বিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা—এই যে বিদ্যুতের (প্রভা) চমকিত হইল ইহারই সদৃশ (কেন ৪।৪)।

পঞ্চম অধ্যায়

অষ্টম ব্রাহ্মণ

বাক্‌কে ধেনুরূপে উপাসনা করিবে। ধেনুর সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য দেখাইতেছেন।

বাকের ধেনুর মত চারিটি স্তন—স্বাহাকার, বষট্‌কার হন্ত-কার, এবং স্বধাকার। দেবতাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দিতে স্বাহা ও বষট্। মনুষ্যদিগকে অন্নানি প্রদান করিতে হন্ত। শ্রাদ্ধতর্পণাদিতে পিতৃকর্ম্মে স্বধা উচ্চারণের বিধান। প্রাণ বৃষ। মন বৎস।

স্বাহা শব্দে অগ্নির পত্নী। অথবা স্ব—নিজকে, আহ—আহুতি; নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া, আত্মার্পণ। অথবা—সু+আহ। সুষ্ঠুভাবে বলা। আহ একটি ধাতু ছিল। যাহা হইতে আহ আহতুঃ আহুঃ হয়। এই ধাতু হইতে বিস্ময়সূচক অহো, আহা উৎপন্ন; স্বাহা অর্থ শোভন বাক্য। ইহা কাহারও ব্যাখ্যা। বাংলায় সুরাহা শব্দের মূলও বোধ হয় এই আহ ধাতু।

বাক্য সুন্দরভাবে উচ্চারিত হইলে তাহা দ্বারা দেবগণ পিতৃ-গণ মনুষ্যগণ সকলেই তৃপ্তি লাভ করেন। বাক্ শব্দদ্বারা শুধু মন্ত্র বুঝাইলে সুষ্ঠু মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা সকলেই প্রীত হন। বাক্যকে সুষ্ঠু সুন্দর করে প্রাণ। প্রাণবন্ত বাক্যই আনন্দপ্রদ। এই জন্য প্রাণ বাক্‌ধেনুর বৃষ। সুষ্ঠু উচ্চারিত বাক্ হইতে তৃপ্তি লাভ করে মন—বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের মন। এই জন্য মন বৎস।

পঞ্চম অধ্যায়

নবম ব্রাহ্মণ

পুরুষের অভ্যন্তরে যে অগ্নি তাহাই বৈশ্বানর। ভুক্ত অন্ন ঐ অগ্নি দ্বারা পরিপাক হয়। অগ্নি প্রজ্বলনে একটা শব্দ উঠে। কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন করিলে ঐ শব্দ শোনা যায়। যখন দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যায় তখনও ঐ শব্দ শ্রুত হয়। গীতাও বলিয়াছেন, অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা (১৫।১৪)। মাণ্ডূক্য শ্রুতি (১।৩) আত্মার প্রথম পাদকে বৈশ্বানর বলিয়াছেন। বৈশ্বানরে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও আছে।

পঞ্চম অধ্যায়

দশম ব্রাহ্মণ

যখন মানুষ ইহলোক হইতে চলিয়া যায় তখন সে প্রথমে বায়ুতে যায়। তাহার যাইবার পথ দিবার জন্য বায়ু আপনাতে একটি ছিদ্র উৎপন্ন করে। রথের চাকার মধ্যে যেরূপ একটি ছিদ্র সেইরূপ। সেই ছিদ্রদ্বারা সে আদিত্যে উপস্থিত হয়। আদিত্য তাহার যাইবার জন্য আপনাতে একটি ছিদ্র (খং) উৎপন্ন করে। সম্বর নামক বাদ্যযন্ত্রের ছিদ্রের মত। ঐ ছিদ্রপথে সে উর্দ্ধে গমন করতঃ চন্দ্রলোকে উপস্থিত হয়। চন্দ্র তাহার গমনের জন্য আপনাতে একটি ছিদ্র (খং) উৎপন্ন করে দুন্দুভির ছিদ্রের মত। ঐ ছিদ্র দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিয়া সে শোকশূন্য হিমশূন্যলোকে উপস্থিত হয়। সেই লোকে চিরকাল বাস করে। 'খ' পদে ঠিক

ছিদ্র বুঝায় না, ‘খ’ পদে বুঝায় আকাশ। প্রত্যেক বস্তুতেই আকাশ আছে। জীবাত্মা সেই আকাশ-পথে ক্রমে ঊর্দ্ধে, চলিয়া যায়—এইরূপ অর্থ অধিকতর সঙ্গত মনে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

একাদশ ব্রাহ্মণ

মানুষ যে ব্যাধিগ্রস্ত হয় (ব্যাহিত) ইহা পরম তপস্যা। ইহা যিনি জানেন তিনি পরমলোক লাভ করেন। মানুষ যে মৃত-দেহকে অরণ্যে লইয়া যায় ইহাও পরম তপস্যা। ইহা যিনি জানেন তিনি পরমলোকে বাস করেন। মানুষ যে মৃতদেহকে অগ্নিতে স্থাপন করে (অভি+আদধতি) তাহাও পরম তপস্যা। ইহা যিনি জানেন তিনি পরমলোক লাভ করেন। মৃতদেহে অগ্নি সংযোগ করার তাৎপর্য্য হইল আহুতি দেওয়া। মুখ উত্তমাঙ্গ বলিয়া মুখে সর্ব্বপ্রথম অগ্নিপ্রদান করিয়া ঐ দেহকে আহুতি দেওয়া যায়। অগ্নি ব্রহ্মে (ব্রহ্মাগ্নৌ) দেহ আহুতি দিয়া দেহকেও ব্রহ্মময় করিয়া দেওয়া হয়। এইজন্য উহাও তপস্যা।

পঞ্চম অধ্যায়

দ্বাদশ ব্রাহ্মণ

কেহ কেহ বলেন, অন্ন ব্রহ্ম। তাহা ঠিক নহে। অন্ন পচিয়া যায় (পুয়তি) প্রাণ না থাকিলে। কেহ কেহ বলেন প্রাণ ব্রহ্ম। তাহাও ঠিক নহে। প্রাণ শুষ্ক হইয়া যায় অন্ন না থাকিলে। ইহা দেখিয়া প্রাতৃদ ঋষি সিদ্ধান্ত করিলেন—অন্ন ও প্রাণ দুইজন

একথা প্রাপ্ত হইলে পরমত্ব লাভ হয়।

প্রাতৃদ ঋষি পিতাকে বলিলেন—যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহার কি করিতে পারি—কল্যাণ কি অকল্যাণ? পিতা হস্ত দ্বারা নিষেধ করিয়া কহিলেন—না প্রাতৃদ, অন্ন ও প্রাণের একত্ব জানিয়া কে ব্রহ্মত্ব লাভ করিতে পারে? পিতা বলিলেন—বি, অন্নই বি, অন্নেই এই ভূতসকল আশ্রিত (বিষ্টানি)। তারপর পিতা বলিলেন—রম্। প্রাণই রম্, কাবণ প্রাণেই সকল ভূত রমণ করে। (রমন্তে—আরাম লাভ করে)। এই তত্ত্ব যিনি জানেন সমুদয় ভূত তাহাতে আশ্রিত থাকে ও গাহাকে বমণ করে।

প্রাতৃদের মনের ভাব অন্ন ও প্রাণের একত্ব যে জানে সে ব্রহ্মজ্ঞ; সুতরাং কেহ তাহার কোন কল্যাণ অকল্যাণ করিতে পারে না। তাহার পিতা বুঝাইয়া দিলেন—অন্ন প্রাণের একত্ব-বোধ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞ হয় না। তবে ঐ জ্ঞানেরও ফল আছে। 'বিষ্টানি'র 'বি' আর 'রমন্তে'র 'রম্' লইয়া পিতা ফলের কথা বলিলেন। যে উহা জানে সর্ব্বভূত তাহাতে বিষ্টিত (আশ্রিত) হয় ও তাহাকে রমণ করে—আনন্দ দেয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রয়োদশ ব্রাহ্মণ

উক্‌থ এক প্রকার বেদমন্ত্র। ঋষি বলিতেছেন, প্রাণই উক্‌থ। কারণ, প্রাণ সমুদয়কে উত্থাপন করে (উত্থাপয়তি)। যিনি ইহা

জানেন তাঁর উক্‌থবিৎ বীরপুত্র জন্মে। তিনি উক্‌থের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

প্রাণই যজুঃ। কারণ প্রাণেই সমুদয় যুক্ত হয় (যুজ্যন্তে)। ইহা যিনি জানেন তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সমুদয় ভূত সম্মিলিত হয়। তিনি যজুর সহিত সালোক্য ও সাযুজ্য লাভ করেন।

প্রাণই সাম। কারণ সমুদয় বস্তু প্রাণেই সম্যক্ গমন করে (সম্যঞ্চি), সম্মিলিত হয়। যিনি ইহা জানেন তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সম্পাদনের জন্য সমস্ত ভূত সম্মিলিত হয়। তিনি সামের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

প্রাণই ক্ষত্র। কারণ প্রাণই ইহাকে ক্ষত হইতে ত্রাণ করে। যিনি এই প্রকার জানেন তাঁহার ত্রাণের জন্য অপরের সাহায্য আবশ্যক হয় না। তিনি ক্ষত্রের সহিত সাযুজ্য ও সালোক্য লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণ

ভূমি, অন্তরীক্ষ, দ্যৌ এই কয়েকটিতে আটটি অক্ষর ('দ্যৌ' কে 'দিয়ৌ' পাঠ করিতে হইবে)। গায়ত্রীর প্রত্যেক পাদে আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর এক পাদে এই তিন লোক। ঋচঃ যজুংষি সামানি—এই কয়েকটিতে আট অক্ষর। গায়ত্রীর একটি পাদেও আটটি অক্ষর। ইহার এক পাদেই এই তিন বেদ।

প্রাণ অপান ব্যান এই কয়েকটিতে আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর এক পাদেও আটটি অক্ষর। গায়ত্রীর একপাদেই এই তিনটি প্রাণ। আকাশের পরপারে (পরোরজাঃ) যিনি উত্তাপ দেন তিনি গায়ত্রীর দর্শনীয় (দর্শতম্) তুরীয় পাদ।

গায়ত্রী আকাশের উপরিভাগস্থ সেই দর্শনীয় পাদে প্রতিষ্ঠিত, তাহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুই সত্য। সেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত। প্রাণই বল। এইজন্য বলা হয়—বল সত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বলং সত্যাৎ ওজীয় (ওজঃ+ঈয়সু)। গায়ত্রী অধ্যাত্ম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

গায়ত্রী 'গয়' সমূহকে ত্রাণ করে। 'গয়'ই প্রাণ? গায়ত্রী প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে। গয়সমূহকে ত্রাণ করে বলিয়া ইহার নাম গায়ত্রী। (গয় শব্দ জি ধাতু হইতে জাত। যাহা জয় করা হইয়াছে তাহা গয়)।

কেহ কেহ অনুষ্টুপ ছন্দের একটি মন্ত্রকে সাবিত্রীমন্ত্র বলিয়া উপদেশ দেন (অন্বাহ)। তারা বলেন, বাক্যই অনুষ্টুপ এবং আমরা এই অনুষ্টুপ বাক্যেরই উপদেশ দেই। অনুষ্টুপ সাবিত্রী—

তৎ সবিতুঃ বৃণীমহে বয়ং দেবস্য ভোজনম্।
শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভর্গস্য ধীমহি॥

ঋগ্বেদ ৫।৮২।১

আমরা সবিতা দেবতার নিকট ভোগযোগ্য ধন (ভোজনং) প্রার্থনা করি (বৃণীমহে)। আমরা যেন ভর্গদেবতার নিকট শ্রেষ্ঠ সর্ব্বভোগ্য শত্রুনাশকারী ধন লাভ করি।

এই প্রকার উপদেশ দিবে না, ন তথা কুর্য্যাৎ গায়ত্রীমেব

সাবিত্রীং অনুব্রূয়াৎ। গায়ত্রীছন্দের সাবিত্রীই উপদেশ দিবে, অনু-ষ্টুপ ছন্দের সাবিত্রী গায়ত্রী নহে। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বহুধন প্রতিগ্রহ করেন তাহাও গায়ত্রীর একপাদের সমান হইবে না।

যদি কেহ বহুদ্রব্যপূর্ণ তিন লোক দান রূপে গ্রহণ করে তাহাতে কেবল গায়ত্রীর একপাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ত্রয়ী বিদ্যার শক্তি যতদূর পর্য্যন্ত সেই পর্য্যন্ত কেহ যদি দান গ্রহণ করে তাহাতে গায়ত্রীর দ্বিতীয় পাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাণবান জগৎ যতদূর পর্য্যন্ত ততদূর পর্য্যন্ত কেহ যদি দান প্রতিগ্রহ করে তাহাতে গায়ত্রীর তৃতীয় পাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর আকাশের উপরি-ভাগে যিনি তাপ দিতেছেন সেই দর্শনীয় চতুর্থ পাদকে কেহ লাভ করিতে পারে না, তাহা কেহই লাভ করিতে পারে না। এত দান কে গ্রহণ করিতে পারে?

গায়ত্রীর উপস্থান (স্তুতি) — হে গায়ত্রী! তুমি একপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী ও চতুষ্পদী। তুমি পদবিহীনা। কেহ তোমাকে জানিতে পারে না (ন পদ্যসে)। আকাশের উপরিভাগে (পরোরজসে) তোমার যে দর্শনীয় তুরীয়পাদ তাহাকে নমস্কার।

আমরা যখন তোমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করি তখন পাপরূপ শত্রু যেন তার দুষ্ট মতলব সিদ্ধি করিতে না পারে। আমরা তোমাকে চাই। কেহ যেন তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতে না পারে।

গায়ত্রী-বিষয়ে বৈদেহ জনক বুড়িল—অশ্বতরাশ্বের পুত্রকে বলিয়াছিলেন—তুমি গায়ত্রীবিৎ, তাহা হইলে হস্তী হইয়া ভার বহন

কেন করিতেছ? তিনি বলিলেন, হে সম্রাট, আমি গায়ত্রীর মুখ সম্বন্ধে জানি না।

জনক বলিলেন, অগ্নি তাহার মুখ। বহু কাষ্ঠ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নি সমুদয়ই দগ্ধ করে। গায়ত্রীজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি বহু পাপও করে—গায়ত্রী প্রভাবে তিনি ঐ সব বিনাশ করিয়া শুদ্ধপূত অজর অমৃত হন।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণ

হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ আচ্ছাদিত। হে পুষা, আবরণ শূন্য কর যাহাতে আমরা সত্যধর্ম্মকে দেখিতে পাই। হে একর্ষ্যে, হে যম, হে সূর্য্য, হে প্রজাপতি-নন্দন, তোমার রশ্মিসমূহ সংযত কর। তোমার তেজ উপসংহার কর—তোমার কল্যাণতম রূপ যাহাতে দর্শন করিতে পারি। ঐ সূর্য্য-মণ্ডলের পুরুষ যিনি তিনিই আমি।

প্রাণবায়ু বায়ুতে মিশিয়া অমৃতময় হউক। এই দেহ একদিন ভস্মময় হইয়া যাইবে। (হে মন) জীবনে কি করা হইয়াছে তাহা এখন স্মরণ কর। হে অগ্নিস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেবতা, তুমি আমাদিগকে পবিত্র পথে লইয়া যাও—যে পথে গেলে পরমধন লাভ করিতে পারিব। তুমি সব কর্ম্মের সংবাদ রাখ। আমাদিগের নিকট হইতে কুটিল পাপপথ সরাইয়া লও। তোমার উদ্দেশ্যে বহু নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করি।

এই মন্ত্রগুলি ঈশ শ্রুতিতে আছে (১।১৫—১৮)

ষষ্ঠাধ্যায়

প্রথম ব্রাহ্মণ

যিনি জানেন কে জ্যেষ্ঠ কে শ্রেষ্ঠ তিনি জ্ঞাতিগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ হন। অপর যাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাদের মধ্যেও হন।

যিনি বসিষ্ঠকে জানেন তিনি বসিষ্ঠ হন। যিনি প্রতিষ্ঠাকে জানেন, তিনি সমভূমিতে দুর্গম ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চক্ষুই প্রতিষ্ঠা। কারণ চক্ষুদ্বারাই প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়।

যিনি সম্পদকে জানেন, তিনি যাহা কামনা করেন তাহাই লাভ করেন। শ্রোত্রই সম্পদ, কারণ শ্রোত্র দ্বারাই বেদজ্ঞান হয়।

যিনি আশ্রয়কে (আয়তনং) জানেন, তিনি স্বজন ও অপর লোকের আশ্রয় হন। মনই আশ্রয়। যিনি প্রজাপতিকে জানেন তিনি সন্তান ও পশুদ্বারা সম্পন্ন হন। জীব-বীজই প্রযাতি। ৬।১।১—৬।

আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা লইয়া ইন্দ্রিয়গণ বিবাদ করিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা বলিলেন—'যে চলিয়া গেলে দেহ হীনতর হয় সে-ই শ্রেষ্ঠ।

বাগিন্দ্রিয় চলিয়া গেল। বৎসরান্তে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কেমন ছিলে? তাহারা বলিল—মূকের মত ছিলাম।

তবে প্রাণদ্বারা প্রাণকার্য্য, চক্ষুদ্বারা দর্শন, কর্ণদ্বারা শ্রবণ, মনদ্বারা মনন, জীব-বীজ দ্বারা সন্তানোৎপাদন করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছি। বাক্য দেহে প্রবেশ করিল।

চক্ষু চলিয়া গেল। বৎসরান্তে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ঐরূপই শুনিল, যে অন্ধের মত ছিল, অন্য সকল কার্য্য ঠিকই ছিল। কর্ণ চলিয়া গেল, বৎসরান্তে ফিরিয়া জানিল, যে বধিরের মত ছিল, অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ঠিক মতই ছিল। মন চলিয়া গেল। বৎসরান্তে ফিরিয়া জানিল বোকার মত ছিল—অন্য সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যথাযথই ছিল। জীব-বীজ চলিয়া গেল। বৎসরান্তে জানিল যে ক্লীবের মত ছিল, অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ঠিক ভাবেই ছিল।

অনন্তর প্রাণ চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল। সিন্ধুদেশীয় ঘোড়া যেরূপ পায়ের বন্ধনের খুঁটাকে উৎপাটন করে, প্রাণ সেই-রূপ অপর ইন্দ্রিয়বর্গকে উৎপাটন করিতে লাগিল। সকলে বলিল—প্রাণ আপনি যাইবেন না। আপনি গেলে জীবিত থাকিতে পারিব না। প্রাণ বলিল, তবে আমাকে বলি অর্পণ কর। সকলে রাজী হইল।

বাক্ বলিল, আমি যে বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে আপনিও হউন। চক্ষু, কর্ণ মন জীব-বীজ সকলেই ঐ কথা কহিল। প্রাণ কহিল আমার অন্ন বস্ত্র কি হইবে? সকলে বলিল, জগতে যাহা কিছু খাদ্য আছে সকলই আপনার অন্ন। আর জল আপনার বস্ত্র। প্রাণের খাদ্য যিনি জানেন তাঁর কোন খাদ্য অভক্ষ্য নয় জ্ঞানী ব্যক্তি ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে আচমন করেন। উহা

দ্বারাই প্রাণের বস্ত্রাচ্ছাদন হইয়া থাকে। (এই আখ্যায়িকা ছান্দোগ্যে ৫।১-এ আছে। ঐতরেয় ২।৪-এ আছে, প্রশ্ন ২।৩-এ আছে)।

ষষ্ঠাধ্যায়

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ

শ্বেতকেতু উপস্থিত হইয়াছেন পাঞ্চাল সভায়। রাজা প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁর পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রশিক্ষা দিয়াছেন কি না। শ্বেতকেতু 'ওম্' বলিয়া স্বীকৃতি জানাইলে প্রবাহণ তাঁহাকে পরপর পাঁচটা প্রশ্ন করেন। শ্বেতকেতু একটিরও উত্তর দিতে পারিলেন না। দুঃখিত মনে পিতার কাছে ফিরিয়া গিয়া সব কথা বলিলেন। পিতা বলিলেন, এই সব প্রশ্নের উত্তর আমিই জানি না।

পুত্র শ্বেতকেতুকে সঙ্গে লইয়া গৌতম পাঞ্চাল সভায় আসিলেন। প্রবাহণ বলিলেন, এই বিদ্যা ইতঃপূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণে পায় নাই। আমি তোমাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিব। তুমি বিদ্যাপ্রার্থী। তোমাকে কে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে? প্রবাহণ ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। প্রবাহণের পাঁচটি প্রশ্ন ছিল শ্বেত-কেতুর প্রতি—

১। মানুষ মরণের পরে কি প্রকারে বিভিন্ন পথাবলম্বী হয় তাহা তুমি জান?

২। পুনরায় কি প্রকারে মানুষ ইহলোকে ফিরিয়া আসে তাহা তুমি জান?

৩। মৃত্যুর পর বহুলোক পরলোকে গমন করিলেও উহা কেন পূর্ণ হয় না?

৪। জলকে কোন্ আহুতি দিলে তাহা পুরুষের ন্যায় বাগ্‌যুক্ত হয়?

৫। দেবযান ও পিতৃযান পথ প্রাপ্তির উপায় কি? কি কর্ম্ম করিলে দেবযান ও কি কর্ম্ম করিলে পিতৃযান লাভ হয়?

প্রবাহণ গৌতমকে পঞ্চাগ্নিবিদ্যা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এইরূপ। হে গৌতম! দ্যুলোকই অগ্নি, আদিত্য সমিধ, রশ্মি-সমূহ ধূম, দিন অর্চি, দিক্‌সকল অঙ্গার, অবান্তর দিক স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধাকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। পর্জন্য অগ্নি, সংবৎসর সমিধ, অভ্র ধূম, বিদ্যুৎ অর্চি, অশনি অঙ্গার, গর্জন স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজাকে আহুতি দেন। লোক অগ্নি, পৃথিবী সমিধ, অগ্নি ধূম, রাত্রি অর্চি, চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্র বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতিরূপে অর্পণ করেন। এই বৃষ্টি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

পুরুষ অগ্নি, বিবৃতমুখ সমিধ, প্রাণ ধূম, বাক্ অর্চি, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র বিস্ফুলিঙ্গ—এই অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন, আহুতিতে জীব-বীজ উৎপন্ন হয়। যোষা অগ্নি, উপস্থ সমিৎ, লোম ধূম, যোনি অর্চি, অন্তঃকরোতি অঙ্গার, অভিনন্দ বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ জীব-বীজ আহুতি দেন। তাহা হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়।

যখন ইহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবার জন্য লইয়া যায় সেই

অগ্নিই অগ্নি, সমিধই সমিৎ, ধূমই ধূম, অর্চিই অর্চি, অঙ্গারই অঙ্গার বিস্ফুলিঙ্গই বিস্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে আহুতি রূপে অর্পণ করেন। এই আহুতি হইতে অতিশয় দীপ্তিমান পুরুষ উৎপন্ন হয়।

যাঁহারা এই বিদ্যা জানেন এবং যাঁহারা শ্রদ্ধাকে সত্যরূপে উপাসনা করেন তাঁহারা সকলেই চিতাগ্নির অর্চিতে গমন করেন। সেই অর্চি হইতে দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, তাহা হইতে উত্তরায়ণের ছয় মাসে, তাহা হইতে দেবলোকে, দেবলোক হইতে আদিত্যে, তথা হইতে বিদ্যুৎলোকে গমন করেন।

তখন এক মনোময় পুরুষ আগমন করিয়া বিদ্যুল্লোক প্রাপ্ত মানবদের ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ব্রহ্মলোকে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া চিরকাল বাস করেন। আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

আর যাহারা যজ্ঞ দান তপস্যা দ্বারা স্বর্গাদি লোকসমূহ জয় করে তাহারা মৃত্যুর পর চিতাগ্নির ধূমে গমন করে। ধূম হইতে রাত্রিতে, রাত্রি হইতে কৃষ্ণপক্ষে, তাহা হইতে সূর্য্যের দক্ষিণায়নের ছয় মাসে, মাস হইতে পিতৃলোকে, পিতৃলোক হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে।

তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া অন্ন হয়। দেবগণ সোম-লোকে অন্নরূপে পরিণত মানবগণকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কর্ম্মক্ষয় হইলে আকাশকে প্রাপ্ত হয়। আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে বৃষ্টিতে, বৃষ্টি হইতে পৃথিবীতে গমন করে। পৃথিবী প্রাপ্ত হইয়া তাহারা অন্ন হয়। পুনর্ব্বার পুরুষাগ্নিতে আহুত হয়

এবং যোষাগ্নিতে জন্মগ্রহণ করে। আবার বিভিন্ন লোকের অভিমুখে গমন করিয়া এইরূপে বারংবার আবর্ত্তন করে।

যাহারা এই উভয় পথের কোন পথই প্রাপ্ত হয় না তাহারা কীট পতঙ্গ দংশ মশকাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে। (ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ৫।৩—১০ খণ্ডে এই কথা আছে)।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে কতগুলি 'মন্থ' কর্ম্মের উপদেশ, চতুর্থ ব্রাহ্মণে নানাবিধ ক্রিয়ার বিধান, পঞ্চম ব্রাহ্মণে শিষ্য পরম্পরা। ইহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কিছুই নাই বলিয়া ইহাদের লইয়া ভাবনা করিতে বিরত রহিলাম।

খিলকাণ্ডের ভাবনা

পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায় খিলকাণ্ড বা পরিশিষ্ট। পঞ্চম অধ্যায়ে পনেরটি ব্রাহ্মণ। প্রায় সবগুলি ছোট ছোট রত্নখণ্ডের মত এক একটি উজ্জ্বল সত্যের প্রদীপ। প্রথম ব্রাহ্মণে একটি মাত্র মন্ত্র। তাহাতে আছে পরব্রহ্মের পূর্ণত্বের সংবাদ। সবচেয়ে দামী কথা, পূর্ণ হইতে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে। লৌকিক যোগবিয়োগের হিসাব পূর্ণের বেলা খাটে না। বুদ্ধিদ্বারা ইহা ভাবিয়া কিনারা পাওয়া যায় না। ইহা বোধিদ্বারা অনুভব করিবার বিষয়। এই মন্ত্রটি শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়; সকল উপনিষদের প্রারম্ভে শান্তিপাঠ রূপে স্বাধ্যায় করিতে হয়।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

এই মন্ত্রের অনুরূপ একটি মন্ত্র অথর্ব্ববেদেও আছে। মন্ত্রটি এই—

পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে পূর্ণং পূর্ণেন সিচ্যতে
উতো তদস্য বিদ্যাম যতস্তৎ পরিষিচ্যতে।

(অথর্ব্ব ১০।৮।২৯)

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে (৫ম অঃ) একটি ছোট আখ্যায়িকা। তিনটি মন্ত্র তিনটি 'দ' এবং সংবাদ। প্রজাপতি দেবগণকে বলিলেন 'দ' = দাম্যত, দান্ত হও। বাহিরের চাঞ্চল্য দমিত হইলে শান্ত হয়। অন্তরের ইন্দ্রিয় দমিত হইলে দান্ত হয়।

প্রজাপতি মানব-সন্তানকে বলিলেন, 'দ' = দত্ত, দান কর। নিজের বলিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধিতে সম্পদকে আঁকড়িয়া ধরিয়া না রাখিয়া পরের সেবায় বিলাইয়া দাও। প্রজাপতি অসুর-সন্তানকে বলিলেন 'দ' = দয়ধ্বম্, দয়া কর। আসুরিক শক্তির অধীন হইয়া গর্ব্বে দুর্ব্বলকে আঘাত করিও না। দয়াশীল হও। প্রত্যেক মানবের মধ্যেই দেবত্ব মানবত্ব ও অসুরত্ব আছে। দয়া, দ্বারা অসুরত্ব দূর হয়। দানের দ্বারা মানবত্বের বিকাশ হয়। সংযমতা দ্বারা দেবত্বের উদ্‌বোধন হয়। তিনটি 'দ'-কারে সমগ্র নীতিশাস্ত্র।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে (৫ম অঃ) ব্রহ্মকে হৃদয় বলিয়াছেন। 'হৃ' ধাতু 'দা' ধাতু আর 'ই' ধাতু—তিনের মিলনে হৃদয়। তিনের

মিলন ব্রহ্ম। গীতাও বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে-হর্জ্জুন তিষ্ঠতি।" তিনি হৃদয়। হৃদ্দেশে থাকেন। হৃদয়ের কোমল বৃত্তি স্নেহ দয়া প্রেম প্রীতির অনুশীলনে তাঁহাকে পাওয়া যায়।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে একটি মাত্র মন্ত্র। তাহাতে জানাইয়াছেন ব্রহ্ম সত্য। শতবার একথা বলা হইয়াছে। আবার যেন একটু নূতন করিয়া কহিলেন—হৃদয়ই ব্রহ্ম, কারণ হৃদয়ই সত্য। "তদ্বৈ তৎ এতদেব তদাস সত্যমেব।" যিনি প্রথম জাত মহৎ যক্ষকে সত্য বলিয়া জানেন। কেন শ্রুতি ব্রহ্মের দেবগণের নিকট প্রথম প্রকাশ-রূপকে 'যক্ষ' বলিয়াছেন। "তেভ্যো হ প্রাদুর্ব্বভূব তন্নব্য-জানত কিমিদং যক্ষমিতি (৩।২)।" যক্ষ পদে শঙ্কর বলিয়াছেন—পূজ্যং মহদ্ভূতম্।

পঞ্চম ব্রাহ্মণে

(৫ম অঃ) সত্য শব্দের অভিনব নিরুক্ত দেখাইয়া—চাক্ষুষ পুরুষ, ও সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ এই দু'জনের অপূর্ব্ব সম্বন্ধ দেখাইয়াছেন। সাংখ্যশাস্ত্রমতে চক্ষু তেজস্তন্মাত্রের বিকার। আর সূর্য্য তেজাধার। চক্ষু আর সূর্য্যের এই সম্বন্ধ যেন বাহ্যিক। শ্রুতি একটি আন্তর সম্বন্ধ দেখাইতেছেন। আদিত্যপুরুষ রশ্মি-দ্বারা এই চাক্ষুষ পুরুষে প্রতিষ্ঠিত, আর চাক্ষুষ পুরুষ প্রাণশক্তি দ্বারা আদিত্য পুরুষে প্রতিষ্ঠিত। সূর্য্য প্রতিষ্ঠিত চক্ষে—রশ্মিভিঃ। চক্ষু প্রতিষ্ঠিত সূর্য্যে—প্রাণৈঃ। এই তত্ত্বসন্দেশ ধ্যানের সামগ্রী।

ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে

(৫ম অঃ) আবার হৃদয়স্থ পুরুষের সন্ধান। হৃদয়স্থ পুরুষকে ধান্য ও যবের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন (ব্রীহির্ব্বা যবো বা) ধানের যেমন বাহিরে একটি খোসা (তুষ) ভিতরে তণ্ডুল। সেই তণ্ডুলটিই ধানের প্রাণ। সেইরূপ আমাদের হৃদয়-খোসার মধ্যে হৃদয়স্থ পুরুষ। তিনি মুখ্যপ্রাণরূপে পরব্রহ্ম। ধানের তুষটী আবরণ মাত্র কিন্তু তুষশূন্য শুধু তণ্ডুলে অঙ্কুর উদগম করাইতে পারে না। সেইরূপ আমার হৃদয় তাঁহার আবরণ বটে কিন্তু আমার ক্ষুদ্র হৃদয়কে বাদ দিলে তাঁহাব পূর্ণতার প্রকাশ হয় না। মানুষের হৃদয়ে বাসা করিয়াই পরমপুরুব বিশ্বমাঝে নিজের পূর্ণতা বিকাশ করিয়াছেন। তাই শ্রুতি হৃদয়স্থ পুরুষকে ব্রীহি বা যবেব সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন।

সপ্তম ব্রাহ্মণে

(৫ম অঃ) বিদ্যুতে ব্রহ্মদৃষ্টি, অষ্টমে বাক্‌রূপী ধেনুতে ব্রহ্মদৃষ্টি, নবমে বৈশ্বানর অগ্নিতে ব্রহ্মদৃষ্টি, দশম ব্রাহ্মণে পরলোকে গতিদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি; একাদশে ব্যাধি প্রভৃতিতে তপস্যা দৃষ্টি, দ্বাদশে অন্ন ও প্রাণের একত্বে ব্রহ্মদৃষ্টি, ত্রয়োদশে প্রাণ ও উক্‌থ মন্ত্রের একতায় ব্রহ্মদৃষ্টির কথা বলিয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকটি মন্ত্রই স্বমহিমায় উজ্জ্বল।

অন্ন আর প্রাণ। অন্ন ভোগ্য প্রাণ ভোক্তা। পিতা, পুত্র প্রাতৃদকে বলিলেন, ভোক্তা ভোগ্যের একত্ব জানিলেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি

হয় না। তবে একথা ঠিক যে, অন্নরূপ ভোগ্য বস্তুতেই জগৎ বিধৃত, আশ্রিত। বিশ্ব প্রকৃতিই ভোগ্য আর ভোক্তা প্রাণ—তিনি রম্, রমণকর্ত্তা। বিশ্বের প্রাণস্বরূপ পরমপুরুষই রমণকর্ত্তা ভোক্তা। অন্ন ও প্রাণের মিলনের মধ্য দিয়া যদি পরমা প্রকৃতি ও পরম পুরুষের মিলন দর্শন হয় তবে ঐ দর্শনকারীকে সমুদয় ভূত রমণ করে আনন্দ দেয়। তার কাছে বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্। প্রাণ আর উক্‌থ মন্ত্রের একতা। প্রাণের স্পন্দন হইতেই বেদমন্ত্র প্রকটিত। মন্ত্রের সাধনাতেই প্রাণস্বরূপ পরমপুরুষের সহিত মিলন। এইজন্য প্রাণ ও বেদমন্ত্রের একাত্মার কথা বলিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ ব্রাহ্মণে

(৫ম অঃ) গায়ত্রীজ্ঞানের মহিমার কথা বলিয়াছেন এক অদ্ভুতভাবে। গায়ত্রীতে একপাদে ৮ অক্ষর। ভূমি অন্তরীক্ষ দ্যৌ, ইহাতেও ৮ অক্ষর। ঋচঃ যজুংষি সামানি, ইহাতে ৮ অক্ষর। প্রাণ অপান ব্যান, ইহাতে ৮ অক্ষর। এই হেতু ইহাদের সাদৃশ্য ভাবনা করা হইয়াছে।

গায়ত্রীর অর্থ করা হইয়াছে—গয়ান্ তত্রে তস্মাৎ গায়ত্রী। গয় শব্দের অর্থ বলিয়াছে প্রাণাঃ বৈ গয়াঃ। গয় প্রাণ—প্রাণসমূহকে ত্রাণ করে এই জন্য গায়ত্রী। ইহা ঋষির রহস্যময় উক্তি।

ব্যাকরণদৃষ্টে—গৈ ধাতুর অর্থ গান করা। গৈ ধাতু শতৃ গায়ৎ। গায়ৎ পূর্ব্বক ত্রৈ ধাতু ড, গায়ত্র। স্ত্রীয়ামীপ্ গায়ত্রী। ত্রৈধাতুর অর্থ ত্রাণ করা। গায়ন্তং ত্রায়তে—গানকারীকে ত্রাণ

করে। যে গায়ত্রী কীর্ত্তন করে গায়ত্রী তাহাকে ত্রাণ করে। গৈ ধাতুর উত্তর শতৃ করিয়া গায়ৎ না করিয়া—গৈ ধাতুর উত্তর ঘঞ করিয়া গায় (গান) হইলে গায় – ত্রৈ + ড করিলেও গায়ত্র হয়, স্ত্রীলিঙ্গে গায়ত্রী অর্থ হইবে, গানদ্বারা যিনি ত্রাণ করেন। অর্থ একই। গায়ত্রীর চতুর্থ পাদের কথা বলিয়াছেন—দর্শতং পদং দর্শনীয় সুন্দর, পরোরজঃ এষ তপতি – রজোগুণের পরপারে তিনি তাপ দেন। রজঃ অর্থ আকাশ করিয়া আকাশের পরপারে যিনি তাপ দেন এই অর্থে করেন। তাপ দেয় অর্থ শক্তি প্রকাশ করে। আকাশের পরপারে অর্থ প্রাকৃত সৃষ্টির পরপারে, রজোগুণের পরপারে অর্থ তমসঃ পরস্তাৎ, শুদ্ধ সত্ত্বগুণে যিনি শক্তি প্রকাশ করেন—তিনি গায়ত্রীর তুরীয় পাদে বিরাজমান।

পঞ্চদশ ব্রাহ্মণে

(৫ম অঃ) সূর্য্য ও অগ্নির নিকট প্রার্থনা। এই মন্ত্র চারিটি ঈশ শ্রুতিরও শেষ চারিটি মন্ত্র (১৫—১৮)। কয়েকটি মন্তব্য—

১। স্বর্ণ পাত্র দ্বারা সত্যের মুখ ঢাকা আছে। স্বর্ণপাত্র—ভোগ্য বস্তু ও ভোগস্পৃহা। আমাদের ভোগবাসনা ও ভোগোপকরণ সত্যের পথ ঢাকিয়া রাখে। তাহাকে অপসারণ করিবার জন্য প্রার্থনা করা হইয়াছে। আমাদের নিজেদের চেষ্টার সামর্থ্য নাই ঐ আবরণ অপসারণ করিবার। তুমি কৃপা করিয়া ঘুচাও। আমার প্রয়াসে হইবে না—তোমার প্রসাদ প্রয়োজন। দুইটি 'তে' আছে। প্রথম তে = তব, দ্বিতীয় তে = তব আত্মনঃ প্রসাদাৎ (শঙ্কর)

২। সত্যধর্ম্মায়। সত্যং ধর্ম্মঃ যস্য তস্মৈ মহ্যং—সত্যধর্ম্ম যার, এমন যে আমি, সেই আমার। অথবা সত্যধর্ম্মস্বরূপ যে তুমি, তোমার দর্শনের জন্য। দৃষ্টয়ে উপলব্ধয়ে।

৩। রশ্মীন্ ব্যূহ তেজঃ সমূহ—রশ্মিগুলি সংযত কর। তেজ উপসংহার কর। ইহাতে বুঝা গেল—তাহার দুইটি রূপ—একটি তেজোময়, অপরটি কল্যাণময়। ঐশ্বর্য্যযুক্ত আর মাধুর্য্যমণ্ডিত। তিনি ঐশ্বর্য্যকে উপসংহার করিলেই মাধুর্য্যের দর্শন হয়। অর্জুন জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপ দর্শনে ভীত প্রণত। মাধুর্য্যময় মানুষ মূর্ত্তি দর্শনে প্রীত প্রকৃতিস্থ।

৪। ঐ রূপ কেন দেখিতে চাই—ঐ রূপ আর আমার রূপ একই—নরবপু তাঁহার স্বরূপ, তাঁহাতে আমাতে ভেদ তিনি রাখেন নাই। সিন্ধুভরা জল আর এক বিন্দু জল—বস্তু অংশে একই। সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ তো আমার মধ্যে।

৫। মন্ত্রের মধ্যে 'ভস্মান্তং শরীরম্' থাকায় অনেকেই এই মন্ত্রকে মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রার্থনা বলিয়াছেন। এইরূপ না ভাবিলেও চলে। এই দেহটা ভস্মে পরিণত হইবে ইহা যিনি জানেন, দেহের নশ্বরত্বের অনুভব যাঁর আছে, তিনিই এই প্রার্থনা করিতে পারেন।

৬। ক্রতো—সম্বোধন পদ। কেহ বলেন সংকল্পাত্মক মন তার সম্বোধন। কেহ বলেন ওঁ-শব্দ প্রতীক মনোময় অগ্নির সম্বোধন।

৭। রৈ শব্দ হইতে রায়ে। শঙ্কর বলেন—কর্ম্মফল ভোগের

জন্য। রৈ শব্দের অর্থ ধন। ধন পাইবার জন্য, ভক্তিধন লাভ করিবার জন্য। পথের বাধা জুহুরাণ এনঃ—কুটিল পাপকে পৃথক কর (যুযোধ)।

ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথম ব্রাহ্মণে শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া ইন্দ্রিয়গণের বিবাদ। প্রাণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এই সিদ্ধান্ত স্থাপন। একটি সরল আখ্যায়িকা দ্বারা এই সত্য প্রকাশিত। এই আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য শ্রুতির পঞ্চম প্রপাঠকে প্রথম খণ্ডে হুবহু লিখিত আছে। ঐতরেয় আরণ্যকে ২।৪, কৌষীতকী শ্রুতিতে ৩।৩, প্রশ্নশ্রুতিতে ২।৩—একই তত্ত্ব অল্প বিস্তর ভাষার পরিবর্ত্তনে বিবৃত আছে। বক্তব্য তত্ত্বার্থ এই যে, এই দেহরাজ্যে সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব প্রাণ দেবতার ও চৈতন্যশক্তির। আর সকল ইন্দ্রিয়বর্গ চৈতন্যসত্তার সেবক মাত্র।

দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে

(৬ষ্ঠ অঃ) শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি ঋষি পাঞ্চালের ক্ষত্রিয় রাজ প্রবাহণের মুখে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা শ্রবণ করেন। (এই সংবাদ ছান্দোগ্য শ্রুতিও একই ভাষায় দিয়াছেন ৫ম প্রপাঠক ৩—১০ খণ্ডে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায়)।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা

১। দ্যুলোকরূপ অগ্নিতে দেবগণ শ্রদ্ধা আহুতি দেন—জন্মে সোমরাজ।

২। পর্জ্জন্যরূপ অগ্নিতে দেবগণ সোমরাজকে আহুতি দেন—জন্মে বৃষ্টি।

৩। পৃথিবীরূপ অগ্নিতে দেবগণ বৃষ্টিকে আহুতি দেন—জন্মে অন্ন।

৪। পুরুষরূপ অগ্নিতে দেবগণ অন্নকে আহুতি দেন—জন্মে জীব-বীজ।

৫। যোষিতরূপ অগ্নিতে দেবগণ জীব-বীজকে আহুতি দেন—জন্মে পুরুষ।

মৃত্যুর পর চিতাগ্নিতে দেবগণ পুরুষকে আহুতি দেন—জন্মে দীপ্তিমান পুরুষ। দীপ্তিমান পুরুষগণ মধ্যে যাঁহারা চিতাগ্নিব অর্চিতে গমন করেন তাঁহারা ক্রমে অর্চি হইতে দিনে, দিন হইতে শুক্লপক্ষে, উত্তরায়ণে, দেবলোকে, আদিত্যলোকে, বিদ্যুল্লোকে গিয়া মনোময় পুরুষের সাহায্যে ব্রহ্মলোকে যান। আর পুনরাবর্ত্তন হয় না।

যাহারা চিতাগ্নির ধূমে প্রবেশ করে তাহারা ক্রমে ধূম হইতে কৃষ্ণপক্ষে—দক্ষিণায়নে, পিতৃলোকে, চন্দ্রলোকে, গিয়া অন্ন হয়। দেবগণ অন্ন ভক্ষণ করেন, তারপর কর্ম্মক্ষয়ে তাহারা আকাশকে প্রাপ্ত হয়, আকাশ বায়ু বৃষ্টি পৃথিবী অবলম্বনে অন্ন হয়। অন্ন পুরুষাগ্নিতে আহুত হইয়া যোষাগ্নিতে জন্ম লয়। এই-ভাবে বারংবার আবর্ত্তন করে। দেবযান বা পিতৃযানে কর্ম্মানুযায়ী গতি হয়।

তৃতীয় ব্রাহ্মণে

(৬ষ্ঠ অঃ) মহত্ত্বলাভের উদ্দেশ্যে কতকগুলি আহুতির কথা। এই আহুতিমন্ত্রের একটি মন্ত্র আস্বাদনীয় ৬।৩।৬ মন্ত্র—ইহাতে

গায়ত্রী ও মধুমতী একত্র মিলিত হইয়া মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে।

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্। মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ভূঃ স্বাহা। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ভুবঃ স্বাহা। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবোভবন্তু নঃ। স্বঃ স্বাহা ইতি। সর্ব্বাং চ সাবিত্রীমন্বাহ সর্ব্বাশ্চ মধুমতীরহমেবেদং সর্ব্বং ভূয়াসং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

সাবিত্রী মন্ত্র

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্। ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। (ঋগ্বেদ ৩।৬২।১০; সামবেদ ২।৬।৩।১০, শুক্লযজুর্ব্বেদ ৩।৩৫; তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।৫।৬।৪)

তৎ (তস্য) সবিতুঃ (সবিতার) বরেণ্যং ভর্গঃ (বরণীয় ভর্গকে) দেবস্য (দেবতার) তৎ সবিতুঃ দেবস্য (সেই সবিতাদেবের) ধীমহি (ধ্যান করি—ধ্যৈ বা ধি বা ধা ধাতু) ধিয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তিসমূহকে) যঃ (যিনি) নঃ (আমাদিগের) প্রচোদয়াৎ (প্রেরণা করেন)। যিনি আমাদিগের বুদ্ধিকে প্রেরণা করিতেছেন সেই সবিতা দেবতার তেজ ধ্যান করি। সবিতা=পরমাত্মা (শঙ্কর)।

মধুমতী মন্ত্র

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।

মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবৎ রজঃ।
মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতিঃ মধুমানস্তু সূর্য্যঃ।
মাধ্বী র্গাবো ভবন্তু নঃ।

ঋগ্বেদ—১।৯০।৬—৮

ঋতায়তে (ঋত=সত্য; ঋতপ্রার্থী=ঋতায়ৎ চতুর্থী এক-বচনে ঋতায়তে, সত্যপ্রার্থী আমাদের জন্য) বাতসমূহ মধু ক্ষরণ করুক, নদীসমূহ মধু ক্ষরণ করুন। ওষধিসমূহ আমাদিগের নিকট মধুময়ী হউক। দিবা রাত্রি ও উষা আমাদিগের নিকট মধুময়ী হউক। পার্থিব রজঃ মধুময় হউক। পিতা দ্যৌ আমাদিগের নিকট মধুময় হউন। বনস্পতি আমাদিগের নিকট মধুময় হউক। সূর্য্য মধুময় হউক এবং গাভীসকল আমাদিগের নিকট মধুময় হউক।

অহং এব ইদং সর্ব্বং ভূয়াসং (ভূ, আশীলিঙ্, যেন হইতে পারি) আমি যেন এই সমুদয় হইতে পারি। ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ ইহাদের উদ্দেশ্যে স্বাহা।

চতুর্থ ব্রাহ্মণে

(৬ অঃ) নানাবিধ ক্রিয়ার বিধান। বাঞ্ছানুরূপ সুসন্তান লাভের জন্য কিভাবে পিতা মাতার মিলন হওয়া বিধেয়, এ সব বিষয় লিখিত আছে। এই সব বর্ণনায় অনেক স্থলেই শ্লীলতার মর্য্যাদা রক্ষিত হয় নাই।

আমরা যে সকল কথা অশ্লীল মনে করিয়া বলিতে বা লিখিতে পারি না—ঋষিগণ তাহা অতি সহজে লিখিয়াছেন।

ইহার একটিমাত্র কারণ, পিতা মাতার মিলনকে ঋষিগণ যজ্ঞ-দৃষ্টিতে দেখিতেন। যজ্ঞদৃষ্টিতে এমন একটি পবিত্র ভাব তাঁহাদের অন্তরে খেলা করিত যে, উহার বর্ণনা করিতে তাঁহাদের কোন-প্রকার শ্লীলতার হানি হইল, ইহা তাঁহাদের ভাবনায় আসে নাই।

ডাক্তারের কাছে যেমন দেহের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই সমান, শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রসঙ্গ যেমন ডাক্তারী চিন্তায় থাকিতে পারে না, সেইরূপ যজ্ঞভাবনায় কোন কথাই অশ্লীল নহে ঋষির ধ্যানে। আমরা যজ্ঞদৃষ্টিহীন বলিয়া যে সকল কথা তাঁহারা অতি সহজে লিখিয়াছেন তাহা বাংলা অক্ষরে গ্রন্থমধ্যে লিখিবার সামর্থ্য আমাদের নাই।

এই সকল বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানময় উপনিষদের মধ্যে কেন আছে এই প্রশ্নের এক উত্তর যাহা বলিয়াছি তাহাই—ঋষিগণ সকল যজ্ঞেই ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতেন। দ্বিতীয় উত্তর, এই সকল কথা ব্রাহ্মণ গ্রন্থের বিষয়। উপনিষদ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত। বৃহদারণ্যকে উপনিষদ শতপথ ব্রাহ্মণের সপ্তদশ বা শেষ কাণ্ড। প্রাচীন গ্রন্থে স্পষ্ট বিষয়-বিভাগ প্রায়ই নাই। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের বিষয় উপনিষ-দের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ জীবনের সকল বিষয় লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। জীবের জন্মরহস্য তাঁহাদের আলোচনার বহির্ভূত নহে। যেমন, Biology জীববিজ্ঞান, জীবের জন্মের রহস্য আলোচনাকে বাদ দিয়া বাঁচিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক ইহাকে অশ্লীল মনে করিতে পারে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পঞ্চম ব্রাহ্মণ

সন্তান ও শিষ্যপরম্পরার নির্ঘণ্ট। এই একই প্রকার বিষয় গ্রন্থের আরও দুইবার আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে ও চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে। ২।৬ ও ৪।৬ ইহাদের বর্ণনা প্রায় একই রূপ। ৬।৫ অন্যরূপ। এই একই প্রকারের কথা তিনবার কেন আছে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে। কার কোন্ বংশ, কি গুরুপরম্পরা, এইগুলি এক সময় খুব প্রয়োজনীয় বলিয়া লোকে মনে করিত, বোধ হয় এইজন্যই আছে। এখন আমাদের কাছে এই অধ্যায় মূল্যহীন।

উপসংহারে বৃহদারণ্যক শ্রুতির পরিচয় আবার বলি। শুক্ল যজুর্ব্বেদের দুই শাখা। কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। প্রত্যেক শাখাতেই 'শতপথ' নামে একটি ব্রাহ্মণ আছে। কাণ্ব শাখার 'শতপথ' ব্রাহ্মণে সতেরোটি কাণ্ড আছে। তাহাদের শেষ কাণ্ড অর্থাৎ ১৭শ কাণ্ডই বৃহদারণ্যকোপনিষৎ।

এই উপনিষদে ঋষি আটজন বলা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য, অজাতশত্রু, জনক, আরুণি, উষস্ত, প্রবাহণ, মৈত্রেয়ী ও গার্গী। ইহা ছাড়া আর চারিজন ঋষির নাম আছে—প্রশ্ন আছে, বিশেষ কোন দান নাই। ইঁহারা বালাকি, ভূজ্যু, কহোল ও শাকল্য। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে উষস্তি নামক একজন ঋষি আছেন (১।১০।১)। ছান্দোগ্যের উষস্তি ও বৃহদারণ্যকের উষস্ত সম্ভবতঃ একজনই।

যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী ঋষির ও বিশেষ কোন দান

নাই। কেবল একটি মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া তিনি অমর হইয়া রহিয়াছেন, "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"। বচক্লু ঋষির কন্যা গার্গীরও দান খুব বেশী কিছু নহে—তথাপি তাঁহার জিজ্ঞাসাগুলি তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও অনুভূতির জ্ঞাপক। তিনি বিদুষী সাধিকা ছিলেন। তাঁহার ও মৈত্রেয়ী দেবীর জিজ্ঞাসার ফলে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রীমুখ হইতে অনেক তত্ত্বসন্দেশ উপহার পাইয়াছি।

অনেক ঋষির দান থাকিলেও সমগ্র শ্রুতিতে একটি সুর—বেদান্তের অদ্বৈত তত্ত্বের সুর—একটি আত্মা। নিখিল বিশ্বসংসারের মূলে একটি আত্মা। মূলেও তিনি, অন্তরেও তিনি, পরিণতিতেও তিনি। তিনি বিশ্বময় বিশ্বাতীত বিশ্বের সমুদয়। আছেন একমাত্র তিনি। আর যা আছে সে সকল তাঁহার উপর নির্ভরশীল। তাঁহাকে ভাবনা করা যায়, উপাসনা করা যায় নানারূপে—প্রিয়রূপে, প্রজ্ঞারূপে, সত্যরূপে, অনন্তরূপে, স্থিতিরূপে, আনন্দ-রূপে। তাঁহার অনন্ত প্রকাশ। যে কোন প্রকাশরূপ ধরিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হওয়া যায়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, আচার্য্য শঙ্করের জগৎ মিথ্যাবাদ কোথাও পাওয়া যায় না। তবে যুক্তিদ্বারা টানিয়া আনা যায়। বৃহদা-রণ্যক শ্রুতি বহুবারই বলিয়াছেন—ব্রহ্মবস্তুকে নেতি নেতি ছাড়া আর কোন উপায়েই প্রকাশ করা যায় না। তিনি অগ্রাহ্য, ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণাযোগ্য। ইহা স্থির হইলে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে জগৎ তাহা ব্রহ্মভিন্ন বস্তু হইয়া পড়ে। ব্রহ্মই সত্য। তাহা

হইলে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন যাহা তাহা মিথ্যা। এইভাবে এই শ্রুতি হইতে জগৎ মিথ্যাবাদ স্থাপন করা যায়। তবে ইহা শ্রুতির অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কারণ অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে ঋষি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন—জগতের সকল বস্তু তাঁহার শরীরতুল্য। ব্রহ্ম সত্য আর তাঁর শরীর মিথ্যা—এই কথা প্রকাশ করা শ্রুতির হার্দ্য বলিয়া মনে করা যায় না।

শ্রুতি অদ্বৈতবাদী কি দ্বৈতবাদী কি ভেদাভেদবাদী এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া যায় না। কেবল একটি কথাই তার-স্বরে ঘোষণা করা যায় যে, শ্রুতি সত্যবাদী। পরমঋষিভ্যো নমঃ। ব্রহ্মণে নমঃ। হরি ওঁ তৎসৎ।

— ——

ব্রহ্মসূত্র দৃষ্টে
বৃহদারণ্যক শ্রুতির কতিপয়
মন্ত্রচয়ন

১। যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যমযত্যেষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ। বৃহদা ৩।৭।৩১ এই মন্ত্র ভিত্তিক বৃক্ষসূত্রের অন্তরাধিকরণ "অন্তর্য্যাম্যধি দৈবাধি লোকাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ।"

(সূত্র ১।২।১৯—২১)

২। এত দ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহচ্ছায়মিত্যাদি (বৃহদা ৩।৮।৮) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্রের অক্ষরাধিকরণ, "অক্ষরমম্বরান্ত ধৃতেঃ।" (সূত্র ১।৩।৯—১১)

৩। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌবিধৃতৌ তিষ্ঠত ইত্যাদি (বৃহদা ৩।৮।৯) মন্ত্রভিত্তিক ("সা চ প্রশাসনাৎ" এই (সূত্র ১।৩।১০)

৪। এষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রহ্মলোকঃ ইত্যাদি (বৃহদা ৪।৩।৩৩) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "গতি শব্দাভ্যাং তথাহি দৃষ্টং লিঙ্গং চ।" (সূত্র ১।৩।১৪)

৫। অয়ং পুরুষঃ প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষক্তো ন বাহ্যং

কিঞ্চন বেদ নান্তরং (বৃহদা ৪।৩।২১) এই মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" (সূত্র ১।৩।৪৩)

৬। স সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ (বৃহদা ৪।৪।২২) এই মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "পত্যাদিশব্দেভ্যঃ" (সূত্র ১।৪।৪৪)

৭। যস্মিন পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ্চ পতিষ্ঠিতঃ তমেবমন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্ বৃহদারণ্যকের এই (৪।৩।১৭) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র (১।৪।১১)

"ন সংখ্যোপ সংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ"

৮। প্রাণস্য প্রাণম্ (বৃহদা ৪।৪।১৮) মন্ত্রভিত্তিক বৃহ্মসূত্র "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ" (সূত্র ১।২।১২)

৯। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসি-তব্যঃ (বৃহদা ২।৪।৫) এই মন্ত্র ভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "বাক্যান্বয়াৎ" (সূত্র ১।৪।১৯)

১০। তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ (বৃহদা ৪।৪।১৬)

মন্ত্র ভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে"

(সূত্র ১।৪।১৩)

১১। যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভোঽন্তরো যমাপো ন বিদুর্যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরো যময়তি ইত্যাদি (বৃহদা ৩।৭।৫) মন্ত্র ভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং", "প্রবৃত্তেশ্চ" এবং "পয়োঽম্বুবচ্চেৎ তত্রাপি" (সূত্র ২।২।১—৩)

১২। যদা সুষুপ্তো ভবতি যদা ন কস্যচন বেদ হিতা নাম

নাড্যো দ্বাসপ্ততিঃ ইত্যাদি (বৃহদা ২।১।১৯) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৭ "তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রতেরাত্মনি চ"

১৩। এষ ত আত্মাঽন্তর্য্যাম্যমৃতঃ (বৃহদা ৩।৭।৩) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ" (সূত্র ২।২।১২)

১৪। স বা এষ মহানজ আত্মাঽন্নাদো বসুদানো বিন্দতে বসু য এবং বেদ (বৃহদা ৪।৪।২৪) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "শ্রুতত্বাচ্চ" (সূত্র ৩।২।৩৯)

১৫। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথমর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।" (বৃহদা ৪।৪।৭) এই মন্ত্র ভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "সমানা চাসকৃত্যুৎপক্রমাদমৃতত্বঞ্চানুপোষ্য।" (সূত্র ৪।২।৭)

১৬। অহং ব্রহ্মাস্মি (বৃহদা ১।৪।১০) এবং "স ত আত্মা সর্ব্বান্তর এব" (বৃহদা ৩।৪।১) এই সব মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "আত্মেতিতূপ গচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" (সূত্র ৪।১।৩)

১৭। তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ (বৃহদা ৪।৪।২) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "সমন্বারম্ভাৎ (সূত্র ৩।৪।৫)

১৮। যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং চ দেবানাম্ (বৃহদা ১।৪।১০) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "ভাক্তং বাহনাত্মবিত্ত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি" (সূত্র ৩।১।৭)

১৯। তদ্বৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেতি (বৃহদা ১।৪।১০) মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা

ত্বুপদেশো বামদেববৎ” (সূত্র ১।১।৩১)

২০। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম (বৃহদা ৩।৯।২৮।৭) এই মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র “মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে” (সূত্র ১।১।১৬)

২১। য আদিত্যে তিষ্ঠন্নাদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্য-মৃতঃ (বৃহদা ৩।৭।৯) এই মন্ত্রভিত্তিক ব্রহ্মসূত্র “ভেদব্যপ-দেশাচ্চান্যঃ (সূত্র ১।১।২২)।

কতিপয় দিগদর্শন মাত্র করা হইল।

—০—

একমেবাদ্বিতীয়ম্

ছান্দোগ্য শ্রুতি ৬।২।১

বিশ্বের মধ্যে তুমি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" মানুষেব ইতিহাসে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্, আমার হৃদয়ের সত্যতম প্রেমে তুমি একমেবাদ্বিতীয়ম্—এই কথা জানতে এবং জানাতে আমরা এখানে এসেছি। তর্কের দ্বারা নয়, যুক্তির দ্বাবা নয়। আনন্দের দ্বারা, শিশু যেমন সহজ বোধে তার পিতামাতাকে জানে এবং জানায় সেই বকম পরিপূর্ণ প্রত্যয় দ্বাবা।

—রবীন্দ্রনাথ

ছান্দোগ্য শ্রুতি

সার সঞ্চয়ন

প্রথম প্রপাঠকে তেরোটি খণ্ড

প্রথম খণ্ডে—উদ্‌গীথ উপাসনার কথা। উদ্‌গীথ সাম গানের একটি অবয়ব। উদ্‌গীথ গানে প্রথম ওঁকার উচ্চারণ। এই জন্য ওঁকারকেই উদ্‌গীথ বলে।

দ্বিতীয় খণ্ডে—দেবাসুর দ্বন্দ্বের উপাখ্যান। বক্তব্য উদ্‌গীথই মুখ্যপ্রাণ। ইন্দ্রিয়গণ দ্বৈতভিত্তিক, এই জন্য পাপবিদ্ধ; ইন্দ্রিয়াতীত মুখ্যপ্রাণ অদ্বৈতও অপাপবিদ্ধ।

তৃতীয় খণ্ডে—উদ্‌গীথের ত্রিবিধ উপাসনার কথা। (১) আদিত্য, (২) ব্যান প্রাণাপানের সন্ধি, (৩) উৎ-গী-থ তিন অক্ষরে প্রাণ বাক্ ও অন্ন অথবা দ্যৌ অন্তরীক্ষ পৃথিবী, অথবা আদিত্য বায়ু ও অগ্নি, অতএব সাম, যজু ও ঋক্।

চতুর্থ পঞ্চম খণ্ডে—প্রায় একই কথা।

ষষ্ঠ খণ্ডে—উদ্‌গীথের নিগূঢ় রূপ। বাহিরে আদিত্যের আলোক, অন্তরে পরঃকৃষ্ণের নীলিমা। মধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ হিরণ্ময় পুরুষ। উদ্‌গাতা তাঁর মহিমা গান করেন।

সপ্তম খণ্ডে—পরঃকৃষ্ণের নীলিমার কথা। তাহা আছে চক্ষুর আলোর গভীরে। তার মধ্যেও হিরণ্ময় পুরুষ। আদিত্যপুরুষ ও অক্ষি পুরুষ দুই এক।

অষ্টম-নবম খণ্ডে—দালভ্য বলেন, সামের পর্য্যবসান স্বরে। স্বরের পর্য্যবসানে প্রাণে। প্রাণের অন্নে। অন্নের অপে। অপের স্বর্গলোকে। শিলক বলেন, স্বর্গের প্রতিষ্ঠা পৃথিবীতে। প্রবাহণ বলেন পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা আকাশে। আকাশই পরাৎপর উদ্‌গীথ।

দশম ও একাদশ খণ্ডে—উষস্তি উদ্‌গাতৃদের উপদেশ দিতেছেন। উদ্‌গীথকে জানিতে হইবে আদিত্য বলিয়া। তাহার আগে প্রস্তাব, পরে প্রতিহার। প্রস্তাব প্রাণ, আর প্রতিহার অন্ন।

দ্বাদশ খণ্ডে—শৌব উদ্‌গীথ। কুকুরের গান। একটা সাদা কুকুর অনেক কুকুর সঙ্গে গাইল, আমরা ভাত খাব, জল খাব। সাদা কুকুরটি মুখ্য প্রাণ। অন্যান্য কুকুর বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়। শ্রুতিতে প্রাণ অথবা ঘ্রাণ প্রায় একার্থক। কুকুরের ঘ্রাণ-শক্তি প্রবল—এই জন্য প্রাণের প্রতীক কুকুর।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—স্তোভাক্ষরের কথা। সামে সুর দিতে মাঝে মাঝে নিরর্থক অক্ষর লাগে। ওগুলি অর্থহীন, তথাপি দেবতা-দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে। তেরটি স্তোভাক্ষর। তন্মধ্যে শেষেরটি হুঁ। এই অক্ষরকে অনির্ব্বচনীয় বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রপাঠক

চব্বিশ খণ্ড

প্রথম হইতে নবম খণ্ড পর্য্যন্ত—সাম বলিতে কি বুঝায় সেই কথা। সাম বলিতে সাধুত্ব। সাধুত্ব বলিতে সুষমতা ও কল্যাণ। বিভিন্ন দৃষ্টিতে সাম উপাসনার উপদেশ। সামের সৌষম্য ছড়ান বিশ্বে সর্ব্বত্র। বিশ্বের সবই সুরবাঁধা—এই অনুভবই সাম উপাসনার সার্থকতা।

বিশ্বের সকল বস্তুতে, লোকে বৃষ্টিতে, জলে, ঋতুতে পশুতে প্রাণে, বাকে, আদিত্যে সর্ব্বত্রই সাম সুষমার সুর তরঙ্গ। তরঙ্গ খেলে পাঁচটি ঢেউয়ে হিঙ্কার প্রস্তাব উদ্গীথ প্রতিহার নিধন। উদ্গীথ সেই তরঙ্গের চূড়া।

দশম খণ্ডে—অতিমৃত্যু সামের উপাসনা। একটি অক্ষর প্রণব দ্বারা মৃত্যুর ওপারে যাওয়া যায়। আদিত্যের নীচে সর্ব্ব-লোক মৃত্যু ঘেরা। আদিত্যের ঊর্দ্ধে অমৃতলোক, উদ্গীথ দ্বারা অমৃত লোকে যাওয়া যায়।

একাদশ হইতে ত্রয়োদশ খণ্ড পর্য্যন্ত—একটি সামগ্রীক ভাবনা। প্রাণতত্ত্ব ও অগ্নিতত্ত্ব আয়ত্ব করায় শিব-শক্তির সাম্য অনুভবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা। অগ্নিই প্রাণ। শরীরের উত্তাপই জীবনের চিহ্ন। আহার প্রাণাগ্নিহোত্র। প্রাণধন্য শিব। অগ্নিধন্য শক্তি। ইহার সুষমতায় গৃহাশ্রম স্থিত।

চতুর্দ্দশ হইতে অষ্টাদশ খণ্ডে—যথাক্রমে বৃহৎ বৈরূপ বৈরাজ, শক্করী ও রেবতী—এই পাঁচটি সামকে—আদিত্যে, পর্জ্জন্যে,

ঋতুতে লোকে ও পশুতে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া উপাসনা। আদিত্যে সূর্য্যের আলোকে, পর্জ্জন্যে বৃষ্টিধারায়, ঋতু-চক্রের আবর্ত্তনে লোকে বিশ্বভুবনের বিস্তারে, পশুতে বিচিত্র জীবন খেলায়—সর্ব্বত্র একটি শান্ত সুষমার হিল্লোল দর্শন করিতে হইবে।

উনবিংশ খণ্ডে—যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় সাম নিজ অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত জানিয়া উপাসনা—ফলে অঙ্গ বৈকল্যহীন হয়।

বিংশ খণ্ডে—বিশ্বদেবতায় প্রতিষ্ঠিত রাজন সামের উপাসনা। একবিংশ খণ্ডে—সাম উপাসনার চরমরূপ। সারা বিশ্বে সামের অশ্রুত ঝঙ্কার উঠিতেছে। তার উপাসনা। বেদবিদ্যা সামের হিংকার। পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যুলোক-প্রস্তাব, অগ্নি বায়ু আদিত্য উদ্‌গীথ। বেতার সুর উচ্চগ্রামে উঠে আদিত্যে নামিয়া নক্ষত্রের মধ্যদিয়া মিলাইয়া যায় পিতৃগণে গন্ধর্ব্বে সকল বস্তুতে। সমগ্র বিশ্ব সামময়।

দ্বাবিংশ খণ্ডে—সাত প্রকার সুরের বর্ণনা ও তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বর্ণনা। কিভাবে সাম গান হবে ও উচ্চারণে ভুল হইলে কি করণীয় এই বিষয় আলোচনা।

ত্রয়োবিংশ খণ্ডে—ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধের কথা। (১) যজ্ঞ (অধ্যয়ন দান) (২) তপস্যা (৩) ব্রহ্মচর্য্য। ধর্ম্মাচরণে ব্রহ্ম সংস্থ হওয়া—ব্রহ্মসংস্থ হইলে অমৃতত্ব লাভ।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে—সামগান দ্বারা পৃথিবী অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোক জয় করার কথা। সোমযাগের প্রাতঃস্মরণে বাসব সাম গাহিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলে পৃথিবী জয়। মাধ্যন্দিন সবনে রৌদ্র

সাম গাহিয়া বহুর উদ্দেশ্যে আহুতি দিলে অন্তরীক্ষ জয়। তৃতীয় সবনে আদিত্য বৈশ্বদেব নাম গাহিয়া তাদের উদ্দেশ্যে আহুতি দানে দ্যুলোক জয়। পৃথিবী জয়—রাজ্য, অন্তরীক্ষ জয় বৈরাজ্য, দ্যুলোক জয় সাম্রাজ্য।

তৃতীয় প্রপাঠক

উনিশটি খণ্ড

প্রথম হইতে একাদশ খণ্ডে—মধুবিদ্যার কথা। অন্তরীক্ষ মৌচাক। আদিত্য রশ্মি মধুকোষ। সাধকের সাধন ভজনের ফল মধু। এই মধু আদিত্যের বিচিত্ররূপ। গণদেবতারা এইরূপ হইতে জাগেন। দর্শনে তৃপ্ত হন আবার মিলাইয়া যান।

দ্বাদশ খণ্ডে—গায়ত্রীর উপাসনা। অধিদৈব দৃষ্টিতে গায়ত্রী বাক্-স্বরূপ। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে গায়ত্রী প্রাণ-স্বরূপ। বাক্ প্রাণ-রূপী গায়ত্রী চতুষ্পাৎ। পুরুষেরও চতুষ্পাৎগায়ত্রী পুরুষ একই। হৃদাসনে গায়ত্রীর প্রতিষ্ঠা।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—দ্বারপা উপাসনা। হৃদয় ব্রহ্মাম্বুব। তার পাঁচটি জ্যোতি দ্বারা। দ্বারে দ্বারে রক্ষী। ইহারা আদিত্য চন্দ্রমা অগ্নি পর্জ্জন্য ও দ্যৌ (অধিদেব দৃষ্টিতে)। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে ইহারা পঞ্চ প্রাণ। অধিভূত দৃষ্টিতে ইহারা পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, বাক্, মন, বায়ু। ব্রহ্ম জ্যোতি দেখাশোনা প্রাণে অনুভব করা, মনে ও বাক্যে স্ফূরিত করা—দ্বারপা উপাসনা।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—শাণ্ডিল্য বিদ্যা। ঋষি শাণ্ডিল্যের অনুশাসন

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। সব কিছুই ব্রহ্ম। তাহাতেই জন্ম-স্থিতি-লয়—এই সত্য জানিয়া শান্ত হইয়া তাঁর উপাসনা।

পঞ্চদশ খণ্ডে—কোশ বিদ্যা। কোশ-খোপ, কিছু রাখার স্থান। একটি যেন হাড়ি, তার তলা পৃথিবী, পেট অন্তরীক্ষ, গলা দ্যুলোক, কোণগুলি দিক্। দিকগুলির নাম কুহু সহমানা রাজ্ঞী সুভৃতা। মধ্যস্থলে বাহু ও প্রাণ। ব্রহ্মকোশ জ্যোতি-পূর্ণ। জরা মৃত্যু দ্বারা অহিংসিত। সর্ব্বভাবে ব্রহ্মকোশের স্মরণ দিতে হইবে।

ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে—পুরুষ যজ্ঞবিদ্যা। জীবনকে যজ্ঞ ভাবনা। পাঁচদিন ব্যাপী যজ্ঞ। উদ্দেশ্য—অসুর বিজয় অবিদ্যা-নাশ, অমৃতত্ব লাভ এই বিদ্যা আঙ্গিরস ঘোর দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে দিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অপিপাস হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ খণ্ডে—মনকে ব্রহ্ম জানিয়া উপাসনা। হৃদয়ে মন ও বাহিরে আকাশ দুইই ব্রহ্ম। মন চতুষ্পাৎ, বাক্ প্রাণ চক্ষু ও শ্রোত্র মন হইবে ব্রহ্মময়, বাক্য অগ্নিময় প্রাণ বায়ুময় চক্ষু প্রভাময় শ্রোত্র দিঙ্ময়।

ঊনবিংশ খণ্ডে—আদিত্যে ব্রহ্মদৃষ্টির কথা। অসৎ হইতে সৎ। তাহা হইতে অণ্ড। অণ্ড নির্ভিন্ন করিয়া আদিত্যের আবির্ভাব।

চতুর্থ প্রপাঠক

সতেরটি খণ্ড

প্রথম হইতে তৃতীয় খণ্ডে—সম্বর্গ বিদ্যা। বক্তা রৈক্য, শ্রোতা জানশ্রুতি। সম্বর্গ অর্থ লয়স্থান। সকল দ্রব্য লয় পায় বায়ুতে। সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি লয় পায় প্রাণে। অধিদৈব দৃষ্টিতে বায়ু, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে প্রাণ সম্বর্গ। আত্মাকে পরমাত্মায় মিলাইয়া দিয়া অমৃতত্ব লাভও সম্বর্গ।

চতুর্থ হইতে নবম খণ্ডে—জাবাল সত্যকামের কথা। পিতার নাম জানেন না, মাতা এই সত্য কথা বলার জন্য গুরু গৌতম তাহাকে ব্রহ্মদীক্ষা দান করেন। গুরু আজ্ঞায় গরু চরাইতে চরাইতে সত্যকাম বৃষ অগ্নি হাঁস ও পানকৌড়ির নিকট চতুষ্পাৎ ব্রহ্মের সন্ধান পান। (১) চতুর্দ্দিকে ব্রহ্ম-প্রকাশরূপ। (২) পৃথিবী অন্তরীক্ষ দ্যুলোক ও সাগরে ব্রহ্ম প্রকটিত—অনন্তরূপ। (৩) অগ্নি সূর্য্য চন্দ্র বিদ্যুতে ব্রহ্ম = জ্যোতিরূপ (৪) প্রাণ চক্ষু কর্ণ ও মনে ব্রহ্ম প্রকাশিত = আয়তনরূপ।

দশম হইতে পঞ্চদশ খণ্ডে—সত্যকাম শিষ্য উপকোশলের কথা। গুরু উপদেশ না দিয়া প্রবজ্যায় যান। অগ্নি ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। অগ্নি বলেন, "প্রাণব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" কং অর্থ সুখ 'খং অর্থ শূন্যতা' প্রাণ আর কং অধ্যাত্ম। আকাশ আর খং অধিভূত। সত্যকাম ফিরিয়া শিষ্য উপকোশলকে বলিলেন—অক্ষিতে যে পুরুষ তিনি আত্মা। অক্ষিপুরুষ অর্থ ভ্রূমধ্যস্থ ব্রহ্মতত্ত্ব আত্মা অভয় অমৃত। আত্মা সংযদ্‌বাম। বাম বা কল্যাণ

তাহাতে কেন্দ্রীভূত। ব্রহ্ম বাম-নী কল্যাণের নায়ক, ব্রহ্ম ভা-মনি সকল জ্যোতির নায়ক।

ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে—সোমযাগের কথা। ঋত্বিক ব্রহ্মার মৌন বিধানের কথা। যজ্ঞের অঙ্গহানি হইলে ব্যহৃতি মন্ত্রদ্বারা কিভাবে প্রতিকার করণীয় ইহা আলোচিত হইয়াছে।

পঞ্চম প্রপাঠক

চব্বিশ খণ্ড

প্রথম দ্বিতীয় খণ্ডে—প্রাণ উপাসনার কথা। বক্তা ঋষি সত্যকাম। ব্রহ্মের পাঁচটি দ্বারপাল—প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন। এরমধ্যে বাক্ বশিষ্ঠ ও উজ্জ্বল। চক্ষু-প্রতিষ্ঠা শ্রোত্র সম্পৎ মন আয়তন সকলের আশ্রয়। প্রাণ জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ প্রমাণিত হইয়াছে একটি আখ্যায়িকা দ্বারা।

তৃতীয় হইতে দশম খণ্ডে—শ্বেতকেতু ও প্রবাহণ সংবাদ। আলোচ্য বিষয় পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। প্রবাহণ রাজা শ্বেতকেতুকে পাঁচটি প্রশ্ন করেন। উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া শ্বেতকেতু পিতা গৌতমকে জিজ্ঞাসা করেন। পিতাও তাহার উত্তর জানেন না বলিয়া পিতাপুত্র দুইজনে ক্ষত্রিয় রাজা প্রবাহণের কাছে গিয়া বিদ্যার্থী হইয়া অনেক অপেক্ষার পর বিদ্যালাভ করেন।

পঞ্চাগ্নি বিদ্যা—দ্যুলোক অগ্নি, শ্রদ্ধা হব্য, ফল সোম। পর্জ্জন্য অগ্নি হব্য, সোম ফল বৃষ্টি। পৃথিবী অগ্নি, হব্য বৃষ্টি, ফল অন্ন। পুরুষ অগ্নি, হব্য অন্ন, ফলরেতঃ। স্ত্রী অগ্নি, হব্য রেতঃ, ফল জীব।

একাদশ হইতে চব্বিশ খণ্ড পর্য্যন্ত—বৈশ্বানর ও প্রাণাগ্নি-হোত্র বিদ্যা। উপদেষ্টা অশ্বপতি, বিদ্যার্থী আরুণি প্রভৃতি ছয়জন ব্রহ্মবাদী বৈশ্বানর, অধিযজ্ঞ দৃষ্টিতে যজ্ঞাগ্নি, অধ্যাত্মদৃষ্টিতে প্রাণাগ্নি। বৈশ্বানরের অখণ্ড রূপ। যজ্ঞাগ্নি পাঁচ; গার্হপত্য দক্ষিণ, আহবনীয়, সব্য ও আবসথ্য। প্রাণাগ্নি পাঁচ—প্রাণাপান সমান ব্যান উদান। আহারের সময় এই পঞ্চাগ্নিতে পাঁচ গ্রাস অন্ন স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিতে হয়। ইহা প্রাণাগ্নিহোত্র।

ষষ্ঠ প্রপাঠক

ষোল খণ্ড

প্রতিপাদ্য এক বিজ্ঞানে সকল বিজ্ঞান

শ্রোতা—পুত্র শ্বেতকেতু। বক্তা—পিতা উদ্দালক।

প্রথম খণ্ডে—গুরুগৃহাগত পাণ্ডিত্যাভিমানী পুত্রের প্রতি পিতার প্রশ্ন। যাহা জানিলে অবিজ্ঞাত বিজ্ঞাত হয় তাহা জানিয়াছ? পুত্র বলিলেন, এ বিষয় আমার আচার্য্য জানিলে নিশ্চয় বলিতেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে—পিতা বলিতে লাগিলেন। আদিতে 'সৎ' ছিলেন। তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন। তাহাতে তেজ হইল। তেজ ভাবিলেন আমি জন্মিব। তাহাতে জল হইল। জল ইচ্ছা করিলেন বহু হইব—তাহাতে পৃথিবী হইল।

তৃতীয় খণ্ডে—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ—ত্রিবিধ জীবের

কথা। তেজ জল ও পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট নাম ও রূপ প্রকটিত করিল।

চতুর্থ খণ্ডে—অগ্নির লোহিতবর্ণ তেজের রূপ, স্বাহা শুক্লরূপ তাহা জলের। যাহা কৃষ্ণ তাহা পৃথিবীর রূপ। এই রূপত্রয়ের অতিরিক্ত কোন সত্য পদার্থ নাই।

পঞ্চম খণ্ডে ও ষষ্ঠ খণ্ডে ভুক্তান্নের স্থূলভাগ মল, মধ্যমভাগ মাংস, সূক্ষ্মতম ভাগ মনঃ। পীতজলের স্থূলভাগ মূত্র, মধ্যম-ভাগ রক্ত, সূক্ষ্মভাগ প্রাণ। ভুক্ত তেজের স্থূলভাগ অস্থি, মধ্যম-ভাগ মজ্জা, সূক্ষ্মভাগ বাক্। মন অন্নময় প্রাণ অপোময় বাক্ তেজোময়।

সপ্তম খণ্ডে—মনের অন্নময়ত্ব। প্রাণের আপোময়ত্ব ও বাকের তেজোময়ত্ব পরীক্ষাদ্বারা প্রমাণিত করা। পুত্রকে পনের দিন ব্যাপি অনশনে রাখিয়া এই পরীক্ষা।

সাত খণ্ডে শ্বেতকেতুর শিক্ষায় প্রথম পর্ব্ব। পরবর্ত্তী নয় খণ্ডে দ্বিতীয় পর্ব্ব।

অষ্টম খণ্ডে—সুপ্তির রহস্য। ঘুমাইলে 'সৎ' এর সঙ্গে একত্ব হয়। খাদ্য পরিপাক করে জল, জল রস হয়। রসকে শোষণ করে তেজ। রস তেজ হয়। তেজ রূপান্তরিত হয় সতে। মরিলে বাক্ লয় হয় মনে। মন হয় প্রাণে, প্রাণ হয় তেজে, তেজ হয় সৎরূপী পরম সত্তায়। এই সৎ হইলেন অণিমা—সূক্ষ্মতম তত্ত্ব। এই সৎই সব কিছুর আত্মা। শ্বেতকেতু তিনিই তুমি।

নবম খণ্ডে—মধুমক্ষিকা মধু আনে বহু ফুল হইতে। মধু সব

কিন্তু একরস। মধুতে এ ফুলের ও ফুলের মধুর স্বাদ আলাদা থাকে না। যে ভাবে বহু নদ নদী সাগরে মিশে, সেইভাবে ফুলের রসও পৃথকত্ব হারাইয়া একাকার হইয়া যায়।

দশম খণ্ডে—নদীসমূহ সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, সমুদ্রেই গমন করে। তারা বুঝিতে পারে না আমি অমুক নদী। সিংহ হইতে মশক পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী সৎ হইতে আসিয়া আবার সতে লয় প্রাপ্ত হয়। সৎ বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশ অণিমা। এই সমস্ত জগৎ সদাত্মক। তাহাই সত্য তাহাই আত্মা। শ্বেতকেতু—তিনিই তুমি।

একাদশ খণ্ডে—গাছ হইতে শাখাটা কাটিয়া ফেলিলে—শাখাটা মরিয়া যায়। জীবাত্মা পরিত্যক্ত শরীরও সেইরূপ মরিয়া যায়। কিন্তু জীবাত্মা মরে না। জীবই সৎ। সৎ বস্তুই অনিমা। তাহাই আত্মা। তুমিই সেইবস্তু শ্বেতকেতু।

দ্বাদশ খণ্ডে—পিতা পুত্র শ্বেতকেতুকে একটি বটের বীজ ভাঙ্গিয়া দেখাইলেন উহার মধ্যস্থ সূক্ষ্ম বীজের মধ্যে বিশাল-বৃক্ষটি ছিল। 'সৎ' এর মধ্যে বিশ্ব সেইরূপভাবে লুকাইত ছিল। সেই সৎই আত্মা, সেই-ই তুমি।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—একটি সৈন্ধব খণ্ড জলে ফেলিয়া দিয়া পরদিন দেখাইলেন সৈন্ধব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু পাত্রস্থ জলের সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছে, কিন্তু সে দৃষ্ট হয় না। সৎ সেইরূপ নিখিল বিশ্বে অনুস্যূত কিন্তু দৃষ্ট হয় না।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—কোন লোককে চক্ষু বাধিয়া গান্ধার দেশ

হইতে আনিয়া বনে ছাড়িয়া দিলে সে যেমন পথ পায় না, আবার করুণাবান পুরুষ চক্ষু খুলিয়া গান্ধার দেশের পথ দেখাইয়া দিলে সে বাড়ী পৌঁছিতে পারে। সেইরূপ সদগুরুর কৃপাতেই জগৎ-কারণ সদ্‌বস্তুকে অবগত হওয়া যায়।

পঞ্চদশ খণ্ডে—মৃত্যুকালে বাক্ মনেতে। মন প্রাণেতে, প্রাণ তেজেতে তেজ পরম সৎবস্তুতে মিলিত হয়। সেই সদবস্তুই অণিমা, তাহাই আত্মা, তাহাই তুমি।

ষোড়শ খণ্ডে—চুরি করিয়া অস্বীকার করিলে তার গায়ে তপ্ত কুঠার দিলে দগ্ধ হইয়া যায়। আর সে চোর না হইলে তপ্ত লোহা তাকে দগ্ধ করে না। সৎ বস্তু অবলম্বন করিলে, দগ্ধ হয় না। সৎ বিকারাতীত। সৎ বস্তুই অণিমা। তাহাই আত্মা। তাই তুমি, শ্বেতকেতু।

সপ্তম প্রপাঠক

ছাব্বিশ খণ্ড

এই অধ্যায়ে নারদসনৎকুমারসংবাদে ভূমাতত্ত্বের আলোচনা।

প্রথম খণ্ডে—সনৎকুমার সান্নিধ্যে নারদের আগমন। নারদ জ্ঞানার্থী। সনৎকুমার বলিলেন, কতদূর জান বল। নারদ চারিবেদ হইতে আরম্ভ করিয়া যতকিছু শাস্ত্র আছে তার নাম করিয়া বলিলেন, এত জানিয়াও মন্ত্রবিৎ হইয়াছি—আত্মবিৎ হই নাই। আত্মজ্ঞান চাই। সনৎকুমার বলিলেন—যাহা কিছু জানিয়াছ সব নাম মাত্র বিকারাত্মক শব্দমাত্র, নামকেই ব্রহ্ম

জানিয়া উপাসনা কর। নারদ বলিলেন নাম হইতে যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা বলুন।

দ্বিতীয় হইতে পঞ্চদশ খণ্ড পর্য্যন্ত—নাম হইতে শ্রেষ্ঠ বাক্। বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠ মন। মন হইতে শ্রেষ্ঠ সংকল্প, সংকল্প হইতে বড় চিত্ত। চিত্ত হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। ধ্যান হইতে বিজ্ঞান বড়। বিজ্ঞান হইতে বড় বল। বল হইতে বড় অন্ন। অন্নাপেক্ষা বড় অপ্। অপ্ হইতে তেজ বড়। তেজ হইতে আকাশ, আকাশ হইতে স্মৃতি। স্মৃতি হইতে আশা। আশা হইতে প্রাণ বড়। সবই প্রাণস্বরূপ। প্রাণকে জানিলেই অতিবাদী-পরমার্থের প্রবক্তা হইবে।

ষোড়শ হইতে ত্রয়োবিংশ খণ্ড পর্য্যন্ত সত্য হইতে ভূমার আলোচনা। সনৎকুমার বলিলেন, সতের অতিবাদই সত্যিকার অতিবাদ। নারদ সত্যের অতিবাদী হইতে চাহেন। সনৎকুমার বলিলেন সেজন্য সত্যের বিজ্ঞান চাই। বিজ্ঞানের জন্য চাই মনন। মননেব জন্য চাই শ্রদ্ধা। নিষ্ঠা না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। সুখ না পাইলে মানুষ কিছুই করে না। সুখ কোথায়? ভূমাতে। অল্পে সুখ নাই। নারদ বলিলেন, ভূমার বিজ্ঞান চাই।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ডে—ভূমার সন্ধান। যেখানে অন্য কিছুর দর্শন শ্রবণ বা বিজ্ঞান হয় না তাহাই ভূমা। যার দর্শন শ্রবণ বিজ্ঞান সম্ভব, তাহা অল্প। ভূমা অমৃত। অল্প মর্ত্ত্য।

পঞ্চবিংশ খণ্ডে—ভূমা কিসে প্রতিষ্ঠিত এই প্রশ্ন। উত্তর দিয়াছেন—আপন মহিমাতে। অথবা তাহাতেও নহে। তিনি

কিছুতেই প্রতিষ্ঠিত নহেন। স্বপ্রতিষ্ঠ, ভূমার বিজ্ঞান হইতে দেখা যাবে ভূমা ওপরে নীচে সামনে পিছনে সর্ব্বত্র। তখন নিজেই ভূমা। মনে হবে আমিই সব। এটি অহঙ্কারাদেশ। তারপর আত্মাদেশ—আত্মাই সব। তখন আত্মরতি, আত্মানন্দ।

ষড়বিংশ খণ্ডে—এই অবস্থায় স্বারাজ্য সিদ্ধি। স্বারাজ্যসিদ্ধির ফল বলিতেছেন—বিজ্ঞানবান পুরুষের আত্মা হইতেই প্রাণ, আত্মা হইতেই আশা। স্মর, আকাশ। তেজ জল, আত্মা হইতেই অন্ন বল বিজ্ঞান ধ্যান চিত্তসংকল্প মন বাক্ ও নাম। সমস্ত জগৎ আত্মা হইতেই। আত্মাই সব যিনি জানেন তিনি পশ্যঃ। সমস্ত গ্রন্থি বিকীর্ণ হইলে গ্রন্থিমোচন হয় ধ্রুবা স্মৃতি হইতে। ধ্রুবা স্মৃতি জাগে সত্ত্বশুদ্ধি হইতে। সত্ত্বশুদ্ধ হয় আহার শুদ্ধ হইলে।

অষ্টম প্রপাঠক

পনের খণ্ড

প্রথম হইতে ছয় খণ্ডে—দহর বিদ্যা। সপ্তম হইতে পনের পর্য্যন্ত ইন্দ্র বিরোচন—প্রজাপতি সংবাদ।

প্রথম খণ্ডে—এই দেহই ব্রহ্মপুর এই অপূর্ব্ব সংবাদ। ব্রহ্মপুর ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ। তার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ অর্থাৎ আকাশের মত সূক্ষ্ম সর্ব্বগত ব্রহ্ম আছেন। তাঁকে জানিতে হইবে। দেহের জরা দ্বারা অন্তরাকাশ জীর্ণ হয় না। দেহের নাশে সে নষ্ট হয় না। ব্রহ্মপুর অপহতপাপ্‌মা। জরা মৃত্যু শোক ক্ষুধা পিপাসা

শূন্য। এই ব্রহ্মপুর জানিলে আত্মবোধ হয় তখন জ্ঞাতা সত্যকাম সত্যসংকল্প হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে—যত প্রকারের কাম্যবস্তু হইতে পারে—সবই তার লাভ হয় এই কথা।

তৃতীয় খণ্ডে—আত্মা হৃদয়ে আছেন বলিয়াই নাম হৃদয়। হৃদি অয়ং। হৃদয় শব্দার্থ চিৎব্যক্তি সুষুপ্তিকালে ব্রহ্মলাভ করেন। এখানে আত্মচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এক।

চতুর্থ খণ্ডে—আত্মচৈতন্য সেতু হইয়া সব কিছু জুড়িয়া আছে। আত্মবোধ হইলে দ্বন্দ্বাতীত হওয়া যায়। ঐ সেতুর জ্ঞান হইলে সকল দুঃখতাপ দূব হয়। ব্রহ্মলোক সংকৃদ্ বিভাত সর্ব্বদা প্রকাশশীল। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা ব্রহ্ম লাভ করা যায়।

পঞ্চম খণ্ডে—ব্রহ্মচর্য্যের তত্ত্ব। ব্রহ্মচর্য্যের সাধন বিচিত্র। যে সব উপায়ে চৈতন্য বৃহৎ হয়, আত্মচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে পরিণত হয় —তাহা ব্রহ্মচর্য্য।

ষষ্ঠ খণ্ডে—নাড়ী তত্ত্ব। নাড়ী হইল চেতনার অন্তঃপুর। সুষুপ্তিতে সব চেতনা গুটাইয়া আসে নাড়ীতে। সুষুপ্তিতে যিনি জাগিয়া থাকেন তিনি আত্মার মহিমা অনুভব করেন। হৃদয়ে ১০৯টি নাড়ী। তন্মধ্যে একটি গিয়াছে মূর্ধার দিকে। এইটি ধরিয়া বিদ্বান অমৃত লোকের দিকে অগ্রসর হন।

সপ্তম খণ্ডে—প্রজাপতির ঘোষণা—আত্মবিজ্ঞান হইলে সমস্ত বাসনা পূর্ণ হয়। এই ঘোষণায় দেবমধ্যে ইন্দ্র ও অসুর মধ্যে বিরোচন স্বতন্ত্র ভাবে উপস্থিত হন প্রজাপতির নিকট। বত্রিশ

বছর ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কেন আসিয়াছ? তাঁহারা উত্তর দিলেন যে, তাঁহারা আত্মজ্ঞানপ্রার্থী।

অষ্টম খণ্ডে—প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জলপূর্ণ সরার মধ্যে মুখ দেখিতে বলিলেন। দেখার পর তিনি বলিলেন যাহা দেখিতেছ তাহাই আত্মা। বিরোচন চলিয়া গিয়া অসুরদের মধ্যে প্রচার করিলেন এই দেহই আত্মা। দেহের সেবাই পুরুষার্থ। ইহা আসুরী উপনিষদ।

নবম খণ্ডে—পথে ইন্দ্রের সংশয়। ফিরিয়া প্রজাপতিকে বলিলেন, দেহ আত্মা হইলে তো দেহের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু হইবে। প্রজাপতি বলিলেন ঠিক ধরিয়াছ আরও বত্রিশ বছর থাক।

দশম খণ্ডে—বত্রিশ বছর পর প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিলেন—স্বপ্নে যে পুরুষ মনের মধ্যে বিচরণ করেন, নানা সুখ ভোগ করেন তিনি আত্মা। ইন্দ্র চলিয়া গিয়া আবার ফিরিলেন আচার্য্যকে বলিলেন স্বাপ্ন পুরুষেরও তো সুখদুঃখ লোভ আকাঙ্ক্ষা আছে। কত বিভীষিকাও সে দেখে, তাহা হইলে আত্মা 'অভয়' কিরূপে হয়। প্রজাপতি বলিলেন—ঠিক ধরিয়াছ। আরও বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য্য কর।

একাদশ খণ্ডে—বত্রিশ বছর পর প্রজাপতি বলিলেন। আত্মা যে সময় এমন সুপ্ত যে সকল ইন্দ্রিয় ব্যাপার শূন্য, প্রসন্নতাপ্রাপ্ত, স্বপ্নও নাই। সেই সুষুপ্ত আত্মাই অমৃত, অভয় ও ব্রহ্ম। ইন্দ্র

চলিয়া গেলেন আবার সংশয় যুক্ত হইয়া ফিরিলেন। আচার্য্যকে কহিলেন সুষুপ্তি তো বিনাশতুল্য। কিছুই জানা যায় না। ইহাই কি আত্মানুভূতি? প্রজাপতি বলিলেন ঠিক ধরিয়াছ—আরও পাঁচ বছর থাক।

দ্বাদশ খণ্ডে—একশত এক বছর ব্রহ্মচর্য্য পালনের পর প্রজাপতি বলিলেন এই দেহ মরণশীল। আত্মা অমৃত, মরণহীন। আত্মা জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তির ঊর্দ্ধে। শরীর আত্মার আবাস কিন্তু আত্মা শরীরের ঊর্দ্ধে। দেহ আত্মা নয়। তুমিও দেহ নও। দেহ পরমাত্মার সেবক মাত্র। দেহ অবলম্বনে বন্ধনহীন আত্মা ক্রীড়া করেন মাত্র। বাক্ চক্ষু শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয় যাঁর অনুভবের উপায়মাত্র তিনি আত্মা। মন আত্মার দৈব চক্ষু।

ত্রয়োদশ খণ্ডে—পরমাত্মা ভাবনায় একটি মন্ত্র। আমি শ্যাম হইতে শবলকে আশ্রয় করি। শবল হইতে শ্যামকে আশ্রয় করি।

চতুর্দ্দশ খণ্ডে—পরম চৈতন্যস্বরূপকে আকাশ বলা হইয়াছে। আকাশ হইতে নাম ও রূপ। আকাশ প্রজাপতির সভা ও সদন। তারপর প্রার্থনা, যোনিতে বাস যেন আর না হয়।

পঞ্চদশ খণ্ডে—বিদ্যা সম্প্রদায়—গুরু পরম্পরা।

সারসঞ্চয়ন সমাপ্ত

উপোদ্ঘাত

ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদের অন্তর্গত। আটটি প্রপাঠকে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রপাঠকে বহু খণ্ড। প্রথম প্রপাঠকে উদ্গীথ উপাসনার কথা। উচ্চৈঃস্বরে গেয় বলিয়া সামবেদে প্রণব উদ্গীথ নামে কথিত। পরমাত্মার যত নাম আছে তন্মধ্যে ওঁকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পতঞ্জলি লিখিয়াছেন—তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। ওঁকার পরমাত্মার বাচক। বেদান্ত-শাস্ত্রে পরব্রহ্মেব সর্ব্বপ্রকার উপাসনার মধ্যেই ওঁকারের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। গীতার মতে 'ওঁ তৎ সৎ' তিনটিই ব্রহ্মের নাম। সমস্ত সৎ কার্য্যে প্রথমে ওঁকার উচ্চারণেব বিধান। ওঁকারের তত্ত্বচিন্তনই একটি উপাসনা।

পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্য, ঋক, সাম এবং ওঁকার এই অষ্টবিধ রসের মধ্যে ওঁকার রসতম। ওঁকার জগদুৎপত্তিব মূল। ওঁকার সকল কামনা পরিপূরণের কারণ। একমাত্র ওঁকারের আরাধনাতেই পরমাত্মজ্ঞান লাভ হয়। ত্রিগুণ-ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার গান করিবে, শ্রবণ করিবে, স্তব করিবে।

উদ্গীথ উপাসনাদ্বারা দেবতাদের মৃত্যুভয় দূর হইয়াছে। কৌষিতকী ঋষি সদ্‌গুণশালী পুত্র লাভ করিয়াছেন। চৈকিতায়ন, শিলক ও প্রবাহন কত গভীরভাবে ব্রহ্মতত্ত্বালোচনা করিয়াছেন। উচ্ছিষ্ট কদর্য্য মাষ ভক্ষণ করিয়াছেন অন্নার্থী হইয়া

ব্রহ্মজ্ঞ উষস্তি। উদ্‌গীথাখ্য প্রণব যাঁরা গান করেন তাঁদের নাম উদ্‌গাতা। উদ্‌গাতা উষস্তি সকল পাপমুক্ত হন। অমরত্ব লাভ করেন।

দ্বিতীয় প্রপাঠকে সামের প্রশংসা করা হইয়াছে। সামোপাসনায় নানা দৃষ্টির কথা বলিয়াছেন—সাধুদৃষ্টি, লোকদৃষ্টি, বাক্‌দৃষ্টি, ক্রতুদৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ দৃষ্টির কথা আলোচনা হইয়াছে। অগ্নি বায়ু ও আদিত্যদেবতা কর্ত্তৃক ত্রয়ীর প্রকাশের কথা ও ত্রয়ীতে সাম নিহিত আছে এই কথা বলিয়াছেন। সাম-দৃষ্টিতে অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্রয়ের উপাসনা করিতে হইবে।

সামগাতার স্বরাদি বর্ণসকল কিরূপে উচ্চারণ করিতে হইবে? স্বরবর্ণ, উষ্মবর্ণ ও স্পর্শবর্ণ—ইহা ইন্দ্র, প্রজাপতি ও মৃত্যুদেবতা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। তাঁহাকে আত্মস্বরূপ জানিয়া উপাসনা করিবে। বর্ণের দেবতাজ্ঞান থাকিলে গায়ক অপ্রমত্ত হইয়া গান করিতে পারেন। সর্ব্বপ্রকার সাম উপাসনার যে ফল একমাত্র ওঁকার উপাসনায় সেই ফল।

ধর্ম্মের তিনটি স্কন্ধ। প্রথম স্কন্ধ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। অধ্যয়ন বলিতে বেদপাঠ। ব্রত ও তপস্যা ধর্ম্মের দ্বিতীয় স্কন্ধ। ব্রহ্মচর্য্য, গুরুগৃহে বাস ও বেদাভ্যাস তৃতীয় স্কন্ধ। যাঁহারা এই ত্রিবিধ ধর্ম্মাচরণ করেন তাঁহারা প্রকৃত আশ্রমী। তাঁহারা পুণ্যলোকবাসী হইবেন কিন্তু অমৃতত্বলাভের অধিকারী একমাত্র ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। প্রণব-উপাসনাই অমৃতত্ব লাভের শ্রেষ্ঠ উপাসনা। আদিত্যদেবকে ব্রহ্মাণ্ডের মধুচক্র বলা হইয়াছে।

যজ্ঞাদিতে যে সোমলতার রস নিক্ষেপ করা হয়, সেই রস অমৃত-স্বরূপ। তাহা সূর্য্যকিরণ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া আদিত্যলোকে যায়। তাহাই অন্ন, বল ও ইন্দ্রিয়শক্তিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া জগৎ সঞ্জাত হয়।

তৃতীয় প্রপাঠকে গায়ত্রী বিদ্যার উপদেশ। এই প্রসঙ্গে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"—এই মন্ত্রের বিশেষ ব্যাখ্যান করা হইয়াছে। জগতের নাম-রূপে পরিণত এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্মময়। যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম হইতে জাত। তিনিই জগতের মূল কারণ। ব্রহ্মেতে একান্ত অনুরক্ত হইয়া যিনি ব্রহ্মধ্যানে তৎপর থাকেন তিনি নিশ্চয়ই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইবেন।

মানবের জীবনকে তিনটি সবনে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রাতঃ সবনে চব্বিশ বৎসর, মাধ্যন্দিন সবনে চুয়াল্লিশ বৎসর ও তৃতীয় সবনে আটচল্লিশ বৎসর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মোট ১১৬ বৎসর মানবের আয়ু। আয়ুক্ষয় হয় ব্যাধি দ্বারা। আয়ুবর্দ্ধন হয় উপাসনা ও জপ-যজ্ঞ দ্বারা।

চতুর্থ প্রপাঠকে বায়ু ও প্রাণ এই দুইজনকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাসনার কথা বলা হইয়াছে। কতিপয় আখ্যায়িকা দ্বারা উপদেশ দিয়াছেন। রাজা জনশ্রুতির পৌত্র পরম ধাম্মিক ও দাতা ছিলেন। তিনি রৈক্য নামক এক ব্রাহ্মণ আচার্য্যকে বিস্তর ধন অর্থ গাভী অশ্ব রথ অলংকার ও নিজ কন্যাকে তাঁর ভার্য্যারূপে দান করিয়া ঋষির নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপর এক আখ্যায়িকায় জাবাল-সত্যকাম ও গৌতমের কথা। ঋষি গৌতম দীক্ষার্থী সত্যকামের গোত্র জানিতে চাহিলে সে নিজ মাতৃমুখে যেমন শুনিয়াছিল যে ভর্ত্তৃহীনা মায়ের গর্ভে তার জন্ম —এই কথা গোপন না করিয়া সরলভাবে সত্য কথা বলিল। গৌতম বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন এইরূপ সত্যবাদী আর কেহ হইতে পারে না। এইরূপ সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ ইহা বুঝিয়া তাহাকে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

সত্যকাম গুরুর নির্দ্দেশমত চলিয়া প্রকৃতির নিকট হইতেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভকরতঃ পরবর্ত্তী জীবনে নিজেই আচার্য্যপদ অলংকৃত করিয়াছিলেন।

আর একটি কাহিনী উপকোশল সম্বন্ধে। ইনি দ্বাদশ বর্ষ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়াও গুরুর নিকট ব্রহ্মবিদ্যা না পাইয়া মনের বেদনায় অনশন ব্রত লইয়াছিলেন। পরে আচার্য্য সত্যকামের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মচারী বাহ্য বিষয় হইতে চক্ষু:কে নিবৃত্ত করিয়া চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষকে দেখিতে পান তিনিই আত্মা এই উপদেশ দিলেন। যিনি দৃষ্টির দৃষ্টি চক্ষুর চক্ষু তি ন পরমাত্মা। আত্মা অমর অবিনাশী অভয়। ইনি ব্রহ্ম, বৃহৎ, অনন্ত।" ইহাকে জানিতে হইবে।

এই প্রপাঠকে মরণের পর জীবাত্মা দিন, পক্ষ, ঋতু, অয়ন, ইত্যাদি দেবতাস্বরূপ লাভ করিয়া আদিত্যরূপে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নে অবস্থান করতঃ, আদিত্য হইতে চন্দ্র, তথা হইতে বিদ্যুৎ প্রভৃতি দেবতার স্বরূপ লাভ করে। আত্মোপাসক পুরুষ

ব্রহ্মধামে গমন করেন, কি ভাবে গতি হয় তাহা বিস্তারে কথিত হইয়াছে।

পঞ্চম প্রপাঠকে চক্ষু কর্ণ বাক্য মন—সকল অপেক্ষা মুখ্য প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য শ্রেষ্ঠত্ব লইয়া বিবাদকারী ইন্দ্রিয়গণের গল্প আছে। প্রমাণিত হইয়াছে যে, চক্ষু কর্ণ মন বাক্য ইহারা প্রাণের দ্বারস্বরূপ। প্রাণই দেহমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

পাঞ্চাল-সভায় প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে কতিপয় প্রশ্ন করিলে শ্বেতকেতু উত্তর দিতে অক্ষম হইয়া পিতার কাছে গিয়া উহা জানান। পিতা গৌতম নিজেও ঐ সকল প্রশ্নের উত্তর জানেন না বলিয়া তিনি নৃপতি প্রবাহণের নিকট গমন করিয়া বিদ্যা-ভিলাষী হন। প্রবাহণ তাঁহাকে যে বিদ্যা দান করেন তাহা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা নামে কথিত। ইহলোকের জীব কি প্রকারে পরলোকে গমন করে ও পরলোক হইতে কর্ম্মফলে পুনর্জন্ম লাভ কিম্বা ব্রহ্ম লাভ ঘটে তাহা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

কেকয় রাজ্যের রাজা অশ্বপতির নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, বুড়িল, উদ্দালক প্রভৃতি মুনিগণ আগমন করিয়াছিলেন। অশ্বপতি তাঁহাদিগকে বৈশ্বানরবিদ্যার উপদেশ দিয়াছিলেন। বৈশ্বানর আত্মার কথা বলা হইয়াছে—তাহার মস্তক স্বর্গলোক, চক্ষু আদিত্য, প্রাণ বিশ্বের বায়ু, আত্মা বিশ্বব্যাপী আকাশ, মূত্রাশয় জল, চরণ পৃথিবী। আত্মরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী এইরূপ চিন্তা করিয়া বৈশ্বানরের উপাসনা করিতে হইবে।

ষষ্ঠ প্রপাঠকে আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর আলোচনায় দর্শনতত্ত্বের অপূর্ব্ব রূপায়ণ। ব্রহ্ম হইতে বিশ্বজগৎ কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছে, কি ভাবে নিখিল জীব জীবিত আছে, কি ভাবে সূক্ষ্ম হইতে বিরাট বিশ্ব প্রকটিত হইয়াছে—এই সকল বিষয় অতি সুন্দরভাবে কথিত হইয়াছে। যে বিজ্ঞান-উপদেশ দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অজ্ঞাত জ্ঞাত হয়, যাহা হইতে বিশ্ব সমুদ্ভূত, সেই কারণের কারণ সৎস্বরূপ ব্রহ্মের তত্ত্ব অতি সুষ্ঠুভাবে স্থাপিত হইয়াছে। মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময় এই তত্ত্ব উপাখ্যান দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

সুষুপ্তির তত্ত্ব বলা হইয়াছে—যে অবস্থায় জীবাত্মা স্বরূপ প্রাপ্ত হয় তাহা সুষুপ্তি। পুরুষ যেমন দর্পণে প্রতিবিম্বরূপে প্রবিষ্ট হন তদ্রূপ মনেতে পরব্রহ্ম জীবরূপে প্রবিষ্ট হন। সুষুপ্তি-কালে পরমাত্মার জীবত্ব-বিনির্ম্মুক্ত স্বরূপ হয়। মানবগণ প্রত্যহ সুষুপ্তিকালে সদ্বস্তুসহ মিলিত হয়, আবার তাহা হইতে আগত হয়। অজ্ঞতাবশতঃ সে তাহা বুঝিতে পারে না।

কতিপয় নিরুপম দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি নিজ পুত্রকে পরম সদ্বস্তুটির তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। মধুকর নানা ফুলের মধু সংগ্রহ করে। মধুচক্রে সব একত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন আর কোন্ অংশ কোন্ ফুলের মধু তাহা পৃথক্ করা যায় না।

নদীগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে নানা দিক বহিয়া সমুদ্রে একত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মার সৎস্বরূপতাও তদ্রূপ।

একটি বটবৃক্ষের বীজ আনাইয়া ঋষি তাহা পুত্রকে ভাঙ্গিতে

বলেন। পুত্র শ্বেতকেতু তাহা ভাঙ্গিলে ঋষি বলিলেন, এই যে বীজের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্তু তোমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না উহা হইতেই ঐ বিশাল বটবৃক্ষটি জাত হইয়াছে। সেইরূপ সূক্ষ্মতম সৎস্বরূপ পরমাত্মা হইতে এ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে।

এক খণ্ড লবণ এক বাটি জলে ফেলিয়া দিয়া পিতা পুত্রকে দেখাইলেন যে লবণখণ্ড দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, কিন্তু উহা জলের পরমাণুতে একাকার হইয়াছে। লবণ এখন অদৃষ্ট কিন্তু জলে সর্ব্বত্র অনুস্যূত। সদ্বস্তুও তদ্রূপ বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত, কিন্তু কোথাও দৃষ্টিগোচর নহে।

ব্রহ্মবস্তু ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র আছেন অথচ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুপলব্ধ। ব্রহ্ম অজর অমর অমৃতস্বরূপ। তিনি তোমার অন্তরাত্মা। তুমিই সেই বস্তু। তত্ত্বমসি। তস্য ত্বমসি। তুমি তাঁরই বিশেষ প্রকাশ।

সপ্তম প্রপাঠকে ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট আসিয়াছেন নারদ। বলিলেন—আমি শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াছি, আত্মজ্ঞ হই নাই। আপনি আমাকে আত্মজ্ঞ করুন।

সনৎকুমার বলিলেন—শাস্ত্রজ্ঞান মাত্র শব্দের জ্ঞান। শব্দ হইতে বাক্ বড়। বাক্ হইতে মন বড়। মন হইতে চেতনা বড়। চেতনা হইতে ধ্যান। ধ্যান হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে বল বড়। বল হইতে অন্ন, জল, তেজ, আকাশ, স্মৃতি, আশা, প্রাণ, সত্য, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও সুখ ইত্যাদি দ্রব্যের এক হইতে

অন্য উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ। সুখের মূল ভূমা। ভূমাই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাকেই জানিতে হইবে।

যাহার দর্শনে শ্রবণে ও বিজ্ঞানে অন্য দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য ও বিজ্ঞাতব্য কিছুই থাকে না তিনি ভূমা। ভূমা স্বপ্রকাশ আত্মা। ভূমা ব্রহ্ম। ভূমা নিজ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। ভূমানন্দে ডুবিলে নিজের স্বতন্ত্র সত্তার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়।

অষ্টম প্রপাঠকে প্রজাপতি-ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ। প্রজাপতি জীবকল্যাণার্থ আত্মতত্ত্ব জানাইয়া দিয়াছেন। ইন্দ্র ও বিরোচন আসিয়া প্রজাপতির নিকট আত্মজ্ঞান চাহিয়াছেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে বত্রিশ বৎসর আশ্রমে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে নির্দ্দেশ দিলেন।

নির্দ্দিষ্ট কালের পর আত্মতত্ত্ব বলিলেন। তাহাতে বিরোচন বুঝিল এই দেহই আত্মা। ইন্দ্র সংশয়ান্বিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। আবার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে থাকার পর প্রজাপতি বলিলেন—আত্মা অজর অমর অমৃত। ইন্দ্র এবারও ঠিক তত্ত্ব বুঝিলেন না। প্রজাপতির আজ্ঞায় আবার বত্রিশ বৎসর ও পরে পাঁচ বৎসর মোট শতাধিক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া আত্মতত্ত্ব জানিলেন।

বিরোচন "দেহই আত্মা" যাঁহাদিগকে শিক্ষা দিলেন তাহারা হইল অসুর। ইন্দ্র যাঁহাদিগকে যথার্থ তত্ত্ব জানাইলেন তাঁহারা হইলেন দেবতা পদবাচ্য। যিনি স্রষ্টা তিনি আত্মা। যিনি গন্ধ গ্রহণ করেন তিনি আত্মা। যিনি শ্রোতা, যিনি মননকর্ত্তা, তিনি

আত্মা। চক্ষু নাসিকা কর্ণ মন ইহারা দর্শনাদির সাধনমাত্র। দেবতারা আত্মার সাধনা করিয়া সকল লোক, সকল ভোগ লাভ করেন। বিচারের পর বিচার করিয়া গুরুমুখে আত্মতত্ত্ব জানিতে হইবে।

উপোদ্ঘাত সমাপ্ত

ছান্দোগ্য শ্রুতি

ছন্দঃ অর্থ বেদ। যাঁহারা গান করেন তাঁহারা ছন্দোগ, তাঁহাদের শাস্ত্রকে বলা হয় ছান্দোগ্য। সামবেদই গান করা হয়। স্নুতরাং সামবেদের সমগ্র শাখার নামই ছান্দোগ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় নাই। কৌরব বলিলে পাণ্ডুপুত্রদেরও বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহা বুঝায় না। সামবেদের একটি বিশেষ শাখার নামই ছান্দোগ্য হইয়াছে।

বৈশম্পায়ন ঋষির নয়জন শিষ্যের মধ্যে একজনের নাম তাণ্ড্য। তিনি সামবেদের যে শাখার প্রবর্ত্তক সেই শাখার নাম তাণ্ড্য শাখা। এই শাখার অন্তর্গত একখানি ব্রাহ্মণের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে দশটি অধ্যায় বা প্রপাঠক আছে। তাহার শেষের আটটি নাম ছান্দোগ্য উপনিষৎ। যে কয়খানি উপনিষদের উপর বেদান্তদর্শন প্রতিষ্ঠিত তন্মধ্যে ছান্দ্যেগ্য একখানি শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীন গ্রন্থ। ইহাতে আটটি প্রপাঠক।

প্রথম প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

প্রপাঠকের প্রথমেই উদগীথোপাসনার কথা। ওমিত্যেতদক্ষর-মুদ্গীথমুপাসীত—'ওঁ' এই অক্ষরকে উদগীথরূপে উপাসনা

করিবে। যেহেতু প্রথমে উদ্গীথ উচ্চারণ করিয়া পরে উদ্গান করা হয়, তাহার ব্যাখ্যা এই—পৃথিবী এই ভূতসমূহের রস। জল পৃথিবীর রস। ওষধিসমূহ জলের রস। পুরুষ ওষধি-সমূহের রস। বাক্ পুরুষের রস, ঋক্‌বেদ বাকের রস। সামবেদ ঋক্‌বেদের রস। উদ্‌গীথ সামবেদের রস।

উদ্গীথ রসসমূহের মধ্যে পরম রস, ইহা পরম বস্তু পরম রস। ইহা পরাখ্য পরম স্থান। ইহা অষ্টম—পৃথিবী, জল, ওষধি, পুরুষ, বাক্, ঋক্ ও সাম, এই সাতটির পরবর্ত্তী অষ্টম।

এখন জিজ্ঞাস্য—ঋক্ কি? সাম কি? উদ্গীথ কি? উত্তর দিতেছেন—বাক্যই সাম। প্রাণই ঋক্। ওম্ এই অক্ষরই উদ্‌গীথ। যাহা বাক্ ও প্রাণ অথবা ঋক্ ও সাম তাহাই মিথুন।

এই মিথুন (বাক্ ও প্রাণ) 'ওঁ' এই অক্ষরে সম্মিলিত হয়। যখনই মিথুন সম্মিলিত হয় তখনই তাহারা পরস্পরের বাসনা পূর্ণ করে।

যিনি এইরূপ তত্ত্ব জানিয়া ওঁকারকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেন তিনি কাম্যবস্তুসমূহ লাভ করেন।

ওঁ এই অক্ষর অনুজ্ঞাক্ষর। অনুমতিজ্ঞাপক, যখন অনুমতি দেওয়া হয় তখনই বলা হয় ওম্। এই অনুজ্ঞাক্ষর লাভের হেতু। যিনি ইহা জানিয়া এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেন তিনি কাম্যবস্তুসমূহের সংবর্দ্ধয়িতা।

এই অক্ষর দ্বারাই ত্রয়ীবিদ্যা প্রবর্ত্তিত হয়। ওঙ্কার উচ্চারণ

করিয়া শ্রবণ করান হয়। ওঁ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করা হয়। ওঁ উচ্চারণ করিয়া উদ্‌গান করা হয়। এই সকলই মহিমা দ্বারা ও রসের দ্বারা ওঁকার অক্ষরের পূজার জন্য। যাঁহারা ইহা জানেন বা যাঁহারা জানেন না সকলেই ওঁকার অক্ষর দ্বারা সকল কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বিদ্যা ও অবিদ্যা আলাদা। বিদ্যাযুক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত ও জ্ঞানযুক্ত হইয়া যে কার্য্য করা হয় তাহা অধিকতর শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ ওঁকারের তত্ত্ব জানিয়া যজ্ঞাদি করা ও না জানিয়া করার মধ্যে পার্থক্য অনেক।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রজাপতির সন্তান দেবতা ও অসুর। তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়াছিল। কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারে না। পরে দেবতারা উদ্‌গীথ দ্বারা অসুরদের পরাস্ত করিব ভাবিয়া উদ্‌গীথ গ্রহণ করিলেন। দেবতারা নাসিকাস্থ প্রাণ-শক্তিকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিলে অসুরেরা তাহা পাপবিদ্ধ করিয়া দিল। তাই নাসিকা সুগন্ধ-দুর্গন্ধ দুই-ই গ্রহণ করে। দেবতারা বাগিন্দ্রিয়কে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিলেন। অসুরেরা তাহা পাপবিদ্ধ করিয়া দিল। বাগিন্দ্রিয় তাই সত্য-অসত্য দুই-ই বলিয়া থাকে। তারপর দেবতারা চক্ষুকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করেন। অসুরেরা তাহা পাপবিদ্ধ করিয়া দিল। চক্ষু তাই দর্শনীয় অদর্শনীয় দুই-ই

গ্রহণ করে। দেবতারা তখন শ্রোত্রকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিলেন। অসুরেরা তাহাও পাপবিদ্ধ করিয়া দিল। মানুষ সেইজন্য শ্রোত্রদ্বারা প্রিয়-অপ্রিয় উভয়ই শ্রবণ করে।

অনন্তর দেবতাগণ মনকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। অসুরেরা উহাও পাপবিদ্ধ করিল। এইজন্য লোকে মন দ্বারা সাধু-অসাধু উভয় বিষয়ই চিন্তা করিয়া থাকে। তৎপর দেবতাগণ মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিলেন। অসুরেরা মুখ্য প্রাণকে নষ্ট করিতে গিয়া নিজেরাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। কঠিন প্রস্তরে ঢিল ছুঁড়িলে তাহা যেমন আপনিই ধ্বংস হয়, মুখ্য প্রাণকে নষ্ট করিতে অসুরদের চেষ্টা সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানযুক্ত ব্যক্তির প্রতি পাপ কামনা করে বা তাহাকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করে সে নিজেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কারণ উক্ত জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রস্তরের মত কঠিন অশ্মাখণ (অশ্মা=প্রস্তর, আখণ=যাহা খনন করা যায় না—কঠিন)। এই মুখ্য প্রাণদ্বারা সুরভি বা দুর্গন্ধ কিছুই জানা যায় না। কারণ মুখ্য প্রাণ অপহতপাপ্‌মা—অপাপবিদ্ধ। এই প্রাণশক্তি দ্বারা যাহা ভোজন করা যায়, যাহা পান করা হয়, তাহাতে অপরাপর ঘ্রাণ শ্রোত্র প্রভৃতি পালিত হইয়া থাকে। যখন মুখ্য প্রাণকে আর লাভ করা যায় না তখন মানুষের মৃত্যু হয়। এইজন্য মৃত্যুকালে মানুষ মুখব্যাদান করে। অঙ্গিরা নামক ঋষি প্রথমে এই মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। এইজন্য প্রাণকে আঙ্গিরস বলা হয়। যেহেতু প্রাণ

হইল অঙ্গসমূহের রস। প্রাণ অঙ্গিরা বলিয়া উপাসক ঋষির নাম অঙ্গিরা এরূপ অর্থও করা যায়।

বৃহস্পতি এই মুখ্য-প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন। সেইজন্য এই প্রাণকেও বৃহস্পতি বলে। বৃহতী অর্থ বাক্, তার পতি। অথবা বৃহস্পতি মুখ্য প্রাণের এক নাম। ঋষি মুখ্য-প্রাণকে উপাসনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারও নাম বৃহস্পতি। আয়াস্য ঋষি মুখ্য-প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন—সেইজন্য মুখ্য-প্রাণেব নাম আয়াস্য অথবা আস্য বা মুখ হইতে নির্গত বলিয়া মুখ্য-প্রাণ আয়াস্য। তাহার উপাসক ঋষির নাম তদনুসারে আয়াস্য।

দল্ভ্যেব পুত্র বক ঋষি এই প্রাণকে জানিয়াছিলেন। তিনি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিদিগের উদ্গাতা হইয়াছিলেন। কাম্যবস্তু লাভের জন্য তিনি উদ্গান করিয়াছিলেন। যিনি মুখ্য প্রাণকে জানেন ও অক্ষরকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন তিনি কাম্যবস্তু লাভ করিয়া থাকেন। ইত্যধ্যাত্মম্—ইহা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। আধ্যাত্মিক অর্থ আত্মবিষয়ক। আত্মা শব্দের এখানে দেহ অর্থ। প্রত্যেক বিষয়েরই আধিদৈবিক অধিভূত ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রাচীন শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যখন অগ্নি বায়ু প্রভৃতি বিষয় লইয়া ব্যাখ্যা হয় তখন বলা হয় আধিদৈবিক ব্যাখ্যা। যখন ক্ষিতি অপ্ তেজ প্রভৃতির দিক হইতে ব্যাখ্যা করা হয় তখন বলা হয় আধিভৌতিক ব্যাখ্যা। আর যখন চক্ষু কর্ণ নাসিকাদি অবলম্বনে ব্যাখ্যা করা হয় তখন তাহাকে আধ্যাত্মিক

অর্থ বলা হয়। শাস্ত্রে এই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রায়শঃ দেখা যায়।

তৃতীয় খণ্ড

অধিদৈবত দৃষ্টিতে উদ্‌গীথ উপাসনার ব্যাখ্যান করা হইতেছে।

সূর্য্য তাপ দিতেছেন। তাঁহাকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। সূর্য্য উদিত হইয়া প্রজাগণের জন্য উদ্‌গান করেন। উদিত হইয়া সূর্য্য অন্ধকার ও ভয় দূর করেন। সূর্য্য অন্ধকার ও ভয়ের নাশক।

প্রাণ এবং সূর্য্য উভয়েই সমান। উভয়েই উষ্ণ, উভয়েই স্বর এবং প্রত্যাস্বর। প্রাণ থাকিলেই দেহে উষ্ণতা থাকে। প্রাণ মৃত্যুর সময় নির্গত হয়। স্বরতি ইতি স্বর। স্বর শব্দ গতি-বাচক। অথবা শ্বাস-প্রশ্বাস করে বলিয়া প্রাণকে স্বর বলা যায়। সূর্য্য প্রতিদিন অস্ত যায়, এইজন্য সূর্য্য স্বর। আবার প্রাতঃকালে প্রত্যাগমন করে, এইজন্য প্রত্যাস্বর।

যাহা প্রাণন কার্য্য করে তাহা প্রাণ। যাহা অপানন কার্য্য করে তাহা অপান। প্রাণ অপানের সন্ধি হইল ব্যান। ব্যানকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। মুখ ও নাসিকাদ্বারা যে বায়ুকে নিঃসরণ করা হয় তাহার নাম প্রাণ। যে বায়ুদ্বারা মূত্র পুরীষাদি অপনয়ন করা হয় তাহা অপান। প্রাণ অপানের সন্ধি ব্যান। কোন ভার উত্তোলন করিতে হইলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের কার্য্য স্থগিত থাকে। বায়ুর এই অবস্থাকে ব্যান বলে। যে বায়ু

সর্ব্বশরীরব্যাপী তাহাকেও ব্যান বলে। যাহা ব্যান তাহাই বাক্। এই প্রাণের কার্য্য না করিয়া অপানের কার্য্য না করিয়া লোকে বাক্ (বাক্য) উচ্চারণ করে। যাহা বাক্ তাহাই ঋক্। এই-জন্য ঋক্ উচ্চারণ করিবার সময় প্রাণ অপানের কার্য্য স্থগিত থাকে। যাহা ঋক্ তাহাই সাম। এইজন্য সামগান করিবার সময় প্রাণন অপানন কার্য্য স্থগিত থাকে। যাহা সাম তাহাই উদ্গীথ। এই উদ্গান করিবার সময় প্রাণাপানের কার্য্য স্তব্ধ থাকে।

অগ্নিমন্থন অর্থাৎ ঘর্ষণদ্বারা অগ্নি উৎপাদন, লক্ষ্য-সীমায় ধাবন, দৃঢ় ধনু অবনমন ইত্যাদি শক্তিসাধ্য কর্ম্ম করিবার সময় প্রাণা-পানের কার্য্য স্থগিত থাকে। এই জন্য ব্যানকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিবে।

উদ্গীথ এই অক্ষর তিনটি 'উৎ' 'গী' এবং 'থ', ইহাদিগকে উপাসনা করিবে। উৎ=প্রাণ, গী=বাক্য, থ=অন্ন, কারণ অন্নেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। উৎ=দ্যৌ, গী=অন্তরীক্ষ, থ=পৃথিবী। উৎ=আদিত্য, গী=বায়ু, থ=অগ্নি। উৎ=সামবেদ, গী=যজু-র্ব্বেদ, থ=ঋগ্বেদ। বাক্যের যে দুগ্ধ অর্থাৎ সার তাহা বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্য দোহন করেন। যিনি ইহা জানিয়া উদ্গীথের অক্ষরসমূহ উপাসনা করেন তিনি অন্নবান্ ও অন্নাদ (অন্নভোক্তা) হন।

ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য বিষয়কে উপাসনা করিবে। যে সাম দ্বারা স্তুতি করিবে সেই সামকেই ধ্যান করিবে।

এই সাম যে ঋকের অন্তর্গত সেই ঋক্‌কে, যে ঋষি ইহার দ্রষ্টা সেই ঋষিকে এবং যে দেবতার স্তব করিতে হইবে সেই দেবতাকে ধ্যান করিবে।

যে ছন্দদ্বারা স্তব করিবে এবং যে স্তোত্র দ্বারা স্তব করিবে সেই স্তোত্রকে ধ্যান করিবে। যে দিকে মুখ ফিরাইয়া স্তব করিবে সেই দিককে ধ্যান করিবে। সর্ব্বশেষে আত্মবিষয় ভাবনা করিয়া লক্ষ্য বস্তুর ধ্যান করিয়া ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইয়া স্তব করিবে। যে কামনা লইয়া স্তব করিবে তাহা পূর্ণ হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

দেবতাগণের ওঁকার উপাসনা

'ওম্' এই অক্ষরকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবে। ওঁকার উচ্চারণ করিয়া উদ্‌গান করা হয়। ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ। দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া তিন বেদে প্রবেশ করিয়াছিলেন। মৃত্যু অতিক্রম করিবার উদ্দেশ্যে বেদশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা বেদের মন্ত্রসমূহের দ্বারা নিজেদের আচ্ছাদন করিয়াছিলেন। এইজন্য মন্ত্রের এক নাম ছন্দ (ছন্দাংসি ছাদনাৎ—নিরুক্ত)।

জলের মধ্যে যেরূপ মাছ দেখা যায়, মৃত্যুও সেইরূপ তিন-বেদের মধ্যে দেবতাদের দেখিয়াছিল। দেবতাগণ তখন বেদ হইতে উত্থিত হইয়া স্বরে অর্থাৎ ওঁকারে প্রবেশ করিলেন। যখন ঋক্ সাম যজুর্ব্বেদ পাঠ হয়, তখন উচ্চৈস্বরে ওঁ উচ্চারণ করিতে

হয়। এইজন্য ওঁকারকে 'স্বর' বলা হয়। এই অক্ষর অমৃত ও অভয়। দেবতাগণ ওঁকারে প্রবেশ করিয়া অমৃতময় ও অভয় হইয়াছিলেন। যিনি ইহা জানিয়া 'ওম্' অক্ষরের স্তব করেন, তিনি ঐ অক্ষরস্বরূপ অমৃত অভয় স্বরে প্রবেশ করেন। যেরূপ অমৃত হইয়াছিলেন দেবগণ, তিনিও সেইরূপ অমৃতস্বরূপ হন।

পঞ্চম খণ্ড

উদ্‌গীথরূপে আদিত্য ও প্রাণের উপাসনা

যাহা উদ্‌গীথ তাহাই প্রণব। যাহা প্রণব তাহাই উদ্‌গীথ। আদিত্যই উদ্‌গীথ। আদিত্যই প্রণব। কারণ আদিত্য ওঁকার স্মরণপূর্ব্বক গমন করেন। (স্মরণ এতি—উচ্চারণপূর্ব্বক গমন করেন)।

কৌষীতকি ঋষি নিজ পুত্রকে বলিয়াছিলেন—আমি আদিত্যকে স্তব করিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ তুমি হইয়াছ আমার পুত্র। তুমি আদিত্যের রশ্মিসমূহের ধ্যান কর। তাহাতে তোমার অনেক পুত্র হইবে। ইহা অধিদৈবত ব্যাখ্যা।

অনন্তর অধ্যাত্ম উপাসনার উপদেশ দিতেছেন—এই মুখ্য প্রাণকে উপাসনা করিবে উদ্‌গীথরূপে। কারণ, ইহা ওঁকার উচ্চারণ করিতে করিতে চলে। কৌষীতকি ঋষি নিজপুত্রকে বলিয়াছিলেন—আমি প্রাণের উপাসনা করিয়াছিলাম, সেইজন্য

তোমাকে পুত্ররূপে পাইয়াছি। যদি তুমি বহুপুত্র পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে মহান্ বলিয়া প্রাণসমূহকে উপাসনা কর।

ষষ্ঠ খণ্ড

হিরণ্ময় পুরুষ

এই পৃথিবী ঋক্। অগ্নি সাম। সাম ঋকে অধিষ্ঠিত (অধ্যূঢ়ম্) এইভাবে গীত হন। পৃথিবী সা, অগ্নি অম। সা ও অমের সন্ধিতে সাম। অন্তরীক্ষ ঋক্, বায়ু সাম। সাম ঋকে অধিষ্ঠিত এইভাবে গীত হন। অন্তরীক্ষ সা, বায়ু অম, সন্ধিতে সাম। দ্যুলোক ঋক্, আদিত্য সাম, এইরূপে গীত হন। এই সাম ঋকে অধিষ্ঠিত। দ্যৌ সা, আদিত্য অম, সন্ধিতে সাম। নক্ষত্রসমূহ ঋক্। চন্দ্রমা সাম। সাম ঋকে অধিষ্ঠিত, এইরূপে গীত হন। নক্ষত্রসমূহ সা, চন্দ্রমা অম, সন্ধিতে সাম। আদিত্যের শুক্ল আভা ঋক্। নীলকৃষ্ণ আভা সাম। সাম ঋকে প্রতিষ্ঠিত, এইরূপে গীত হইয়া থাকেন। আদিত্যের শুক্ল আভা সা, নীলকৃষ্ণ আভা অম, সন্ধিতে সাম। আদিত্যের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন যিনি হিরণ্যময়, হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, নখাগ্র হইতে সমুদয় অঙ্গই স্বর্ণবর্ণ। (এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ।) এই সকল মন্ত্রের ভিত্তিতে "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" এই ব্রহ্মসূত্র (১।১।২১। প্রতিষ্ঠিত।

তাঁহার চক্ষু দুইটি সূর্য্যবিকশিত রক্তাভ পদ্মের ন্যায় আরক্তিম। শঙ্কর আরক্তিম না বলিয়া বলেন তেজস্বী। এই সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের নাম উৎ অর্থাৎ তিনি সকলের উর্দ্ধে। তিনি সকল পাপ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বোপরি বিরাজমান। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—অগ্নি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত, অন্তরীক্ষ বায়ুতে প্রতিষ্ঠিত, চন্দ্রমা নক্ষত্রে প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু উক্ত হিরণ্ময় সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষ কাহারও উপরে প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি উৎ। সকলের শ্রেষ্ঠ —তিনি সকলের উর্দ্ধে—তিনি অসমোর্দ্ধ। এই কথাটি 'উৎ' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি অন্য সকলের মত কাহারও উপর প্রতিষ্ঠিত নহেন। তিনি নিজেতে নিজে প্রতিষ্ঠিত। স্বয়ম্ভু।

ঋক্ ও সাম এই দেবতার গায়ক। এই দেবতাই উদ্গীথ। ইহাব গায়কেরা উদ্গাতা। তিনি উর্দ্ধতন সমগ্র লোকের ঈশ্বর। দেবতাগণের কামনার বিষয়, তিনি অধিদৈবত।

সপ্তম খণ্ড

অথাধ্যাত্মম্। দেবতা-বিষয়ক বলিয়া এখন দেহবিষয়ক ব্যাখ্যা করিতেছেন।

বাক্ই ঋক্; প্রাণই সাম। সাম ঋকে অধিষ্ঠিত এইরূপ গীত হইয়া থাকে। বাক্ই সা, প্রাণই অম, এইরূপ সন্ধিতে সাম।

চক্ষু ঋক্। চক্ষুতে প্রতিষ্ঠিত আত্মা (দেহ) সাম। সাম ঋকে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষু সা, আত্মা অম, সন্ধিতে সাম।

স্তোত্র ঋক্ ; মন সাম। সাম ঋকে অধিষ্ঠিত, এইরূপ গীত হইয়া থাকে। স্তোত্র সা, মন অম, এই সন্ধিতে সাম।

চক্ষুর শুক্ল আভা ঋক্। নীল গভীর কৃষ্ণ আভা সাম। এই সাম ঋকে প্রতিষ্ঠিত। চক্ষুর শুক্ল আভা সা, নীল গভীর কৃষ্ণ আভা অম—সন্ধিতে সাম। চক্ষুর অভ্যন্তরে যে পুরুষ দৃষ্ট হন তিনিই ঋক্, তিনিই সাম, তিনিই উক্‌থ, তিনিই যজু, তিনিই ব্রহ্ম। পূর্ব্বোক্ত আদিত্যপুরুষের যেরূপ, অক্ষির অভ্যন্তরচারী পুরুষেরও সেইরূপ। উভয়ের গেষ্ণ অর্থাৎ গায়ক একই। উভয়েই উৎ (সকলের উর্দ্ধে), উভয়ের এই একই নাম। আধ্যাত্মিক লোক হইতে যত অধস্তন লোক (অর্ব্বাঞ্চ) আছে চাক্ষুষ পুরুষ সে সমুদয় লোকের ঈশ্বর, মানবের কামনার ঈশ্বর। যাহারা বীণাদ্বারা গান করে তাহারা ইহারই গান করে এবং ধনশালী হয়।

যিনি চাক্ষুষ পুরুষকে জানিয়া সামগান করেন উভয় পুরুষকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার গান হয়। আদিত্য-পুরুষ অপেক্ষা যে সমুদয় উর্দ্ধতন (পরাঞ্চ) লোক আছে আদিত্য-পুরুষ দ্বারা তিনি সেই সকল লাভ করেন। দেবগণের কামনার বস্তুসকলও লাভ করেন।

চাক্ষুষ-পুরুষ অপেক্ষা যে সব অধস্তন লোক আছে চাক্ষুষ-পুরুষ দ্বারা তিনি সেইসব লাভ করেন ও মানুষের কাম্য বস্তুসকল প্রাপ্ত হন। এই জন্য উদ্‌গাতা বলেন, "তোমার কোন্ কাম্য বস্তুর জন্য গান করিব।" (কং তে কামং অগায়ানি) যিনি এই

সব জানিয়া সাম গান করেন, তিনি গান দ্বারা কাম্য বস্তু লাভ করেন।

অষ্টম খণ্ড

উদ্‌গীথ বিদ্যায় নিপুণ তিনজন—শলাবতের পুত্র শিলক, চিকিতানের পুত্র দাল্‌ভ্য, ও জীবলের পুত্র প্রবাহণ। তাঁহারা বলিলেন, উদ্‌গীথ বিষয়ে আমরা পারদর্শী। যদি অনুমতি হয় আমরা উদ্‌গীথ গান করি। 'তথা' তাহাই হউক বলিয়া তাঁহারা একস্থানে বসিলেন। প্রবাহণ বলিলেন, আপনারা দু'জনে আলোচনা করুন, আমি বিচার শ্রবণ করি। শিলক প্রশ্ন করেন, দাল্‌ভ্য উত্তর দেন।

সামের গতি কি?—স্বর। স্বরের গতি কি?—প্রাণ। প্রাণের গতি কি?—অন্ন। অন্নের গতি কি?—জল। জলের গতি কি?—স্বর্গলোক। স্বর্গলোকের গতি কি? দাল্‌ভ্য বলিলেন, স্বর্গলোক অতিক্রম করিও না। আমরা সামকে স্বর্গ-লোকে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানি। সাম স্বর্গলোকে স্তবনীয়। স্বর্গসংস্তাবং হি সামেতি।

শিলক দাল্‌ভ্যকে বলিলেন—তোমার সাম প্রতিষ্ঠাহীন। দাল্‌ভ্য বলিলেন, আমি আপনার নিকট শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করি। দাল্‌ভ্য—স্বর্গলোকের প্রতিষ্ঠা কি? শিলক—এই পৃথিবীলোক। পৃথিবীর প্রতিষ্ঠা কি?—পৃথিবীকে অতিক্রম করিও না। আমরা সামকে পৃথিবীতেই প্রতিষ্ঠাভূক্ত করি।

তখন প্রবাহণ শিলককে বলিলেন—তোমাব সাম অন্তবৎ। শিলক বলিলেন, আপনার নিকট শিক্ষা করিতে চাই।

নবম খণ্ড

শিলক—পৃথিবীর গতি কি? প্রবাহণ—আকাশ। আকাশ পরায়ণম্। আকাশই পরমাগতি। আকাশই উদ্‌গীথ। শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। আকাশ অনন্ত। যিনি ইহা জানিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্‌গীথকে উপাসনা করেন তাঁহার জীবন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন। অতিধন্বা উদবশাণ্ডিল্যকে উদ্‌গীথ বিদ্যা বিষয়ে বলিয়াছিলেন; যাবৎ তোমাব বংশে এই উদ্‌গীথ বিদ্যা জানিবে, ততদিন তাদেব জীবন উৎকৃষ্টতর হইবে।

দশম খণ্ড

শিলাবৃষ্টিতে কুরুদেশ বিনষ্ট হইলে চক্রের পুত্র উষস্তি দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়া সস্ত্রীক ইভ্যগ্রামে গমন কবেন। ক্ষুধার্ত্ত উষস্তি একজন ইভ্যগ্রামবাসীব নিকট হইতে তাঁহাব উচ্ছিষ্ট মাষকলাই চাহিয়া লইলেন। তারপর উচ্ছিষ্ট বলিয়া তাঁহার দেওয়া জল খাইতে আপত্তি করিলেন। যুক্তি দেখাইলেন, উচ্ছিষ্ট মাষকলাই না খাইলে মরিয়া যাইতাম, কিন্তু এখন জল-পান আমার ইচ্ছাধীন। উষস্তি উচ্ছিষ্ট মাষকলাই কিছু আনিয়া স্ত্রীকে দিলেন। স্ত্রী তৎপূর্ব্বেই কিছু আহার করিয়া-

ছিলেন বলিয়া রাখিয়া দিলেন এবং পরদিন সকালে উহা স্বামীকে খাওয়াইয়া তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলেন। তিনি এক যজ্ঞব্রতী রাজার কাছে গেলেন।

তখন ঐ যজ্ঞে উদ্‌গাতৃগণ স্তোত্রপাঠ করিতেছিলেন। উষস্তি প্রস্তোতা, উদ্‌গাতা ও প্রতিহারীকে বলিলেন—যে যে দেবতা প্রস্তাবের বা উদ্‌গীথের বা প্রতিহারের অনুগমন করেন তোমরা প্রত্যেকে তার কথা না জানিয়া যদি প্রস্তাব পাঠ বা উদ্‌গীথ গান অথবা প্রতিহার কার্য্য সম্পন্ন কর তাহা হইলে তোমাদের মস্তক নিপতিত হইবে।

সকলে স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া নীরবে রহিলেন।

একাদশ খণ্ড

উষস্তি চক্রের পুত্র এই পরিচয় পাইয়া প্রীত হইয়া যজমান রাজা তাহাকে ঋত্বিক পদে বরণ করিলেন। কারণ তাঁহাকেই তিনি এই পদের জন্য খুঁজিতেছিলেন।

ঋত্বিক উষস্তির নিকট প্রস্তোতা জানিতে চাহিলেন—কোন্ দেবতা প্রস্তাবের অনুগমন করেন? উষস্তি উত্তর দিলেন, প্রাণ দেবতা। সমুদয় ভূত প্রাণের উৎপন্ন, প্রাণেই বিলীন হয়। এই মন্ত্রদ্বারা প্রাণই পরমাত্মা ইহা বুঝা যায়। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র (২।৪।১) "তথা প্রাণাঃ" প্রতিষ্ঠিত।

উদ্‌গাতা জানিতে চাহিলেন, কোন্ দেবতা উদ্‌গীথের অনুগমন করে? উষস্তি উত্তর দিলেন—আদিত্য দেবতা। তিনি

ঊর্দ্ধস্থ হইলে সমুদয় ভূত তাঁহার স্তব করে। প্রতিহর্ত্তা জানিতে চাহিলেন—কোন্ দেবতা প্রতিহারের অনুসরণ করেন? উষস্তি বলিলেন—অন্ন দেবতা। সমুদয় ভূত অন্নাহরণ করিয়াই জীবিত থাকে।

দ্বাদশ খণ্ড

দাল্‌ভ্যের পুত্র বক। তাঁহার অপর নাম মৈত্রেয়, গ্লাব। তিনি একদা বেদ পাঠের জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। তখন তাঁহার নিকট একটি শ্বেত বর্ণের কুকুর আসিল। অন্য কতকগুলি কুকুর তাঁহার নিকট গিয়া বলিল—আমাদের অন্ন লাভের জন্য আপনি সাম গান করুন। আমরা অন্ন ভোজন করিতে ইচ্ছা করি। শ্বেত কুকুর বলিল, "সকলে প্রভাতে আসিও।" দাল্‌ভ্য তাহাদের অপেক্ষা করিলেন। তাহারা আসিল। বহিষ্পবমান স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করিবার সময় যেমন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পরিভ্রমণ করে কুকুরগুলি সেইরূপ করিল। তাহারা 'হিং' শব্দ উচ্চারণ করিল। ওঁ অদাম (আহার করি) ওঁ পিবাম (জলপান করি) ওঁ দেব বরুণ প্রজাপতি সবিতা অন্ন আনয়ন করুন। হে অন্নপতে, এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন। আহরণ কর। ওম্।

ত্রয়োদশ খণ্ড

এই পৃথিবী 'হাউ'-কার। বায়ু হাই'-কার। চন্দ্রমা 'অথ'-কার। আত্মা 'ইহ'-কার। অগ্নি 'ঈ'-কার। আদিত্য 'উ'-কার। আহ্বান 'এ'-কার। বিশ্বদেব 'ঔহোই'-কার। প্রজাপতি

'হিং'-কার। প্রাণই স্বর-কার। অন্নই 'যা' অক্ষর। বাকই বিরাট। তেরটি স্তোভ—'হাউ', 'অথ', 'ইহ', 'ঈ', 'উ', 'এ', 'ঔহোই', 'হিং', 'স্বর', যা ও বাক্ ও হুং। ইহারা অনিরুক্ত—অনির্ব্বচনীয়।

বাক্যের যে দুগ্ধ, তাহা বাক্ স্বয়ং উপাসকের জন্য দোহন করেন। যিনি স্তোভ অক্ষরসমূহের উপনিষদ অর্থাৎ গুহ্যার্থ জানেন তিনি অন্নবান হন।

দ্বিতীয় প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

সমস্ত সামের উপাসনাই সাধু। সাধুই সাম, অসাধু অসাম। ভাষাতেও দেখা যায়—সাম্না এনমুপাগাৎ, অর্থ—সাধুনা এনমুপাগাৎ। আর 'অসাম্না' অর্থ 'অসাধুনা'। কোন সাধু ঘটনাকে বলা হয় 'সাম নঃ' ইহা আমাদের পক্ষে সাধু। আর অসাধু ঘটনাকে 'অসাম' বলা হয়। যে বিদ্বান সাম সাধু এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন সাধুগণ তাঁহার নিকট শীঘ্র আগমন করেন—'সাধবো ধর্ম্মা আ চ গচ্ছেযুঃ, উপ চ নমেযুঃ'—তাঁহার নিকট আগমন করে ও তাঁহার ভোগ্য হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড

লোকদৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে। পঞ্চবিধং সাম উপাসীত। পৃথিবী হিংকার, অগ্নি প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উদ্গীথ,

আদিত্য প্রতিহার, দ্যৌ নিধন। ইহা ঊর্দ্ধ্ব দৃষ্টিতে সামোপাসনা। তাহার পর ঊর্দ্ধ্বলোক হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নদৃষ্টিতে সামোপাসনা। দ্যৌ হিংকার, আদিত্য প্রস্তাব, অন্তরীক্ষ উদ্‌গীথ, অগ্নি প্রতিহার, পৃথিবী নিধন।

যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া ঊর্দ্ধ্ব হইতে নিম্ন পর্য্যন্ত ও নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধ্ব পর্য্যন্ত উপাসনা করেন—সমুদয় লোক তাহার ভোগ্য হয়।

তৃতীয় খণ্ড

বৃষ্টি বর্ষণে পাঁচ প্রকার সামের উপাসনা। বৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী বায়ু হিংকার, মেঘ জমে ইহা প্রস্তাব, বৃষ্টি পড়ে ইহা উদ্‌গীথ, মেঘগর্জ্জন ও বিদ্যুৎচমক ইহা প্রতিহার, বৃষ্টিপাত শেষ হয়—ইহা নিধন। যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া বৃষ্টি-দৃষ্টিতে পঞ্চবিধ সামের উপাসনা কবেন, মেঘ তাহার জন্য বর্ষণ করে, তিনি অন্যের জন্য বর্ষণ করান।

চতুর্থ খণ্ড

জলবিষয়ে পঞ্চ প্রকার সামের উপাসনা। মেঘ ঘনীভূত হয় ইহা হিংকার, বর্ষণ হয় ইহা প্রস্তাব, পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত নদী, ইহা উদ্‌গীথ, পশ্চিম দিকে প্রবাহিত নদী প্রতিহার, সমুদ্র নিধন। যিনি এই তত্ত্ব জানিয়া জলতত্ত্বে তাঁহার উপাসনা করেন, তিনি জলমগ্ন হন না, জলশায়ী হন।

পঞ্চম খণ্ড

ঋতুসমূহ ভাবনা করিয়া পঞ্চবিধ সামের উপাসনা করিবে।

বসন্ত হিংকার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এই তত্ত্ব জানিয়া যিনি উপাসনা করেন তিনি ঋতুমান হন। ঋতুসকল তাঁহার কাছে উপস্থিত হয়।

ষষ্ঠ খণ্ড

পশুগণের ভাবনা করিয়া পঞ্চবিধ সাম উপাসনা করিবে। ছাগসকল হিংকার, মেষসকল প্রস্তাব, গাভীগণ উদ্‌গীথ, অশ্ব-সকল প্রতিহার, পুরুষ নিধন। এই তত্ত্ব জানিয়া যিনি সামোপাসনা করেন, তিনি পশুমান হন, পশুগণ তাঁহার হয়।

সপ্তম খণ্ড

প্রাণসমূহে শ্রেষ্ঠ হইবে ও শ্রেষ্ঠ (পরোবরীয়) সামের উপাসনা করিবে। প্রাণ হিংকার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্‌গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার, মন নিধন। এই সকল পরোবরীয়। যিনি ইহা জ্ঞাত আছেন, শ্রেষ্ঠ বস্তু তাঁহার ভোগের জন্য হয়, তিনি শ্রেষ্ঠ লোক-সকল জয় করেন।

অষ্টম খণ্ড

সাত প্রকার বাক্যে সাত প্রকার সাম উপাসনা করিবে। বাক্যের যেখানে 'হুম্' এই অক্ষর, তাহাই হিংকার। যাহা 'প্র' এই অক্ষর তাহা প্রস্তাব। যাহা 'আ' এই অক্ষর তাহা আদি। যাহা 'উৎ' তাহা উদ্‌গীথ। যাহা 'প্রতি' তাহা প্রতিহার, যাহা 'উপ' তাহা উপদ্রব। যাহা 'নি' তাহা নিধন। ইহা জানিয়া

যিনি উপাসনা করেন তিনি অন্নবান ও অন্নভোক্তা হন। বাক্যের যাহা দুগ্ধ বাক্য স্বয়ং তাহা তাঁহার জন্য দোহন করে।

নবম খণ্ড

এই আদিত্যকে সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে। সর্ব্বদাই সমান, এইজন্য আদিত্য সাম। সমান অর্থ সকলেই মনে করে আদিত্য আমার অভিমুখে। সমুদয় ভূতজাত আদিত্যের অনুগত। উদয়ের পূর্ব্বে যে রূপ তাহা হিংকার। পশুগণ আদিত্যের সেই রূপের অনুগত। 'হিং' এই শব্দ করে তাহারা। সামের যে হিংকার অংশ, তাহারা তার ভাগী। প্রথম উদিত হইলে আদিত্যের যে রূপ তাহা প্রস্তাব। মানুষ তার অনুগত। এইজন্য তাহারা স্তুতি প্রশংসা বাঞ্ছা করে। সামের প্রস্তাব অংশের তাহারা ভাগীদার।

সঙ্গববেলায় আদিত্য আদি। পক্ষিগণ তাঁহার অনুগত। এইজন্যই তাহারা আকাশে দেহ লইয়া অবলম্বনহীন ভাবে উড়িতে পারে। সামের যে আদি অংশ তাহারা তার অংশীদার। সম গো—সঙ্গব। গো অর্থ সূর্য্যকিরণ। যখন সূর্য্যরশ্মির সম্মিলন হয় তখন সঙ্গববেলা। সূর্য্যোদয়ের তিন মুহূর্ত্ত পরে এই সময়। মধ্যাহ্ন সময়ে সূর্য্য উদ্‌গীথ, দেবগণ এই অংশের অনুগত। এই-জন্য তাঁহারা প্রজাপতির সন্তানদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহারা সামের উদ্‌গীথ অংশের অংশীদার।

মধ্যাহ্নের 'পর অপরাহ্নের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ তাহা প্রতিহার। গর্ভস্থ ভ্রূণ এই রূপের অনুগত। এইজন্য ভ্রূণ ঊর্দ্ধে,

স্থিত, অধঃপতিত হয় না। ইহারা প্রতিহার অংশের অংশীদার। অপরাহ্ণের পর অস্তগমনের পূর্ব্বে আদিত্যের যে রূপ তাহা উপদ্রব। বনের পশুরা এই রূপের অনুগত। এই হেতু মানুষ দেখিলে তাহারা তাড়াতাড়ি বনে বা গর্ত্তে প্রবেশ করে। ইহারা সামের উপদ্রব অংশের অংশীদার।

অস্তগমনের সময় আদিত্যের যে রূপ তাহাই নিধন। পিতৃপুরুষগণ আদিত্যের এই রূপের অনুগত। এইজন্য তাহাদিগকে কুশের উপর স্থাপন করা হয়। আদিত্যকে এইরূপ সপ্তবিধ সামরূপে উপাসনা করিবে।

এই মন্ত্রে দিনকে পাঁচভাগে ভাগ করা হইয়াছে—সূর্য্যোদয়-বেলা, সঙ্গববেলা, মধ্য দিন, অপরাহ্ণ, অস্তগমন সময়।

দশম খণ্ড

সপ্তবিধ সামের উপাসনা করিবে। এই উপাসনা আত্মসম্মিত, সমুদয় অংশ একই প্রকার। 'হিংকার' তিন অক্ষর। প্রস্তাবও তিন অক্ষর। সুতরাং ইহারা সমান। আদি শব্দে দুই অক্ষর, প্রতিহার শব্দে চারি অক্ষর। উদ্গীথ শব্দ তিন অক্ষর, উপদ্রব শব্দে চারি অক্ষর। তিন অক্ষরে তিন অক্ষরে হইয়া সমান। একটি অক্ষর অতিরিক্ত হয়—উপদ্রবের 'ব' কমাইলে ইহারা সমান। নিধন শব্দেও তিন অক্ষর। সুতরাং ইহাও অন্য পদসমূহের মতন। সমুদয় সামে বাইশটি অক্ষর। হিংকার, প্রস্তাব, আদি, প্রতিহার, উদ্গীথ, উপদ্রব, নিধন।

এই পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া লোকসমূহের সংখ্যা গণনা

করিলে আদিত্য একবিংশতি সংখ্যক হইয়াছে। দ্বাবিংশ অক্ষরের জ্ঞান দ্বারা আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোককে জয় করা যায়। সেই লোক নাক এবং বিশোক (নাক = সুখময়, বিশোক = শোকশূন্য, ক = সুখ, অক = দুঃখ, নাক = দুঃখহীন)। যিনি এই তত্ত্ব জানেন ও আত্মসম্মিত অতিমৃত্যু (মৃত্যু অতিক্রমকারী) সপ্তবিধ সামেব উপাসনা করেন, তিনি আদিত্য জয় করেন এবং আদিত্য হইতেও শ্রেষ্ঠ লোক জয় করেন।

একাদশ খণ্ড

মন হিংকার, বাক্ প্রস্তাব, চক্ষু উদ্গীথ, শ্রোত্র প্রতিহার, প্রাণ নিধন। গায়ত্র নামক সাম প্রাণে প্রতিষ্ঠিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি পূর্ণ আয়ু লাভ করেন—প্রাণযুক্ত হন, দীর্ঘ জীবন লাভ করেন। সন্তান-সন্ততি ও পশুগণ লাভ করিয়া বড় হন। কীর্ত্তিতেও শ্রেষ্ঠ হন, মহামান্য হন। ইহাই তাঁহাব ব্রত।

দ্বাদশ খণ্ড

কাষ্ঠে কাষ্ঠে অভিমন্থন করিলে অগ্নি হয়। এই অভিমন্থন হিংকার, ধূম প্রস্তাব, অগ্নি উদ্গীথ, অঙ্গার প্রতিহার, অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়—তাহা নিধন। অগ্নিতেই প্রতিষ্ঠিত, ইহা রথান্তর সাম। ইহা যিনি জানেন তিনি তেজ লাভ করেন, অন্নের ভোক্তা হন, দীর্ঘায়ু হন, কীর্ত্তিমান হন। অগ্নি অভিমুখে আচমন করিবে না, থুথু ফেলিবে না, ইহা ব্রত।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

উদীয়মান সূর্য্য হিংকার। উদিত সূর্য্য প্রস্তাব, মাধ্যন্দিন

সূর্য্য উদ্‌গীথ, অপরাহ্ণ কালীন সূর্য্য প্রতিহার, অস্তকালীন সূর্য্য নিধন। এই বৃহৎ সাম আদিত্যে প্রতিষ্ঠিত। এই তত্ত্ব যিনি জানেন, তিনি তেজস্বী, অন্নভোক্তা, দীর্ঘজীবী ও পূর্ণায়ু হন। প্রজা পশুলাভে ও কীর্ত্তিলাভে মহান হন। তাপকারী সূর্য্যকে নিন্দা করিবে না—ইহা ব্রত।

পঞ্চদশ খণ্ড

মেঘ ঘনীভূত হয়, ইহা হিংকার। মেঘের উদয় হয়, ইহা প্রস্তাব। বর্ষণ করে ইহা উদ্‌গীথ। বিদ্যুৎ চমকায় মেঘ গর্জ্জন হয়, ইহা প্রতিহার। উপসংহার হয় ইহা নিধন। বৈরূপ সাম মেঘে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন তিনি পশুলাভ করেন, দীর্ঘায়ু, পূর্ণায়ু হন। প্রজা, পশু ও কীর্ত্তি লাভে মহান হন। বর্ষণকারী মেঘকে নিন্দা করিবে না—ইহা ব্রত।

ষোড়শ খণ্ড

বসন্ত হিংকার, গ্রীষ্ম প্রস্তাব, বর্ষা উদ্‌গীথ, শরৎ প্রতিহার, হেমন্ত নিধন। এই বৈরাজ সাম ঋতুতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন তিনি প্রজা, পশু, ব্রহ্মতেজ লাভ করিয়া বিরাজমান হন। প্রাণ ও দীর্ঘায়ু লাভ, প্রজা পশু ও কীর্ত্তিলাভে মহান হন। ঋতু নিন্দা করিবে না—এই ব্রত।

সপ্তদশ খণ্ড

পৃথিবী হিংকার, অন্তরীক্ষ প্রস্তাব, দ্যুলোক উদ্‌গীথ, দিক-সকল প্রতিহার, সমুদ্র নিধন। এই শক্করী সাম পৃথিব্যাদি

লোকে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন তিনি তেজস্বী ও মহান হন। লোকসকলকে নিন্দা করিবে না—এই ব্রত।

অষ্টাদশ খণ্ড

অজা হিংকার, মেঘ প্রস্তাব, গো উদ্‌গীথ, অশ্ব প্রতিহার, মানুষ নিধন। বেবতী নামক এই সাম পশুতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন, তিনি উজ্জ্বল জীবন পান, কীর্ত্তিতে মহান হন। পশুনিন্দা করিবে না—ইহা ব্রত।

ঊনবিংশ খণ্ড

লোম হিংকার, ত্বক্ প্রস্তাব, মাংস উদ্‌গীথ, অস্থি প্রতিহার, মজ্জা নিধন। যজ্ঞাযজ্ঞীয় নামক এই সাম দেহাঙ্গসমূহে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন তিনি দৃঢ়াঙ্গ হন। তাঁহার অঙ্গ বিকল হয় না, তিনি পূর্ণায়ু হন, দীর্ঘায়ু হন, তেজস্বী হন, কীর্ত্তিমান হন। সংবৎসরকাল মাংস ভোজন করিবে না—এই ব্রত।

বিংশ খণ্ড

অগ্নি হিংকার, বায়ু প্রস্তাব, আদিত্য উদ্‌গীথ, নক্ষত্র প্রতিহার, চন্দ্রমা নিধন। রাজন নামক এই সাম দেবতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন, তিনি সালোক্য, সার্ষ্টি বা সাযুজ্য লাভ কবেন। ব্রাহ্মণ নিন্দা করিবে না—ইহা ব্রত।

একবিংশতি খণ্ড

ত্রয়ী বিদ্যা হিংকার, তিন লোক প্রস্তাব (পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং দ্যৌ), অগ্নি বায়ু ও আদিত্য উদ্‌গীথ, নক্ষত্র পক্ষী কিরণ

প্রতিহার, সর্প গন্ধর্ব্ব ও পিতৃগণ নিধন। এই সাম সর্ব্ব বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত। ইহা যিনি জানেন, তিনি সর্ব্ব বস্তু হন।

এ বিষয়ে এক শ্লোক আছে।

যানি পঞ্চধা ত্রীণি ত্রীণি
তেভ্যো ন জ্যায়ঃ পরমন্যদস্তি।

অর্থাৎ এই যে পাঁচ প্রকার সাম ইহাদের যে তিন তিন করিয়া ভাগ ইহা অপেক্ষা মহত্তর আর কিছুই নাই। যিনি ইহা জানেন, তিনি সব জানেন। দিকসকল তার জন্য আনে উপঢৌকন—আমিই সকল এই ভাবে উপাসনা—ইহাই ব্রত।

দ্বাবিংশ খণ্ড

সামের বিনর্দি স্বর পশুর পক্ষে হিতকর। ইহা অগ্নিদেবতার স্বর। ইহা আমি প্রার্থনা করি। উদ্‌গীথ অনিরুক্ত স্বরযুক্ত। ইহা প্রজাপতি দেবতার। নিরুক্ত স্বর সোম দেবতার। মৃদু শ্লক্ষ্ণ (কোমল) স্বর বায়ু দেবতার। প্রবল শ্লক্ষ্ণ স্বর ইন্দ্রের। ক্রৌঞ্চ স্বর বৃহস্পতির। অপধ্বান্ত স্বর বরুণ দেবতার। বারুণ স্বর বর্জ্জন করিবে। আর সকল স্বরের সেবা করিবে (সর্ব্বানেবোপসেবেত)। দেবগণের জন্য অমৃতত্ব লাভ করিব গান করিয়া—এই ভাবনা লইয়া সামগান করিবে। পিতৃগণের জন্য স্বধা অর্থাৎ পিণ্ডাদি লাভ করিব এইভাবে গান করিবে। মানব গণের জন্য আশা, পশুগণের জন্য তৃণ জল, যজমানের জন্য স্বর্গ-লোক, নিজ দেহের জন্য অন্ন—এই সকল গান করিয়া লাভ করিব—এই ভাব মনে রাখিয়া অপ্রমত্তভাবে স্তব করিবে।

সকল স্বরবর্ণ ইন্দ্রের আত্মাস্বরূপ ; সকল উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স, হ) প্রজাপতির আত্মাস্বরূপ। সকল স্পর্শবর্ণ (ক—ম) মৃত্যুর আত্মাস্বরূপ। যদি স্বরের উচ্চারণ বিষয়ে কেহ উদ্‌গাতাকে নিন্দা করে তাহা হইলে তিনি বলিবেন—আমি ইন্দ্রের শরণাপন্ন ছিলাম, ইন্দ্র তোমাকে এ বিষয়ে প্রত্যুত্তর দিবেন (প্রতিবক্ষ্যতি)।

যদি উষ্মবর্ণ উচ্চারণে কেহ নিন্দা করে তবে উদ্‌গাতা বলিবেন —আমি প্রজাপতিব শরণ লইয়াছিলাম—তিনি তোমাকে চূর্ণ করিবেন (প্রতিপেক্ষতি)।

যদি স্পর্শবর্ণ উচ্চারণে কেহ নিন্দা করে উদ্‌গাতা তাহাকে বলিবেন—মৃত্যুর শরণাগত ছিলাম, তিনি তোমাকে দগ্ধীভূত করিবেন (প্রতিধক্ষ্যতি)।

সকল স্বরকে ঘোষযুক্ত ও বলযুক্ত করিয়া উচ্চারণ করিবে, তখন ভাবনা করিবে আমি ইন্দ্রে বলবিধান করি।

উষ্মবর্ণকে (অগ্রস্ত) গ্রাস না করিয়া অনিরস্ত করিবে, নিক্ষেপ না করিয়া বিবৃতভাবে অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করিবে (বক্তব্যা)। এই সময় ভাবিবে আমি প্রজাপতি দেবতাকে আত্মসমর্পণ করি (পরিদদানি)। স্পর্শবর্ণসকলকে অন্যবর্ণ হইতে পৃথকভাবে (অনভিনিহিতা) উচ্চারণ করিবে। তখন চিন্তা করিবে—আমি মৃত্যু হইতে নিজেকে রক্ষা করি।

ত্রয়োবিংশ খণ্ড

ধর্ম্মের বিভাগ তিনটি। যজ্ঞ অধ্যয়ন ও দান, এই প্রথম বিভাগ। তপস্যা দ্বিতীয় বিভাগ। আর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

যাবজ্জীবন আপনাকে আচার্য্যকুলে ক্ষয় করিয়া (অবসাদয়ন্) সকলে পুণ্যলোকগামী হন। ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভ করেন। (ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি)। ইহা তৃতীয় বিভাগ। প্রজাপতি লোকসমূহকে অভিধ্যান করিলেন (অভ্যতপৎ)। অভিতপ্ত সেই সমুদয় লোক হইতে ত্রয়ীবিদ্যা নিঃসৃত হইল (সম্প্রাস্রবৎ)। তিনি ত্রয়ী বিদ্যাকে ধ্যান করিলেন। অভিধ্যাত ত্রয়ীবিদ্যা হইতে ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন অক্ষর নিঃসৃত হইল (সম্প্রস্রবন্ত)। প্রজাপতি এই অক্ষরসমূহ ধ্যান করিলেন। ধ্যাত সেই অক্ষর হইতে ওঁকার নিঃসৃত হইল। যেমন শিরা গুলি দ্বারা পত্রসকল ব্যাপ্ত থাকে সেইরূপ ওঁকার দ্বারা সমুদয় ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ওঁকারই সমুদয়। ওঁকারই এই বিশ্বের সমুদয়। (ওঁকার এব ইদং সর্ব্বম্)।

চতুর্ব্বিংশ খণ্ড

ব্রহ্মবাদীগণ বলেন—বসুগণের প্রাতঃসবন, রুদ্রগণের মধ্যাহ্ন সবন, আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের তৃতীয় সায়ংকালীন সবন।

সু ধাতু হইতে সবন (সু+অনট্)। সু ধাতুর অর্থ কোন বস্তু বাহির করা। সোমলতা হইতে সোমরস বাহির করা সবন। যজ্ঞে এই কার্য্য প্রয়োজন বলিয়া যজ্ঞকেও সবন বলে। যজমানের লোক কোথায় যিনি ইহা জানেন না—তিনি কিরূপে যজ্ঞ করিবেন ? যিনি জানেন তিনিই পারেন (বিদ্বান্ কুর্যাৎ)।

প্রাতঃকালে পঠনীয় মন্ত্রকে প্রাতরনুবাক বলে। প্রাতরনুবাক আরম্ভের পূর্ব্বে গার্হপত্য অগ্নির পশ্চাতে উত্তরমুখ (উদঙ্মুখ)

হইয়া উপবেশন করতঃ বসুসম্বন্ধী সাম গান গাহিবে। এই মন্ত্র—লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং রাজ্যায়।—হে অগ্নি, পৃথিবীলোক লাভ করিবার দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি।

অতঃপর আহুতি প্রদান করিবে এই মন্ত্রে—

নমোঽগ্নয়ে পৃথিবীক্ষিতে লোকক্ষিতে লোকং যে যজমানায় বিন্দৈষ বৈ যজমানস্য লোক এতাঽস্মি।

—পৃথিবীবাসী ও লোকবাসী অগ্নিকে নমস্কার। এই যে আমি যজমান, আমাকে লোকপ্রাপ্ত করিও। আমি যজমানের লোকে গমন করি। আমি যজমান, আয়ু শেষ হইলে আমি এই লোকে বাস করিব—এই বলিয়া স্বাহা উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে। "পরিঘম্ অপজহি" অর্গল দূর কর—এই বলিয়া যজমান উত্থিত হইবেন। এইরূপ যিনি করেন বসুগণ তাঁহাকে প্রাতঃসবনের ফল দান করেন।

মধ্যাহ্নকালীন সবন আরম্ভের পূর্ব্বে যজমান দক্ষিণাগ্নির পশ্চাদ্ভাগে উপবেশন পূর্ব্বক রুদ্রসম্বন্ধী সামগান গাহিবেন। হে অগ্নি, পৃথিবীলোক লাভ করিবার জন্য দ্বার উদ্ঘাটন কর। আমরা রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি। তারপর যজমান এই বলিয়া আহুতি দিবেন—অন্তরীক্ষবাসী ও লোকবাসী বায়ুকে নমস্কার। আমাকে লোকপ্রাপ্ত করাও। আমি যজমানের লোকে গমন করি। আমি আয়ুশেষ হইলে এইস্থলে বাস করিব। তারপর অর্গল দূর কর বলিয়া যজমান উত্থান

করেন। রুদ্র দেবতাগণ তাঁহাকে মধ্যাহ্নকালীন সবনের যজ্ঞ দান করেন।

তৃতীয় সবন আরম্ভের পূর্ব্বে যজমান আহবনীয় অগ্নির পশ্চাদভাগে উপবেশন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া আদিত্য ও বিশ্বদেব বিষয়ক সামগান করিবেন।

হে অগ্নি, পৃথিবীলোক লাভ করিবার জন্য দ্বার খোল। স্বারাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি।

তৎপর বিশ্বদেবকে সম্বোধন করিয়া বলা হয়—স্বর্গলোক লাভ করিবার দ্বার খোল। আমরা সাম্রাজ্য লাভ করিবার জন্য তোমাকে দর্শন করি। তৎপর হোম করিবে—দ্যুলোকবাসী ও লোকবাসী আদিত্যগণকে বিশ্বদেবকে নমস্কার করি। আমাকে যজমানের যোগ্য লোক লাভ করাও। আমি গমন করি যজমানের লোকে। আয়ুশেষ হইলে আমি এই স্থানে বসবাস করিব। তারপর স্বাহা উচ্চারণ করিয়া হোম হইবে ও অর্গল ঘুচাও বলিয়া যজমান উত্থিত হইবেন। আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণ যিনি এইরূপ করেন তাঁহাকে সায়ংকালীন সবনের যে যজ্ঞ তাহা দান করেন। ইহা যিনি জানেন যজ্ঞের তত্ত্ব তাঁহার পরিজ্ঞাত।

তৃতীয় প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

আদিত্য দেবগণের মধু। দ্যুলোক তাহার তির্য্যকভাবে অবস্থিত বংশ। অন্তরীক্ষ মধুচক্র। কিরণমালা ভ্রমরগণের পুত্রস্থানীয়। তাঁহার পূর্ব্বদিকের রশ্মিসকল পূর্ব্বদিকের মধুবহানাড়ী, ঋঙ্‌মন্ত্র মধুকর। ঋগ্বেদ পুষ্প, মধু আহরণের স্থান। জলীয় পদার্থসমূহ যাহা যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয় যাহা যজ্ঞ সাধনের ফল তাহা অমৃতময় মধু। ঋঙ্‌মন্ত্র ঋগ্বেদকে উত্তাপিত করিয়াছিল (অভ্যতপন্)। অভিতপ্ত সেই ঋগ্বেদের মধ্য হইতে যশঃ তেজঃ ইন্দ্রিয়সামর্থ্য বীর্য্য অন্নভোক্তৃত্ব ও রস উৎপন্ন হইয়াছিল। এই যশঃ প্রভৃতি ক্ষরিত হইল এবং তাহারা আবার আদিত্যের অভিমুখে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। আদিত্যের যে লোহিত বর্ণ তাহাই এই। (অন্নাদ শব্দে অন্নের ভোক্তা। অন্নাদ্য—তাহার ভাব—ভোক্তৃত্ব।)

দ্বিতীয় খণ্ড

আদিত্যের যে দক্ষিণ দিগ্বর্ত্তী কিরণসকল তাহা দক্ষিণা মধুবহানাড়ী। মধুর আধারভূত ছিদ্রসকল। যজুর্ম্মন্ত্রসকল মধুকর। যজুর্ব্বেদ পুষ্প, যজ্ঞীয় জল পুষ্পের অমৃত। যজুর্ব্বেদের মন্ত্রসকল যজুর্ব্বেদকে অভিতপ্ত করিয়াছিল তাহা হইতে যশ তেজ ইন্দ্রিয় বীর্য্য, ভোক্তৃত্ব ও রস উৎপন্ন হইল ঐ সকল যশ তেজ আদি

ক্ষরিত হইল, আবার আদিত্যের অভিমুখে গিয়া তাহাতে আশ্রয় লইল। আদিত্যের যে শুক্ল রূপ তাহা ইহাই।

তৃতীয় খণ্ড

আদিত্যের পশ্চিমদিকের রশ্মিসকল তাহার পশ্চিমবর্ত্তী মধুপূর্ণ ছিদ্র (মধুনাড্যঃ)। সামমন্ত্র মধুকর। সামবেদ পুষ্প। যজ্ঞীয় জল পুষ্পমধু। সামমন্ত্র সামবেদকে অভিতপ্ত করেন। তাহা হইতে যশ তেজ ইন্দ্রিয়াদি উৎপন্ন হয়। ক্ষরিত হইয়া আবার আদিত্যেই আশ্রয় লয়। আদিত্যের যে কৃষ্ণ বর্ণ তাহা ইহাই।

চতুর্থ খণ্ড

আদিত্যের উত্তরদিকস্থ কিরণমালা উত্তরবর্ত্তী মধুনাড়ী—মধুচক্রের মধুবহা ছিদ্র। অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্র মধুকর। ইতিহাস পুরাণ পুষ্প। যজ্ঞীয় জল পুষ্পমধু। অথর্ব্বাঙ্গিরস মন্ত্রসকল ইতিহাস পুরাণকে অভিতপ্ত করিয়াছিল। অভিতপ্ত ইতিহাস পুরাণ হইতে যশ তেজ আদি উৎপন্ন হইয়াছিল। ক্ষরিত হইয়া আবার গিয়া তাহাতে আশ্রয় লইল। আদিত্যের যে গভীর কৃষ্ণ রূপ তাহা ইহাই।

অথর্ব্বন একজন ঋষি। ইনি প্রথমে অরণিকাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রকাশ করা আবিষ্কার করেন। অঙ্গিরা ঋষি প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্ত্তন করেন। অথর্ব্বা শুক্রাচার্য্য, অঙ্গিরা বৃহস্পতি। তাঁহারা যে মন্ত্রের দ্রষ্টা তাহা অথর্ব্বাঙ্গিরস—ইহাই উত্তরকালে অথর্ব্ববেদ নামে পরিচিত।

পঞ্চম খণ্ড

আদিত্যের ঊর্দ্ধ্বদেশস্থ যে সকল রশ্মি তাহা ঊর্দ্ধ্বদিকের মধুনাড়ী, গোপনীয় আদেশ উপদেশ মধুকর, ব্রহ্ম পুষ্প, যজ্ঞীয় জল অমৃত। গুহ্য উপদেশসকল ব্রহ্মকে অভিতপ্ত করিয়াছিল। সেই অভিতপ্ত ব্রহ্ম হইতে যশ আদি উৎপন্ন হইল। তাহারা ক্ষরিত হইয়া আবার আদিত্যে আশ্রয় লইল। আদিত্যে যাহা স্পন্দিত হইতেছে মনে হয় তাহাই ইহা।

লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ গভীরকৃষ্ণ রূপসকল রসসমূহেরও রস। সারাৎসার। কারণ রসই রসসারবস্তু এবং লোহিতাদি বর্ণ রসের রস। বেদই অমৃত। এই সমুদয় রূপ বেদেরও সার, অমৃতেরও অমৃত।

ষষ্ঠ খণ্ড

সেই যে প্রথম অমৃত আদিত্যের লোহিত রূপ, বসুগণ তাহা উপভোগ করেন অগ্নিমুখদ্বারা। দেবতাগণ ভোজন করেন না. পানও করেন না। অমৃত দেখিয়াই তৃপ্ত হন (দৃষ্টা তৃপ্যন্তি)। দেবতাগণ ঐ লোহিত রূপে প্রবেশ করেন, আবার ঐ রূপ হইতে উত্থিত হন। যে ব্যক্তি এই অমৃতকে জানেন তিনি বসুগণের মধ্যে একজন হন, তাঁহাদেরই মত অগ্নিমুখ হইয়া অমৃত দেখিয়া তৃপ্ত হন, ঐ রূপে প্রবেশ করেন, ঐ রূপ হইতে উত্থিত হন। যতদিন পূর্ব্বে সূর্য্য উদিত ও পশ্চিমে অস্তমিত হইবেন ততদিন ঐ ব্যক্তি বসুগণের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন (পর্য্যেতা = পরি + ই লুট্ তা)।

সপ্তম খণ্ড

আদিত্যের যে দ্বিতীয় অমৃত শুক্ল রূপ তাহা রুদ্রগণ ইন্দ্রমুখ হইয়া ভোগ করেন। বস্তুতঃ দেবতারা আহার পান করেন না—দেখিয়াই তৃপ্ত হন। দেবতারা সূর্য্যের শুক্ল রূপে প্রবেশ করেন ও উত্থিত হন। যাঁহারা এই তত্ত্ব জানেন তাঁহারাও রুদ্রগণের একজন হন। ইন্দ্রমুখ হইয়া অমৃত দর্শনে তৃপ্ত হন। ঐ রূপে প্রবেশ করেন ও উত্থিত হন।

সূর্য্য যতদিন পূর্ব্বে উদয় ও পশ্চিমে অস্ত যাইবেন তাহার দ্বিগুণ সময় দক্ষিণে উদিত ও উত্তরে অস্তমিত হইবেন। ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তি ততকাল রুদ্রের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য ভোগ করিবেন। (স্বঃ+রাজ্য, সন্ধিতে বিসর্গ লোপ ও পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ)।

অষ্টম খণ্ড

আদিত্যের যে তৃতীয় অমৃত অর্থাৎ কৃষ্ণ রূপ তাহা আদিত্যাদি দেবগণের ভোগ্য। বরুণমুখে তাহা তাঁহারা ভোগ করেন। তাহাদের পানাহার নাই, দর্শনেই তৃপ্তি। তাহারা ঐ রূপে প্রবেশ করেন ও উত্থিত হন। যাহারা এই অমৃতকে জানেন তাহারা আদিত্যগণের একজন হইয়া বরুণমুখ হইয়া অমৃত দর্শনে তৃপ্ত হন।

যতকাল আদিত্য দক্ষিণ দিকে উদিত ও উত্তরদিকে অস্তগত হইবেন তাহার দ্বিগুণ কাল পশ্চিমদিকে উদিত ও পূর্ব্বদিকে

অস্তমিত হইবেন, ততদিন ঐ ব্যক্তি আদিত্যগণের অনুরূপ আধিপত্য ও স্বারাজ্য লাভ করিবেন।

আদিত্যের যে চতুর্থ অমৃত অর্থাৎ গভীরকৃষ্ণ বর্ণ তাহা মরুৎগণ ভোগ করেন সোমমুখ হইয়া। পানভোজন নাই, দর্শনে তৃপ্তি। তাহারা এই রূপে প্রবেশ করেন ও উত্থিত হন। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি মরুদ্‌গণের মধ্যে একজন হন।

যতকাল সূর্য্য পশ্চিমে উদিত ও পূর্ব্বে অস্তমিত হইবেন তাহার দ্বিগুণ কাল উত্তরে উদিত ও দক্ষিণে অস্তমিত হইবেন, ততকাল ঐ বিদ্বান্ ব্যক্তি মরুদ্‌গণের সমান আধিপত্য ও স্বারাজ্য পাইবেন।

দশম খণ্ড

আদিত্যেব যে পঞ্চ অমৃত সাধ্যগণ তাহা ভোগ করেন ব্রহ্মমুখ দ্বারা। বস্তুতঃ তাঁহারা পান ভোজন করেন না। দর্শনেই তৃষ্ণা মেটে। সাধ্যগণ পঞ্চমরূপে প্রবেশ করেন ও তাহা হইতে উত্থিত হন। যিনি এই অমৃতকে এইরূপ জানেন তিনি সাধ্যগণের এক-জন হন। তিনি ঐ রূপে প্রবেশ করেন ও উত্থিত হন।

যতকাল আদিত্য উত্তর দিকে উদিত হইবেন ও দক্ষিণে অস্ত যাইবেন তাহার দুইগুণ কাল ঊর্দ্ধ্ব দিকে উদিত ও অধোদিকে অস্তমিত হইবেন, ততকাল ঐ বিদ্বান ব্যক্তি সাধ্যগণের অনুরূপ আধিপত্য ও সাম্রাজ্য ভোগ করিবেন।

একাদশ খণ্ড

সূর্য্য যখন ঊর্দ্ধ্ব দিকে উদিত হইবেন তখন আর উদয়াস্ত

থাকিবে না। মধ্যস্থলে সূর্য্য রহিবেন একাকী। সেখানে উদয়াস্ত নাই। এই সত্যলাভের ফলে আমি যেন ব্রহ্মলাভে সমর্থ হই। আমার কথা যদি সত্য না হয় আমি যেন ব্রহ্মলাভে বঞ্চিত হই। যিনি ব্রহ্মোপনিষৎকে ঐরূপ জানেন তাহার পক্ষে সূর্য্যের উদয়াস্ত নাই, সর্ব্বদাই দিবা।

সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মা প্রজাপতিকে এই মধুবিজ্ঞান বলিয়াছিলেন। প্রজাপতি মনুকে, মনু তাঁহার পুত্রদিগকে বলিয়াছিলেন। এই বিদ্যা বরুণ তাঁহার পুত্র উদ্দালক আরুণিকে শিখাইয়াছিলেন। এই ব্রহ্মবিদ্যা পিতা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে অথবা গুরু শিষ্যকে উপদেশ করিবেন। অন্য কেহ কাহাকেও বলিবেন না। গুরুকে যদি সমুদ্রবেষ্টিত ধনভরা বসুন্ধরা দান করা হয় তবেও তিনি বলিবেন না। এই বিদ্যা সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ।

পাঁচটি যুগের কথা বলিয়াছেন। বসুযুগ, রুদ্রযুগ, আদিত্য-যুগ, মরুৎযুগ ও সাধ্যযুগ। বসুযুগের দ্বিগুণ সময় রুদ্রযুগ। রুদ্রযুগের দ্বিগুণ সময় আদিত্যযুগ। আদিত্যযুগের দ্বিগুণ মরুৎ-যুগ। মরুৎযুগের দ্বিগুণ সময় সাধ্যযুগ।

এখন বসুযুগ, সূর্য্যের পূর্ব্বে উদয় পশ্চিমে অস্ত। রুদ্রযুগে সূর্য্যের দক্ষিণে উদয়, উত্তরে অস্ত। এখন যেদিক দক্ষিণ, সূর্য্য তখন সেইদিকে উদিত হইবেন। আদিত্যযুগে সূর্য্য পশ্চিমে উদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে অস্তগত হইবেন। এখন যেদিক পশ্চিম তখন সেইদিক পূর্ব্ব হইবে। মরুদযুগে সূর্য্য উত্তরে উদিত ও

দক্ষিণে অস্ত যাইবেন। তৎপর সাধ্যযুগ। এই যুগে সূর্য্য উর্দ্ধে উদিত ও অধোদিকে অস্তমিত হইবেন।

সাধ্যযুগের পর কালসাপেক্ষ আর কোন যুগের আবির্ভাব হইবে না। দিবারাত্রি ঋতু সংবৎসব এই সকল কথার কোন অর্থ হইবে না। তখন থাকিবে ব্রহ্মলোক চির জ্যোতির্ম্ময়। যিনি ব্রহ্মোপনিষৎ জানেন তিনি এই লোক লাভ করিবেন।

দ্বাদশ খণ্ড

গায়ত্রী মন্ত্রাশ্রয়ে ব্রহ্মভাবনা

এই নিখিল জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান সকলই গায়ত্রী। বাক্যই গায়ত্রী। বাক্যই ভূতগণের বিষয় গান করে ও ত্রাণ করে। গায়ত্রীই পৃথিবী। সমুদয় ভূতই গায়ত্রীতে প্রতিষ্ঠিত। কেহই এই পৃথিবীকে অতিক্রম করিতে পারে না। (নাতিশীয়তে)

এই পৃথিবীই পুরুষের শরীর। শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রাণসমূহ শরীরে প্রতিষ্ঠিত। কেহই প্রাণকে অতিক্রম করিতে পারে না।

গায়ত্রী চতুষ্পাদ। ইহা ষড়বিধ। ছয়টি অক্ষর। বাক, সর্ব্বভূত, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় ও প্রাণ। ইহা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্বারা প্রমাণিত (১০৷৯০৷৩)। যাহা হইয়াছে, হইবে, সবই পুরুষ। ইহার এই মহিমা। তবু পুরুষ ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সমগ্র বিশ্ব-জগৎ পুরুষের একপাদ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ বিভূতি। আর তিনভাগ স্বর্গে অমৃতস্বরূপে বিদ্যমান।

পুরুষের অন্তরস্থ আকাশও যাহা, বহির্ভাগস্থ আকাশও

তাহাই। অন্তর বাহিরে ভেদ নাই। অন্তরস্থ আকাশ পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয়। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি পূর্ণ ও অপরিবর্ত্তনীয় হইয়া থাকেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড

এই হৃদয়ের পাঁচটি দেবরন্ধ্র আছে। যেটি পূর্ব্ব রন্ধ্র তাহাই প্রাণ। তাহারই প্রকাশ চক্ষু। তাহারই বিকাশ আদিত্য। ইহাকে তেজ ও অন্নাদ রূপে উপাসনা করিলে তেজস্বী ও অন্নাদ হওয়া যায়। (সুষিঃ = রন্ধ্র)

হৃদয়ের যেটি দক্ষিণ রন্ধ্র সেটি ব্যান। তাহারই প্রকাশ শ্রোত্র ও বিকাশ চন্দ্রমা। শ্রী ও যশঃরূপে ইহার উপাসনা করিলে শ্রীমান্ ও যশস্বী হওয়া যায়।

হৃদয়ের যেটি পশ্চিম দ্বার সেটি অপান। তাহারই প্রকাশ বাক্, তাহারই বিকাশ অগ্নি। ইহাকে ব্রহ্মবর্চ্চস্ ও অন্নাদ্যরূপে উপাসনা করিলে ব্রহ্মবর্চ্চসী ও অন্নাদ হওয়া যায়।

হৃদয়ের উত্তর দ্বার সমান। তাহারই প্রকাশ মন ও বিকাশ পর্জ্জন্য। ইহাকে কীর্ত্তি ও দ্যুতিরূপে উপাসনা করিলে কীর্ত্তিমান ও দ্যুতিমান হওয়া যায়।

হৃদয়ের যেটি ঊর্দ্ধ্ব দ্বার সেটি উদান। তাহারই প্রকাশ বায়ু, ও বিকাশ আকাশ। ইহাকে ওজঃ ও মহঃরূপে উপাসনা করিলে ওজস্বী ও গৌরবান্বিত হওয়া যায়।

এই পাঁচ ব্রহ্মপুরুষ স্বর্গলোকের দ্বারপাল। ব্রহ্মপুরুষদের

জানিলে কুলে বীর পুত্র হয়। দ্বারপালরূপে ইহাদের জানিলে স্বর্গ লাভ হয়।

বিশ্বের সমস্তের উপরে উত্তমলোকে যে জ্যোতিঃ দীপ্তি পায়, সেই জ্যোতিঃ এবং পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি তাহা এক ই। হৃদয়ের মধ্যে ও বিশাল বিশ্বের ঊর্দ্ধে, যে মহাজ্যোতি তাহা অভিন্ন।

হৃদয়ে যে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি আছে তাহার প্রমাণ, গায়ে হাত দিলে তাপ অনুভূত হয়। কর্ণরন্ধ্র বন্ধ করিলে জলন্ত অগ্নির শব্দের ন্যায় শব্দ হয়। এই জ্যোতিকে স্পর্শেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপ দৃষ্ট ও কর্ণেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যরূপ শ্রুত বলিয়া যিনি উপাসনা করেন তিনি দর্শনীয় ও বিখ্যাত হন।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

শাণ্ডিল্যবিদ্যা

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—যাহা কিছু সমুদয় সবই ব্রহ্ম। তাহাকে উপাসনা করিবে শান্তভাবে। কিরূপ ভাবনা ভাবিয়া উপাসনা করিবে—তাহা বলিতেছেন অতি সংক্ষেপে—তজ্জলানিতি। তজ্জ—তাহা হইতে বিশ্ব জাত, তল্ল—তাহাতে বিশ্ব লয়প্রাপ্ত, তদন্—তাহাতে বিশ্ব প্রাণবন্ত। তৎ (জ+ল+অন্)=তৎ+জলান্=তজ্জলান্।

প্রত্যেক মানুষের জীবন কর্ম্মময়, যজ্ঞময়। এখানে যেমন কর্ম্ম বা যজ্ঞ করিবে পরকালে তেমনই পাইবে।

ব্রহ্মবস্তু কিরূপ তাহা বলিতেছেন—তিনি মনোময়, তাঁহার শরীর প্রাণময়, তিনি জ্যোতির্ম্ময়, সত্যসঙ্কল্প। তাঁহার আত্মা আকাশের ন্যায় অখণ্ড। তিনি সকল কর্ম্মের আধার, সকল কামনার আধার। সমুদয় গন্ধ ও রসের তিনি মূল। তাঁহা দ্বারা এই সকল পরিব্যাপ্ত আছে। তাঁহার সম্বন্ধে কোন বাক্য নাই, কথা নাই। তিনি অনাদর অনপেক্ষ নিত্যতৃপ্ত।

এই ব্রহ্মই আমার অন্তর্হৃদয়ে আত্মা। ইনি অণীয়ান্—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আবার মহীয়ান্—মহৎ অপেক্ষাও মহত্তর। তাহাই বলিতেছেন—তিনি ব্রীহি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব সর্ষপ শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। আবার তিনি বড়, তিনি আছেন হৃদয়-অভ্যন্তরে। তিনি পৃথিবী অপেক্ষা বড়, আকাশ অপেক্ষা বড়, এই বিশ্বলোক হইতেও বড়।

ব্রহ্ম সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস। তিনি সকল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত। এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "সর্ব্বোপেতা চ তর্দ্দর্শনাৎ" এই ব্রহ্মসূত্র (২।১।৩০) স্থাপিত। তিনি বাক্যরহিত, চেষ্টারহিত। তিনি আত্মা। হৃদয়ের অভ্যন্তরে তিনি। ইনি ব্রহ্ম। এই দেহ ত্যাগান্তে তাঁহাকেই পাইব।

এই সত্যে যার সংশয় নাই তিনি ব্রহ্মলাভ করিবেন। এই কথা শাণ্ডিল্য বলিয়াছেন। শাণ্ডিল্য ইহাই বলিয়াছেন। ইতি-শাণ্ডিল্যবিদ্যা। শতপথ ব্রাহ্মণে ১০।৬।৩।১-২ মন্ত্রেও প্রায় একই প্রকার এই শাণ্ডিল্যবিদ্যা উক্ত হইয়াছে।

পঞ্চদশ খণ্ড

বিরাট কোশ

বিরাট কোশ, উদর তার অন্তরীক্ষ। ভূমি তার নিম্নমূল (বুধ্ন=মূল)। ইহা কখনও জরাগ্রস্ত হয় না। দিকগুলি বিরাটের কোণ (স্রক্তি=কোণ)। দ্যুলোক ঊর্দ্ধ্বদিকের বিল বা গর্ত্ত। এই বিরাট কোশ বসুধান (বহু সম্পদের আধার)। ইহাতেই এই বিশ্বজগৎ অবস্থিত।

এই কোশের পূর্ব্বদিকের নাম "জুহূ", কারণ এই দিকে লোকে হোম করে (জুহ্বতি)। দক্ষিণ দিক সহমানা, কাবণ এই দিকে পাপীরা দুঃখ সহ্য করে (সহন্তে)। পশ্চিম দিক্ রাজ্ঞী, কারণ সন্ধ্যাকালে রাগ অর্থাৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে। উত্তব দিক ভূতিমান্—হিমালয়াদি সম্পদ্‌পূর্ণ স্থান আছে বলিয়া। এইজন্য এই দিকের নাম সুভূতা। এই দিকগুলির বৎস বায়ু। এই তত্ত্ব যে জানে সে কখনও পুত্রশোকে রোদন করে না। পুত্রদের নাম করিয়া বলিতে হয় আমি অবিনাশী কোশের শরণাগত হইতেছি। আমি প্রাণের শরণাপন্ন হইতেছি। ভূর্লোকের শরণাপন্ন লইতেছি। ভূবর্লোকের শরণাপন্ন হইতেছি। স্বর্লোকের শরণাগতি হইতেছি। প্রাণ বলিতে সমুদয় লোক বুঝিতে হইবে। ভূলোক বলিতে ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ—তিনই বুঝিতে হইবে। ভূবর্লোক বলিতে অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য এই তিন বুঝিতে হইবে।

ষোড়শ খণ্ড

পুরুষযজ্ঞ

পুরুষই যজ্ঞস্বরূপ। প্রথম ২৪ বৎসর প্রাতঃসবন, কারণ গায়ত্রীর ২৪ অক্ষর এবং প্রাতঃসবনে গায়ত্রীছন্দের ব্যবহার হয়। বসুগণ প্রাতঃসবনের অনুগত। প্রাণই বসু, কারণ ভূতগণকে প্রাণই বাস করায় (বাসয়ন্তি)। চব্বিশ বৎসরের মধ্যে ব্যাধি হইলে পুরুষ বলিবে—হে প্রাণগণ, হে বসুগণ, আমার প্রাতঃ-সবনকে মাধ্যন্দিন সবন পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে বিস্তৃত কর (অনুসন্তনুত), যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণস্বরূপ বসুগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হইয়া যাই।

এইরূপ প্রার্থনা করিলে ব্যাধিমুক্ত হইবে—নীরোগ হইবে।

তৎপর ৪৪ বৎসর মাধ্যন্দিন সবনসদৃশ, কারণ, মাধ্যন্দিন সবনে ত্রিষ্টুভ্ ছন্দের মন্ত্র উচ্চারিত হয়। ত্রিষ্টুভ ছন্দে ৪৪টি অক্ষর। রুদ্রগণ এই সবনের অনুগত। প্রাণই রুদ্র, কারণ প্রাণই সকলকে রোদন করায় (রোদয়তি)।

এই মধ্যবয়সে ব্যাধি হইলে বলিবে—হে প্রাণসকল, হে রুদ্র দেবতাসকল, আমার মাধ্যন্দিন সবনকে তৃতীয় সবন পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন প্রাণরূপী রুদ্রের মধ্যে লুপ্ত হইয়া না যাই। এইরূপ হইলে ব্যাধিমুক্ত হইবে, নীরোগ হইবে।

তারপর ৪৮ বৎসর তৃতীয় সবনসদৃশ। কারণ তৃতীয় সবনে জগতী ছন্দের প্রয়োগ হয়। জগতী ছন্দে ৪৮টি অক্ষর।

আদিত্যগণ এই যজ্ঞের অনুগত। প্রাণই আদিত্য। কারণ প্রাণই শব্দাদি বিষয় আদান করে (আদদতে)।

এই বয়সে যদি ব্যাধি বা অন্য কিছু সন্তপ্ত করে, তবে বলিবে, হে প্রাণসমূহ, হে আদিত্যগণ, আমার তৃতীয় সবনকে পূর্ণায়ু পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর। যজ্ঞরূপী আমি যেন আদিত্যগণের মধ্যে বিলুপ্ত না হই। ইহা করিলে নীরোগ হইবে।

ইতরার পুত্র মহিদাস এই তত্ত্ব অবগত হইয়া কহিয়াছিলেন—কেন তুমি আমাকে সন্তপ্ত করিতেছ ? ইহাতে আমি কিছুতেই মরিব না। মহিদাস ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনিও ততদিন বাঁচিয়া রহিবেন।

সপ্তদশ খণ্ড

জীবন একটি যজ্ঞ। মানুষ যে ভোজন করিতে ইচ্ছা করে, পান করিতে ইচ্ছা করে, সংযত হইয়া সুখানুভব হইতে বিরত থাকে—এই সকল ঐ যজ্ঞের দীক্ষা। তারপর মানুষ যে পান ভোজন করে ও সুখানুভব করে তাহা যজ্ঞের উপসদ। মানুষ হাস্যকরে, আহার করে, মিথুনভাবে বাস করে তাহা যজ্ঞের স্তুতি ও শস্ত্র। অবশেষে জীবনের তপস্যা দান সারল্য হিংসা-হীনতা ও সত্যভাষণ এই সকল জীবনযজ্ঞের দক্ষিণা। এইভাবে জীবনকে যজ্ঞদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে।

জীবন ও যজ্ঞ উভয়ের সম্বন্ধেই 'সোষ্যতি' · 'অসোষ্টা' এইসকল ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয়। সন্তান প্রসব করিবে ও সোমাভিসব করিবে একই ক্রিয়া। সন্তান প্রসব করিয়াছে ও সোমাভিষব

করিয়াছে একই সু ধাতু হইতে উৎপত্তি। সু ধাতুর অর্থ প্রসব করা ও সোমাভিষব করা। দুই যেন একই কার্য্য।

মৃত্যু হইল যজ্ঞের অবভৃথ; উৎপত্তি পুনর্জ্জন্ম, উন্নততর ভূমিকায় নবজাগরণ (Regeneration)।

ঘোর আঙ্গিরস ঋষি দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে এই তত্ত্ব বলিয়াছিলেন। এই তত্ত্ব জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ সকল বিষয়ে নিস্পৃহা হইয়াছিলেন। ঋষি বলিয়াছিলেন, মৃত্যুকালে মানব এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে—

অক্ষিতমসি, তুমি অক্ষয়। অচ্যুতমসি, তুমি অচ্যুত। প্রাণসংশিতমসি, তুমি প্রাণসংশিত। সংশিত অর্থ—প্রাণের সূক্ষ্মতত্ত্বে সঞ্জীবিত।

অন্ধকারের উপরিভাগে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি সেই জ্যোতি দর্শন করিয়া আমরা দেবগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

অষ্টাদশ খণ্ড

মনই ব্রহ্ম এই উপাসনা করিবে। ইহা অধ্যাত্ম উপাসনা। আকাশ ব্রহ্ম ইহা অধিদেব উপাসনা। ব্রহ্ম চতুষ্পাদ। একপাদ বাগিন্দ্রিয়, একপাদ প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়), একপাদ চক্ষু, একপাদ শ্রোত্র। ইহা অধ্যাত্ম।

তৎপর অধিদৈবত বলিতেছেন—ব্রহ্মের একপাদ অগ্নি, একপাদ বায়ু, একপাদ আদিত্য, একপাদ দিক্‌সমূহ।

বাক্ ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। এই পাদ অগ্নিরূপ জ্যোতিদ্বারা

দীপ্তি পায় ও তাপ প্রদান করে। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনিও কীর্ত্তি যশ বেদজ্ঞান ও তেজদ্বারা দীপ্তিপ্রাপ্ত হন।

প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। প্রাণরূপী এই পাদ বায়ুরূপ জ্যোতিদ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ প্রদান করে। চক্ষু ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। ইহা আদিত্যরূপ জ্যোতিদ্বারা দীপ্তি পায়। শ্রোত্র ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ। ইহা দিক্‌রূপ জ্যোতিদ্বারা দীপ্তি পায় ও তাপ প্রদান করে।

ঊনবিংশ খণ্ড

আদিত্যই ব্রহ্ম। ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই—অসদেব ইদমগ্র আসীৎ। তৎ সদাসীৎ। তৎ সমভবৎ। তদণ্ডং নিরবর্ত্তত। তৎ সংবৎসরস্য মাত্রাং অশয়ত। তৎ নিরভিদ্যত তে আণ্ডকপালে রজতং চ সুবর্ণং চ অভবতাম্।

এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ নামরূপহীন ছিল। তাহা সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সত্তাবান হইল। তাহা সম্ভূত হইল। অণ্ডরূপে পরিণত হইল। একবৎসর স্পন্দহীন রহিল। তৎপর বিভিন্ন হইল। একভাগ রজতময়। অপরভাগ সুবর্ণময়। রজতময় অংশ পৃথিবী, সুবর্ণময় অংশ দ্যৌ। জরায়ু পর্ব্বতসমূহ। উল্ব (গর্ভবেষ্টন) মেঘ ও নীহার। ধমনী নদীসমূহ। বস্তি সমুদ্র।

তৎপর যাহা উৎপন্ন হইল তাহা আদিত্য। আদিত্য উৎপন্ন হইলে উলু উলু ধ্বনি উত্থিত হইল। সমুদয় ভূত ও কাম্যবস্তু-সমূহ উৎপন্ন হইল। তাই সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের সময় উলু ধ্বনি উত্থিত হয় ও সকলভূত ও কাম্যবস্তু উৎপন্ন হয়।

যিনি ইহা জানিয়া আদিত্যব্রহ্ম উপাসনা করেন সকল মঙ্গল-ধ্বনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হয় ও তাঁহাকে সুখপ্রদান করে।

চতুর্থ প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড

জানশ্রুতি পৌত্রায়ণ হংসের মুখে শকটবান রৈক্যের নাম শুনিয়া দ্বারপালকে রৈক্যের অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। দ্বারপাল বহু সন্ধানে রৈক্যের সংবাদ আনিল।

জানশ্রুতি রৈক্যের নিকট গমন করেন। অনেক গাভী ও স্বর্ণের হার লইয়া যান। যাচ্ঞা করেন সম্বর্গবিদ্যা। রৈক্য ফিরাইয়া দেন এবং বলেন, "হারে শূদ্র এইসব গবাদি তোমারই থাকুক, এর বিনিময়ে উপদেশ দিব না। পরে জানশ্রুতি আরও বেশী দ্রব্যাদি ও নিজ কন্যাকে লইয়া যান। এই সকল পাইয়া রৈক্য সম্মত হইয়া জ্ঞানদান করেন। (এই ছান্দোগ্যের (৪।২।৩) মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্রের অপশূদ্রপ্রকরণ—শুগস্যতদনাদর-শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি (১।৩।৩৩)। মনে হয়, মন্ত্রে শূদ্রের অধিকারই স্থাপিত হয়। সূত্রের ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা করিয়া শূদ্রের অনধিকার স্থাপন করা হইয়াছে)।

তৃতীয় খণ্ড

বায়ু সম্বর্গ—সর্ব্বগ্রাস। যখন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় তখন বায়ুতেই লীন হয়। সূর্য্য যখন অস্তমিত হয় তখন বায়ুতেই লীন হয়। যখন চন্দ্র অস্তমিত হয় তখন বায়ুতেই লীন হয়। যখন জল বিশুষ্ক হয় তখন বায়ুতে গমন করে। বায়ু সকল বস্তু সংহার করে। ইহা অধিদৈবত।

অনন্তর অধ্যাত্ম বলিতেছেন—প্রাণ সংবর্গ—সর্ব্বগ্রাস। পুরুষ যখন নিদ্রিত হয় তখন বাক্ প্রাণে প্রবেশ করে। চক্ষু প্রাণে, শ্রোত্র প্রাণে এবং মনও প্রাণে প্রবেশ করে। প্রাণই সমুদয় বিনাশ করে। এই দুই সর্ব্বগ্রাস—দেবগণের মধ্যে বায়ু ও ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রাণ।

ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করিলেন, একদেবতা চারিজন মহাত্মাকে গ্রাস করিয়াছেন। তিনি কে? কে ভুবনের রক্ষক? শৌনক বলিলেন—

যিনি দেবগণের আত্মা, প্রজাগণের জনিতা, হিরণ্যদন্ত, ভক্ষণশীল, মেধাবী, যাহা অপরে ভক্ষণ করিতে পারে না, যাহা অন্নময় তাহাও যিনি ভক্ষণ করেন, যাঁহার মহিমা মহান্—আমরা তাঁহার উপাসনা করি।

প্রথম অধিদৈবত পাঁচ—বায়ু ও তাহার অন্ন (খাদ্য)—অগ্নি আদিত্য চন্দ্র ও জল। দ্বিতীয় আধ্যাত্মিক পাঁচ-প্রাণ ও তাহার খাদ্য—বাক্ চক্ষু শ্রোত্র ও মন। এই অন্ন ও অন্নাদ লইয়া দশজন। এই দশ লইয়া কৃতযুগ। ভক্ষক ও ভক্ষ্যের সংখ্যা দশ।

এই দশ সমষ্টিকেই বিরাট পুরুষ এবং অন্নস্বরূপ কহে। বিরাট দশ সংখ্যকরূপে অন্ন ও অন্নাদ হইয়াছেন। একই দেবতা চারিজনকে গ্রাস করেন—ইহা বলা হইল। এই তত্ত্ব যিনি জানেন তিনিও অন্নাদ হন।

চতুর্থ খণ্ড ও পঞ্চম খণ্ড

হরিদ্রুমানের পুত্র গৌতম ঋষি। সত্যকাম তাঁহার নিকট ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিতে আসিয়াছেন। গৌতম তাঁহার গোত্র জানিতে চাহিলেন। সত্যকাম মায়ের নিকট যাহা শুনিয়াছিলেন তাহাই আচার্য্যকে বলিলেন। মা বলিয়াছিলেন—"আমি যৌবন বয়সে বহু লোকের পরিচর্য্যা করিয়া তোমাকে লাভ করিয়াছি। তোমার গোত্র আমি জানি না। আমি জবালা—তুমি জাবাল সত্যকাম।" গৌতম ঋষি এই কথা শুনিয়া বলিলেন—অব্রাহ্মণ কখনও এইরূপ বলিতে সমর্থ হয় না। তুমি সমিধ্ লইয়া আইস। উপনীত করিব। তুমি সত্য হইতে বিচলিত হও নাই।

গৌতম সত্যকামকে উপনয়ন দিয়া চারিশত দুর্ব্বল গাভী দিয়া বলিলেন, ইহাদের অনুগমন কর। সত্যকাম বলিল—ইহাদের সংখ্যা সহস্র না হইলে ফিরিব না। সত্যকাম বহু বৎসর গাভীগণ লইয়া বনে বনে বিচরণ করিল। তারপর তাহাদের সংখ্যা সহস্র পূর্ণ হইল।

একদা এক বৃষ বলিল, সত্যকাম, আমরা সহস্র সংখ্যা পূর্ণ

হইয়াছি। আমাদিগকে আচার্য্য-গৃহে লইয়া চল। আমি তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদ বলিব।

পূর্ব্বদিক ব্রহ্মের এককলা। পশ্চিমদিক এককলা। দক্ষিণ-দিক এককলা। উত্তরদিক এককলা। ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল একপাদ। এই চতুষ্কল পাদকে প্রকাশবান রূপে উপাসনা করিলে প্রতিষ্ঠাবান হওয়া যায়। অগ্নি তোমাকে ব্রহ্মের আর একপাদ বলিবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড, সপ্তম খণ্ড

পরদিন সত্যকাম গো-সমূহ লইয়া গুরুগৃহাভিমুখে গমন করিলেন। সন্ধ্যায় গো-সমূহ আবদ্ধ করিয়া কাষ্ঠ সংগ্রহ করতঃ অগ্নির পশ্চাৎভাগে পূর্ব্বাস্যে উপবেশন করিলেন। তখন অগ্নি বলিলেন, ব্রহ্মের একপাদ বলিব শোন।

পৃথিবী এককলা, অন্তরীক্ষ এককলা,
দ্যুলোক এককল্য সমুদ্র এককলা,

ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল। ইহার নাম অনন্তবান। ইহা জানিয়া ব্রহ্মেও উপাসনা করিলে অনন্তবান হওয়া যায়।

পরদিন সত্যকাম গো-সমূহ লইয়া গুরুগৃহাভিমুখে চলিল। সন্ধ্যায় এক হংস উড়িয়া আসিয়া বলিল—সত্যকাম, ব্রহ্মের আর একপাদ বলি শোন।

অগ্নি এককলা, সূর্য্য এককলা,
চন্দ্র এককলা, বিদ্যুৎ এককলা।

ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল। ইহার নাম জ্যোতিষ্মান্। ইহা

জানিলে জ্যোতিষ্মান্ হওয়া যায়। মৃত্যুর পর জ্যোতির্ম্ময় লোক-সমূহ লাভ হয়।

অষ্টম খণ্ড ও নবম খণ্ড

সত্যকাম গো-সমূহ লইয়া গুরুগৃহাভিমুখে চলিলেন। পরদিন সন্ধ্যায় মদ্‌গু নামক এক প্রকার পাখী উড়িয়া আসিয়া বলিল—সত্যকাম, ব্রহ্মের আর একপাদ বলি শোন।

প্রাণ এককলা, চক্ষু এককলা,
শ্রোত্র এককলা, মন এককলা।

ইহাই ব্রহ্মের চতুষ্কল একপাদ। ইহার নাম আয়তবান। এইরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিলে আয়তবান হওয়া যায়।

সত্যকাম গুরুগৃহে পৌঁছিলেন। তাহাকে দেখিয়া আচার্য্য গৌতম ঋষি বলিলেন—তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ। কে তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়াছে? সত্যকাম বলিল, মনুষ্য ভিন্ন অন্য প্রাণীরা। তাহলেও আপনিই উপদেশ দিন। শুনিয়াছি, আচার্য্য হইতে লাভ হইলে জ্ঞান কল্যাণতম হয়। তখন আচার্য্য সত্যকামকে সেই সকল উপদেশ—যাহা বৃষ অগ্নি হংস ও মদ্‌গু বলিয়াছিল—সমুদয় বলিলেন, কিছু অবশিষ্ট রহিল না। সত্যকাম প্রকৃতির কাছে যাহা পাইয়াছেন গুরুমুখে আবার তাহাই পাইলেন।

দশম, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ খণ্ড

উপকোশল বহুদিন গুরু সত্যকামের আশ্রমে থাকিয়া অগ্নি পরিচর্য্যা করিলেন, কিন্তু গুরু তাহাকে কোন উপদেশ দিলেন

না। উপকোশল উপবাস করিয়া রহিলেন। তখন ত্রিবিধ অগ্নি —দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য অগ্নি ও আবহনীয় অগ্নি উপস্থিত হইয়া তাহাকে উপদেশ দিলেন।

প্রাণ ব্রহ্ম
ক (সুখ) ব্রহ্ম
খ (আকাশ) ব্রহ্ম

গার্হপত্যাগ্নি উপকোশলকে বলিলেন—পৃথিবী অগ্নি অন্ন ও আদিত্য, ইহারা অখণ্ড ব্রহ্মের তনু। আদিত্যমণ্ডলে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই আমি, আমিই তিনি।

দক্ষিণাগ্নি উপকোশলকে বলিলেন—জল দিকসমূহ নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্রমা ইহারা ব্রহ্মের তনু। চন্দ্রমণ্ডলে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই আমি, আমিই তিনি।

আহবনীয়াগ্নি উপকোশলকে বলিলেন—প্রাণ আকাশ দ্যৌ ও বিদ্যুৎ, ইহারা ব্রহ্মের তনু। বিদ্যুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হয়, তিনিই আমি, আমিই তিনি।

চতুর্দ্দশ খণ্ড ও পঞ্চদশ খণ্ড

অগ্নিগণ উপকোশলকে বলিলেন—তোমাকে এই অগ্নিবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যা বলা হইল। আচার্য্য তোমাকে পরলোকে যাইবার গতির কথা বলিবেন। আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা।

আচার্য্য গৃহে আসিয়া বলিলেন—"উপকোশল, তোমার মুখ দীপ্তি পাইতেছে। কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন?" উপ-

কোশল বলিলেন, অগ্নিগণ আমাকে লোকসমূহের কথা বলিয়াছেন। আচার্য্য বলিলেন, আমি তোমাকে ব্রহ্মের কথা বলিব।

চক্ষুতে যে পুরুষ দৃষ্ট হন ইনি আত্মা, ইনি অমৃত অভয়—ইনি ব্রহ্ম। ইঁহাকে সংযদ্বাম বলা হয়। সকল বাম অর্থাৎ শোভনীয় বস্তু ইহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

এই অক্ষিপুরুষ বামনী অর্থাৎ কল্যাণ প্রাপ্ত করান। (বামং কল্যাণং নয়তি ইতি)।

এই পুরুষ ভামনী, দীপ্তিমান। ইনি সর্ব্বলোকে দীপ্তিশালী হইয়া প্রতিভাত হন।

ডয়সন বলেন, সংযদ্বাম অর্থ প্রিয়বস্তুর আধার—Love's Treasure। বামনী অর্থ Herald of Love, Prince of Love. ভামনী অর্থ The Prince of Radiance,

যিনি ইহা জানেন তিনি মৃত্যুর পর অর্চ্চিতে, অর্চ্চি হইতে দিবসে, দিবস হইতে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণে, তথা হইতে সম্বৎসরে, তথা হইতে আদিত্যে, আদিত্য হইতে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুতে গমন করেন। তখন সেইস্থানের এক অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মে লইয়া যান। ইহাই দেবযান ব্রহ্মধাম। এইস্থান হইতে আর আবর্ত্তে ফিরিতে হয় না।

ষোড়শ খণ্ড

যিনি পবিত্র করেন সেই বায়ুই যজ্ঞ, যেহেতু তিনি প্রবাহিত হইয়া পবিত্র করেন। যজ্ঞ প্রবাহিত হইয়া পবিত্র করেন সমুদয়। যজ্ঞের দুইটি পথ, মন ও বাক্য।

ব্রহ্মানামা যে ঋত্বিক ইনি একটি পথকে মনদ্বারা সম্পন্ন করেন। মন দ্বারা অর্থে মনন দ্বারা মৌনাবলম্বন দ্বারা। এই পথটিকে বলে মনোরূপ পথ। হোতা অধ্বর্য্যু উদ্গাতা বাক্যদ্বারা অপরটি সম্পন্ন করেন। এইরূপ বাক্যরূপ পথ প্রাতঃপঠনীয় অনুবাক আরম্ভের পর, পরিধানীয় ঋক্ পাঠের পূর্ব্বে ব্রহ্মা যদি মৌন ত্যাগ করেন তাহা হইলে মনোরূপ পথ নাশপ্রাপ্ত হয়। যদি মৌন থাকেন তাহা হইলে উভয় পথই সংস্কৃত হয়।

মানুষ দুই পদে চলে। রথ দুই চাকায় চলে, যজ্ঞও সেইরূপ দুই পথ ধরিয়া চলে। মন ও বাক্য ইহাদের একটি নষ্ট হইলে যজ্ঞ নষ্ট হয়।

সোমযজ্ঞে ৪ জন ঋত্বিক্—

১। ঋগ্বেদী ঋত্বিক্ বা হোতা।

তিন সঙ্গী—মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ।

২। যজুর্ব্বেদী ঋত্বিক্ বা অধ্বর্য্যু।

তিন সঙ্গী—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা।

৩। সামবেদী ঋত্বিক্ বা উদ্গাতা।

তিন সঙ্গী—প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা, সুব্রহ্মণ্যা।

৪। অথর্ব্ববেদী ঋত্বিক্ বা ব্রহ্মা।

তিন সঙ্গী—ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, আগ্নীধ্র, পোতা।

মোট ষোলজন।

সপ্তদশ খণ্ড

যজ্ঞশোধনে ব্যাহৃতি

প্রজাপতি লোকসমূহকে উদ্দেশ্য করিয়া (অভি) তপস্যা করিয়াছিলেন। তিনি লোকসমূহের রস উদ্ধৃত করিলেন— পৃথিবী হইতে অগ্নি, অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, দ্যৌ হইতে আদিত্য।

তারপর এই তিন দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া তপস্যা করিলেন ও তাহাদের রস উদ্ধৃত করিলেন। অগ্নি হইতে ঋক্‌সমূহ, বায়ু হইতে যজুঃসমূহ, এবং আদিত্য হইতে সামসমূহ উদ্ধৃত করিলেন। প্রজাপতি এই ত্রয়ীবিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া তপস্যা করিলেন। ত্রয়ীবিদ্যা হইতে রস উদ্ধৃত করিলেন। ঋক্‌সমূহ হইতে ভূঃ, যজুঃসমূহ হইতে ভুবঃ, সামসমূহ হইতে স্বঃ উদ্ধার করিলেন

ঋক্ প্রয়োগে দোষ হইলে ভূঃ, স্বাহা, মন্ত্রে গার্হপত্য অগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য। যজুঃ প্রয়োগে দোষ হইলে 'ভুবঃ স্বাহা' মন্ত্রে দক্ষিণাগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য। সাম প্রয়োগে দোষ হইলে 'স্বঃ স্বাহা' মন্ত্রে আহবনীয়াগ্নিতে হোম কর্ত্তব্য।

লোকসমূহের দেবগণের ও ত্রয়ীবিদ্যার বীর্য্যদ্বারা যজ্ঞের অনিষ্টের প্রতিবিধান করা যায়। এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন ব্রহ্মা যে যজ্ঞে ঋত্বিক্ হন সেই যজ্ঞ সুষ্ঠু হয়। ব্রহ্মা সকল ঋত্বিকের কার্য্যের তত্ত্বাবধান করেন ও ভ্রম সংশোধন করেন। ব্রহ্মার তিন বেদের বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

মননশীল ব্রহ্মাই একমাত্র ঋত্বিক্। ঘোটকী যেমন যোদ্ধৃগণকে

রক্ষা করে সেইরূপ জ্ঞানী ব্রহ্ম ঋত্বিক্ যজ্ঞ যজমান ও অন্যান্য ঋত্বিকগণকে রক্ষা করেন।

সুতরাং যোগ্য লোককে ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক পদে নিযুক্ত কবিবে। অযোগ্য লোককে নহে। ব্রহ্মা সম্বন্ধে গাথা—

"যতো যত আবর্ত্ততে তৎ তৎ গচ্ছতি।"

যেখানেই যজ্ঞহানি সেইখানেই ব্রহ্মা গমন করেন।

———

পঞ্চম প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

প্রাণ জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ। বাক্ বসিষ্ঠ, চক্ষু প্রতিষ্ঠা, শ্রোত্র সম্পৎ, মন আয়তন।

ইন্দ্রিয়বর্গের কলহ—কে শ্রেষ্ঠ? প্রজাপতি বলিয়াছিলেন, যাহার অভাবে শরীর পাপিষ্ঠতর সে-ই শ্রেষ্ঠ।

বাক্ চলিয়া গেল। বৎসর পরে আসিয়া জিজ্ঞাসায় জানিল যে দেহ জীবিতই ছিল, তবে বোবার মত। চক্ষু চলিয়া গেল, বৎসর পর ফিরিয়া জিজ্ঞাসায় জানিল দেহ ভালই ছিল, তবে অন্ধের মত। চক্ষু রহিল, কান চলিয়া গেল। কান বৎসর পর ফিরিয়া আসিল। জানিতে চাহিলে দেহ বলিল, ভালই ছিল তবে বধিরের মত। মন চলিয়া গেল। বৎসর পর ফিরিয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল, দেহ ভালই ছিল, তবে শিশুর মত, চিন্তাভাবনাহীন শিশুর মত। তৎপর প্রাণ উৎক্রমণ করিবার ইচ্ছা করিল। অশ্ব যেমন পাদবন্ধনের শঙ্কু (খোঁটা) উৎপাটন করে, তেমনি প্রাণও অপরাপর ইন্দ্রিয়গণকে উৎপাটন করিবার উপক্রম করিল। তখন সকলে প্রাণের নিকট সমাগত হইয়া বলিলেন—

হে ভগবন্, আপনি প্রভু হউন। আপনিই শ্রেষ্ঠ। আপনি উৎক্রমণ করিতে পারিবেন না। বাক্ বলিল, আমি যদি বসিষ্ঠ হই আপনিও বসিষ্ঠ। চক্ষু বলিল, আমি যদি প্রতিষ্ঠা হই

আপনিও প্রতিষ্ঠা। শ্রোত্র বলিল, আমি যদি সম্পৎ হই আপনিও সম্পৎ। মন বলিল, আমি যদি আয়তন হই আপনিও আয়তন। এইজন্য পণ্ডিতগণ বাক্ চক্ষু শ্রোত্র মনকে প্রাণই বলিয়া থাকেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

মুখ্যপ্রাণ জিজ্ঞাসা করিল—আমার অন্ন কি হইবে? সকল ইন্দ্রিয় বলিল, কুকুর শকুন হইতে আরম্ভ করিয়া যাহা কিছু সবই। সকলই প্রাণের অন্ন। প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, আমার বস্ত্র কি হইবে? সকলে বলিল, ভোজনের পূর্ব্বে ও পরে অন্নকে জল দ্বারা বেষ্টন করে, তাহাই তোমার বাস হইবে। তুমি নগ্ন থাকিবে না।

সত্যকাম জাবাল ব্যাঘ্রপদের পুত্র গোশ্রুতিকে এই উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, যদি শুষ্ক স্থাণুকে (বৃক্ষকাণ্ডকে) এই উপদেশ দেওয়া হয় তাহা হইলে তাহাতে শাখা পল্লবের উদ্গম হইবে।

তৃতীয় খণ্ড

পাঞ্চাল সমিতিতে জৈবলি প্রবাহণ শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে কুমার, তোমার পিতা কি তোমাকে উপদেশ দিয়াছেন? শ্বেতকেতু বলিলেন, নিশ্চয়ই পিতা অনুশাসন করিয়াছেন।

প্রবাহণ। মৃত্যুর পর প্রাণীরা কোথায় গমন করে, তাহা জান?

শ্বেতকেতু। আজ্ঞে না, জানি না।

প্রবাহণ। কি প্রকারে প্রাণীরা পুনরাবর্ত্তন করে, তাহা জান ?

শ্বেতকেতু। আজ্ঞে না।

প্রবাহণ। দেবযান ও পিতৃযান কোথায় পৃথক হইয়াছে জান ?

শ্বেতকেতু। আজ্ঞে না।

প্রবাহণ। চন্দ্রলোক কেন জীবদ্বারা পূর্ণ হয় না জান ?

শ্বেতকেতু। আজ্ঞে না।

প্রবাহণ। পঞ্চমাহুতিতে জলকে কেন পুরুষ বলা হয় জান ?

শ্বেতকেতু। আজ্ঞে না।

প্রবাহণ কহিলেন—তবে কেন বলিতেছ যে উপদিষ্ট হইয়াছ ? শ্বেতকেতু গৃহে ফিরিয়া পিতা গৌতমকে সব কথা বলিলেন। পিতা বলিলেন, এই সব প্রশ্নের উত্তর আমি জানিলে তো তোমাকে শিখাইব ?

শ্বেতকেতুর পিতা তখনই রাজবাড়ী গিয়া রাজপ্রাসাদে রাজার সঙ্গে দেখা করিলেন। বলিলেন, আমার পুত্রের নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন তাহার উত্তর আমাকে শিক্ষা দিন। প্রবাহণ বলিলেন—পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণ এই বিদ্যা লাভ করে নাই। ইহা ক্ষত্রিয়দেরই উপদেশ। তবু বলি শুনুন।

চতুর্থ খণ্ড

হে গৌতম, এই দ্যুলোক যজ্ঞের অগ্নি, আদিত্য সমিধ,

রশ্মিসমূহ ধূম, দিন অগ্নির অর্চি ও শিখা, চন্দ্রমা অঙ্গার, নক্ষত্র-সকল স্ফুলিঙ্গ। দেবতাগণ এই অগ্নিতে আহুতি দেন শ্রদ্ধাকে। এই আহুতি হইতে সোমরাজার জন্ম হয়।

পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ খণ্ড

পর্জ্জন্য অগ্নি, বায়ু সমিধ, মেঘ ধূম, বিদ্যুৎ শিখা, বজ্র অঙ্গার, মেঘগর্জ্জন স্ফুলিঙ্গ। এই যজ্ঞে দেবতারা সোমরাজকে আহুতি দেন। তাহা হইতে বৃষ্টি হয়।

পৃথিবী অগ্নি, সম্বৎসর সমিধ, আকাশ ধূম, রাত্রি শিখা, দিকসমূহ অঙ্গার, কোণগুলি স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিকে আহুতি দেন। এই আহুতি হইতে অন্ন জন্মে।

সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম খণ্ড

পুরুষ অগ্নি, বাক্ সমিধ, প্রাণ ধূম, জিহ্বা শিখা, চক্ষু অঙ্গার, শ্রোত্র স্ফুলিঙ্গ। এই অগ্নিতে দেবগণ অন্ন আহুতি দেন। এই আহুতি হইতে জন্মে শুক্র।

যোষিৎ অগ্নি, উপস্থ সমিধ, আহ্বানকরণ ধূম, যোনি শিখা, কার্য্য সমাপ্তি অঙ্গার, অভিনন্দন স্ফুলিঙ্গ। দেবগণ এই অগ্নিতে শুক্র আহুতি দেন। তাহা হইতে জন্মে গর্ভ

প্রথম আহুতিতে শ্রদ্ধা অর্থাৎ জলকে অগ্নিতে হোম করা হয়, তাহা হইতে জন্মে সোম। দ্বিতীয় আহুতিতে সোমকে হোম করা হয়, জন্মে বৃষ্টি। তৃতীয় আহুতিতে বৃষ্টিকে হোম করা হয়, জন্মে অন্ন। চতুর্থ আহুতিতে অন্নকে হোম করা হয়, জন্মে শুক্র।

পঞ্চম আহুতিতে শুক্রকে হোম করা হয়, জন্মে গর্ভ। গর্ভ হইতে মানব হয়। সুতরাং জল হইতে পুরুষ হইল।

ইহা দ্বারা পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর হইল। ইহার নাম পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। পঞ্চাগ্নি বিদ্যার উপসংহার করিতেছেন।

এই হেতু পঞ্চমাহুতিতে জলকে পুরুষ বলা হয়। জরায়ু দ্বারা আবৃত গর্ভ নয় বা দশমাস যতদিন আবশ্যক অভ্যন্তরে বাস করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে। তারপর যতদিন আয়ু থাকে ততদিন জীবিত থাকে। মৃত হইলে আত্মীয়স্বজন দগ্ধ করিতে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। এই অগ্নি হইতেই সে আসিয়াছে। কর্ম্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চন্দ্রমণ্ডলে বাস করিয়া যে পথে সে গমন করিয়াছিল সেই পথেই প্রতিনিবৃত্ত হয়। অর্থাৎ চন্দ্র হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বায়ুতে, বায়ু হইতে ধূমে, ধূম হইতে মেঘে। মেঘ হইয়া বর্ষণ করে। তাহা পৃথিবীতে ধান যব ওষধি বনস্পতি তিল মাষ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। 'অতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং' এই অবস্থা হইতে নিঃসরণ অতি কঠিন।

যে সকল প্রাণী অন্ন খায় ও সন্তানের পিতামাতা হয়, আত্মা অন্নরূপে তাহাদের দেহে প্রবেশ করিয়া রেতঃরূপে সন্তানের জন্ম দেয়। যাহারা শোভনকর্ম্ম করে তাহাদের জন্ম হয় বাঞ্ছনীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বংশে। যাহারা কুৎসিত কর্ম্ম করে, তাহারা হয় কুকুর শূকর চণ্ডাল। যাহারা দুই পথের কোন পথেই যায় না, তাহারা ক্ষুদ্র জীব হইয়া জন্মায়। জন্মিয়া ক্ষণকাল পরেই

যাহারা মরে, তাহারা জন্মমৃত্যুর মধ্যে গতায়াত করে। এইজন্য চন্দ্রলোক পূর্ণ হইতেছে না।

সংসারগতিকে ঘৃণা করিবে (তস্মাৎ জুগুপ্সেত)। এইজন্য শ্লোকে আছে—সুবর্ণহারক, সুরাপায়ী, গুরুতল্পগামী এবং ব্রাহ্মণ-ঘাতক ইহারা পতিত। ইহাদের সঙ্গে যাহারা আচরণ করে তাহারাও পতিত।

যিনি পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন, তিনি ইহাদের সহিত আচরণ করিয়াও পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না। যিনি ইহা জানেন, তিনি শুদ্ধ ও পূত। তিনি পুণ্যলোকগামী হন।

জিজ্ঞাসিত পাঁচটি প্রশ্ন—(১) মৃত্যুর পর প্রাণিগণ কোথায় যায়? (২) কি প্রকারে পুনরাবর্ত্তন করে? (৩) জলকে মানুষ বলা হয় কেন? এইগুলির উত্তর উপরি-উক্ত মন্ত্রগুলিতে বলা হইয়াছে। (৪) চন্দ্রলোক কেন পূর্ণ হয় না? তাহার উত্তর এই যে, চন্দ্রলোক হইতে কেহ ব্রহ্মে গমন করে, কেহ বা পৃথিবীতে পুনরাবর্ত্তন করে, এইজন্য পূর্ণ হয় না। (৫) পিতৃযান ও দেবযান কোথায় পৃথক্ হইয়াছে? ইহার উত্তর এই যে, দেহ মৃত্যুর পর অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়। কেহ যায় ধূমের পথে, কেহ যায় অর্চির পথে। অর্চির পথ দেবযান। ধূমের পথ পিতৃযান। যাহারা ধূমের পথে যায় তাহারা চন্দ্রলোক হইতে ফিরিয়া আসে। দেবযানে—উত্তরায়ণ, বৎসর, আদিত্য, চন্দ্র, ব্রহ্মলোক। জ্ঞানীরই এই পথ। অজ্ঞানীর পথ—ধূম, দক্ষিণায়ন, চন্দ্র, পৃথিবী।

একাদশ—ষোড়শ খণ্ড

অশ্বপতি উপমন্যুর পুত্র ঔপমন্যবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কাহাকে আত্মারূপে উপাসনা কর?”

ঔপমন্যব কহিলেন—“আমি দ্যৌকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।”

অশ্বপতি বলিলেন—তুমি যাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর, তিনি শ্রেষ্ঠ তেজসম্পন্ন বৈশ্বানর আত্মা। দ্যৌ আত্মার মূর্দ্ধা মাত্র। বৈশ্বানর শব্দের কয়েকটি অর্থ করা যায়—(১) যিনি সমুদয় নরের মধ্যে বর্ত্তমান (২) যিনি সকলের নেতা (৩) নরসমূহের হিতকর (৪) সমুদয় নর যাহাকে স্থাপন করে (৫) সমুদয় মানব যাহার।

অশ্বপতি সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে বলিলেন—“তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর?”

সত্যযজ্ঞ বলিলেন—“আমি আদিত্যকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করি”; অশ্বপতি বলিলেন—তুমি যাহাকে উপাসনা কর তিনি বিশ্বরূপ নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই আদিত্য আত্মার চক্ষুমাত্র।

অনন্তর অশ্বপতি ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর? তিনি বলিলেন, আমি বায়ুকে উপাসনা করি? অশ্বপতি বলিলেন, তুমি যাহাকে উপাসনা কর তিনি পৃথগ্‌বর্ত্মা নামক বৈশ্বানর আত্মা। এই বায়ু আত্মার এক অঙ্গ, প্রাণ মাত্র।

অশ্বপতি জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?"

জন বলিল—"আমি আকাশকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।" অশ্বপতি বলিলেন—তুমি যাঁহার উপাসনা কর তিনি বহুল নামক বৈশ্বানর আত্মা। আকাশ, আত্মার মধ্য দেহ।

অশ্বপতি বুড়িলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ?"

বুড়িল বলিল—"আমি জলকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করি।" অশ্বপতি বলিলেন—জল রয়ি নামক বৈশ্বানর আত্মা, জল আত্মার বস্তিদেশ।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ খণ্ড

অশ্বপতি উদ্দালক আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কাহাকে আত্মা বলিয়া উপাসনা কর ? আরুণি বলিলেন—আমি পৃথিবীকে আত্মা বলিয়া উপাসনা করি। অশ্বপতি কহিলেন—পৃথিবী প্রতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর আত্মা। পৃথিবী আত্মার পদদ্বয় মাত্র।

অশ্বপতি বলিলেন—তোমরা বৈশ্বানর আত্মা পৃথক্ পৃথক্ কল্পনা করিয়া অন্ন ভোজন করিতেছ। যিনি সর্ব্বলোকে সর্ব্বভূতে এবং সমুদয় আত্মাতে অন্ন ভোজন করেন অর্থাৎ যিনি সকলের সহিত একাত্মানুভব করেন, তাঁহার ভোগে সকলের ভোগ, সকলের ভোগে তাঁহার ভোগ। মানুষ যতক্ষণ না এই একাত্মানুভব করে ততদিনই ক্ষুদ্রতার নিগড়ে বদ্ধ থাকে।

এই বৈশ্বানর অগ্নিকে যিনি প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান-রূপে উপাসনা করেন তিনি সর্ব্বভূতে সকল আত্মাতে অন্ন ভোজন করেন।

বৈশ্বানর আত্মার স্বরূপ বলিতেছেন—বৈশ্বানর আত্মার মূর্দ্ধা সুতেজা, চক্ষু বিশ্বরূপ, প্রাণ পৃথগ্-বর্ত্মাত্মা, ইহার শরীরের মধ্যভাগ বহুল। ইহার বস্তি রয়ি, পাদদ্বয় পৃথিবী, ইহার বক্ষস্থল বেদী, কুশ ইহার লোম, গার্হপত্য অগ্নি ইহার হৃদয়, দক্ষিণাগ্নি ইহার মন, আহবনীয় অগ্নি ইহার মুখ। (শতপথ ব্রাহ্মণে ১০।৬।১ মন্ত্রে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা অন্যরূপ আছে।) অশ্বপতি অঙ্গুলি দ্বারা নিজ মস্তক দেখাইয়া বলিলেন—ইহা আতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর, চক্ষু দেখাইয়া ইহা সুতেজা বৈশ্বানর, নাসিকা দেখাইয়া ইহা পৃথগ্‌বর্ত্মা নামা বৈশ্বানর, মুখাভ্যন্তরস্থ আকাশ দেখাইয়া ইহা বহুল, মুখের লালা দেখাইয়া ইহা রয়ি, চিবুক দেখাইয়া ইহা প্রতিষ্ঠা, এই যে পুরুষ ইহা অগ্নি—বৈশ্বানর।

প্রাদেশমাত্র ও অভিবিমান শব্দের অর্থ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা—

বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জনী বিস্তৃত করিলে দুই অঙ্গুলির মধ্যবর্ত্তী যে পরিমাণ স্থান তাহাকে এক বিঘৎ বা প্রাদেশ বলে। আশ্মরথ্য ঋষি বলেন যে হৃদয় প্রাদেশ-পরিমিত। পরমাত্মা এই হৃদয়ে বাস করেন এই জন্য পরমাত্মকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে। বেদান্তসূত্র ১।২।২৯-এ বাদরি মুনি বলেন—মন প্রাদেশমাত্র

হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। মনই পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকে; এই জন্য পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে। অথবা 'অনুস্মৃতেঃ বাদরি' (বেদান্তসূত্র ১।২।৩০)। এই সূত্রের অন্য প্রকার অর্থ —পরমাত্মা প্রাদেশমাত্র নহেন। কিন্তু তিনি প্রাদেশমাত্র রূপে অনুস্মৃতঃ অর্থাৎ স্মরণের বিষয়, ধ্যানের বিষয়; এইজন্য তাহাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে।

জৈমিনির মত—মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া চিবুক পর্য্যন্ত স্থান এক বিঘৎ বা প্রাদেশ। মস্তকে আতিষ্ঠা নামক বৈশ্বানর ও শেষ পর্য্যন্ত চিবুকে প্রতিষ্ঠা বৈশ্বানর। এইস্থানের মধ্যবর্ত্তী সমস্ত স্থানকে বৈশ্বানর রূপে পরিকল্পনা করায় বৈশ্বানর আত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইয়াছে।

জাবাল-শাখাধ্যায়িরা বলেন, ভ্রূ ও নাসিকার সন্ধিস্থলে পরমাত্মার স্থান। এই স্থান মস্তক হইতে চিবুক এই প্রাদেশের মধ্যে অবস্থিত, এইজন্য পরমাত্মাকে প্রাদেশমাত্র বলা হইল। আচার্য্য শঙ্কর বলেন—দ্যুলোক হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত প্রদেশ দ্বারা তিনি পরিমিত হন, পরিজ্ঞাত হন, এইজন্য তিনি প্রাদেশমাত্র। অভিবিমানম্—তাঁহার পরিমাণ করা যায় না, এইজন্য তিনি অভিবিমান। জগতের মূল কারণ বলিয়া তিনি জগতের যাহা কিছু সবই পরিমাপ করেন (অভিবিমিমীতে) এইজন্য তিনি অভিবিমান। তিনি প্রত্যগাত্মা (অহং) রূপে অভিবিমিত পরিজ্ঞাত, এইজন্য ব্রহ্ম অভিবিমান। তিনি প্রত্যগাত্মা (অহং) রূপে সকলের সন্নিকটে স্থিত (অভিগত), এইজন্য তিনি অভিবিমান।

এই সকল আচার্য্য শঙ্করের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা। আচার্য্য রামানুজ বলেন—তিনি সর্ব্বব্যাপী অভিতঃ ব্যাপ্তবান্, এইজন্য অভিবিমান। অথবা তিনি পরিণামহীন, অপরিমাণ এই জন্য অভি-বিগতমান অভিবিমান।

অভিবিমান=অভি+বি+মা+অনট্,। মা ধাতু পরিমাপ করা। যাহার পরিমাপ নাই তাহা বিমান, কোন স্থানেই যার পরিমাপ নাই তিনি অভিবিমান। রামানুজ অভিব্যাপ্ত অর্থে অভি ধরিয়াছেন। যিনি সর্ব্বত্র অভিব্যাপ্ত এবং বিমান অপরিমেয়, তিনি অভিবিমান।

প্রাদেশমাত্র বলিলে—ব্রহ্ম, দেশাবচ্ছিন্ন হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া যান, তাই সঙ্গে সঙ্গে অভিবিমান শব্দ দ্বারা অপরিমেয় বলা হইল। তিনি সসীম, তিনি অসীমও। তিনি জগদ্রূপে সসীম, জগদতীতরূপে অসীম।

অষ্টাদশ মন্ত্রে সর্ব্বলোক সর্ব্ব আত্মাকে প্রাদেশ ও অভিবিমান বলা হইয়াছে। প্রাচীনশালাদি ছয়জন সর্ব্বভূত ও সর্ব্বলোককে বৈশ্বানর রূপে উপাসনা করিতেন। অশ্বপতি উপদেশ দিলেন—মানবাত্মাও বৈশ্বানর। মানবদেহও বৈশ্বানর। অন্ন ভোজন অগ্নিহোত্র যজ্ঞ। মানুষ যখন আহার করে তখন বৈশ্বানরকেই অন্ন আহুতিরূপে অর্পণ করা হয়।

উনবিংশ—দ্বাবিংশ খণ্ড

সেইজন্য প্রথম যে অন্ন উপস্থিত হয়, তাহা হোমস্থানীয় (হোমিয়ং) যেটি প্রথম আহুতি সেটি "প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া

অর্পণ করিলে প্রাণ তৃপ্ত হয়। প্রাণ তৃপ্ত হইলে চক্ষু তৃপ্ত হয়। চক্ষুর তৃপ্তিতে আদিত্যের তৃপ্তি, আদিত্যের তৃপ্তিতে দ্যৌর তৃপ্তি, তাহা হইতে বিশ্বের যাহা কিছু সমুদয় তৃপ্ত হয়। এই তৃপ্তিকে অনুসরণ করিয়া প্রজা, পশু, অন্নাদি, তেজ, ব্রহ্মজ্যোতি লাভ করিয়া অন্নভোজী সাধক তৃপ্ত হন।

তৎপর যাহা দ্বিতীয়াহুতি তাহা "ব্যানায় স্বাহা" বলিয়া হোম করিবে। ইহাতে ব্যান তৃপ্ত। ব্যানের তৃপ্তিতে শ্রোত্র তৃপ্ত, শ্রোত্রের তৃপ্তিতে চন্দ্রমা। চন্দ্রমার তৃপ্তিতে দিকসকল তৃপ্ত হয়।

যাহা তৃতীয়াহুতি তাহা "অপানায় স্বাহা" বলিয়া হোম করিবে। ইহাতে অপান তৃপ্ত। অপানের তৃপ্তিতে বাগিন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। তাহাতে অগ্নির তৃপ্তি। অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবীর তৃপ্তি। তাহাতে অগ্নি ও পৃথিবী পরিচালিত যাহা কিছু সমুদয় তৃপ্ত হয়।

যাহা চতুর্থাহুতি তাহা হোম করিবে "সমানায় স্বাহা" বলিয়া। ইহাতে সমান তৃপ্ত। তাহাতে মন তৃপ্ত। মনের তৃপ্তিতে পর্জন্যের তৃপ্তি, তাহা হইতে বিদ্যুতের তৃপ্তি, বিদ্যুৎ ও পর্জন্য দ্বারা পরিচালিত যাহা কিছু সকলের তৃপ্তি।

ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ খণ্ড

যাহা পঞ্চম আহুতি তাহা অর্পণ করিবে 'উদানায় স্বাহা' বলিয়া। ইহাতে উদান তৃপ্ত। তাহাতে ত্বক্ তৃপ্ত, তাহাতে বায়ুর তৃপ্তি। বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশের তৃপ্তি। বায়ু ও আকাশ পরিচালিত যাহা কিছু সকলের তৃপ্তি।

যে ব্যক্তি এই বৈশ্বানর বিদ্যা না জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম

করে তাহার সকল কর্ম্ম ভস্মে ঘৃতাহুতি হয়। আর যিনি এই বিদ্যা জানিয়া অগ্নিহোত্র করেন তাহার কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বভূতে সর্ব্বলোকে সকল আত্মায় হোম করা হয়।

তুলা যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয় এই তত্ত্ব জানিয়া যিনি অগ্নিহোত্র করেন তাহার সকল পাপ দগ্ধ হইয়া যায়।

এই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট অর্পণ করে তাহাতে বৈশ্বানর আত্মাকে হোম করা হইবে। ক্ষুধার্ত্ত শিশু যেমন মাতার আরাধনা করে, সমুদয় ভূত অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকে।

———

ষষ্ঠ প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

শ্বেতকেতু আরুণির পুত্র। পিতা পুত্রকে একদিন বলিলেন—পুত্র, তুমি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন কর। আমাদের বংশে এ পর্য্যন্ত বেদপাঠহীন ব্রহ্মবন্ধু কেহ হয় নাই। তুমিও তাহা হইও না। বেদ পড়। পিতৃ-আজ্ঞায় শ্বেতকেতু গুরুগৃহে গেল। দ্বাদশ বৎসর বেদ পাঠ করিল। চতুর্ব্বিংশ বৎসর বয়সে পিতৃগৃহে ফিরিল। পিতা পুত্রের দিকে তাকাইয়াই বুঝিলেন যে পুত্র গম্ভীর প্রকৃতি ও পাণ্ডিত্যাভিমানী হইয়া ফিরিয়াছে। ব্যবহারে বিনয়ের লেশমাত্র নাই।

তখন আরুণি পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বৎস, তুমি কি সেই পরম বস্তুর কথা আচার্য্যের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে যাঁহাকে জানিলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিতপূর্ব্ব বিষয় চিন্তিত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়?

শ্বেতকেতু বলিলেন—পিতঃ, সেইরূপ কোন বস্তুর কথা শুনি নাই, তাহা কি প্রকার বলুন। পিতা উত্তর করিলেন, হে সৌম্য, যেমন একটি মৃৎপিণ্ড দ্বারা সকল মৃণ্ময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়। বাক্যের যে আরম্ভন বা অবলম্বন তাহা মৃণ্ময় বস্তুর বিকার—একটি একটি আলাদা আলাদা নাম মাত্র, মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য।

হে সৌম্য ! যেমন একটি মাত্র লোহমণি দ্বারা সকল লোহময় বস্তু বিজ্ঞাত হয়, কথার আরম্ভন বা অবলম্বন তাহা লোহময় বস্তুর বিকার মাত্র, কেবল নামমাত্র, শুধু লোহমণিই সত্য। (লোহমণি অর্থ সুবর্ণ, লৌহ নহে, কারণ পরবর্ত্তী মন্ত্রে লৌহের কথা আছে।)

যেমন একটি নখনিকৃন্তন বা নরুণ জানিলে লৌহময় সমুদয় বস্তু জানা যায়, বিকার শব্দাত্মক নামমাত্র, লৌহই সত্য—তেমনি সোম্য ! সেই পরম বস্তুর কথা—যে কথা শ্রবণ করিলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত মত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়। (এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "তদনন্যত্বমারম্ভণ শব্দাদিভ্যঃ এই ব্রহ্মসূত্র (২।১।১৫) স্থাপিত। ব্রহ্মৈক কারণত্ব প্রতিষ্ঠিত)।

পুত্র বলিলেন—ভগবন্, আমার উপাধ্যায়গণ নিশ্চয়ই ইহা জানিতেন না। জানিলে নিশ্চয়ই ইহা বলিতেন। সুতরাং সেই উপদেশ কি আমাকে বলুন।

দ্বিতীয় খণ্ড

পিতা আরুণি বলিলেন—হে সৌম্য, এই জগৎ অগ্রে সৎরূপে ছিল। সেই সদ্বস্তু ছিলেন এক এবং অদ্বিতীয়। আবার কেহ কেহ বলেন পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎরূপে বিদ্যমান ছিল। সেই অসৎ ছিল এক ও অদ্বিতীয়। সেই অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছে। (এই "অসৎ হইতে সৎ" এই মন্ত্রের (৬।২।১) ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র (২।১।১৭) অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেৎ ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ" এই সূত্রে আলোচিত।)

এই কথা বলিয়া ঋষি আরুণি দ্বিতীয় 'অসৎ' পক্ষকে খণ্ডন

করিবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন তুলিয়াছেন—অসৎ হইতে সৎ কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? অর্থাৎ, কিছুতেই পারে না। সুতরাং এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎ বস্তুরূপেই বিদ্যমান ছিলেন।

সেই সৎস্বরূপ কি প্রকারে এই বিশাল জগৎ সৃষ্টি করিলেন, তাহা বলিতেছেন—সেই সদ্বস্তু সংকল্প করিলেন, "আমি বহু হইব" "বহু স্যাং প্রজায়েয়"। এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ" এই ব্রহ্মসূত্র (২।৩।১৩ প্রতিষ্ঠিত। এই বহু হইবার ইচ্ছা হইতে জন্মিল তেজঃ। সেই তেজঃ ইচ্ছা করিলেন আমি বহু হইব। তখন তাহা হইতে অপ্‌ হইল এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "আপঃ" এই সূত্র (২।৩।১১) জগতে কেহ শোকার্ত্ত বা ঘর্ম্মাক্ত হইলে তেজ হইতে জল হয়। সেই অপ্‌ ইচ্ছা করিল "আমি বহু হইব"—তাহা হইতে সৃষ্টি হইল অন্ন এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "পৃথিবী" এই ব্রহ্মসূত্র (২।৩।১২)। সেই হেতু যেখানে বৃষ্টিপাত হয় সেখানে বহু অন্ন জন্মে।

তৃতীয় খণ্ড

ভূতসমূহের ত্রিবিধ ভেদ—অণ্ডজ, জীবজ ও উদ্ভিজ্জ। সেই সৎস্বরূপ দেবতা ইচ্ছা করিলেন, আমি জীবাত্মারূপে তেজ জল ও অন্ন এই তিন দেবতাতে অনুপ্রবেশ করিয়া নাম ও রূপে ব্যক্ত হইব।

আমি এই তিন দেবতাতে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করি। তারপর সেই সৎ জীবাত্মারূপে ঐ তিন দেবতার অভ্যন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। তিন দেবতা কি প্রকারে ত্রিবৃৎ

হইয়াছিলেন তাহা বলি শোন। এই ত্রিবিৎ তত্ত্বের উপর ব্রহ্ম-সূত্র "সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ (২।৪।২০) প্রতিষ্ঠিত।

চতুর্থ খণ্ড

অগ্নির যে লোহিত রূপ তাহা তেজের রূপ। আর যে শুক্ল রূপ তাহা জলের রূপ, আর যে কৃষ্ণ রূপ তাহা অন্নের। অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেলে যাহা বিকার তাহা নামমাত্র। এই যে তিনটি রূপ ইহাই কেবল সত্য।

আদিত্যের যে লোহিত রূপ তাহা তেজের রূপ। শুক্ল রূপ জলের ও কৃষ্ণ রূপ অন্নের। আদিত্য হইতে আদিত্যত্ব চলিয়া গেলে বিকার কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র। এই যে তিনটি রূপ ইহাই সত্য।

চন্দ্রের যে লোহিত রূপ তাহা তেজের। শুক্ল রূপ জলের, কৃষ্ণ রূপ অন্নের। চন্দ্র হইতে চন্দ্রত্ব বাদ দিলে বিকার কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র। তিনটি রূপই সত্য। বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ তাহা তেজের, শুক্ল রূপ জলের, কৃষ্ণ রূপ অন্নের। বিদ্যুৎ হইতে বিদ্যুতত্ব চলিয়া গেলে বিকার যাহা তাহা শব্দময় নামমাত্র। ঐ তিন রূপই সত্য। এই তত্ত্ব অবগত হইয়া মহাগৃহস্থ ও মহাশ্রোত্রিয়গণ বলিয়াছিলেন—আজ হইতে কোনও লোক এমন কোন কথা আমাদিগকে বলিতে পারিবে না, যাহা আমরা শ্রবণ করি নাই বা মনন করি নাই বা জ্ঞাত হই নাই।

লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ ইহাই সত্য। আর সকল লোহিতাদির বিকার। সুতরাং লোহিতাদি জানিলেই সব কিছু জানা যায়। যাহা লোহিত বলিয়া মনে হয় তাহাই তেজের, যাহা শুক্ল তাহা জলের, যাহা কৃষ্ণ তাহা অন্নের রূপ। যাহা অবিজ্ঞাত মনে হয় তাহা এই তিন দেবতারই সংযোগ। তাহারা এইরূপ বুঝিয়াছিলেন। এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যেকে কিরূপ ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হয় তাহা বলিতেছি।

পঞ্চম খণ্ড

ভুক্ত অন্ন তিন ভাগে বিভক্ত হয়। অন্নের স্থূলতম অংশ হয় পুরীষ। মধ্যম ভাগ হয় মাংস। সূক্ষ্মতম অংশ হয় মন। পীত জলের স্থূলতম অংশ মূত্র, মধ্যমাংশ রক্ত, সূক্ষ্মাংশ প্রাণ। ভুক্ত তেজ পদার্থের স্থূলাংশ অস্থি, মধ্যমাংশ মজ্জা, সূক্ষ্মতমাংশ হয় বাক্। মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়ী। শ্বেত-কেতু বলিলেন—পিতঃ, আরও বুঝাইয়া দেন। পিতা বলিলেন —দিতেছি।

ষষ্ঠ খণ্ড

যেমন দধির সূক্ষ্মতমাংশ মন্থনে উপরে ভাসিয়া উঠিয়া নবনীত হয়, সেই মত ভুক্ত অন্নের যাহা সূক্ষ্মতমাংশ তাহা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মনরূপে পরিণত হয়। সেইরূপ জলের সূক্ষ্মাংশ প্রাণরূপে পরিণত হয়। তেজস্কর বস্তুর সূক্ষ্মতমাংশ ঊর্দ্ধে উঠিয়া বাক্‌রূপে পরিণত হয়। হে সৌম্য! মন অন্নময়, প্রাণ

জলময় ও বাক্য তেজোময়ী। শ্বেতকেতু আরও স্পষ্টভাবে জানিতে চাহিলে—পিতা বলিলেন তাহাই হইবে।

সপ্তম খণ্ড

পিতা আরুণি বলিলেন—হে সৌম্য, একটা পরীক্ষা কর। পুরুষ ষোড়শ কলাযুক্ত। পঞ্চদশ দিন ভোজন করিও না। কিন্তু যথেচ্ছ পান কর। প্রাণ অপময়, জলপান করিলে প্রাণ বিয়োগ হইবে না। জলপান না করিলে প্রাণ রহিবে না।

শ্বেতকেতু পনের দিন অন্নাহার করিলেন না। পিতা বলিলেন—এখন বেদমন্ত্র বল তো? শ্বেতকেতু বলিলেন—কিছু মনে আসিতেছে না। পিতা বলিলেন—একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডের সব নিভিয়া গিয়া একটু জ্বলন্ত কয়লা যদি থাকে তাহা হইতে আবার বিরাট অগ্নি জ্বালান যায়।

এখন তোমার একটি মাত্র কলা আছে। আবার নিত্য অন্ন-ভোজন আরম্ভ কর। শ্বেতকেতু তাহাই করিল। আবার পিতার নিকট গেল। পিতা বেদমন্ত্র জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্বেতকেতু সবই বলিতে পারিল। পিতা বলিলেন—তুমি এখন বুঝিতেছ যে মন অন্নময়, প্রাণ জলময় ও বাক্ তেজোময়ী। শ্বেতকেতু বুঝিল।

অষ্টম খণ্ড

পিতা আরুণি ঋষি বলিলেন—বৎস, সুষুপ্তির তত্ত্ব বলি। যখন লোক নিদ্রিত হয় তখন সে সৎস্বরূপের সহিত মিলিত হয়। তখন সে স্বীয় রূপ (স্বং) প্রাপ্ত হয় (অপীতঃ)। এইজন্য বলা হয়

সেই লোকটি সুপ্তিপ্রাপ্ত। তখন সে নিজ সৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

সূত্র দ্বারা বদ্ধ পক্ষী চারিদিকে উড়িয়া বেড়ায়। শেষে কোথাও আশ্রয় না পাইয়া বন্ধনস্থানকেই আশ্রয় করে। মন তেমনি নানাদিকে ছুটিয়া ছুটিয়া যখন কোথাও আশ্রয় না পায়, তখন প্রাণকেই অবলম্বন করে। মন প্রাণেই আবদ্ধ থাকে।

মানুষ যখন পিপাসার্ত্ত হইয়া জলপান করে তখন তেজই ঐ জলের নেতা হয়। অর্থাৎ জলটাকে সে-ই নিয়া যায়। যেমন গোনেতা—গোনায়, অশ্বনেতা—অশ্বনায়, সেইরূপ উদকনেতা—উদকনায় বা উদন্যায়। এই যে দেহরূপ অঙ্কুর ইহা মূলশূন্য নহে। জল ছাড়া এই দেহের মূল আর কোথায় পাওয়া যায়? জল রূপ অঙ্কুর দ্বারা তুমি অন্বেষণ কর কারণস্বরূপ তেজকে। আবার তেজোরূপ অঙ্কুর দ্বারা অনুসন্ধান কর কারণরূপ সদ্বস্তুকে। হে সৌম্য, এই সমুদয় প্রজা সৎ-মূলক, সদায়তন, ও সৎ-প্রতিষ্ঠা। (এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ"—এই ব্রহ্ম-সূত্র (২।৩।১৮) প্রতিষ্ঠিত)।

মুমূর্ষু মানুষের বাক্ মনে মিলিত হয়। মন প্রাণে মিলিত হয়। প্রাণ তেজে মিলিত হয়। তেজ সৎস্বরূপ পরম দেবতায় মিলিত হয়।

এই যে সূক্ষ্মতম সদ্বস্তু ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা। এই সদ্বস্তু যাহার আত্মা তিনি এতদাত্মা—এতদাত্মার ভাব ঐতদাত্ম্যম্। হে শ্বেতকেতো, তুমিও তাই তৎ-ত্বম্-অসি। অথবা তস্য ত্বম্ = তত্ত্বম্—তুমিও তার হও, তুমি

তারই, ঐ সংস্বরূপেরই অংশ। শ্বেতকেতু আরও উপদেশ শুনিতে চাহিলেন। পিতা বলিতে লাগিলেন।

নবম খণ্ড

মধুকর নানা পুষ্পের মধু আহরণ করে। সকল একভাবাপন্ন করে। তখন মধুসমূহের পৃথক্ বিবেক থাকে না যে আমি অমুক পুষ্পের মধু। সেইরূপ সুষুপ্তি সময় যখন জীব সংস্বরূপকে প্রাপ্ত হয় তখন জানিতে পারে না যে আমরা সংস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

ব্যাঘ্র সিংহ বরাহ বৃক কীট পতঙ্গ দংশ ইহারা সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে যে ভাবে ছিল জাগ্রত হইলে সেই সেই ভাব প্রাপ্ত হয়। এই যে সূক্ষ্মতম সদ্বস্তু ইহাই এই জগতের আত্মা। তুমিও সেই বস্তুই, শ্বেতকেতো!

দশম খণ্ড

নদীসকল সমুদ্রে জন্মিয়া আবার সমুদ্রেই যায়। পূর্ব্বদেশীয় নদীরা পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমদেশীয় নদীরা পশ্চিমদিকে—কিন্তু গতি এক সাগরেই। যখন তারা সমুদ্রে মিশে তখন তাহারা জানিতে পারে না কে কোন্ নদী। সেইরূপ সমুদয় জীব সেই সংস্বরূপ হইতে আসিয়াছে কিন্তু তাহা জানিতে পারে না। এই যে সূক্ষ্মতম সদ্বস্তু ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা, তিনিই সত্য। শ্বেত-কেতো, তুমি সেই বস্তুই।

শ্বেতকেতু আবার উপদেশপ্রার্থী হইলে পিতা আবার বলিতে লাগিলেন।

একাদশ খণ্ড

একটা বিরাট বৃক্ষের মূলদেশে যদি কেহ আঘাত করে তবে বৃক্ষ জীবিত থাকিয়াই রস ক্ষরণ করে। যদি কেহ মাঝখানে আঘাত করে, তবু জীবিত থাকিয়া রস ক্ষরণ করে। যদি অগ্রভাগে আঘাত করে, তবেও জীবিত থাকিয়া রস ক্ষরণ করে। বৃক্ষ জীবাত্মা কর্ত্তৃক অনুব্যাপ্ত। এই জন্যই ইহা সর্ব্বদা রসপান পূর্ব্বক আনন্দে স্থিত থাকে।

কিন্তু জীবাত্মা যদি একটা শাখা পবিত্যাগ কবে, তবে সেই শাখা শুকাইয়া মরিয়া যায়। যদি দ্বিতীয় শাখা পরিত্যাগ করে তাহাও মরিয়া যায়। যদি সমস্ত বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে তাহা হইলে সমস্ত বৃক্ষই মবিয়া যায়, সমস্ত বৃক্ষই শুষ্ক হইয়া যায়। সেইরূপ জীবাত্মা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে এই দেহ মৃত হয়। জীবাত্মা কিন্তু মৃত হয় না। এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু ইহাই সমস্ত বৃক্ষেব আত্মা। তিনি সত্য নিত্য আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তুমি তিনিই।

দ্বাদশ খণ্ড

পিতা বলিলেন, শ্বেতকেতো, ঐ বট গাছটি হইতে একটি ফল আন। শ্বেতকেতু ফল আনিলে পিতা বলিলেন, উহা ভাঙ্গিয়া ফেল। ভাঙ্গা হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি দেখিতেছ ভিতরে?

শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন—অণুর যত বীজগুলি দেখিতেছি। ঐ অণুর মত বীজ একটি ভাঙ্গিয়া ফেল। ভাঙ্গা হইল। বলিলেন —কি দেখিতেছ? পুত্র বলিলেন—কিছুই না। পিতা বলিলেন—

এই যে সূক্ষ্মতম অংশ যাহা তুমি চক্ষে দেখিতেছ না এই সূক্ষ্মতম অংশের মধ্যেই এত বড় বটগাছটা ছিল, ইহা বিশ্বাস করতো?

এই যে অণিমা ইহা সমুদয় জগতের আত্মা। তিনি সত্য তিনি আত্মা। তুমি হও তিনি, শ্বেতকেতো!

ত্রয়োদশ খণ্ড

পিতা পুত্রকে বলিলেন, এই লবণখণ্ড জলে রাখ। কাল সকালে সেই জল নিয়া আসিও। পরদিন সকালে পুত্র জল নিয়া আসিলে পিতা বলিলেন—সেই লবণখণ্ড দাও। শ্বেতকেতু উহা খুঁজিয়া পাইলেন না, কারণ উহা জলে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

পিতা বলিলেন, পাত্রটির উপরিভাগ হইতে কিঞ্চিৎ জল পান কর। পুত্র পান করিলে পিতা বলিলেন—“কেমন লাগে”? পুত্র বলিলেন, “লবণাক্ত”। পিতা বলিলেন—মধ্যভাগ হইতে জল পান কর। পুত্র পান করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন লাগে”? পুত্র বলিলেন “লবণাক্ত”। পিতা বলিলেন—নিম্নভাগ হইতে জল পান কর। পুত্র পান করিলে পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন —“কেমন লাগে”? পুত্র বলিলেন “লবণাক্ত”। পিতা বলিলেন, যেমন লবণখণ্ডকে দেখিতে পাইতেছ না, অথচ এই জলে সর্ব্বত্র ইহা অনুস্যূত আছে, সেইরূপ সৎস্বরূপকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি আছেন বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত। এই যে অণিমা বা সূক্ষ্মতমবস্তু, ইহাই জগতের আত্মা। তিনিই সত্য, তুমিও তিনিই।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

যদি একটা দস্যু কোন একটা মানুষকে চক্ষু বাঁধিয়া এক

নির্জ্জন বনে আনিয়া দেয় তখন সে কি করে? চারিদিকে ঘুরিয়া চীৎকার করিয়া বলে—আমাকে চক্ষু বাঁধিয়া আনিয়া এখানে ফেলিয়া দিয়াছে। তখন কেহ যদি তার ডাক শুনিয়া চক্ষু খুলিয়া দিয়া তাহার বাড়ীর পথ দেখাইয়া দেয়, তবে সেই পথিক পণ্ডিত লোকদের জিজ্ঞাসা করিয়া বাড়ী ফিরিতে পারে। আচার্য্য-বান পুরুষ জানেন, যে পর্য্যন্ত দেহ হইতে মুক্ত না হইব সে পর্য্যন্ত আমার বিলম্ব। তাহার পরই সৎস্বরূপকে পাইব। এই যে সদ্বস্তু, সূক্ষ্মবস্তু, ইহাই সত্য, জগতের আত্মা, তুমিও সেই বস্তুই।

পঞ্চদশ খণ্ড

মৃত্যুশয্যায় স্থিত রোগীকে বন্ধুজনেরা জিজ্ঞাসা করে—আমাকে চেন? সেই রোগীর বাক্ যতক্ষণ মনে লীন না হয়, মন প্রাণে লীন না হয়, প্রাণ তেজে লীন না হয়, তেজ সৎস্বরূপে লীন না হয়, ততক্ষণ সে রোগী সবাইকে চিনে। যখন ঐরূপ লীন হয় তখন আর চিনিতে পারে না।

এই যে অণিমা ইহা জগতের আত্মা। ইহা সত্যবস্তু, তুমিও সেই সত্যবস্তু।

ষোড়শ খণ্ড

কেহ চুরি করিয়াছে বলিয়া যদি তাহাকে বাঁধিয়া আনে, তখন সে যদি মিথ্যা কথা বলে তবে তপ্ত কুঠার স্পর্শে সে পুড়িয়া মরিবে। যদি সত্য কথা বলে সত্য দ্বারা নিজেকে আবরণ করে তাহা হইলে তপ্ত কুঠার স্পর্শে পুড়িবে না। সে মুক্তি

লাভ করিবে। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি কখনও পাপদগ্ধ হয় না। মুক্ত হয়, সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হয়। সেই সৎস্বরূপই জগতের আত্মা। শ্বেতকেতু, তুমিও সেই বস্তুই।

সপ্তম প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

ঋষি সনৎকুমারের নিকটে উপস্থিত হইলেন নারদমুনি। নারদ বলিলেন—ভগবন্, আমাকে কিছু শিক্ষা দিন। ঋষি বলিলেন—তুমি কি কি জান তাহা আগে আমাকে বল। তারপর অতিরিক্ত যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব।

নারদ বলিলেন—আমি কি কি বিষয় অবগত আছি তাহা আপনাকে বলিতেছি—ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব্ববেদ, ইতিহাস পুরাণ নামক পঞ্চমবেদ, ব্যাকরণ, শ্রাদ্ধতত্ত্ব, অঙ্কশাস্ত্র দৈবীঘটনা সম্পর্কিত বিদ্যা, ধনতত্ত্ব, বাকোবাক্য নীতিশাস্ত্র দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, ধনবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, দেবযজনবিদ্যা ও দৈবজনবিদ্যা। এত সব জানিয়াও আমি কেবল মন্ত্রবিৎ হইয়াছি। আত্মবিৎ হই নাই। শুনিয়াছি আত্মবিৎ হইলে শোক হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আপনি আমাকে শোকের পরপারে নিয়া যান।

সনৎকুমার কহিলেন—তুমি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিয়াছ সবই নামমাত্র। কতগুলি বাক্যমাত্র। যত বিদ্যার নাম করিয়াছ সবই নামমাত্র। নামেরই উপাসনা কর। যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন তিনি নাম যতদূর যায়, ততদূর যাইতে পারেন। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন নাম হইতে শ্রেষ্ঠ কি বস্তু আছে?

দ্বিতীয় খণ্ড

সনৎকুমার কহিলেন, বাক্ নাম হইতে বড়। যত কিছু বিদ্যা পৃথিবী, বায়ু, আকাশ তেজ, জল, দেবগণ, মনুষ্যগণ, পশুপক্ষীগণ, তৃণ, বনস্পতিসকল, শ্বাপদ, কীটপতঙ্গ, পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমুদয় প্রাণী, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সত্যাসত্য, সাধু অসাধু প্রীতিময় অপ্রীতিময় যত কিছু বিষয় সকলকে বাক্ বিজ্ঞাপিত করে।

বাক্ না থাকিলে কিছুই বিজ্ঞাপিত হইবে না। বাক্‌কে উপাসনা কর। যিনি বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, বাকের যতদূর গতি ততদূর তিনি যাইতে পারেন।

তৃতীয় খণ্ড

নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে? সনৎকুমার বলিলেন, মন বাক্য হইতে শ্রেষ্ঠ।

হস্তের মুষ্টি যেমন দুইটি আমলক ফল ধারণ করে, মন সেইরূপ বাক্ ও নামকে ধারণ করে। মানুষ প্রথম মন দ্বারা একটা বিষয় স্থির করে, তারপর সেই বিষয় সম্পন্ন করে। সুতরাং মনই আত্মা, মনই লোক, মনই ব্রহ্ম, মনকে উপাসনা কর, মন

উপাস্স্ব। যে মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করে মনের গতি যতদূর হয় ততদূর তার কামাচরণ হয়। তখন নারদ জানিতে চাহিলেন, মন হইতে শ্রেষ্ঠ কি?

চতুর্থ খণ্ড

সনৎকুমার কহিলেন, মন হইতে শ্রেষ্ঠ সংকল্প। প্রথমে মন সংকল্প করে। পরে চিন্তা করে, পরে বাগিন্দ্রিয় পরিচালনা করে, তারপর নাম উচ্চারণে প্রেরণা করে। নামে মন্ত্রসকল ও মন্ত্রে কর্ম্মসকল একীভূত হয়। সুতরাং সংকল্পই সমুদয়ের আত্মা, সংকল্পেই সমুদয় প্রতিষ্ঠিত। সংকল্পকে উপাসনা কর, সংকল্প-মুপাস্স্ব।

নারদ জানিতে চাহিলেন, সংকল্প হইতে শ্রেষ্ঠ কে?

পঞ্চম—একাদশ খণ্ড

সনৎকুমার কহিলেন সংকল্প হইতে চিত্ত শ্রেষ্ঠ। মানুষ আগে চিত্ত দ্বারা অনুভব করে, তারপর সংকল্প করে। চিত্তেই সমুদয়ের একায়ন। চিত্তই আত্মা, চিত্তই প্রতিষ্ঠা। চিত্তকে উপাসনা কর।

নারদ জানিতে চাহিলেন চিত্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কি আছে? সনৎকুমার কহিলেন, চিত্ত হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, দ্যুলোক, দেব, মনুষ্য সকলে ধ্যান করিতেছে। ধ্যানমুপাস্স্ব।

নারদ জানিতে চাহিলেন ধ্যান হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার কহিলেন ধ্যান হইতে বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান দ্বারা সব জানিতে পারে। বিজ্ঞানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। নারদের জিজ্ঞাসা

—বিজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠ কে? সনৎকুমার কহিলেন—বিজ্ঞান হইতে বল শ্রেষ্ঠ। একজন বলবান ব্যক্তি শত বিজ্ঞানবান ব্যক্তিকে কম্পিত করিতে পারে। বলবশতঃ পৃথিবী অবস্থান করিতেছে। সুতরাং বলমুপাস্স্ব। নারদের জিজ্ঞাসা—বল হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার কহিলেন, বল হইতে অন্ন শ্রেষ্ঠ। দশ দিন আন্নাহার না করিলে জীবিত থাকা সম্ভব, কিন্তু বলহীন হইয়া। সুতরাং অন্নের উপাসনা কর। অন্নমুপাস্স্ব। নারদ জানিতে চাহিলেন—অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার কহিলেন, অন্ন হইতে জল শ্রেষ্ঠ। সেইজন্য যখন সুবৃষ্টি না হয় তখন অন্ন উৎপন্ন হয় না। পৃথিব্যাদি যাহা কিছু সবই জলের মূর্ত্তি।

নারদ জানিতে চাহিলেন—জল হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার বলিলেন, জল হইতে তেজ শ্রেষ্ঠ। তেজ বায়ুকে আশ্রয় করিয়া আকাশ তপ্ত করে, তখন বর্ষণ হয়। তেজই জল সৃষ্টি করে।

দ্বাদশ—ষোড়শ খণ্ড

নারদ জানিতে চাহিলেন—তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার কহিলেন, তেজ হইতে আকাশ শ্রেষ্ঠ। আকাশেই চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যুৎ নক্ষত্র অগ্নি অবস্থান করে। সুতরাং আকাশই ব্রহ্ম, আকাশের উপাসনা কর।

সনৎকুমার কহিলেন, আকাশ হইতে স্মৃতি শ্রেষ্ঠ। স্মৃতি থাকিলে সকল মননাদি সম্ভব। স্মৃতিকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা কর। নারদ জানিতে চান স্মৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার কহিলেন,

স্মৃতি হইতে আশা শ্রেষ্ঠ। স্মৃতি অতীতের, আশা ভবিষ্যতের। আশা দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া স্মৃতিমান পুরুষ সকল সংকল্প করে। নারদ জানিতে চান আশা হইতে শ্রেষ্ঠ কি? সনৎকুমার কহিলেন, আশা হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠ। রথচক্রের অর্‌সমূহ যেমন নাভিতে নিহিত থাকে, সেইরূপ সমুদয় প্রাণে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাণই পিতা, প্রাণই মাতা, প্রাণই ভাই, প্রাণই ভগ্নী। যিনি প্রাণকে জানেন, তিনি অতিবাদী হন। অতিবাদী অধিক তত্ত্বের বক্তা। যিনি কিছু বেশী জানেন ও বলেন তিনি অতিবাদী। নামব্রহ্ম হইতে আকাশব্রহ্ম পর্য্যন্ত যে তত্ত্ব তাহা অনেকেই জানেন। প্রাণব্রহ্ম—ইহা যিনি জানেন তিনি নূতন তত্ত্ব লাভ করেন।

সপ্তদশ—ষড়্‌বিংশ খণ্ড

মহর্ষি সনৎকুমার কহিলেন—যিনি সত্যস্বরূপকে জানিয়া অতিবাদী হন, তিনি হন সত্যকার অতিবাদী। নারদ প্রকাশ করিলেন যে তিনি সেইরূপ অতিবাদী হইতে ইচ্ছা করেন। সনৎকুমায় কহিলেন, সত্যস্বরূপকে জানিতে হইলে চাই বিশেষ ভাবে জানিবার ইচ্ছা—বিজিজ্ঞাসা। নারদ বলিলেন—আমি সত্যস্বরূপকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি।

মানুষ যখন বিশেষরূপে জানে তখনই সত্য বলে। বিজ্ঞানকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। নারদ বলিলেন—বিজ্ঞানকে আমি বিশেষভাবে জানিতে চাই। সনৎকুমার বলিলেন—যখন মানুষ মনন করে তখনই সে বিশেষভাবে জানে।

সুতরাং মননকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। নারদ বলিলেন—আমি মননকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি। সনৎকুমার বলিলেন—মানুষ যখন শ্রদ্ধাযুক্ত হয়, তখনই সে মনন করিতে পারে। শ্রদ্ধা না থাকিলে মনন সম্ভব নয়। মানুষ যখন নিষ্ঠাযুক্ত হয়, তখনই শ্রদ্ধাবান হয়। লোকে যখন কর্ম্ম করে তখনই নিষ্ঠাবান হয়। কর্ম্ম না করিলে তৎপ্রতি নিষ্ঠা আসে না। সুতরাং কৃতিকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত। নারদ বলিলেন—আমি কৃতিকে জানিতে চাই।

যখন মানুষ সুখলাভ করে তখনই কর্ম্ম করে। সুখ না পাইলে কর্ম্ম করে না। সুখকেই বিশেষভাবে জানিতে হইবে। নারদ বলিলেন, আমি সুখকে জানিতে চাই।

সনৎকুমার বলিলেন—যাহা ভূমা তাহাই সুখ। যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা করিতে হইবে। নারদ বলিলেন—আমি ভূমাকে জানিতে চাই। তখন সনৎকুমার ভূমার লক্ষণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহা ভূমা। এই ভূমাতত্ত্ব (৭।২৪।১) ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র "ভূমা সংপ্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ" (১।৩।৭) প্রতিষ্ঠিত যাহাতে অন্য কিছু দৃষ্ট হয়, অন্য কিছু শ্রুত হয়, অন্য কিছু বিজ্ঞাত হয়, তাহা অল্প। যাহা ভূমা তাহা অমৃত। যাহা অল্প তাহা মরণশীল। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভূমা কোথায় প্রতিষ্ঠিত? সনৎকুমার বলিলেন, স্বীয় মহিমাতে। মহিমা

আর তিনি অভিন্ন। এইজন্য আবার বলিলেন—না, স্বীয় মহিমাতে তিনি প্রতিষ্ঠিত নহেন, তিনি প্রতিষ্ঠাহীন, নিরালম্ব।

ভূমা নীচে, ভূমা উপরে, ভূমা পশ্চাতে, ভূমা সম্মুখে, ভূমা দক্ষিণে বামে, ভূমা সমুদয়। অহংদৃষ্টিতে—আমি নীচে, আমি উপরে, আমি সম্মুখে, আমি পশ্চাতে, আমি দক্ষিণে, আমি বামে। আমিই সর্ব্ব। আত্মদৃষ্টিতে—আত্মা নীচে, আত্মা উপরে, আত্মা পশ্চাতে, আত্মা অগ্রে, দক্ষিণে, বামে, আত্মাই সমুদয়। আত্মাই ভূমা। যিনি এই প্রকার দর্শন করেন, মনন করেন, বিজ্ঞান লাভ করেন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন হন। তিনি স্বরাট্ হন। আর যিনি অন্যরূপ জানেন, তিনি অন্যের অধীন হন। ক্ষয়শীল লোক লাভ করেন। সর্ব্বত্র তাঁহার পরাধীনতা হয়। এইরূপ দ্রষ্টা, এইরূপ মননশীল, এইরূপ বিজ্ঞাতার নিকট আত্মাই সকল। যিনি ভূমাতত্ত্ব জানেন তিনি বিশ্বজগৎ ব্রহ্মময় দেখেন।

আত্মা হইতে প্রাণ, আত্মা হইতে আশা, আত্মা হইতে স্মৃতি, আত্মা হইতে আকাশ, আত্মা হইতে তেজ, আত্মা হইতে জল, আত্মা হইতেই আবির্ভাব তিরোভাব। আত্মা হইতেই অন্ন, জল, বল, বিজ্ঞান, ধ্যান, চিত্ত সংকল্প, মন, বাক্য, নাম, মন্ত্র, কর্ম্ম—সবই আত্মা হইতে। এই ভূমাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্বের মন্ত্রসমূহের ভিত্তিকে ব্রহ্মসূত্রের আরম্ভনাধিকার (২।১।১৪ সূত্র) স্থাপিত। এই বিষয়ে প্রাচীন শ্লোক—আত্মদ্রষ্টা পুরুষ মৃত্যু দেখে না, রোগ দেখে না, দুঃখ দেখে না। তত্ত্বদর্শী সবই দেখেন, সবই লাভ

করেন। তিনি সৃষ্টির পূর্ব্বে এক, তারপর তিন, সাত ও নয় প্রকার হন। পুনরায় একশত, একশত জন, এক হাজার বিশও বলা চলে।

আহার শুদ্ধ হইলেই সত্ত্বশুদ্ধি হয়। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে ধ্রুবানু-স্মৃতি হয়, স্থির হয়, অচঞ্চল হয়। স্মৃতি লাভ হইলে সমুদয় গ্রন্থির মোচন হয়।

সনৎকুমার নারদের সকল মালিন্য ঘুচাইয়া আত্মসাক্ষাৎকারের পথ দেখাইয়া দিলেন। পণ্ডিতগণ সনৎকুমারকে স্কন্দ বলেন। স্কন্দ শব্দে জ্ঞানী বুঝায়।

অষ্টম প্রপাঠক

প্রথম খণ্ড

এই শরীর ব্রহ্মপুর। তাহাতে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ আছে, তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র আকাশ আছে। তাহার মধ্যে যাহা আছে তাহাকে অনুসন্ধান করিতে হইবে। তাহাকে বিশেষভাবে জানিতে হইবে। এই ৮।১।১ মন্ত্রের ভিত্তিতে ব্রহ্মসূত্র "দহর উত্ত-রেভ্যঃ" (১।৩।১৩—২১ দহরাধিকরণ) ব্রহ্মপুরের পদ্মাকার গৃহে কি আছে অন্তেবাসী ইহা আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন—

বাহিরের আকাশও যে পরিমাণ, অন্তরের আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌ ও পৃথিবী এই উভয়েই তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। অগ্নি বায়ুও তাহার অভ্যন্তরে নিহিত। চন্দ্র এবং সূর্য্য এই দুইও তাহাতে নিহিত। বিদ্যুৎ ও নক্ষত্রসকল তাহাতে নিহিত। দেহধারী আত্মার যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু নাই, সমুদয়ই তাহাতে অন্তর্নিহিত।

এই ব্রহ্মপুরে অর্থাৎ দেহে যদি সর্ব্বভূত নিহিত থাকে তাহা হইলে দেহ যখন জরাতুর হয় অথবা পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় তখন কি অবশিষ্ট থাকে ? এই প্রশ্নের এই উত্তর—দেহ জরাগ্রস্ত হইলে অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না। দেহ নষ্ট হইলে অন্তরস্থ আকাশ বিনষ্ট হয় না।

যাহা জরাতুর হয় না, নষ্ট হয় না, তাহাই সত্যিকার ব্রহ্মপুর। এইখানেই সমুদয় কামনা নিহিত।

আত্মা পাপরহিত। জরা মৃত্যু শোক তাপ ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত। সত্যকাম সত্য-সংকল্প। এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "সর্ব্বোপেতা চ সা তদ্দর্শনাৎ" এই ব্রহ্মসূত্র (২।১।৩০) বিদ্যমান। আবার—"অপীতৌ তদ্বৎ" এই সূত্র (২।১।৮) এই মন্ত্রের ভিত্তিতে আলোচিত। কর্ম্ম দ্বারা অর্জ্জিত ইহকালের সম্পৎ ও পুণ্য দ্বারা অর্জ্জিত পরকালের স্বর্গ সুখাদি সম্পৎ সকলই নাশশীল। যে ব্যক্তি এই জন্মে আত্মতত্ত্ব না জানিয়া গতায়ু হয় সে সর্ব্বত্র পরাধীন থাকে। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব জানিয়া চলিয়া যান তিনি সর্ব্বলোকেই স্বাধীনভাবে বিচরণ করেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

তিনি যদি পিতৃলোক কামনা করেন তাহা হইলে কামনামাত্র পিতৃগণ তাঁহার নিকট আগমন করেন ও তিনি পিতৃলোকতুল্য মহীয়ান হন। যদি মাতৃলোক বা ভ্রাতৃলোক বা স্বসৃলোক কামনা করেন তাহা হইলে মাতৃগণ, ভ্রাতৃগণ, স্বসৃগণ উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাদের মত মহীয়ান হন।

তিনি যদি গন্ধমাল্য লোককাম হন, যদি অন্নপানরূপ লোককাম হন, যদি গীতবাদিত্র লোককাম হন, যদি নারী-লোককাম হন, তৎ তৎ লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হন এবং তিনি তৎ তৎ লোকসম্পন্ন হইয়া মহীয়ান হন। তিনি যে কোন বস্তু কামনা করেন সংকল্পমাত্রই তাহা উপস্থিত হয়। তিনি তাহা লাভ করিয়া মহীয়ান হন।

তৃতীয় খণ্ড

সত্য কামনাসকল অসত্য আবরণে আবৃত। সত্য কামনা-সকল আত্মাতে বিদ্যমান থাকিলেও তাহা আচ্ছাদিত থাকে মিথ্যা দ্বারা। সংসারে যাহা কিছু অতীত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ সকলই হৃদয়াকাশে বিরাজমান। সকল সত্য কামনা হৃদয়ে বিদ্যমান কিন্তু অসত্য আবরণে সমাবৃত।

একটা ক্ষেত্রের তলে যদি সুবর্ণধন প্রোথিত থাকে তাহা হইলে ঐ বিষয়ে অনভিজ্ঞ লোক যদি ক্ষেত্রের উপর বিচরণ করে তাহা হইলেও সে প্রোথিত ধনরত্নের বিষয় জানিতে পারে না। এইরূপ সমুদয় জীব নিরন্তর ব্রহ্মপুরে গমনাগমন করিয়াও সত্য-

বস্তুর সন্ধান পায় না, কারণ সত্যবস্তু সেখানে অসত্য দ্বারা আবৃত।

এই জন্য হৃদয় শব্দের নিরুক্ত এইরূপ—হৃদি + অয়ম্। অয়ম্ এই আত্মা। যিনি এই তত্ত্ব জানেন তিনি অহরহ স্বর্গে গমন করেন। প্রত্যেক দিন সুষুপ্তিকালে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় স্বীয় হৃদয়রূপ আকাশে। সুষুপ্ত আত্মাই সম্প্রসাদ। এই অনুভব হইলে প্রসন্নতা লাভ হয়। সম্প্রসাদ যিনি লাভ করেন তিনি শরীর হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিস্বরূপে প্রকাশিত হন। এই জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপই আত্মা। আত্মা অমৃত ও অভয়। আত্মাই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের নামই সত্য।

সত্যম্ পদের নিরুক্ত বলিতেছেন স = সৎ, অমৃত। তি = মর্ত্ত্য। আর য়ম্ অক্ষর দ্বারা 'স' ও 'তি'কে অমৃত ও মর্ত্ত্যকে নিয়মিত করা হয়। উভয়কে নিয়মিত করে বলিয়া ইহার নাম 'য়ম্'। এই সত্যের তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি অহরহ স্বর্গলোকে গমনাগমন করেন।

বৃহদারণ্যক শ্রুতি ৫।৫।১ মন্ত্রে স, ত ও য়ম্ ইহার অর্থ বলিয়াছেন। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ২।৬ মন্ত্রে সৎ এবং ত্যৎ এর অর্থ করা হইয়াছে।

চতুর্থ খণ্ড

আত্মা সেতুস্বরূপ। লোকসকল যাহাতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া না যায় (অসংভেদায়) এই জন্য ইনি বিধৃতিরূপে সকল ধরিয়া রাখিয়াছেন। দিবা ও রাত্র এই সেতু পার হইতে পারে না;

জরা মৃত্যু শোক সুকৃতি দুষ্কৃতি কেহই এই সেতু পার হইতে পারে না। সকল পাপ এই সেতু হইতে ফিরিয়া আসে। কারণ ব্রহ্মলোক পাপশূন্য; এই সেতু পার হইলে চক্ষুবিহীন জন চক্ষুষ্মান হয়; যিনি আহত, তিনি অনাহত হন। সন্তপ্ত ব্যক্তি সন্তাপহীন হন। এই সেতু পার হইলে রাত্রিও দিন হয়।

ব্রহ্মকে 'সেতু' বলায় বেদান্তসূত্র পূর্ব্বপক্ষ তুলিয়াছেন—'পরমতঃ সেতুন্মানসম্বন্ধভেদ-ব্যপদেশেভ্যঃ' (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩১)—ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোন তত্ত্ব আছে—কারণ ছান্দোগ্য বলিয়াছেন (৮।৪) ব্রহ্ম সেতুস্বরূপ। তা' ছাড়া 'অমৃতস্যৈষ সেতুঃ' এই সেতু বাক্যে ব্রহ্ম অসার অমৃতের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেন এইরূপ মনে আসে। তদ্ভিন্ন ব্রহ্মের একটা পরিমাপও (উন্মান) বলা হইয়াছে—চতুষ্পাদ ব্রহ্ম ষোড়শকলম্। অধিকন্তু "তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং ততো যদুত্তরতরং তদরূপমনাময়ম্।"—সেই পুরুষের দ্বারা এতৎ সর্ব্ব পূর্ণ হইয়াছে, তাহা ইহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তাহা অরূপ ও অনাময়—এই বাক্যে ব্রহ্ম অপর কোন শ্রেষ্ঠ পদার্থ হইতে ভিন্ন এইরূপ বলা হইয়াছে। অতএব ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কোনও পদার্থ আছে এইরূপ মনে হয়। পূর্ব্বপক্ষের উত্তর দিতেছেন পরবর্ত্তী কয়েকটি মন্ত্রে।

'সামান্যাত্তু' (ব্রহ্মসূত্র ৩।২।৩২) জগৎকারণ পরমেশ্বর হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই। শ্রুতি যে তাঁহাকে সেতু বলিয়া উপদেশ করিয়াছে তাহা তাঁহার জগন্নিয়ামত্ব প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে। 'সেতুব্যপদেশস্তদ্বিধারণসারূপ্যবৎ'। যেমন সেতু

জলের নিয়ামক, জলের উপরিস্থিত পারগামী পুরুষকে জল হইতে রক্ষা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগতের নিয়ামক, জগৎ হইতে জীবকে উদ্ধার করেন—এইমাত্রই উপমার সাদৃশ্য। ব্রহ্মের পাদাদি দ্বারা পরিমাণ উপদেশ তাহার উপাসনার নিমিত্ত। উপাসনার জন্য প্রতীকস্বরূপে ভাবনায় অপরিমিতত্বের অপলাপ হয় না। "তস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" (শ্বেতাশ্বতর ৩।১০।৯) এই এক বাক্যেই সুস্পষ্ট জানা যায় যে ব্রহ্মই পরতত্ত্ব, তাহা হইতে পর কিংবা অপর কিছুই নাই। তার সমানও কেহ নাই, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠও কেহ নাই। সুতরাং সেতুপদ দ্বারা ব্রহ্মের পরতত্ত্বের কোন ক্ষুণ্ণতা হয় না।

ব্রহ্মলোকে অন্ধকার নাই। সর্ব্বদাই সে লোক চির জ্যোতির্ম্ময়। এই লোকে পৌঁছিতে লাগে ব্রহ্মচর্য্য। যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করেন তাঁহাদের সর্ব্বলোকেই কামাচরণ।

পঞ্চম খণ্ড

যাহাকে বলা হয় যজ্ঞ তাহার মূলেই ব্রহ্মচর্য্য। যিনি জ্ঞাতা তিনি ব্রহ্মলোক লাভ করেন ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই। যাহাকে ইষ্ট বলা হয় তাহা ব্রহ্মচর্য্যই। ব্রহ্মচর্য্য সহকারে অনুসন্ধান করিলে আত্মাকে লাভ করা যায়। যাহাকে বলা হয় সত্রায়ণ তাহা ব্রহ্মচর্য্যই, কারণ ব্রহ্মচর্য্য দ্বারাই আত্মার ত্রাণ লাভ করা যায়। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্যই সত্রায়ণ।

যাহাকে বলা হয় অনাশকায়ন (উপবাসব্রত) তাহাও

ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা যে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তাহা আর নাশ হয় না।

যাহাকে বলে অরণ্যায়ন তাহাও ব্রহ্মচর্য্যই। কারণ এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গ ব্রহ্মলোক। সেখানে দুই অর্ণব আছে 'অর' আর 'ণ্য', আর আছে এক সরোবর। তাহার নাম ঐরম্মদীয়। সোমরসস্রাবী অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। ব্রহ্মপুরীর নাম অপরাজিতা। আর একটি মণ্ডপ আছে তাহার নাম বিমিত, প্রভু কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

যাহারা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দ্বারা অর এবং ণ্য নামক অর্ণব দুই লাভ করেন, ব্রহ্মলোক তাহাদেরই। তাহারা সর্ব্বলোকে কামাচারী হয়।

অনাশকায়ন শব্দের অর্থ যাহাতে নাশ হয় না। ইহাতে উপবাসব্রত বুঝায়। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতও বুঝায়। অরণ্য শব্দের এক অর্থ বন, আর এক অর্থ অর এবং ণ্য নামক দুইটি অর্ণব। কর্ম্ম-পথে অরণ্যায়ন অর্থ বনগমনবিধি, জ্ঞানপথে 'অর' এবং 'ণ্য' নামক অর্ণবদ্বয় লাভ। অরণ্যায়ন ব্রহ্মচর্য্যই।

ষষ্ঠ খণ্ড

হৃদয়ে অনেকগুলি নাড়ী আছে। সেগুলি পিঙ্গল শুক্ল নীল পীত লোহিত বর্ণের সূক্ষ্মরসে পরিপূর্ণ; আদিত্যই পিঙ্গল। (আদিত্যই শুক্ল ইহা নীল পীত ও লোহিত। বৃঃ আরণ্যক ৪।৩।২০)

একটা পথ যেন বিস্তৃত হইয়া দুই গ্রামের দিকে গিয়াছে। সেইরূপ আদিত্যের রশ্মিসকল দুইদিকে গিয়াছে। এই লোক আর ঐ লোকে রশ্মিসমূহ বিস্তৃত হয় সূর্য্য হইতে। তাহারা আবার হৃদয়স্থ নাড়ীতে প্রবেশ করে। আবার নাড়ী হইতে বিস্তৃত হইয়া ঐ সূর্য্যে প্রবেশ করে।

জীব যখন নিদ্রিত থাকে তখন সে একীভূত। তখন সে যথাযথ প্রসন্নতা লাভ করে। সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করিলে তখন আর জীব স্বপ্ন দর্শন করে না। তখন সুষুপ্তি হয়। তখন সে সেই সমুদয় নাড়ীতে প্রবেশ করে। কোন পাপ তখন তাহাকে স্পর্শ করে না। সূর্য্যের তেজের সহিত সংযুক্ত হইয়া তেজসম্পন্ন হয়।

মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পড়ে তখন আত্মীয়েরা জিজ্ঞাসা করে 'আমাকে কি তুমি চেন'? যতক্ষণ আত্মা দেহ হইতে চলিয়া না যায় ততক্ষণ বলিতে পারে—'হাঁ চিনি।' যখন দেহ হইতে জীব উৎক্রান্ত হয় তখন রশ্মিসমূহ দ্বারা উর্দ্ধে গমন করিতে থাকে। ওঁ এই অক্ষরের ধ্যান করিতে করিতে যদি মৃত্যু হয় তাহা হইলে আত্মা নিশ্চয়ই উর্দ্ধে গমন করে। ওঁকার উচ্চারণ করিয়া দেহান্ত হইলে আত্মা উর্দ্ধে গমন করে। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাইতে মনের যেটুকু সময় লাগে তার মধ্যে ব্রহ্মলোকের দ্বারস্বরূপ আদিত্যলোকে গমন করে। যাহারা বিদ্বান্ তাহারা প্রবেশ করে। যাহারা অবিদ্বান্ তাহারা প্রবেশ করিতে পারে না।

হৃদয়ে একশত একটি নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটি মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। অপর নাড়ীসকল বিভিন্ন দিকে ছড়াইয়া গিয়াছে। ঐ একটি নাড়ী দ্বারা উর্দ্ধে, গমন করিয়া অমৃতত্ত্ব লাভ করা যায়। অন্য সকল বিভিন্ন দিকে ছড়ান নাড়ী দ্বারা হয় না।

যাহারা অবিদ্বান্ তাহারা সূর্য্যরশ্মিদ্বারা গমন করিয়া কর্ম্মলব্ধ লোক লাভ করে। যাহারা বিদ্বান্ তাহারা ওঁকারের ধ্যান করিতে করিতে ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

সপ্তম খণ্ড

ইন্দ্র-বিরোচন-প্রজাপতি সংবাদ

প্রজাপতি লোকশিক্ষার্থ বলিলেন—আত্মা পাপরহিত, জরাশূন্য মৃত্যুহীন, শোকাতীত, আহারেচ্ছাশূন্য, পিপাসাহীন। আত্মা সত্যকাম, সত্যসংকল্প। (এই মন্ত্রের ভিত্তিতে "জ্ঞোঽতএব" এই ব্রহ্মসূত্র ২।৩।১৯ প্রতিষ্ঠিত) আত্মাকে অনুসন্ধান করিয়া বিশেষভাবে জানিতে হইবে। যিনি জানিতে পারিবেন তিনি সকল কামনার বস্তু লাভ করিবেন।

দেবগণ ও অসুরগণ এই কথা শুনিলেন। দেবগণের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অসুরগণের মধ্য হইতে বিরোচন প্রজাপতির নিকট গমন করিলেন আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য। তাঁহারা সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট উপনীত হইলেন।

তাঁহারা বত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিলেন। তারপর

প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি ইচ্ছায় তোমরা এখানে বাস করিতেছ ?

তাঁহারা বলিলেন, আপনি যে আত্মার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা শুনিয়া সেই আত্মার অনুধ্যানে আমরা আসিয়াছি। প্রজাপতি তাঁহাদের কথা শুনিয়া দুইজনের প্রতিই উত্তর করিলেন।

"চক্ষুতে দৃষ্ট হন যে পুরুষটি উনি আত্মা"। প্রজাপতির বলার উদ্দেশ্য ছিল সমাধিনিষ্ঠ যোগিগণ ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ পূর্ব্বক অন্তর্দৃষ্টিতে যে পুরুষপ্রবরকে নেত্রস্থ দর্শন করেন তিনি আত্মা। তাঁহারা প্রজাপতির বাক্যের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—জলের মধ্যে এবং দর্পণের মধ্যে যে দৃষ্ট হন নিজের মত এক পুরুষ তিনি কে ? প্রজাপতি বলিন—এই সমুদয় আত্মা। তিনি আরও বলিলেন —আত্মা অমৃত অভয়, ইনি পরব্রহ্ম।

অষ্টম খণ্ড

প্রজাপতি বলিলেন—একটা জলভরা থালে আপনাকে দেখ। যাহা বুঝিবে না আমাকে বলিবে। তাঁহারা জলপূর্ণ একটি পাত্রে আপনাকে দেখিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিলে ? তাঁহারা বলিলেন, সমগ্র আত্মা, লোম নখ পর্য্যন্ত প্রতিরূপ দর্শন করিলাম।

প্রজাপতি বলিলেন—অলঙ্কারে নিজেদের সজ্জিত করিয়া আবার নিজেদের জলভরা থালায় দেখ। তাঁহারা দেখিলেন।

"কি দেখিলে" জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা উত্তর দিলেন—আমরা যেমন সুন্দর অলংকারে বসনে ভূষণে সজ্জিত, সেইরূপ। প্রজাপতি বলিলেন—ইনি আত্মা। আত্মা অমৃত অভয়, আত্মা ব্রহ্ম।

ইন্দ্র ও বিরোচন শান্ত মনে চলিয়া গেল। প্রজাপতি মনে মনে বলিলেন, আত্মোপলব্ধি না করিয়া চলিয়া গেল। উহাদের কথাকে যে উপনিষদ মনে করিবে সে তো নাশপ্রাপ্ত হইবে।

বিরোচন গিয়া অসুরদিগকে উপনিষদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে। দেহেরই পরিচর্য্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিতে পারিলে উভয়লোক লাভ হইবে। এই জন্য আজ পর্য্যন্ত শ্রদ্ধাহীন, দানধ্যানহীন যজ্ঞহীন ব্যক্তিকে অসুর বলা হয়। অসুরেরা গন্ধমাল্য অলংকার ও বসন দ্বারা দেহ সজ্জিত করে ও মনে করে—ইহা দ্বারাই জগৎ ও পরলোক জয় করিব।

নবম খণ্ড

দেহাত্মবোধের ভ্রম

ইন্দ্র দেবতাগণের নিকট যাইবার পূর্ব্বেই ভাবিলেন, এই দেহ আর জলস্থিত দেহে কোন তফাৎ দেখিলাম না। এই দেহ সজ্জিত পরিষ্কৃত বা, অন্ধ খঞ্জ বা হস্তপদাদিশূন্য হইলে জলস্থিত দেহও তাহাই হয়। সুতরাং এই বিদ্যাতে আমি মঙ্গল দেখি না, ফল দেখি না, নাহমাত্র ভোগ্যং পশ্যামি! ইন্দ্র সমিৎপাণি হইয়া আবার ফিরিয়া আসিলেন প্রজাপতির নিকট। প্রজাপতি

জিজ্ঞাসা করিলেন—আবার কেন আসিয়াছ ? ইন্দ্র বলিলেন—যে বিদ্যা দিয়াছেন তাহাতে মঙ্গল দেখি না ; প্রজাপতি বলিলেন—হাঁ ঠিকই। আবার বত্রিশ বৎসর আশ্রমবাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন কর ; ইন্দ্র তাহাই করিলেন।

দশম খণ্ড

প্রজাপতি বলিলেন—যিনি স্বপ্নে পূজ্যমান হইয়া বিচরণ করেন (মহীয়মানশ্চরতি) তিনি আত্মা। ইনি অমৃত, অভয়, ইনি ব্রহ্ম ; ইন্দ্র এই উপদেশ লইয়া চলিয়া গেলেন। দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ভাবিলেন—যদিও জলমধ্যে দৃষ্ট পুরুষের মত স্বাপ্ন পুরুষ শরীর অন্ধ খঞ্জ হইলে অন্ধ খঞ্জ হয় না—শরীরের দোষে স্বাপ্নপুরুষ দূষিত হয় না, তথাপি বিনিদ্রিত অবস্থায় মনে হয় কেহ স্বাপ্ন পুরুষকে বিনাশ করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে বা স্বাপ্ন পুরুষ সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা হইলে তাহা তো আসল শরীরে দেখা যায় না। সুতরাং এই উপদেশে আমি কল্যাণ দেখি না। ইন্দ্র আবার ফিরিয়া আসিলে প্রজাপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া বলিলেন—যদিও শরীর অন্ধ খঞ্জ হইলে স্বপ্নের পুরুষ অন্ধ খঞ্জ হয় না, তথাপি স্বপ্নে দেখা যায় ইহাকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, কেহ পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে, ইহা যেন দুঃখ ভোগ করিতেছে, ক্রন্দন করিতেছে। সুতরাং এইরূপ বাক্যে অর্থাৎ এইরূপ আত্মার লক্ষণে কোন মঙ্গল দেখি না।

একাদশ ও দ্বাদশ খণ্ড

প্রজাপতি কহিলেন—স্বপ্নাত্মা এই রূপই। আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে আবার বত্রিশ বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন কর। ইন্দ্র তাহাই করিলেন।

প্রজাপতি কহিলেন—এই যে প্রসুপ্ত জীব নিদ্রিতাবস্থায় একীভূত হয়, প্রসন্নতা লাভ করে এবং স্বপ্ন দেখে না, ইনিই আত্মা অমৃত অভয় ব্রহ্ম। ইন্দ্র শান্ত হৃদয়ে চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে যাইতে আবার চিন্তা করিলেন সুষুপ্তি পুরুষ অন্ধ খঞ্জত্বাদি শরীরের দোষে দূষিত হয় না বটে কিন্তু ঐ অবস্থায় ভূতগণকে জানিতে পারে না, সুষুপ্ত অবস্থায় নিজের বিষয়ও জানিতে পারে না। ইহা যদি আত্মা—ইহা কেন বিনাশপ্রাপ্ত হয়? আমি এই উপদেশে কল্যাণ দেখিতেছি না। প্রজাপতি বলিলেন, সুষুপ্তাত্মা এই প্রকারই। আরও পাঁচ বৎসর থাক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে। ইন্দ্র তাহাই করিল।

এইভাবে ইন্দ্রের একশত এক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন হইল। তারপর প্রজাপতি ইন্দ্রকে কহিলেন—"ইন্দ্র! এই শরীর মরণশীল, মৃত্যুগ্রস্ত। ইহাতে অধিষ্ঠিত আছে অশরীরী আত্মা। শরীরযুক্ত হইলেই প্রিয়-অপ্রিয়ের অনুভব হয়। শরীর-হীনের প্রিয়াপ্রিয় স্পর্শ নাই। (এই মন্ত্রের (৮।১২।১) ভিত্তিতে —ব্রহ্মসূত্র (২।১।১৪) "ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" আলোচিত।) বায়ু অভ্র বিদ্যুৎ মেঘধ্বনি—ইহাদের কাহারও শরীর নাই। ইহারা আকাশে উৎপন্ন হইয়া সূর্য্যের পরম জ্যোতিঃ

প্রাপ্ত হইয়া আপন আপন স্বরূপে স্থিত থাকে। অশরীর আত্মা অবিদ্যাকৃত শরীরযুক্ত অবস্থা ত্যাগ করিয়া কি প্রকারে সৎস্বরূপ হয় তাহারই দৃষ্টান্ত দিলেন। দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, অবিদ্যাবস্থায় আত্মা শরীরের সহিত অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয়। বায়ু প্রভৃতিও সেইরূপ আকাশের সহিত সাম্য প্রাপ্ত হয়। আবার বারিবর্ষণাদি প্রয়োজন সম্পাদনেব জন্য সমুত্থিত হয়। আকাশের সঙ্গে সাম্যপ্রাপ্ত বায়ু প্রভৃতির ন্যায়ই সুষুপ্ত জীবাত্মা এই স্থূলদেহ হইতে উত্থিত হইয়া পরমাত্মাকে লাভ করতঃ স্বস্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়। (এই মন্ত্রের (ছান্দোগ্য ৮।১২।৩) ভিত্তিতে ভূমাসংপ্রসাদাদু-পদেশাৎ (১।৩।৮) এই সূত্র।) তখন সে নানা ক্রীড়া করে, ব্রহ্মলোকগত মনোময় স্ত্রীদের সহিত অথবা অশ্বাদি যানের সহিত অথবা বন্ধুজনের সহিত মনে মনে আনন্দ ভোগ করে। তখন সে শরীরকে স্মরণ না করিয়াই অবস্থান করে।

অশ্বকে মানুষ যেরূপ রথাদি বহনে নিযুক্ত করে তদ্রূপ প্রজ্ঞাত্মা জীবও এই দেহে নিযুক্ত হয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য। এই চক্ষুরূপ আকাশ দৈহিক ছিদ্রবিশেষ যাহার অনুগত সেই চাক্ষুষ পুরুষ। চক্ষু তাহার রূপ দর্শনের সাধন। যিনি মনে করেন— ঘ্রাণ করিব বা শব্দ উচ্চরণ করিব বা শ্রবণ করিব তিনি আত্মা। ঘ্রাণেন্দ্রিয় বাগিন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় তাহার সহায় বা উপায় মাত্র।

যিনি ভাবেন আমি মনন করিব সেই আত্মা। মন তাঁর দৈব চক্ষুস্বরূপ। সেই আত্মা মনরূপ চক্ষু দ্বারা ব্রহ্মলোকে যাহা ভোগ্যবস্তু আছে তাহা ভোগ করেন।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে এইরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবগণ ইন্দ্রের মুখ হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া এই আত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। তাহার ফলস্বরূপ দেবতাগণ সমস্ত লোক ও সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করিয়াছেন। যে লোক আত্ম-তত্ত্ব অবগত হইয়া উপাসনা করেন তিনিই সমস্ত লোক ও কাম্য বিষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই কথা প্রজাপতি কহিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ খণ্ড

এই মন্ত্র বলিতেছেন ধ্যান ও জপের জন্য। মন্ত্রটি এই—'শ্যামাৎ শবলং প্রপদ্যে, শবলাৎ শ্যামং প্রপদ্যে'। 'শ্যামঃ গম্ভীরঃ বর্ণঃ' (শঙ্কর)। হার্দ্দিং ব্রহ্ম। শ্যাম শ্যামসুন্দর। শবল বিবিধ ভাব মিশ্রিত অশেষ বৈচিত্র্যময়ী শ্রীরাধা। প্রপদ্যে প্রপন্নোঽস্মি, শরণাগতি গ্রহণ করি, প্রথমে শ্যামসুন্দরের শরণ লই। তাবপর তাঁহাকে গভীরভাবে আস্বাদন করিবার জন্য লীলাময়ী শ্রীরাধা-ঠাকুরাণীর শরণ লই। আবার শ্রীরাধার আনুগত্যে নিমজ্জিত হইয়া শ্যামসুন্দরকে আস্বাদন করি। এইরূপ করিতে করিতে শ্যাম ও শবল, গোবিন্দ ও রাধা যখন একীভূত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর হইয়া যান তখন তাঁহার শরণাগতি গ্রহণ করি।

এই শরণাগতির ফলে সকল পাপ অজ্ঞানতা অবিদ্যা দূর হইয়া যায়। অশ্ব যেমন শরীর কম্পিত করিয়া ধূলাবালি ফেলিয়া নির্ম্মল হয়, চন্দ্র যেমন রাহুর কবল হইতে বহির্গত হইয়া নির্ম্মল হয়, সেইরূপ ঐ মন্ত্র ধ্যান জপ ও স্মরণে আমিও নির্ম্মলতা লাভ

করি, শুদ্ধ সত্ত্বময় হইয়া যাই। এইরূপ হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করি। ব্রহ্মজ্যোতি যাঁহার অঙ্গপ্রভা সেই গোবিন্দলোক অর্থাৎ নিত্যবৃন্দাবন লাভ করি।

চতুর্দ্দশ খণ্ড

আকাশ-শব্দবাচ্য ব্রহ্মের মধ্যে সমস্ত নাম রূপ বিরাজিত। লৌকিক আকাশের মধ্যে যেমন লৌকিক প্রাকৃত নামরূপ অব্যক্ত থাকে, ক্রমে ক্ষিতি অপ্‌রূপে ব্যক্ত হয়, সেইরূপ পরব্রহ্মের মধ্যে অপ্রাকৃত নাম রূপ অব্যক্ত থাকে। এই অপ্রাকৃত নাম শ্যাম ও শবল। শ্যামবর্ণটি শৃঙ্গাররসের মূর্ত্তি। তিনি শৃঙ্গাররসরাজ ও শ্যামসুন্দর নামধেয়। শবল অশেষ বৈচিত্র্যময়ী মহাভাবময়ী শ্রীরাধা। এই নাম দুইটি ব্রহ্মেই অন্তর্লীন ছিল। ব্রহ্ম হইতেই ব্যক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মই তাহাদের নির্ব্বাহক। জ্যোতির মধ্যে যেমন মণি, সেইরূপ ব্রহ্মজ্যোতির মধ্যে ঐ দুইটি নাম ও রূপ। ইহারা অমৃতস্বরূপ। মূর্ত্ত হইলেও আত্মা। আত্মার মত ব্যাপ্ত।

প্রজাপতি ইন্দ্রকে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব জানাইয়াছিলেন। ইন্দ্রের নিকট দেবতাগণ ঐ তত্ত্ব জানিয়াছিল। সুতরাং প্রজাপতি দেবগণের গুরুর গুরু। আমি সেই পরম গুরু প্রজাপতির শাস্ত্রীয় সভাগৃহে গমন করিয়া তাঁর উপদেশ লাভ করিয়া ধন্য হই। আমি যে দেহ নই—আত্মা। এই আত্মা, শ্যামের শরণাগত হইলেই ধন্য হয়, প্রকৃত যশস্বী হয়।

আমি ব্রহ্মজ্ঞ শ্যামতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের যশ, ভক্তপালক রাজার যশ, ভক্তসেবক বৈশ্যের যশ, সকল যশের যশ শ্যামসুন্দরের

ভক্তের যশ—তাহা যেন লাভ করি। আমি যেন শ্বেত হই, শুদ্ধ সত্ত্বময় হই। দন্তহীন শিশুর মত হই। যেন আনন্দরস আস্বাদকারী হই, অশেষ বিশেষে যেন 'রসের চর্ব্বন' করিতে পারি। যেন নিষ্কাম হই। যেন দেহেন্দ্রিয়ের হীন ভোগ্য বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট না হই।

পঞ্চদশ খণ্ড

এই তত্ত্ব কথা—উপনিষৎ—চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন, প্রজাপতি মনুদিগকে। মনু প্রজাগণকে এই ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন; সংক্ষেপে পরম্পরা বলিলেন। তত্ত্ব-জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির জীবন কিভাবে চলিবে তাহার বিধান বলিতেছেন —প্রথমে গুরুগৃহে যাইবেন, সেখানে গুরুসেবা করিবেন ও বেদার্থ জ্ঞান লাভ করিবেন। সমাবর্ত্তন করিয়া গার্হস্থ্যে প্রবেশ কবিবেন। নিজে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইবেন ও অপর দশজনকে ধর্ম্মনিষ্ঠ করিবেন। যেখানে সজ্জনের বাস সেইরূপ পবিত্র স্থানে বাস করিবেন। সংযতেন্দ্রিয় হইবেন ও হিংসাকার্য্য হইতে সর্ব্বতো-ভাবে বিরত রহিবেন। এইভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করিবেন। ব্রহ্ম শ্যামের অঙ্গজ্যোতি স্বরূপ। জ্যোতির মধ্যে দিয়া জ্যোতির্ম্ময় পুরুষবরকে লাভ করিবেন। সেখানে নিত্যস্থিতি হইবে। আর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না।

———

তুলনামূলক আলোচনা

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদ

অসতো মা সদ্গময়

তমসো মা জ্যোতির্গময়

মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময় ॥

(বৃহদাঃ ১।৩।২৮ মন্ত্র)

ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দুইখানি উপনিষদ প্রায় সমসাময়িক মনে হয়। কারণ, দুই গ্রন্থের কতিপয় ঋষির নাম একই। ছান্দোগ্যের শ্রেষ্ঠ ঋষি উদ্দালক আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু। বৃহদারণ্যকেও এই দুইজনের কথা আছে, একই প্রকার প্রসঙ্গে। পাঞ্চালের ক্ষত্রিয় রাজা জাবালি প্রবাহণের কথা ও উষসি চক্রায়ণের কথা উভয় শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। বৈদিক সাহিত্যে এই দুইখানি উপনিষৎ শীর্ষস্থানীয়।

বৃহদারণ্যকের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। তাঁহার কথা ছান্দোগ্যে কোথাও নাই। এত বড় তত্ত্বজ্ঞ ঋষির কথা কোথাও উল্লেখ না থাকায় মনে হয় ছান্দোগ্যের সময় যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির নাম-খ্যাতি বিশেষভাবে প্রচারিত হয় নাই। এই অনুমান সত্য হইলে বৃহদারণ্যক ছান্দোগ্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থ হয়।

ছান্দোগ্যে তৃতীয় অধ্যায় ১৭।৬ মন্ত্রে দেবকীপুত্র কৃষ্ণের নাম

আছে। এই কৃষ্ণ বাসুদেব কৃষ্ণ হইলে ছান্দোগ্যের কাল অনেক পরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। আমার মনে হয়, প্রাচীনকালে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ নামা একজন ঋষি ছিলেন। গর্গাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময় ছান্দোগ্যের দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ঋষির কথা স্মরণ করিয়া এই দেবকীপুত্রের নামও কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন।

ছান্দোগ্য শ্রুতির অনেক কথা বৃহদারণ্যকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রজাপতির দুই সন্তান সুর আর অসুর। তাহারা সর্ব্বদা বিবাদরত। প্রত্যেকেই অপরকে পরাজিত করিয়া জয়ী হইতে চায়। এই বকম কথা উভয় শ্রুতিতেই আছে। ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া বিচারে দেখা গেল সকলেই সমান। কেহই ছোট বড় নয়। আসলে বড় মহাপ্রাণ। মহাপ্রাণের শক্তিতেই সকল ইন্দ্রিয় সঞ্জীবিত। এই আলোচনা উভয় শ্রুতিতেই একপ্রকার। প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিল (ছাঃ ৫।১।৭, বৃহঃ ৬।১।৬)।

শ্বেতকেতু গেলেন পাঞ্চালরাজ প্রবাহণের কাছে। তাহার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিয়া লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসেন পিতার কাছে। তৎপর পিতাপুত্র উভয়ে মিলিয়া ক্ষত্রিয় রাজার নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন, এই প্রসঙ্গ উভয় উপনিষদেই দৃষ্ট হয় (ছাঃ ৫।৩, বৃঃ ৬।২)। বর্ণনীয় বিষয় এক, ভাষায় কিছু পার্থক্য।

ছান্দোগ্য হইতে বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মতত্ত্বটি অধিকতর সুপরিস্ফুট। পরতত্ত্ব বায়ু নয়, আদিত্য নয়, বৈদিক কোন দেবতা নয়, পরব্রহ্মই

পরতত্ত্ব। পরব্রহ্মই পরমাত্মা। এই সত্যদৃষ্টি ও তৎপ্রকাশভঙ্গী বৃহদারণ্যকে অধিকতর সমুজ্জল। পুত্র বিত্ত সকল অপেক্ষা আত্মাই অধিক প্রিয়। আত্মার জন্যই সকল প্রিয়। আত্মাই অমৃতময়, আত্মা হইতে বিশ্বসৃষ্টি, আদিতে আত্মাই ছিলেন। তিনি পুরুষবিধ। পৃথিবী জল বায়ু অগ্নি আকাশ—সর্ব্বভূতে তিনি। সর্ব্বভূতের অন্তর্ব্বহির্ব্ব্যাপ্ত সর্ব্বাতীত তিনি। তিনি অন্তরচারী অন্তর্যামী, তিনি অমৃত, চিরমধুর নিত্যসুখদ। এই সকল তত্ত্বদৃষ্টি বৃহদারণ্যকে উদীয়মান সূর্য্যের মত স্বপ্রকাশ। পরমজ্ঞানে ঋষি সুস্থিত, নিঃসংশয়।

ছান্দোগ্যে অনেক স্থলে দেখা যায় পরমতত্ত্বের অনুসন্ধান চলিতেছে। অগ্নি কোথায় বিধৃত—বরুণে। বরুণ কোথায় বিলয়প্রাপ্ত—সূর্য্যে। সূর্য্য কোথায়—দক্ষে। দক্ষ কোথায়—রুদ্রে। রুদ্রতত্ত্বই সামবেদের সীমা। আবার প্রশ্ন রুদ্রের পরিণতিভূমি কোথায়? ব্রহ্মে। ব্রহ্ম কোথায় পরিণত—আকাশে। আকাশ কোথায়—উদ্গীথে। উদ্গীথই পরমতত্ত্ব।

ছান্দোগ্যের প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়, উদ্গীথ। প্রথম অধ্যায় ছাড়া অন্য কোথাও বিশেষভাবে এই আলোচনা নাই। অন্য কোন শ্রুতিতেও উদ্গীথের আলোচনা দেখিতে পাই না। কখনও সূর্য্যকে, কখনও আদিত্যকে, কখনও আকাশকে, কখনও নাসাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে, কখনও বাক্‌কে, কখনও চক্ষুকে উদ্গীথ বলা হইয়াছে। উদ্গীথ সামবেদের সার। সামবেদ ঋগ্বেদের সার। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সামবেদের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

যাহা কিছু উত্তম তাহাই সাম। সাম শব্দ হইতে সাম্য। সুতরাং সাম অর্থ সুশৃঙ্খলা, যেখানে শৃঙ্খলা সেইখানেই উত্তমত্ব। সামকে পাঁচটি ভূমিতে ভাবনা করিয়াছেন—পৃথিবী বায়ু অগ্নি আকাশ আদিত্য। মনে হয়, প্রকৃত সাম্য বা সমন্বয় যে ব্রহ্মভূমিতে তাহার অনুসন্ধান চলিতেছে। অবশ্য উদ্‌গীথ যে ওঙ্কার ইহাও ঋষির সুপরিজ্ঞাত।

প্রথম দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুধ্যানের পর তৃতীয় অধ্যায়ে ঋষি ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিধাহীন। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি, শান্ত উপাসীত (৩।১৪।১)। এই সকলই ব্রহ্ম। তাহা হইতে সমস্তের উৎপত্তি (তজ্জ), তাহাতেই লয় (তল্ল), তাহাতেই স্থিতি (তদন্), তৎ (জ+ল+অন্) = তৎ (জলান্) = তজ্জলান্।

কেকয় রাজ্যর রাজা অশ্বপতির কাছে গিয়াছেন প্রাচীনশাল প্রমুখ পাঁচজন সত্যানুসন্ধিৎসু। উদ্দালক আরুণির নির্দ্দেশে গিয়াছেন। অশ্বপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে কর? একজন বলিলেন দ্যোকে, আর একজন বলিলেন আদিত্যকে, অপরজন বায়ুকে, অপর ব্যক্তি আকাশকে, তৎপরবর্ত্তী ব্যক্তি জলকে, সর্ব্বশেষ ব্যক্তি পৃথিবীকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জানিয়া ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন।

অশ্বপতি কাহারও উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া নিজে বলিলেন, বৈশ্বানরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈশ্বানর পুরুষের চরণ পৃথিবীতে, বক্ষ যজ্ঞবেদীতে। তাঁর লোমই ঘাস, হৃদয়ে গার্হপত্য অগ্নি, মনে অন্বাহার্য্য অগ্নি, বদনে আহবনীয় অগ্নি (৫।১৮)। এই বৈশ্বানরই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সকল পাঠ করিলে মনে হয়, পরম ব্রহ্মবস্তুর অনুসন্ধান চলিতেছে।

ছান্দোগ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক অংশ ষষ্ঠ অধ্যায়ে—পিতা আরুণি ও পুত্র শ্বেতকেতুর আলোচনায়। শ্বেতকেতু ১২ বৎসর বয়সে গুরুগৃহে গিয়াছে। ১২ বৎসর গুরুগৃহে থাকিয়া ২৪ বৎসর বয়সে গৃহে আসিয়াছে। পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন পুত্রকে—যাঁহাকে জানিলে সকল জানা হয়, তাঁহার কথা জানিয়াছ? পুত্র বলিল—সেরূপ কোন কথা গুরুমুখে শোনে নাই। পিতা বুঝাইয়া দিলেন কতিপয় দৃষ্টান্ত দ্বারা। যেমন, এক ডেলা মাটিকে জানিলে সকল মাটি বা মৃণ্ময় বস্তুকে জানা হয়, যেমন এক খণ্ড সুবর্ণকে জানিলে সকল স্বর্ণনির্ম্মিত বস্তুকে জানা হয়, তদ্রূপ একটি বস্তু আছে যাঁহাকে জানিলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তুই জানা হইয়া যায়। পুত্র এই বস্তুটি কি, জানিতে চাহিলে পিতা বলিলেন—এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ সত্তাতে যাহা কিছু সব নিহিত ছিল, তিনি নিজ ইচ্ছায় বহু হইলেন। কিন্তু মূল বস্তু তাঁহাতেই রহিল এবং আছে। সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা পরমাত্মাতেই মিলিত থাকে। রজ্জুবদ্ধ একটি পাখী এদিক ওদিক ছুটিয়া শেষে বন্ধনস্থানেই স্থিতিলাভ করে—জীবাত্মাও সেইরূপ সংসারাবদ্ধ থাকিয়া যেভাবেই বিচরণ করুক, পরিণামে সেই মূল বন্ধনস্থান সৎস্বরূপ পরমাত্মাতেই আশ্রয় লাভ করে। কিছুই মূলরহিত থাকে না। সৎস্বরূপ মূলকে লাভ করিতে যত্ন কর—'সন্মূলমন্বিচ্ছ'।

এই বিশ্বজগতের স্থিতি বা বিস্তার সেই সদ্বস্তুতে—তাই তিনি সদায়তন। আবার শেষ পরিণতিও তাহাতে—তাই সং-প্রতিষ্ঠা। একখণ্ড লবণ জলপূর্ণ পাত্রে ফেলিলে উহা গলিয়া যেমন সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ সংবস্তু বিশ্বের সর্ব্বত্র অনুস্যূত। সেই সদ্বস্তু হইতে সকলের উৎপত্তি, তাঁহাতে স্থিতি, তাঁহাতে শেষ বিশ্রাম। সেই এক-কে জানিলেই সকল জানা হয়।

তিনি সকল সত্তার মূল, আধার ও পরিণতি। আমার সত্তা তাঁর সত্তাগত, তোমার সত্তাও তাঁর সত্তাগত। তুমি আমি সবই তিনি। যাহা কিছু ছিল, আছে, হবে—তাহা তৎ বা এতৎ। এতৎ আত্মা সকলেই সেই এক আত্মা। এই সত্য ঋষির ভাষায় —'ঐতদাত্ম্যম্'। সর্ব্বত্র ঐ এক আত্মা—ইহা বলিতে বলিতে আসিল তুমিও সেই আত্মা। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'। ইহার সঙ্গে আসে—'আমিও তিনি'। সেই কথা ছান্দোগ্য বলেন নাই, বলিয়াছেন ঈশশ্রুতিঃ (১৬)—'যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি'। জীবাত্মা পরমাত্মার সম্বন্ধ বিষয়ে ছান্দোগ্যে তত্ত্বমসি বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বৃহদারণ্যকে বিশ্বাত্মার সঙ্গে বিশ্বের ও জীবাত্মার সম্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন দুইটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা 'যথোর্ণনাভিস্তন্তুনা উচ্চরেৎ' আর 'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিংগা ব্যুচ্চরন্তি' (২।১।১০)—যেমন মাকড়সা হইতে জাল ও অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গ। প্রথমটি ব্রহ্মের সঙ্গে জগতের এবং দ্বিতীয়টি ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধের দৃষ্টান্ত। জীব ও জগৎকে বলিয়াছেন সত্য। ব্রহ্মকে বলিয়াছেন 'সত্যস্য

সত্যম্'। এই মহাসত্যকে যে জানে সেও ব্রহ্ম হয়—'ব্রহ্ম ভবতি য এবং বেদ'।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তত্ত্বমসি" বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য শ্রুতির এই দুইটি বিখ্যাত মন্ত্র : আচার্য্য শঙ্কর এই দুই মন্ত্রকে মহাবাক্য বলিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা তাহা স্বীকার করেন নাই। মন্ত্র দুইটি যে মহামূল্যবান তাহাতে সংশয় নাই। তত্ত্বমসি মন্ত্রটি ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে নয় বার আছে। মূল্যবান বলিয়াই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ।

"অহং ব্রহ্মাস্মি" কথাটি পরিষ্কার। অহং পদবাচ্য জীবই ব্রহ্ম। জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ। অদ্বৈত সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা প্রসঙ্গানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন—মন্ত্রটি বৃহদারণ্যের ১।৪।১০ "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ। তদাত্মানমেব অবেৎ 'অহং ব্রহ্মস্মীতি' সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন। তিনি "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ নিজেকে জানিয়াছিলেন। ইহা হইল পরব্রহ্মের নিজানুভূতি। ইহাতে জীব-ব্রহ্মের অভিন্নতা কিরূপে হইবে? যে ব্রহ্মভূত হয় তারও ঐরূপ অনুভূতি হইতে পারে, যেমন বামদেবের হইয়াছে—তাহা দ্বারা ব্রহ্মের সঙ্গে তার একত্ব স্থাপিত হইবে না।

"তত্ত্বমসি" মন্ত্রটি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে নয় বার আছে। সমগ্র মন্ত্রটি স যঃ এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো। ৬।৮।৭, ৬।৯।৪, ৬।১০।৩ ৬।১১।৩, ৬।১২।৩, ৬।১৩।৩, ৬।১৪।৩, ৬।১৫।৩, ৬।১৬।৩ এই নয় বার। মন্ত্রটির অর্থ সেই যিনি এই অণিমা এই সমস্ত জগৎ হইতেছে এতদাত্মক। সেই

অণিমা সন্ত্য, তিনি আত্মা। হে শ্বেতকেতো, তাহা হও তুমি।

অদ্বৈতবাদী মতে তত্ত্বমসি মন্ত্রে জীব এবং ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন ইহাই সুস্পষ্ট। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে জীব এবং ব্রহ্ম-অভিন্ন চিদংশে ও নিত্যত্বে। তত্ত্বমসি মন্ত্র তাহাই বুঝাইয়াছে। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ অণুত্বে-বিভূত্বে, অল্পজ্ঞত্বে-সর্ব্বজ্ঞত্বে, ইহা ব্রহ্ম সূত্রে ব্যক্ত—ভেদব্যপদেশাচ্চ (১।১।১৭ সূত্র), ভেদব্যপদেশাৎ (১।৩।৫), অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ (২।১।২২) জগদ্ব্যাপার বর্জ্জ (৪।৪।১৭) ইত্যাদি ব্রহ্ম সূত্রে সুস্পষ্ট। এইসব সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর ও শ্রীপাদ রামানুজ প্রভৃতির একই ব্যাখ্যান। দ্বাসুপর্ণা ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতর (৪।৬) মন্ত্রের আলোচনায় শঙ্কর রামানুজের একই প্রকার উক্তি—জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট। সংসারী জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে তো ভেদ আছেই মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ ব্রহ্মসূত্র (১।৩।২) মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ সূত্রে স্বীকৃত। উপসৃপ্য শব্দের অর্থ শঙ্কর মতে "গম্য", রামানুজ মতে "প্রাপ্য"। একই কথা। প্রাপ্য প্রাপক দুই পৃথক্ বস্তু সুতরাং মুক্তজীব ও ব্রহ্মের মধ্যেও ভেদ আছে।

"তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" এই মন্ত্র ব্যাখ্যায় ছান্দোগ্য-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বিশেষ কিছু বলেন নাই। শুধু বলিয়াছেন—তৎ সৎ ত্বমসীতি। হে শ্বেতকেতো—তুমি তাহাই ব্রহ্মই। তত্ত্বোপদেশ নামক আর একখানি প্রকরণ গ্রন্থে—আচার্য্য তত্ত্বমসি মন্ত্রের ব্যাখ্যানে যে বিচারমল্লতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়।

আচার্য্য শঙ্কর যাঁহাতে "জীব ও ব্রহ্ম সর্বতোভাবে এক ও